ইলিয়াড ও ওডিসি
সাক বুক স্টোর

ILLIAD-O-ODESY
By Homer
Translated By - Debashis Chaki

[মহাকবি হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি]

ভাষান্তর ঃ- দেবাশীষ চাকী

প্রচ্ছদ ঃ- অঞ্জন বোস

অলংকরণঃ- শ্রীবিদ্যা অশোক

প্রকাশক ঃ- স্বপন বসাক

বসাক বুক ষ্টোর

৪, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

লেজার সেটার ঃ- ডি এন্ড বি ডেটা সার্ভিসেস, কলি-৫৪

মুদ্রক ঃ-

মূল্য ঃ- চল্লিশ টাকা

শ্রী স্বপন বসাক কর্তৃক ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত।

উৎসর্গ

যিনি পৃথিবীতে নেই কিন্তু স্মৃতিতে আছেন,

যাঁর সাহায্যের সাধ ছিল না—

সেই বাবাকে—

শ্রীদেবাশীষ চাকী

অন্ধ কবি হোমার

খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে আটশ বছর আগে 'ইলিয়ড' আর 'ওডিসি' এই দুই মহাকাব্য লেখা হয়। যদিও এই দুটো আলাদা মহাকাব্য তবুও মূল কাহিনী একই। এবং সেই কাহিনী হলো ট্রয়যুদ্ধ এবং তার আনুপূর্বিক ঘটনাবলী। একথা সত্য যে ট্রয়যুদ্ধের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া যায় না। তবে এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং তাকে কেন্দ্র করে আরো বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এক ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়। বহু রাজা মহারাজা সেই যুদ্ধে যোগ দেন একথা সত্যি। হোমার মনে করেছিলেন যে ঐ যুদ্ধের গল্প যদি গানের মাধ্যমে বলা যায় তবে গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলে তা জনপ্রিয় হবে। এই ভেবেই লেখা 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'।

হোমার খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রীক মহাকবির জন্মস্থান নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। হোমারের ছিল বিপুল জনপ্রিয়তা এবং তিনি ছিলেন চারণ কবি। তিনি যে কবি ছিলেন তাই নয়, তিনি খুব সুন্দর গানও করতে পারতেন। বীণাযন্ত্র বাজানোতে তাঁর দক্ষতাও ছিল অসীম। বর্তমান বা অতীতের যে কোন বিষয়ে কাব্য রচনা করে তাঁর নিজের গলায় সেই গান গেয়ে মুগ্ধ করতেন সবাইকে। পুরাতত্ত্ববিদেরা বলেন হোমার পরবর্তী জীবনে ঘটনাক্রমে অন্ধ হয়ে যান। সেকালে গ্রীস দেশের অনেক রাজারা তাদের নিজেদের প্রাসাদে চারণ কবিদের চিরদিনের জন্য আটকে রাখবার জন্য অনেক সময় অন্ধ করে দিত। হোমারের ভাগ্যেও তেমন ঘটনা ঘটেছিল কিনা কে জানে!

হোমারের 'ইলিয়ড', 'ওডিসি' একত্রে অনুবাদ করতে যাওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ ও সেই সঙ্গে স্থানসাপেক্ষও বটে। স্বল্পপরিসরে এত বড় মহাকাব্য দুটোকে কিশোর উপযোগী করাও কষ্টসাধ্য। তবু যতটা সম্ভব সমস্ত ঘটনাকে যথাযথ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন অনুবাদকের অনুবাদ পাঠকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কোন্‌টা সৃষ্টি করে সেটাই দেখার।

শ্রীদেবাশীষ চাকী

সূচিপত্র

ইলিয়ড

ওডিসি

৻ প্রথম পর্ব ৶

অথ কলহ কথা

একটা প্রশ্ন যেন বারবারই ঘুরে ফিরে আসে। পেলিউসের সন্তান একিলিসের ক্রোধের কারণ কি? কি ভাবেই বা সে ক্রোধ গ্রীকদের উপর নিয়ে আসে অভিশাপের বোঝা? মহারাজ অ্যাগমেনন আত্রেউসের সন্তান। সেই অ্যাগমেনন ও একিলিসের মধ্যে যেদিন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় সেদিন থেকে দেবরাজ জিউসের ইচ্ছানুসারে বহু বীরের দলই ভবলীলা সাঙ্গ করে পরপারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তাই প্রশ্ন থেকে যায় কোন্ দেবতা এই কলহের স্রষ্টা? তবে...তবে কি লিটোর গর্ভজাত জিউসপুত্র অ্যাপোলোই সেই দেবতা যিনি ক্রোধান্বিত হন রাজা অ্যাগমেননের উপর? এবং সেই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অ্যাগমেননের প্রজাদের সাজা দেবার উদ্দেশ্যে মহামারী আনেন তাঁর রাজ্যে? একবার অ্যাগমেনন রাজপুরোহিত ক্রাইসিসকে ভয়ংকর অপমান করেন। তবে অ্যাপোলোর ক্রোধের কারণ কি তাই?

ক্রাইসিসের গল্পটাই বরং শোনানো যাক। কোন এক সময় ক্রাইসিসের কন্যা গ্রীক সৈন্যের হাতে বন্দী হন। ক্রাইসিস প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে গ্রীক জাহাজে গিয়ে তাঁর কন্যাকে মুক্তির জন্য অনুরোধ জানান কাতর কণ্ঠে। তাঁর হাতে ছিল অ্যাপোলোর রাজদণ্ড। তিনি সম্রাট অ্যাগমেননের কাছে করুণ কণ্ঠে তাঁর কন্যার মুক্তি ভিক্ষা করেন। প্রসঙ্গক্রমে এও বলেছিলেন যে "অন্তত জিউসপুত্র অ্যাপোলোর প্রতি ভক্তিবশতঃ এই কৃতজ্ঞতাটুকু দেখাও।" যদিও অন্যান্য গ্রীকরা সম্মত ছিলেন কিন্তু রাজা অ্যাগমেনন ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন। বজ্রকণ্ঠে

শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন "আমি তোমার কন্যাকে মুক্ত করবো না। আর্গসে অবস্থিত আমার বাসভবনে তাকে সারা জীবন বন্দিনী হয়ে কাটাতে হবে।"

গ্রীক বন্দিনী ক্রাইসেইস, তাঁর পিতা ক্রাইসিস ভয়ে, লজ্জায় বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছিলেন হতাশ হয়ে। কন্যা হারানোর দুঃখে বিষণ্ণ হৃদয়ে ফিরে এলেন ব্যর্থ হৃদয়ে রাজা অ্যাগমেননের আদেশ নীরবে অপ্রতিবাদে মেনে নিয়ে। সমুদ্র উপকূলে দাঁড়িয়ে অ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন, "হে দেবরাজ, তোমায় যদি কখনও সত্যিকারের ভক্তি দিয়ে থাকি, তোমার করুণা বিন্দুমাত্র লাভ করে থাকি পরম দুঃখে, তবে তোমার অস্ত্র যেন আমার নীরব অশ্রুজলের ধারার জন্য অত্যাচারী গ্রীকদের মাথায় নেমে আসে বজ্রের মত।"

ক্রাইসিসের সেই কাতর প্রার্থনা এ্যাপোলো শুনলেন সমস্ত অন্তব দিয়ে। প্রচণ্ড ক্রোধে হয়ে উঠলেন ক্ষিপ্ত, ক্রোধে দগ্ধ হয়ে তিনি ক্রমাগত নয়দিন ধরে তাঁর তীর নিক্ষেপ করে যেতে লাগলেন গ্রীক জাহাজ লক্ষ্য করে। হত ও আহতের সংখ্যা দাঁড়াল সীমাহীন। তারপর শুরু হল মরক, নেমে এল হাহাকার।

নয়দিন পার হয়ে দশদিনের মাথায় একিলিস গ্রীকদের উদ্দেশ্য করে স্বদেশে ফিরে যাবার ডাক দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে পুরোহিতদের এও জিজ্ঞাসা কবলেন তারা এ্যাপোলোর প্রতি কোন শপথ ভঙ্গ করেছে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে সেরা জ্যোতিষজ্ঞ নেষ্ট'র পুত্র ক্যালকাস নিরাপদে নির্ভুল ভবিষ্যতবাণী করে গ্রীক রণতরীগুলোকে ইলিয়াসের পথে পরিচালনা করে নিয়ে এলেন।

"আমাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দাও" নেষ্টর পুত্রের এই কথায় একিলিস বিস্মিত হলেন এবং বিস্মিত হলেন আরো অনেকে, তাদের মনে সহস্র প্রশ্নের উদয় হল। কে রক্ষা করবে? কেন রক্ষা করবে? কাকে রক্ষা করবে? কি ভাবেই বা রক্ষা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলের মনেই আতঙ্ক মিশ্রিত প্রশ্ন কি সেই 'দৈববাণী'? কারণও নিশ্চয়ই ছিল, ক্যালকাস শপথ করতে বলেছিলেন 'তাঁর কথা এমন এক রাজাকে রুষ্ট করে তুলবে যার জন্য গ্রীকদেব মাথাতে নেমে আসতে পারে শাপের বোঝা। এবং সেই রাজার প্রতিশোধ স্পৃহা ভয়ঙ্কর আকারও ধারণ করতে পারে'।

একিলিস নির্দ্বিধায় তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এমনকি সম্রাট অ্যাগমেননও

সাহস করবে না তার গায়ে হাত তুলতে, এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তখন ক্যালকাস মূল কারণ ব্যক্ত করেছিলেন—তা হল এই যে ক্রাইসিস কন্যাকে গ্রীকরা যে মুক্ত করেনি শুধু তাই নয় রাজ পুরোহিত ক্রাইসিসকে করেছেন

অপমান, তার জন্যই দেবরাজ হয়েছেন ক্রুদ্ধ। ক্রাইসেইসের মুক্তি না হলে এই মরক আর মহামারীর শাস্তি থেকে গ্রীকদের মুক্তি দেবেন না এ্যাপোলো।

ক্যালকাসের কথায় অ্যাগমেনন হলেন ক্রুদ্ধ। আসলে তিনি চেয়েছিলেন ক্রাইসেইসকে নিজের সঙ্গিনী রূপে পেতে। আত্মত্যাগের গরিমা তার মধ্যে ছিল তাই প্রজাদের জীবনরক্ষার প্রয়োজনকে সম্মুখে রেখে তিনি শর্ত আরোপ করেছিলেন ক্রাইসেইসের পরিবর্তে অন্য এক নারীকে তার পারিতোষিক রূপে এনে দিতে হবে। একিলিসের তখন সে শর্ত মেনে নেবার মত ক্ষমতা ছিল না, তাই তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে ট্রয় নগরী জয়ের পর তার বহুগুণ পারিতোষিক দিয়ে গ্রীকেরা তুষ্ট করবে।

অ্যাগমেনন এটাকে একিলিসের চাতুরী বলে ভুল করলেন। তিনি পাল্টা চাল চাললেন। তিনি শর্ত দিলেন যে একিলিস অথবা অ্যাজাকস অথবা ওডিসিয়াসের বন্দীনীকে চান।

এই ঔদ্ধত্য একিলিস সহ্য করলেন না। তিনি সক্রোধে বলে উঠলেন যে ট্রয় যুদ্ধে বীরত্ব সাহস সব দিক থেকে এই একিলিসই অগ্রগণ্য। কিন্তু লাভবান সবচাইতে বেশি অ্যাগমেনন নিজে। তিনি আর অ্যাগমেননের স্বার্থের জন্য কাজ করতে চান না, তার সৈন্য নিয়ে তিনি দেশে ফিরে যাবেন।

অ্যাগমেনন তাতে বাধা দিলেন না। কারণ তিনি জানতেন যে তার সবচাইতে বড় সহায় হচ্ছেন দেবরাজ জিউস। প্রসঙ্গক্রমে একিলিসের সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জও রাখলেন তিনি। একিলিসের বন্দিনী ক্রাইসেইসকে তাঁর তাঁবু থেকে ধরে নিয়ে আসবেন। একিলিসের যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে যেন তার মোকাবিলা করেন।

একিলিস ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তিনি যখন ক্রোধ সম্বরণ করার চেষ্টা করছিলেন এমন সময় হঠাৎ এথেন স্বর্গ থেকে তার কাছে নেমে এলেন। কথিত আছে এথেন ছিলেন জ্ঞান, বিদ্যা, শিল্পকলা এবং শান্তির দেবী। একিলিস এথেনের আগমনে শংকিত হয়ে উঠলেন। তাই এথেনকে দেখতে চেয়েছিলেন অ্যাগমেননের গর্বোদ্ধত আচরণ, কারণ এথেন ছিলেন জিউস কন্যা। এথেন তাকে তাঁর তরবারী কোষমুক্ত করতে বারণ করলেন, প্রসঙ্গক্রমে এও জানিয়ে দিলেন যে আজ যদি একিলিস ধৈর্য্যের পরিচয় দেয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে

সে তার বহুগুণ সুফল পুরস্কার স্বরূপ লাভ করবে।

একিলিস মেনে নিলেন এথেনের সেই আদেশ। তরবারীকে কোষবদ্ধ রেখে অজস্র নিন্দাবাক্য বর্ষণ করতে শুরু করলেন অ্যাগামেননের উদ্দেশ্যে। অপরদিকে নিজের আসনে বসে অ্যাগমেননের গর্জন চলতে লাগলো অবিরাম গতিতে।

এবার পাইলসের অধিপতি নেষ্টর একটা চেষ্টা করতে গেলেন যাতে দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। বর্ষণ করলেন অনেক মধু বাক্য। একিলিসকে বললেন, তার ক্রোধ সম্বরণ করতে আর অ্যাগমেননকে বললেন, একিলিসের সাথে সমস্ত কলহ মিটিয়ে নিতে। কিন্তু বিবাদ রয়েই গেল। যে যাঁর নিজের নিজের তাঁবুতে চলে গেলেন।

ক্রাইসিসকে অ্যাগমেনন ওডিসিয়েসের নেতৃত্বে দেবতাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যান নি। তিনি ইলথিবিয়াস এবং ইউবিরেটস নামে দুই অনুচরের হাতে একিলিসের বন্দিনী ব্রিসেইসকে গ্রীসে অপহরণ করে আনবার দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু একিলিস সেই অনুচরদ্বয়ের হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছিলেন ব্রিসেইসকে। কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে স্বর্গের দেবতারা এবং মর্তের মানুষেরা সাক্ষী থাকুক এবং দেখুক অ্যাগমেননের ক্রোধ কত ভয়ঙ্কর।

ব্রিসেইসকে নিয়ে চলে গেল অ্যাগমেননের দুই অনুচর। দুঃখে জর্জরিত হয়ে একিলিস একাকী সমুদ্রতীরে গিয়ে সমুদ্রের গভীরে বাসরত দেবকন্যা তার মা থেটিসকে স্মরণ করলেন। সমুদ্রতল থেকে উঠে এলেন সেই দেবকন্যা থেটিস। একিলিস তাঁর কাছ সমস্ত কাহিনী খুলে বললেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এও বললেন যে একিলিসকে শাস্তি দেবার জন্য অ্যাগমেনন তার দূত পাঠিয়ে একিলিসের বন্দিনী ব্রিসেইসকে জোর করে নিয়ে যায়। একিলিস তার মাকে দেবরাজ জিউসের সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। একিলিস তার মাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তার মা কিভবে একবার জিউসপত্নী হেরা, জলদেবতা পসেডন প্রমুখদের বিপদ থেকে মুক্ত করেছিলেন। তখন দেবী থেটিস নিজেকে ধিক্কার দিলেন যে একিলিসের দুঃখে তার হৃদয় জর্জরিত হচ্ছে

কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি জিউসকে কিচ্ছু জানাতে সক্ষম হচ্ছেন না কারণ জিউস তখন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে ইথিওপিয়ায় গিয়েছিলেন। তবে তিনি একিলিসকে সান্ত্বনা দিলেন যে এই ব্যাপার তিনি দেবরাজ জিউসের কানে তুলবেন এবং যথাযথ প্ররোচিত করবেন যাতে অ্যাগমেনন পরাজিত হয়।

ওদিকে ওডিসিউস ক্রাইসেইসও বলির পশুগুলোকে সম্রাট অ্যাগমেননের তরফ থেকে অ্যাপোলোকে দান করলেন। এবং স্বাভাবিক ভাবে ক্রাইসিস অ্যাপোলোকে অনুরোধ জানালেন. তিনি যেন গ্রীকদের ওপর থেকে মহামারীর অভিশাপ তুলে নেন। এই প্রার্থনা অ্যাপোলো মঞ্জুর করলেন। রাজা অ্যাগমেননের দূতেরা সদলবলে জাহাজ ছেড়ে দিলেন ঘরে ফেরার তাগিদে। অ্যাপোলো সাথে দিলেন অনুকূল বাতাস. ওরা ফিরে এল আপন শিবিরে।

কথা ছিল বারোদিন পর ফিরে আসবেন দেবরাজ জিউস ইথিওপিয়া থেকে। এই বারোদিন নিজের জাহাজের ভেতরে একিলিস তাঁর ক্রোধকে প্রতিপালিত করে চললেন। দেখতে দেখতে বারোদিন কেটে গেল। দেবরাজ জিউস ফিরে এলেন ইথিওপিয়া থেকে তার ওলিম্পাস পাহাড়ের চূড়োর বাসভূমিতে। থেটিস কিন্তু ভোলেনি তার পুত্রের কান্নাভরা কণ্ঠস্বর। তিনি দেবরাজ জিউসকে জানালেন কিভাবে রাজা অ্যাগমেনন অপমান করেছেন তার পুত্রকে। কৌশলে থেটিস জানিয়ে দিলেন যদি তিনি দেবরাজ জিউসের কোনদিন কোন উপকারে লেগে থাকেন তাহলে দেবরাজ যেন তার পুত্র একিলিসকে তার প্রাপ্য সম্মান ও ঐশ্বর্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমটায় জিউস কোন জবাব দেননি। কিন্তু থেটিসের বারম্বার অনুরোধে দেবরাজ জিউস বড়ই বিচলিত হয়ে পড়লেন। কারণ দেবরাজ জিউসের একটাই ভয় যে ট্রয়বাসীকে সাহায্য করার জন্য হেরা তাঁর সাথে কলহ করেছে এবং জিউসকে হেরার কাছে থেকে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়, অতএব তিনি থেটিসকে আশ্বাস দিলেন যে থেটিসের ইচ্ছা পূরণ হবে।

থেটিস ফিরে গেল নিজের জায়গায়। কিন্তু দেবরাজ জিউসের সাথে থেটিসের সাক্ষাৎকার হেরার কাছে গোপন থাকলো না। স্বভাবতই হেরা প্রচণ্ড ক্রোধে ক্রোধন্মত্ত হয়ে উঠলেন। উপায়ান্তর না দেখে দেবরাজ জিউস তাকে সাবধান করে দিলেন যে তিনি যদি রেগে গিয়ে হেরাকে আঘাত করেন তাহলে
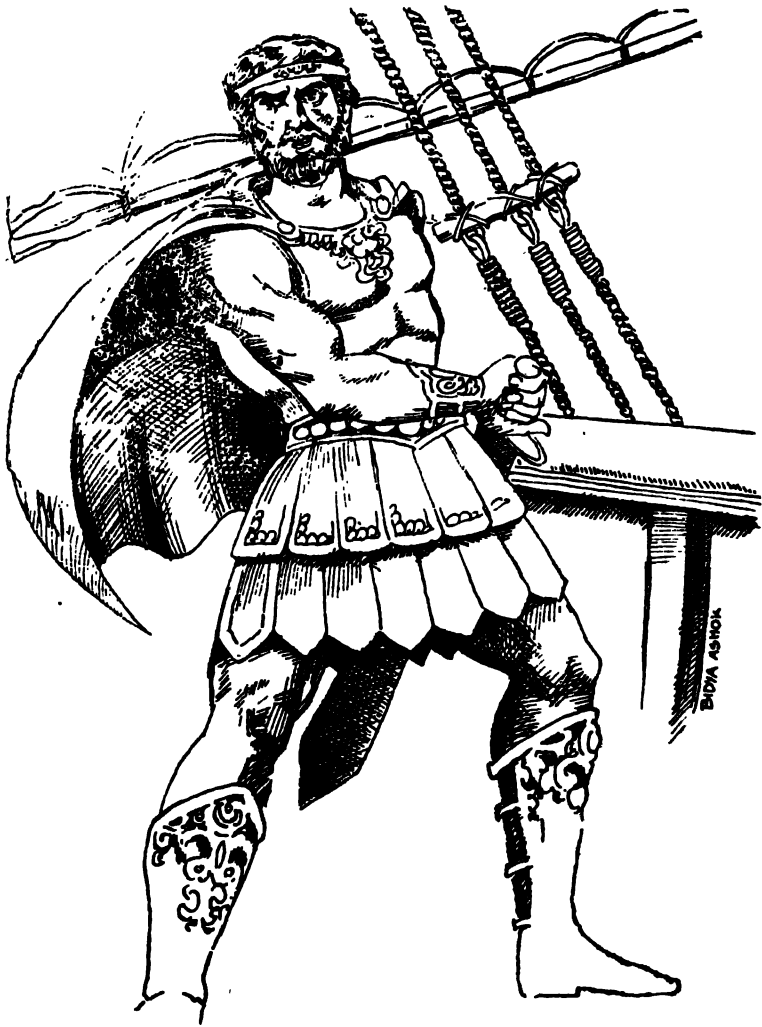
সমস্ত দেবতারা একত্র হয়েও হেরাকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ যা তাঁর জানার নয় তা তাঁর অজ্ঞাত থাকাই উচিত। যদিও হেরা বুঝতে পেরেছিলেন থেটিস পুত্র একিলিসকে গৌরব এবং মর্যাদা দানের জন্য বহু গ্রীককে হত্যা করবেন।

এবার শংকিত হলেন হেরা। স্বর্গের অন্যান্য দেবতারা জিউসের উক্তিতে খুব অস্বস্তিতে পড়লেন, অবশেষে হেরার পুত্র হিফাসটাস দুজনের বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে সবার হাতে তুলে দিলেন এক একটা পান পাত্র। স্বর্গের ভোজসভা আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল। অ্যাপোলো তুলে নিলেন বীণাযন্ত্র, সঙ্গীতের দেবতা মিউজ গাইতে লাগলেন গান। সূর্য গেল অস্তাচলে, ভোজসভা গেল ভেঙ্গে, দেবতারা গেলেন দেবশিল্পী হিফাসটাস নির্মিত আপন আপন শয়নকক্ষে।

৫২ দ্বিতীয় পর্ব ৬১

নিশার স্বপন সম

জিউস কেবলমাত্র চিন্তাই করে চললেন, কিভাবে গ্রীকদের ধ্বংস করে একিলিসের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়। সমস্ত রাত জেগে রইলেন অবশেষে উপায় খুঁজে পেলেন। তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে ডেকে গোপনে কি এক আদেশ দিলেন তা কেউ জানলো না।

রাত্রির অন্ধকারে সেই অনুচর এক মায়াবিনী স্বপ্ন হয়ে চলে এল গ্রীক শিবিরে নিদ্রারত অ্যাগমেননের মাথার কাছে। ঘুমঘোরে নিমগ্ন অ্যাগমেনন শুনতে পেলেন এক দৈববাণী "দেবরাজ জিউস তোমায় বলেছেন এখুনি তোমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ট্রয় জয় করবে।" মায়াবিনী স্বপ্নের তিরোভাবের সাথে সাথে অ্যাগমেননের মনে ট্রয় জয়ের বাসনার আবির্ভাব ঘটল। তাঁর দু'কান ভরে বেজে চলছিল রাত্রির স্বপ্নের দূরাগত দৈববাণী। তিনি হাতে তুলে নিলেন তাঁর অক্ষয় তলোয়ার। আহ্বান করলেন গ্রীকবীরদের এক সভা। খুলে বললেন তাঁর রাত্রির স্বপ্নের কথা।

তবে কি ট্রয় নগরী আক্রমণ করার আদেশ দিলেন রাজা অ্যাগমেনন? ...না, তিনি সে আদেশ দিলেন না। কারণ, জিউস যে রাজা অ্যাগমেননের সাথে ছলনা করেছেন, ট্রয়নগরী আক্রমণ করলে যে এক ভয়াবহ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি গ্রীক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন যে ট্রয় জয় তাঁরা আর করবেন না। কারণ, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা এসেছিলেন তা যখন সিদ্ধ হল না তখন দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল।

উল্লসিত হয়ে উঠল দেশে ফেরার আনন্দে গ্রীক সৈন্যরা। সে উল্লাসের আনন্দে চাপা পড়ে অ্যাগমেননের প্রকৃত মনোভাব। দুঃখের বিষয় গ্রীক সৈন্যরা জানতেও পারেনি যে একথা অ্যাগমেননের মনের কথা নয়। আসলে তিনি কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে ছলনার খেল খেলছেন তাদের সঙ্গে।

মানুষ ভাবে, ঈশ্বর ভেস্তে দেয়। হয়তো গ্রীকরা ফিরে যেত, কিন্তু দেবতারা চাইলেন না যে তারা ফিরে যাক। হেরা এথেনকে পাঠালেন তিনি যেন প্রতিটি গ্রীক সৈন্যের কাছে গিয়ে প্ররোচিত করেন যে তারা যেন তাদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে দেশে ফিরে না যায়।

অলিম্পাস পর্বতের শিখর থেকে এথেন চলে এলেন গ্রীকদের জাহাজে অদৃশ্য হয়ে। প্রথমে সম্মুখে পড়ল ওডিসিউস। পরাজয়ের গ্লানিতে বিষণ্ণ। এথেন ওডিসিউসের কানে দিলেন মন্ত্র। ওডিসিউস এ দৈববাণী কার তা ভাল করেই বুঝতে পারলেন। ওডিসিউস তার কর্তব্য সম্পাদনে উদ্যোগী হলেন। উল্লসিত গ্রীক সৈন্যদের চেতনার উদয়ে আনবার জন্য চলে এলেন গ্রীক সৈন্যশিবিরে। তার হাতে ছিল রাজা অ্যাগমেমননের কাছ থেকে আনা পরিচয়সূচক পাঞ্জা। ওডিসির কথায় চৈতন্যোদয় হল গ্রীক সৈন্যদের। তারা অশান্ত হয়ে উঠলো। তারা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মিলিত হল এক আলোচনা সভায়। এর মধ্যে থার্সাইটিস নামে এক কুঁজো, এক পা খোঁড়া, কুৎসিত দেহধারী, যার মাথায় চুল নেই বললেই চলে এমন এক ব্যক্তি ছিল যার কাজই হল পরের নিন্দা করা, সবার কাছেই অপ্রিয় ছিল সে। বিশেষতঃ একিলিস আর ওডিসিউসের কাছে। এবং বাচালত্বই তার অন্যতম গুণ ছিল।

যদিও অন্যান্য গ্রীক সৈন্যরা মোটামুটিভাবে ওডিসিউসের কথা মেনে নিয়ে ছিল, কিন্তু থার্সাইটিস সমানে বকবক করে চলল। তার বেশির ভাগ কথাই ছিল অ্যাগমেনন বিরোধী। কিন্তু ওডিসি তাকে বিশেষ আমল দিলেন না। বরং সে যাতে রাজনিন্দা প্রচার না করে তার জন্য তাকে যথেষ্ট তিরস্কার করলেন। এবং তার হাতে ধরা অ্যাগমেননের কাছ থেকে নিয়ে আসা পাঞ্জার আঘাতে বাচাল থার্সাইটিসকে স্তব্ধ করে দিলেন।

এইভাবে ওডিসি সকলকে উদ্দিপিত করলেন যাতে তাড়াতাড়ি দেশে না ফেরে। সাথে এথেনও ছিলেন এক সাধারণ দূতের বেশে। তিনিও সবাইকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, যাতে তারা ওডিসির কথা শোনে। এরপর ওডিসি অ্যাগমেননের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন যে যদিও ওডিসি এবং তৎসম গ্রীক সৈন্যরা আজ ন'বছর স্বদেশের মুখ দেখেনি, তবু তারা আরো কিছুদিন

ধৈর্য্য ধরতে পারে, কারণ তারা রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ট্রয় নগরী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তারা দেশে ফিরবে না।

প্রসঙ্গত, তিনি জানালেন যে প্রখ্যাত জ্যোতিষী ক্যালকাস বলেছিলেন যে গ্রীকরা নয় বছর ধরে বহু ট্রয়বাসীকে হত্যা করে দশম বছরে ট্রয়রাজ্য জয় করতে সমর্থ হবে।

উপস্থিত সকলে এই কথা শোনার পর উদ্দিপিত হয়ে উঠল। নেষ্টর গ্রীকদের সম্বোধন করে বললেন যে তারা কি করে হেলেনের অপহরণের প্রতিশোধ না নিয়ে দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। এই মর্মে গ্রীক সৈন্যদের কিছুক্ষণ ঝাঁঝালো শিক্ষার বারি বর্ষণ করে চললেন। যা কিনা আত্মসম্মানে আঘাত লাগার পক্ষে যথেষ্ট। তারপর রাজা অ্যাগমেনকে পরামর্শ দিলেন কিভাবে সে সৈন্যদলকে ভাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে।

অ্যাগমেনন নেষ্টরের পরামর্শের জন্য তাকে স্বাগত জানালেন। তারপর তেজোদ্দীপক এবং বীরত্বব্যাঞ্জক কথাবার্তায় গ্রীকদের উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে আরাধনা হল শুধু। রাজা অ্যাগমেনন নিজে জিউসের উদ্দেশ্যে বলি দিলেন একটা বাছুর। তারপর নেষ্টর, ওডিসিউস প্রভৃতি বীরেরা মিলিতভাবে দেবরাজ জিউসের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনার কোন ত্রুটি হল না। কিন্তু কোন প্রার্থনাই মঞ্জুর করলেন না জিউস।

আরাধনা শেষ হলে নেষ্টর অনুমতি চাইলেন বৃথা সময় নষ্ট না করে যাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায় এই মর্মে।

রাজার আদেশ প্রচারিত হল। যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা সমাপ্ত হল। দলে দলে সমাগত হল গ্রীক সৈন্যরা। শুরু হয়ে গেল অস্ত্রের ঝনাৎকার। গ্রীক সৈন্যের পদভারে কেঁপে উঠল পৃথিবী। পায়ের ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল দিক দিগন্ত।

এখানে একবার আমরা স্মরণ করি শিল্পের দেবী লিউজকে। কারণ তিনি মানবী নন, দেবী। সর্বত্রই তিনি বিরাজ করেন। জাগতিক এবং মহাজাগতিক কোন ব্যাপারই তার অজানা নয়। তাই সেই দেবীকে আমরা স্মরণ করে তাঁর প্রসাদে আমরা জানি গ্রীকদের পক্ষে কারা সৈন্য পরিচালনা করেন এবং সেইসব সেনানায়কদের নাম।

এই নামের তালিকা করতে গেলে সে যেন আর এক উপাখ্যান। কাকে ছেড়ে কাকেই বা বাদ দিই। পিনিলিয়াস, আর্মেলিয়াস, প্রোথিনর এরা সবাই বোতিয়ান সৈন্যদের অধিনায়ক। আসলে তিনটি দলে গ্রীক সৈন্যরা বিভক্ত ছিল—বোতিয়ান, ফোসিয়ান, নোক্রিয়ান।

এর ওপরে আবার ছিল ইউবিয়ার শক্তিশালী উপজাতি। তারপর এথেন্সবাসী., তারাও যুদ্ধে কম পারদর্শী নয়। এবং তাদের ওপর আশীর্বাদ রয়েছে জিউস কন্যা এথেনের। সঙ্গে আছে অ্যাজাকস আর তার ভায়েরা। আর্গসবাসীরা, পাইলস, এথেন্স, থাইরাসের অধিবাসীরা। কেনেউস, অর্কোমেনেউস নামে জাতিরা। ভালিসিয়াম জাতিরা (যাদের নেতা দেবরাজ জিউসের প্রিয়কবি ফাইলিসের পুত্র মেজিস) আর ওডিসিয়াস তো ছিলেনই। ক্রিট জাতির আইডোমেনিউস ছিলেন, ছিলেন রোটস দ্বীপের রাজা, সাইম রাজ্যের রাজা, অ্যান্টনের রাজা, ফেরাক্র্যাফাইরা এবং আইওলাস নগরীর রাজা এইরকম অসংখ্য বীর যোদ্ধা।

এই সমস্ত বীর পুংগবদের দাপটে পৃথিবী সচকিত হয়ে উঠেছিল, ঠিক যেমনটি হয় ঝড়ের দাপটে।

জিউস আইরিসকে পাঠালেন ট্রয়বাসীদের এই দুঃসংবাদ দেবার জন্য। আইরিস রাজা প্রিয়ামের ছেলে পোলাইটেসের গলায় ট্রয়বাসীদের জানিয়ে দিলেন গ্রীক সৈন্যদের দুর্ধর্ষতা এবং বীরশ্রেষ্ঠ হেক্টরকে অনুরোধ জানালেন তাঁর অধীনস্ত সৈন্যদের নিয়ে প্রিয়ামের পক্ষে যোগদান করার জন্য।

এই কণ্ঠ যে পোলাইটেসের নয় এবং প্রকৃতপক্ষে এ কণ্ঠ যে কার তা হেকটর সহজেই বুঝতে পারলেন। এবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল ট্রয়বাসীরা। হেকটর ছিলেন ট্রয় জাতির সর্বাধিনায়ক এবং দেশের সমস্ত বীর সৈন্যরা ছিল তাঁর অধীনে। যদিও গ্রীকেরা ছিল দুরন্ত, দুর্মদ। তবু ট্রয়পক্ষীয়রা নিতান্ত দুর্বল ছিল না। এই প্রসঙ্গে ট্রয়ের পক্ষে যারা অংশ গ্রহণ করছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। প্রথমেই নাম করতে হয় বীর ঈনিসের। যিনি পরিচালনা করতেন দুর্দান্ত দুর্দমনীয় সৈন্যদের। এই ঈনিসের জন্ম হয় অ্যাস্কিসেসের ঔরসে এবং দেবী অ্যাফ্রোদিতির গর্ভে।

লাইকাউনপুত্র প্যাণ্ডারাসও যোগ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ এই

লাইকাউনের ধনুর্বিদ্যার গুরু ছিলেন স্বয়ং অ্যাপোলো।

আদ্রেশতিয়া এবং অ্যাপিসাসের অধিবাসীরা এসেছিল আদ্রেসতাস এবং অ্যাকিয়াসের পরিচালনায়।

পার্কোত, প্র্যাকটিয়াস, সেন্টাস, অ্যাকহিতাস এবং অ্যারিসরের অধিবাসীরা যোগ দিয়েছিল একিয়াসের অধীনে।

যোগদান করেছিল লারিসার অধিবাসী পেলসেপিয়ার পার্বত্য অধিবাসীরা। থ্রেসিয়ান জাতি এসেছিল অ্যাকামাস আর পিরোয়াসের নেতৃত্বে। সিওনিয়ান জাতির অধিনায়ক ইউফেমাস। যোগ দিয়েছিল পিওনিয়ান নামে তীরন্দাজ জাতি। এনিত থেকে এসেছিল অফ্লাগনিয়ান জাতি। অ্যালিবের অধিবাসী হেনিজোনি জাতি। মাইসিয়ান জাতি। এস্কানিয়ার অধিবাসী ফার্জিয়ান, মোনাস পাহাড়ের অধিবাসী মেকানিয়ান। অদ্ভুত ভাষাভাষি জাতি ক্যারিয়ান—এইরকম অজস্র বীরযোদ্ধা ট্রয়দের পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

এ প্রসঙ্গে সার্পেডান আর গ্লকাসের নাম উল্লেখ না করলে তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁরা এসেছিলেন সুদূর লাইসিয়ার অধিবাসীদের নিয়ে। ট্রয় যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য।

এইভাবেই দুই পক্ষের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। রণদামামা বেজে উঠল উভয় পক্ষেরই। এবং উভয় পক্ষই তাঁদের রণকৌশল নিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

ৎ তৃতীয় পর্ব ৩
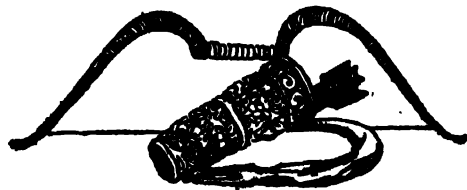
সম্মুখযুদ্ধে নামলেন প্যারিস ও মেনেলাস

যোদ্ধাদের নাম তালিকাভুক্ত করার ফাঁকে দেখা যাক এই দুই বিরোধী দল কি করতে চলেছে। ট্রয়বাসীরা এবং তাদের সৈন্যরা এক একজন নেতার অধীনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। এইবার তারা এগিয়ে যেতে লাগলো দুরন্ত বেগে। তাদের গতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে উড়ন্ত পাখির দলের। আবার অন্যদিকে গ্রীক সৈন্যরা বসে নেই, তারাও উল্লসিত হয়ে উঠল এবং প্রস্তুত হতে লাগলো আসন্ন যুদ্ধের জন্য। উভয় পক্ষের সৈন্যদের পায়ের দাপটে মাটির ধুলো যেন কুয়াশার মত চারিদিকে ছেয়ে ফেলল। ঢেকে দিল রণক্ষেত্রকে। এমন হল যেন সৈন্যগুলিই বুঝি সেই ধুলোগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায়।

সৈন্য সমাবেশের কাজ তো শেষ হয়ে গেল এইবার ট্রয় সৈন্যদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন আলেকজান্দ্রাস। তাঁর সমস্ত দেহ যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত। তিনি গ্রীকদের উদ্দেশ্যে একক যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে এগিয়ে এলেন দর্পভরে। পড়বি তো পড়, এই দৃশ্য যার চোখে পড়লো, তিনি হলেন মেনেলাস। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন, এই মেনেলাসের প্রিয়তমা স্ত্রী হেলেনকেই প্যারিস চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন।

এই মুহূর্তে মেনেলাসের মনে পড়ে গেল স্ত্রী হেলেনের কথা। এবং তিনি প্রচণ্ড আনন্দ উল্লাস অনুভব করলেন যে তিনি তার স্ত্রী হেলেনের অপহরণের যোগ্য প্রতিশোধ নেবেন সেই কথা ভেবে।

সবাই উৎকণ্ঠিত। দ্বন্দ্ব শুরু হল বলে। কে হারে, কে জেতে: কিন্তু আলেকজান্দ্রাস কোথায় গেল? তাকে তো দেখতে পাওয়া গেল না। ঐ তো.... ভীত সন্ত্রস্ত আলেকজান্দ্রাস ট্রয় সৈন্যদের ভিড়ে আত্মগোপন করেছে! এবার বোঝা গেল যে মেনেলাসকে এগিয়ে আসতে দেখে আলেকজান্দ্রাস ভয়ের চোটে দিশেহারা হয়ে ভিড়কেই নিজের নিরাপত্তা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আসলে অপরাধী মন তো! সর্বদাই সন্ত্রস্ত।
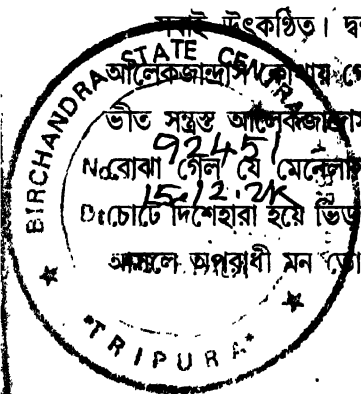
হেকটর প্রকৃতপক্ষে বীর! তাই কাপুরুষতা তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তুললো। তিনি আলেকজান্দ্রাসকে তীব্র, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিরস্কার করে চললেন। এও বলতে তিনি ছাড়লেন না যে আলেকজান্দ্রাস সুদর্শন হলেও নারীলোলুপ ও মিথ্যাবাদী। তারপর বললেন যে, অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়। সে (আলেকজান্দ্রাস) বহুদূরের এক দেশ থেকে, এক বীর জাতির মধ্যে থেকে এক সুন্দরী রমণীকে চুরি করে নিয়ে এসে সে ট্রয়বাসী এবং তার পিতার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে এক বিরাট দুঃখের বোঝা এবং সেই সঙ্গে নিজের ওপরও চাপিয়ে দিয়েছে হীনলজ্জার বোঝা। সে যদি মেনেলাসের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয় তাহলে কোথায় থাকবে তার বীণাযন্ত্র আর প্রেমের দেবী অ্যাফ্রোদিতির দান!

আলেকজান্দ্রাস বোধহয় সত্যি লজ্জা পেয়েছিলেন, তাই তিনি হেকটরের বীরত্ব, সাহসকে মেনে নিলেন। কিন্তু অ্যাফ্রোদিতিকে নিয়ে বা তার দান নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে বারণ করলেন। কারণ সে দানতো তার নিজস্ব। তবে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আগে সে একটা শর্ত আরোপ করতে চায় যে মেনেলাস এবং তার মধ্যে যে জয়ী হবে সেই লাভ করবে হেলেনকে। কিন্তু তারপর যেন আর যুদ্ধ না হয়। গ্রীকেরা যেন ফিরে যায় স্বদেশে। আর ট্রয়বাসীরা যেন নিজেদের দুর্গে ফিরে আসে। তাদের দুজনের জয় পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়।

হেকটরের আদেশে ট্রয় সৈন্যরা হল শান্ত, আবার অন্যদিকে উত্তাল হয়ে উঠল গ্রীক সৈন্যরা। তখন রাজা অ্যাগমেনন গ্রীকদের শান্ত হতে আদেশ করলেন। অতঃপর উভয়পক্ষ শান্ত হলে হেকটর আলেকজান্দ্রাসের শর্ত খুলে বললেন সবার কাছে। মেনেলাস ব্যাপারটা শান্তভাবে মেনে নিলেন কারণ তিনি জানতেন যে আলেকজান্দ্রাসের অন্যায়ের জন্য উভয়পক্ষের সৈন্যরাই বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে। তাই তিনিও চাইছিলেন তাদের দুজনের মধ্যে যেই মরুক না কেন, সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেন চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় উভয়পক্ষেরই।

আবার একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল গ্রীক এবং ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে। কারণ প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবিরতি আর বিশ্রাম প্রত্যেকেই চাইছিলেন। এবার রাজা

প্রিয়ামের রাজপ্রাসাদে যাওয়া যাক। দেখা যাক সেখানে কি হচ্ছে! সেখানে আইরিস অ্যান্টিনরের পুত্রবধূর রূপ ধরে হেলেনের কাছে গেল। এখানে বলে রাখা দরকার রাজা প্রিয়ামের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী হল লাওডাইস। তাকে বিয়ে করেছিলেন অ্যান্টিনরের সন্তান হেলিকাওন। আইরিস গিয়ে হেলেনকে রণক্ষেত্রের কথা খুলে বললেন। প্রসঙ্গত এও বলতে ভুললেন না যে আলেকজান্দ্রাস ও মেনেলাস হেলেনের জন্য সম্মুখ যুদ্ধে নামছে। তাদের মধ্যে যে জয়ী হবে. হেলেন হবে তার স্ত্রী।

হেলেন, মেনেলাস ও স্বদেশের লোকজন, বাবা-মাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। সঙ্গের দুই পরিচারিকা নিয়ে তোরণদ্বারের দিকে এগিয়ে চলল।

দুর্গপ্রাকারে গিয়ে হেলেনের সঙ্গে দেখা হল রাজা প্রিয়ামের। তিনি তাকে কাছে ডেকে নিয়ে তার স্বদেশবাসী, পরিচিত জন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এবং সেই প্রসঙ্গে স্বামীকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য আহ্বান জানালেন। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট কথা বলে নিই রাজা প্রিয়াম মনে মনে জানতেন যে এই যুদ্ধ কেবলমাত্র হেলেনকে চুরি করার জন্য হতে চলেছে। কিন্তু হেলেন দুঃখ পাবে বলে তিনি দেবতাদের ওপরেই দোষটা চাপিয়ে দিলেন।

কিন্তু হেলেনের মন তখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। হেলেন অকপটে স্বীকার করলেন যে যদি স্বামী, কন্যা, আত্মীয়-পরিজনদের ত্যাগ করে তার পুত্রের সঙ্গে এতদূরে না চলে আসতো এবং পরিবর্তে যদি মৃত্যুকে করতো আলিঙ্গন, তাও বোধহয় সুখের হত।

রাজা প্রিয়াম হেলেনের কাছে দীর্ঘদেহ বিশালকায় এক বীর পুরুষের পরিচয় জানতে চাইলে হেলেন পরিচয় দিয়ে বলল, যে উনি তার প্রথম স্বামীর পিতা। এই প্রসঙ্গে হেলেন আত্রেউস পুত্র অ্যাগমেননের পরিচয় দিলেন।

রাজা প্রিয়ামের কাছে উপস্থিত ছিলেন ভবিষ্যৎ বক্তা বৃদ্ধ অ্যান্টিনর। তিনিও অ্যাগমেননকে বীরপুরুষ হিসেবেই চিহ্নিত করলেন। এবং আর একজন প্রশস্ত বক্ষ এবং স্কন্ধ বিশিষ্ট বীর পুরুষের পরিচয়ে জানতে চাওয়ায় হেলেন বলল তিনি লার্তেসের পুত্র ওডিসিয়াস এবং তিনি যে সর্বপ্রকার প্রতিরক্ষা অবস্থায় সূক্ষ্ম চাতুর্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারী, তাও জানাতে ভুললেন না।

বৃদ্ধ অ্যান্টিনর স্মরণ করলেন সেই দিনগুলোর কথা। যেদিন মেনেলাস আর ওডিসিয়াস দৌত্যতা করতে এসেছিলেন হেলেনের সম্পর্কে। তারা আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন অ্যান্টিনরের বাড়িতে। তাই অ্যান্টিনরের স্মৃতিতে আরো বেশি উজ্জ্বল। ওডিসিউসের বাগ্মিতা তাকে মুগ্ধ করেছিল।

অদূরে অপর এক উন্নতমস্তক এবং প্রশস্ত স্কন্ধবীর যোদ্ধাকে দেখিয়ে রাজা প্রিয়াম তার পরিচয় জানতে চাইলেন। হেলেন পরিচয় দিয়ে বললেন, উনিই হচ্ছেন অ্যাজাকস্। তাকে গ্রীকদের মুকুটমণিও বলা চলে।

এই সময় হেলেন স্বল্প চিন্তান্বিত হলেন কারণ দুজন বীরকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। একজন হল ক্যাষ্টর, সে হল বিখ্যাত অশ্বারোহী, আর একজনের নাম পোলাকস। সে ছিল প্রখ্যাত মল্লবীর। এই তাদের শেষ পরিচয় নয়। তারা হলেন হেলেনের সহোদর ভাই। কিন্তু হায়! হেলেন জানলো না যে তারা মৃত।

এবার আমরা ফিরে আসি রণক্ষেত্রে। যেখানে আলেকজান্দ্রাস ও মেনেলাস নামবেন এককভাবে সম্মুখ যুদ্ধে। রাজা প্রিয়ামের কাছে এলেন আইজিয়াস। তিনি গ্রীক এবং ট্রয়জাতির সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখে শপথ করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। যে শপথের কথা আমরা আগেও জানি। তবুও সে শপথটা আরেকবার রাজা প্রিয়ামকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আইবিয়াস। "এই যুদ্ধে যে জয়ী হবে সেই লাভ করবে হেলেন ও তার যথাসর্বস্ব। সেই ফলাফল মেনে নিয়ে উভয়পক্ষই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে যে যার জায়গায় চলে যাবে।"

রাজা প্রিয়াম রথে করে এসে উপস্থিত হলেন রণক্ষেত্রে। সঙ্গে ছিলেন অ্যান্টিনর। অ্যাগমেনন এবং ওডিসিয়াস দুজনে এগিয়ে এলেন তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

শুরু হল শপথ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আচার অনুষ্ঠান। অনুচরবর্গরা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র এনে দিলেন। যেমন—মদের পাত্র, ভেড়া, মন্ত্রপূত জল ইত্যাদি। শুরু হল অনুষ্ঠান পর্ব। উভয়পক্ষের লোকেরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন। জিউস যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের প্রার্থনা অনুমোদন করেন ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়পক্ষই প্রার্থনা করে যেতে লাগলেন। কেবলমাত্র রাজা প্রিয়াম ট্রয় নগরীতে ফিরে গেলেন কারণ তিনি তার পুত্র আর

মেনেলাসের সম্মুখ যুদ্ধ দাঁড়িয়ে দেখতে পারবেন না এই আশঙ্কায়।

যুগ্ম লড়াইয়ের জন্য যে নির্দিষ্ট স্থানটি ছিল তা ভালভাবে মাপজোক করলেন দুই পক্ষের দুই বীর। ওডিসিউস আর হেকটর। স্থির হল একটা ব্রোঞ্জের তৈরী শিরস্ত্রাণ ওপরদিকে ছুঁড়ে দিয়ে সেটা কে আগে আঘাত করবেন? দেখা গেল এই পরীক্ষায় প্যারিসই জিতলেন।

এবার দুই যোদ্ধা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হতে লাগলেন।

অতঃপর যুদ্ধ শুরু হল। আলেকজান্দ্রাস তার হাতের বর্শা দিয়ে প্রথম আঘাত করলেন মেনেলাসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে বর্শা মেনেলাসের ঢালের ওপর লেগে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। মেনেলাস জিউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে আলেকজান্দ্রাসের উদ্দেশ্যে বর্শা ছুঁড়লেন। সে বর্শা প্যারিসের (আলেকজান্দ্রাসের অপর নাম) ঢালকে বিদ্ধ করলো কিন্তু প্যারিসের কোন ক্ষতি হল না। সে কৌশলে সরে গিয়ে নিজের জীবন বাঁচালো। এইবার মেনেলাসের তলোয়ার আঘাত করলো প্যারিসের মাথায়। প্যারিসের শিরস্ত্রাণে তলোয়ার বাধা পেয়ে সজোরে তলোয়ার তিন-চার টুকরো হয়ে গেল।

বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন মেনেলাস। করুণ কণ্ঠে পরম পিতা জিউসের উদ্দেশ্যে আবার প্রার্থনা জানালেন। আসলে তিনি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন যে তার তলোয়ার খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল তার বর্শা। তিনি হত্যা করতে পারলেন না তার অন্যায়কারীকে।

এবার মেনেলাস আলেকজান্দ্রাসের কাছে গিয়ে একমুহূর্তে তার ঘোড়ার শিরস্ত্রাণশীর্ষ শোভিত লেজ ধরে টানাটানি শুরু করলেন। বাসনা প্যারিসকে অশ্বচ্যুত করা। কিন্তু তিনি জানতেন না যে জিউস কন্যা অ্যাফ্রোদিতি মেনেলাসের এই মনোবাসনা লক্ষ্য করে অশ্বপুচ্ছগুলো আগেই ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। তাই মেনেলাসের সেই বাসনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। আবার তিনি আলেকজান্দ্রাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বর্শা বিদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু এবারও প্যারিসকে রক্ষা করলেন দেবী অ্যাফ্রোদিতি। তিনি প্যারিসের চতুর্দিকে এমন এক ঘন কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি করলেন যে কেউ তাকে দেখতে পেল না। এইভাবে কুয়াশার আড়ালে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তার শয়ন কক্ষে।
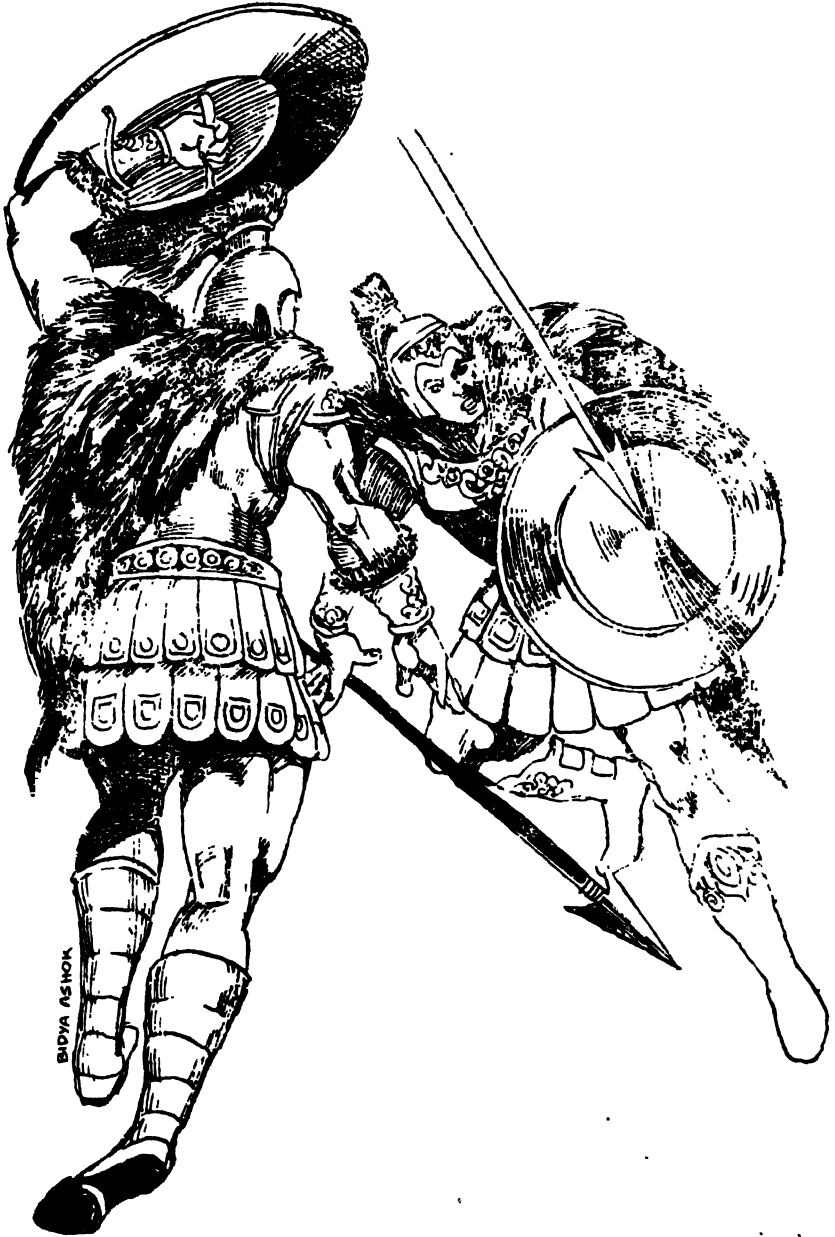
অ্যাফ্রোদিতি হেলেনকে প্যারিসের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য হেলেনকে ডাকতে এলেন। হেলেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে এইমাত্র আলেকজান্দ্রাসকে

মেনেলাস দ্বারা পরাভূত হতে দেখেছে। তার হৃদয় দুঃখ এবং অনুতাপে পরিপূর্ণ। সে জানে যে মেনেলাস তাকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। তাই সে প্যারিসকে দেখা দিতে চায় না। এছাড়া তীক্ত কণ্ঠে অ্যাফ্রোদিতির উদ্দেশ্যে আরো অনেক কটুবাক্য বর্ষণ করলেন, যা কিনা রীতিমত অপমানকর।

তখন অ্যাফ্রোদিতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ভয় দেখালেন, সে যদি তাঁর কথা না শোনে তাহলে তিনি হেলেনকে নির্মম নিয়তির হাতে ছেড়ে দেবেন। এবং গ্রীক ও ট্রয়জাতির মধ্যে এমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের সঞ্চার করবেন যে যার ফলে হেলেনের জীবনে নেমে আসবে এক মর্মান্তিক বিভীষিকা।

অ্যাফ্রোদিতির কথায় ভীত হয়ে হেলেন নীরবে দেবীকে অনুসরণ করে আলেকজান্দ্রাসের শয়নকক্ষে এলেন।

হেলেন তীব্র ভাষায় অলেকজান্দ্রাসকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শতচ্ছিন্ন করে তুললো।

প্যারিস হেলেনকে এভাবে ভর্ৎসনা করতে নিষেধ করলেন। কারণ আলেকজান্দ্রাসকে সাহায্য করবেন এমন দেবদেবীর অভাব নেই। যদিও মেনেলাস এবার দেবী এথেনের সহায়তায় প্যারিসকে পরাজিত করেছেন, কিন্তু এখন তার যুদ্ধ ক্লান্তিকে ভোলাতে পারে একমাত্র হেলেন। প্যারিস হেলেনকে আহ্বান জানালেন তার ক্লান্তিকে দূর করার জন্য। হেলেনও নির্দ্বিধায় এগিয়ে এল।

এবার আমরা প্যারিসের শয়নকক্ষ ছেড়ে একবার রণক্ষেত্রের দিকে তাকাই। দেখি, সেখানে প্যারিসের আকস্মিক অন্তর্ধানের ফলাফল কি ঘটল?

মেনেলাস তো রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন পলাতক প্যারিসকে। কিন্তু পেলেন না। কারণ দেবী অ্যাফ্রিদিতির কৃপায় কোন লোকই তাকে দেখতে পায়নি। সুতরাং বলাই বাহুল্য সবাই ধরে নিল প্যারিসের পরাজয় হয়েছে অর জয়ী হয়েছে মেনেলাস।

রাজা অ্যাগামেনন ট্রয়বাসীদের উদ্দেশ্যে মেনেলাসের জয়ী হবার কথা ঘোষণা করলেন। এবং প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দিলেন, যে শপথ নেওয়া হয়েছিল সেই শপথের শর্ত—তাহলে হেলেনকে গ্রীকদের প্রত্যার্পণ করা।

গ্রীকদের শিবিরে উল্লাস আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। জয়ের আনন্দে কল্লোলিত হয়ে উঠলো গ্রীক সৈন্যরা।

এই উল্লাস কি ট্রয়বাসীদের নগরের প্রাচীরে ধাক্কা দিয়ে ফেরে নি? যে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ছিল পাহাড়-নদী ছাড়িয়ে, আকাশের গহনতম কোণে, সেই আনন্দ ধ্বনি কি আলেকজান্দ্রাসের শয়নকক্ষে গিয়ে পৌঁছয় নি, যেখানে প্যারিসের যুদ্ধ-ক্লান্তি দূর করছেন হেলেন?

৩ চতুর্থ পর্ব ৫০

শপথের শর্ত কোথায় গেল?

এদিকে দেবরাজ জিউস ডেকেছেন এক সভা। অলিম্পাসের দেবলোকে যথারীতি সুরা পানের বন্যা বয়ে চলেছে। আর দেবতারা মাঝে মাঝে বিরক্তি ঘৃণার সাথে তাকিয়ে দেখছেন মর্তলোকের ট্রয় নগরীর দিকে।

"কোন সাহায্যই পাচ্ছে না মেনেলাস? এদিকে আমাদের দুই দেবী হেরা ও এথেন মেনেলাসের পক্ষে আছেন। তারা এত নীরব ও নিস্ক্রিয় কেন? আর ওদিকে অ্যাফ্রেদিতি প্যারিসকে রক্ষা করে চলেছেন সমস্ত বিপদ থেকে। সত্যিকথা বলতে কি দ্বৈতযুদ্ধে জয়ী তো হয়েছেন মেনেলাস! তাহলে আমরা কি করবো? এরা কি যুদ্ধ চালিয়ে যাবে? নাকি তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হবে?" এই কথাগুলো ক্রোনাসপুত্র বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল জিউস আর হেরার মধ্যে ক্রোধ সঞ্চার করা।

কিন্তু হেরা আর এথেন যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হলেন। কারণ তারা তো ট্রয় জাতির অমঙ্গল কামনাই করছিলেন। এবং মনে মনে এক অশুভ চক্রান্তের পরিকল্পনা করেছিলেন কি না কে জানে?

এথেন যদিও ক্রোনাসপুত্রের কথার কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু হেরা চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি পরিষ্কারই জানালেন যে, যে প্রচণ্ড পরিশ্রম দিয়ে তিনি রাজা প্রিয়াম ও তার পুত্রদের বিরুদ্ধে এই অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করেছেন, সেই পরিশ্রম কি ব্যর্থ হবে! তিনি জিউসের প্রতি অভিমান ভরে বললেন তাঁর কাজ তিনি চালিয়ে যাবেন। জিউস যেন অন্যান্য দেবতাদের সহযোগে জিউসের যা খুশি তাই করেন।

জিউস হেরার কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে ট্রয় নগরীকে বিধ্বস্ত করবার জন্য হেরা এত উঠে পড়ে লেগেছেন কেন? এই প্রসঙ্গে তিনি একটা কথা হেরাকে মনে করিয়ে দিলেন যে রাজা জিউস তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে চলেছেন। কারণ, সারা পৃথিবীর মধ্যে ট্রয়নগরীকে তিনি অন্যান্য

সব নগরীর থেকে বেশি ভালবাসেন। তাই তিনি হেরাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন. দেবরাজ জিউস যদি হেরার দ্বারা অনুগৃহিত কোন নগরীকে বিধ্বস্ত করেন তখন হেরা যেন বাধা না দেন।

হেরা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় তিনটি নগরীর নাম করলেন, তা হল আর্গস, স্পার্টা আর মাইমেন। এবং সম্মতি দিয়ে দিলেন যে এই সব নগরীর প্রতি দেবরাজ যদি অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হন তাহলে তিনি যেন ইচ্ছামত বিধ্বস্ত করেন। হেরা বিন্দুমাত্র বাধা দেবেন না। অতঃপর হেরা দেবরাজ জিউসকে প্ররোচিত করলেন এথেনকে মর্তভূমিতে পাঠিয়ে দেবার জন্য। এথেন সেখানে গিয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করবেন যেন ট্রয়ের রাজন্যবর্গ সর্বপ্রথম শপথ ভঙ্গ করে গ্রীকদের আক্রমণ করতে বাধ্য হয়।

দেবরাজ জিউস এথেনকে সেইরকম আদেশ দিয়ে মর্তভূমিতে পাঠালেন। এথেনও মনে মনে এই অবস্থা কামনা করছিলেন। তাই জিউসের কথা শেষ হতে না হতেই তিনি উল্কার বেগে মর্তভূমির দিকে ধাবিত হলেন।

মর্তে এসে এথেন অ্যান্টিনরের ছেলে ল্যাণ্ডাকাসের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ট্রয়বাসীদের মধ্যে। উদ্দেশ্য লাইকাউনের পুত্র প্যাণ্ডারাসের সন্ধান করা। অবশেষে পেলেন।

প্যাণ্ডারাসকে প্ররোচিত করলেন। এই বলে যে সে যদি সাহস করে গ্রীকবীর মেনেলাসকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়তে পারে এবং সেই তীরে যদি মেনেলাস নিহত হয়, তাহলে সে আলেকজান্দ্রাসের কাছ থেকে পাবে সম্মান। শুধু সম্মান নয় সেই সাথে আশাতীতভাবে পুরস্কার। এবং প্রসঙ্গত এও বলতে ভুললেন না যে, দেব তীরন্দাজ অ্যাপোলোকে প্যাণ্ডারাস যেন স্মরণ করে এবং তাকে প্রার্থনা করে যে অ্যাপোলোকে পশুবলির দ্বারা পরবর্তীকালে খুশি করবেন।

ল্যাণ্ডাকাসরূপী এথেনের কথায় নির্বোধ প্যাণ্ডারাস অহঙ্কারে ফুলে উঠল। যথারীতি নির্বোধ প্যাণ্ডারাস অ্যাপোলোকে স্মরণ করে মেনেলাসের উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়লো।

তবে কি মেনেলাস সত্যি-সত্যিই নিহত হলেন?

না...যে এথেন প্যাণ্ডারাসকে প্ররোচিত করেছিলেন সেই এথেনই মেনেলাসের

সামনে দাঁড়িয়ে আগত তীরটি তার বুকে বিদ্ধ হবার আগেই সরিয়ে দিলেন অনায়াসেই। তবুও তীরটি মেনেলাসের উরুকে চামড়ার বন্ধনী ভেদ করে আঘাত করল এবং তার ফলে রক্ত ঝরতে লাগলো।

রাজা অ্যাগমেনন, বীর মেনেলাস সবাই ভীত বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন সেই তীরটি তখনো উরুর ওপর লেগে রয়েছে।

অ্যাগমেনন খুব ক্ষুণ্ণ হলেন, কারণ তার মনে হতে লাগলো যে তিনি ট্রয়বাসীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, ওদের শপথ বাক্যে বিশ্বাস করে মেনেলাসের মৃত্যুর কারণ হতে যাচ্ছিলেন। তাই তিনি আশা করেন যে অলিম্পাস পর্বতের দেবরাজ ট্রয়বাসীদের এই হীন কাজের জন্য এই মুহূর্তে শাস্তি না দিলেও একদিন না একদিন নিশ্চয় দেবেন। এরপর রাজা অ্যাগমেনন বিষণ্ণ মনে স্বগতোক্তি করলেন যে তার অভিযান ব্যর্থ হল, কারণ তিনি তো দেবতাদের সম্মুখে রেখে শপথ করেছেন যে মেনেলাস আর প্যারিসের দ্বৈতযুদ্ধের সমাধানে তারা সমস্ত কিছু মেনে নেবেন। ট্রয়বাসীদের শপথ ভঙ্গ অবশ্যই তাকে শর্ত ভঙ্গে লিপ্ত করবে না। কারণ তিনি এরকম স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে মেনেলাস আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবেন এবং রাজা প্রিয়াম আর ট্রয়বাসীরা সগর্বে রেখে দেবেন হেলেনকে। আর ট্রয়রাজ্যের মাটিতেই সমাহিত হবে মেনেলাসের মৃতদেহ।

কিন্তু আঘাত খুব মারাত্মক হয়নি। সেই কথা জানিয়ে মেনেলাস তাকে ধৈর্য্য ধরতে বললেন।

এরপর শুরু হল চিকিৎসার পালা। প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক অ্যাসিলিপিয়াসের পুত্র ম্যাকাউন এসে মেনেলাসের আঘাতের জায়গাটা ভালভাবে দেখে ওষুধ দিয়ে দিলেন।

এদিকে যখন মেনেলাসের চিকিৎসার ব্যাপারে গ্রীক বীরেরা চিন্তিত ও ব্যস্ত হয়েছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাদের আক্রমণ করল ট্রয়সৈন্যরা। হতভম্ব অ্যাগমেনন, হতভম্ব গ্রীক বীরেরা এবং হতভম্ব গ্রীক সৈন্যরাও। কিন্তু এই বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থা মুহূর্তেই কাটিয়ে উঠলেন তারা। তৎপর হয়ে উঠলেন অ্যাগমেনন। গ্রীক সৈন্যরা মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। আবার সাজ সাজ রব

পড়ে গেল গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে। ট্রয়বাসীদের শপথ ভঙ্গ তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। সম্রাট অ্যাগমেনন গ্রীক সৈন্যদের মাঝে গিয়ে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করলেন এবং এও বললেন দেবরাজ জিউস কখনো মিথ্যাবাদীদের সাহায্য করবেন না।

যে সমস্ত গ্রীক সৈন্যরা সন্ত্রস্ত হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তাদেরকে তিনি প্রচণ্ড তিরস্কার করে এগিয়ে গেলেন গ্রীক সৈন্যদের মাঝে, যেখানে আইডোমেনেউস তার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছেন। সেখানেও দেখলেন যে আইডোমেনেউসও ট্রয়বাসীদের ওপর শর্তভঙ্গ করার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। তারপর অ্যাগমেনন এগিয়ে গেলেন অ্যাজাকস্ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে। সেখান থেকে গেলেন নেষ্টরের কাছে। নেষ্টর ক্রোমিয়াস, পেসাগণ, অ্যানাস্টার, হেমন ইত্যাদি বীরদের সাথে নিয়ে সৈন্যদের পরিচালনা করছেন। সেখানে অ্যাগমেনন দেখলেন যে প্রাচীন রণবিশারদ বীরেরা যেভাবে সৈন্যদের সাজাতেন, সেইভাবে তার অধীনস্থ সৈন্যদের সাজাচ্ছেন।

নেষ্টরের রণকৌশল দেখে অ্যাগমেনন খুব খুশি হলেন। এবং প্রসঙ্গত বললেন যে যদি নেষ্টর বৃদ্ধ না হয়ে যুবক হতেন এবং তার মনের মত শক্তি যদি তাঁর দেহেও থাকতো তাহলে গ্রীকদের পক্ষে তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক হয়ে উঠতো।

অ্যাগমেনন কি জানতেন না "যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে / উভয়েরই ধীরে ধীরে পরিণাম ঘটে / কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন, / ফেরে না ফেরে না হায়, ফেরে না যৌবন।"

না, জানতেন। কিন্তু যুদ্ধের উৎসাহে মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হয়েছিলেন। তাই নেষ্টর খুব স্বল্প সময়ে অ্যাগমেননকে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে দিলেন। এরপর মেনিথিউস, শিকিলিনিয়া সেনাদলের অধিনায়ক ওডিসিয়াস, এদের কাছে গিয়ে অ্যাগমেনন দেখলেন যে এরা স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি। ট্রয় এবং গ্রীক সৈন্যরা কেবলমাত্র রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। সম্রাট অ্যাগমেনন এদেরকে স্তব্ধ অবস্থায় দেখে তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁদের মত বীর কোন আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

হয়তো বা ব্যঙ্গের সুরও ধ্বনিত হয়েছিল অ্যাগমেনের গলায়। তাই ওডিসিয়াস ক্ষুণ্ণ হয়ে জানালেন যে অ্যাগমেনন কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে তাদেরকে অলস বা নিষ্ক্রিয় আখ্যা দিচ্ছেন। একথা যদি সম্রাট যুদ্ধ শুরু হবার পর বলতেন তাহলেও বা কথা ছিল। কারণ যুদ্ধ শুরু না হলে তারা বীরত্ব দেখাবেন কোথায়? শূন্য রণক্ষেত্রে?

অ্যাগমেনন সঙ্গে সঙ্গে তার ভুলকে শুধরে নিলেন ওডিসিয়াসকে ক্রুদ্ধ দেখে এবং তাকে ভুল বোঝার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে অন্যদিকে চলে গেলেন। হঠাৎ এক জায়গায় অ্যাগমেনন দেখলেন যে টাইডেউসের পুত্র ডায়োমেডিস রথের এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর তার পাশে রয়েছে ক্যাপেনিউসের পুত্র স্থেনেলাস। অ্যাগমেননের ভ্রূটা কুঁচকে উঠল, কারণ চারদিকে যুদ্ধের দামামা, হঠাৎ এরা রণক্ষেত্রের শেষ ভাগে এমন নিরব নিথর কেন? তিনি এগিয়ে গিয়ে ডায়োমেডিসকে তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন যে ডায়োমেডিসের একি ব্যবহার। যার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো পিছিয়ে আসে নি, যার পিতার বীরত্ব এখনো লোকের মুখে মুখে ফেরে, যিনি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে এক কীর্তিমান পুরুষ তার পুত্রের কি আস্ফালন শুধুই অসাড় এবং বাগাড়ম্বর, কেবলই মিথ্যা? সম্মুখ যুদ্ধে টাইডেউসের মত বিক্রম প্রদর্শন কি তার অজ্ঞাত?

লজ্জায় কথা বলতে পারলেন না ডায়োমেডিস। কিন্তু স্থেনেলাস অ্যাগমেননের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে জবাব দিলেন যে তারা ভীরু বা কাপুরুষ নয়। আরো অনেক কিছু বলতে গিয়েছিলেন কিন্তু ডায়োমেডিস তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজের ক্ষণিকের চিত্তচাঞ্চল্যকে সম্বরণ করে স্থেনেলাসকে নিয়ে বর্ম ও অস্ত্রের ঝন ঝন শব্দে এগিয়ে গেলেন।

আবার আমরা অ্যাগমেননকে ছেড়ে ফিরে আসি রণক্ষেত্রে। দেখি সেখানে কি হচ্ছে। গ্রীক সৈন্যরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লেগেছে। সেনাপতিরা তাদের নিজের নিজের সেনাদলকে প্রয়োজন মত নির্দেশ দিচ্ছেন এবং সৈন্যরা তাদের নির্দেশ মেনে চলেছে। যারা যুদ্ধের দর্শক তারা অবশ্যই বলবে যে গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে যে শৃংখলা ছিল ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে কিন্তু তা ছিল না। গ্রীক সৈন্যরা অনুপ্রাণিত হচ্ছিল এথেনের দ্বারা আর ট্রয়সৈন্যরা অনুপ্রাণিত হচ্ছিল

জিউস পুত্র এবং অ্যাফ্রোদিতির প্রণয়ী অ্যারেমের দ্বারা।

যুদ্ধ চলুক। আমরা এই ফাঁকে অ্যারেসের একটা পরিচয় দিয়ে নিই। অ্যারেস হলেন আক্রমণাত্মক যুদ্ধের দেবতা। তার প্রিয় সহচর হল বিবাদ, বিশৃংখলা আর শঙ্কা। অ্যারেস যেখানেই যেত সেখানেই মানুষের মধ্যে বাধিয়ে তুলতো ঝগড়া আর বিবাদ।

যুদ্ধ অনেকটাই শুরু হয়ে গেছে। একে অন্যকে আঘাত করছে। উদ্দেশ্য, প্রত্যেকেই জয়ী হতে চায়। তাই অবিরাম গতিতে চলতে লাগলো আঘাত এবং পাল্টা আঘাত। অস্ত্রের ঝণাৎকার, ঘর্ষণে চারিদিক আলোড়িত হয়ে উঠতে লাগলো। কেউ বা নিহত হয়ে ছিটকে পড়ছে, আবার কেউবা আহত হয়ে যন্ত্রণায় ছটপট করছে। ধরিত্রীর মাটি হয়ে উঠল মানুষের বক্ষমিশ্রিত রক্তে রক্তিম। বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো মৃত্যুকাতর আর্তনাদ। মরণোন্মুখ মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণার মর্মস্পর্শী চিৎকার।

এর মধ্যে এ্যাকিপোলাস নামে এক ট্রয়বীর নিহত হল অ্যান্টিওকাসের হাতে। অতঃপর এ্যাকিপোলাসের দেহকে কেন্দ্র করে গ্রীক ও ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

ওদিকে বীর অ্যাজাকসের হাতে নিহত হল সাইময়লিয়াস। সাইময়লিয়াসের দেহ ওডিসিয়াসের সহকর্মী নিউকাস যখন সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেইসময় প্রিয়ামপুত্র অ্যান্টিকাস অ্যাজাকসকে লক্ষ্য করে একটি বর্শা নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিউকাসকে আঘাত করল। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিহত হল নিউকাস।

নিউকাসকে নিহত দেখে ওডিসিউস প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তার হাতের বর্শাটি ট্রয় সৈন্যদের লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়লেন সঙ্গে সঙ্গে সেই বর্শা গিয়ে রাজা প্রিয়ামের অবৈধ পুত্র ডেমকুনকে আঘাত করল। এই ডেমকুন প্রিয়ামের আস্তাবলে অ্যামাউডাস নামক কোন এক জায়গায় ঘোড়াদের দেখাশোনার কাজ করতো। ডেমকুন দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুর কোলে অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে গেল। এবং ফল হ'ল খুবই মারাত্মক। কারণ সম্মুখের সারিতে যে সমস্ত ট্রয় সৈন্যরা যুদ্ধ করছিল তারা বিব্রত এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। এই

সুযোগে গ্রীকসৈন্যরা আরো কিছুটা গেল এগিয়ে।

ট্রয় সৈন্যদের এই বিশৃংখলা অবস্থা দেখে ন্যাপালো দৈববাণীর দ্বারা ট্রয় সৈন্যদের উত্তেজিত করে তুললেন। আবার অন্যদিকে জিউস কন্যা এথেন প্রতিটি গ্রীক সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করে চললেন।

এমন সময় পিয়োরাসের ছোঁড়া একটা পাথরে ডায়োরেসের ডান-পা-টা ভেঙ্গে গেল। তিনি হাত বাড়িয়ে সাহায্যের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে থাকলেন।

কিন্তু সাহায্য করবার জন্য অন্য কোন সহকর্মী এগিয়ে আসার আগেই পিয়োরাস তার বর্শা দিয়ে ডায়োরেসকে হত্যা করে চলে যাচ্ছিল তখন অতর্কিতে থোয়াক তার বর্শা দিয়ে পিয়োরাসের বুকটা বিদীর্ণ করে দিল। এই আচমকা আঘাতের জন্য পিয়োরাস মোটেই প্রস্তুত ছিল না এবং ফল হল তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই রণক্ষেত্রের অবস্থা করে তুললো ভয়াবহ। ট্রয় ও গ্রীক সৈন্যদের মৃতদেহে রণক্ষেত্রে ভরে উঠেছিল।

৫ পঞ্চম পর্ব ৫

কৃতিত্ব দেখালেন ডায়োমিডাস!

সেই ডায়োমিডাসের কথা মনে আছে? যে নীরবে যুদ্ধক্ষেত্রের শেষভাগে দাঁড়িয়েছিল? সেই ডায়োমীডাসের মনে দেবী এথেন এমন অসামান্য সাহসের সঞ্চার করলেন যেন তিনি বিক্রমে অন্য গ্রীকদের ছাড়িয়ে যান। তিনি ডায়োমীডাসের ঢাল আর শিরস্ত্রাণের উপর মায়াবলে এক অগ্নিজালের সৃষ্টি করলেন। তিনি নবোদ্যমে ধাবমান হলেন ট্রয় সৈন্যদের মাঝে।

ট্রয়বাসীদের মধ্যে হিফাস্টাসের পুরোহিত দারেসের দুই পুত্র ছিল। তাঁরা যুদ্ধে খুবই পটু ছিলেন। নাম—ফেগেউস আর আইডেউস। ডায়োমীডাস যখন বীর বিক্রমে এগিয়ে আসছিলেন তখন তাঁকে দেখে এই দুই ভাই সবেগে রথ নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। ফেগেউস ডায়োমীডাসকে লক্ষ্য করে সর্বপ্রথম বর্শা ছুঁড়লেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সে বর্শা ডায়োমীডাসকে ছুঁতে পারলো না। কিন্তু ঝটিতি ডায়োমীডাস যে বর্শা ছুঁড়লেন তা ফেগেউসের বুকে সবেগে বিঁধে গেল। ফেগেউস নিহতাবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার ভাই আইডেউস দেখলেন যে সে যদি এগিয়ে যায় তবে তার রথের চাকায় তার ভাই-এর মৃতদেহ পিষ্ট হবে। তাই সে নেমে পিছোতে লাগলো। হিফাস্টার এক অন্ধকারের আবরণ সৃষ্টি করে আইডেউসকে লোকের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখলেন।

এদিকে দারেসের দুই পুত্রের মধ্যে একজনের নিহত হওয়ার সংবাদে ট্রয়বাসীরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো।

অন্যদিকে এথেনের চেষ্টার ত্রুটি নেই কিভাবে গ্রীকদের অনেক অনেক বেশী পরিমাণে সাহায্য করা যায়। এথেন এবার এ্যারেসের সাথে যোগাযোগ করলেন। উদ্দেশ্য যে কোনভাবে এ্যারেসকে রণক্ষেত্র থেকে যদি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে ট্রয়বাসীরা দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি তখন এ্যারেসের কাছে গিয়ে জানালেন যে ট্রয় ও গ্রীকবাসীরা নিজেরাই যুদ্ধ করে তাদের শক্তির

পরীক্ষা করুক এবং নিজেদের জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্ত যেন তারা নিজেরাই করে। জিউস যাদের বরমাল্য দেবেন তারাই হবে জয়ী। তারা বরং দূর থেকে এই দৃশ্য যেন পর্যবেক্ষণ করে।

এদিকে অ্যারেস তো চলে গেলেন এথেনের সঙ্গে। তাই, স্বাভাবিক ভাবে ট্রয়বাসীরা দুর্বল হয়ে পড়ল। গ্রীক সৈন্যরা ও তাদের সেনাপতিরা ট্রয় সৈন্যদের একেবারে নাজেহাল করে তুললো। মেনেলাসের হাতে মারা পড়লেন স্কামাংগ্রাস। স্কামাংগ্রাস ছিলেন সুদক্ষ শিকারী স্ট্রোফিয়াসের সন্তান। স্কামাংগ্রাস নিজেও শিকারের দেবী আর্তেমিমের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না।

ফেরেক্লাস নিহত হলেন মেরিয়নের দ্বারা। ফেরেক্রাস সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার, তিনি আলেকজান্দ্রাসের জাহাজ নির্মাণ করতেন। অ্যান্টিনরের পুত্র পেরেউসকে হত্যা করলেন মেজেস।

এইভাবে যখন ট্রয় সৈন্যরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল ডায়োমিডাসের নেতৃত্বে তখন লাইকাউন পুত্র তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করলেন। তারপর তাকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়লেন। সে তীরটির অব্যর্থ আঘাতে ডায়ামেডিস আহত হতেই লাইকাউন পুত্র চিৎকার করে ট্রয়বাসীদের জানালেন যে শ্রেষ্ঠ গ্রীক বীরদের অন্যতম একজন আহত হয়েছেন। এবং সম্ভবত তিনি আর বেশিক্ষণ জীবিত থাকতে পারবেন না। ট্রয়বাসীরা এই শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নতুন উদ্দামে এগিয়ে এল।

তবে কি ডায়ামেডিসের জীবন দীপ এখানেই নির্বাপিত হল?

বোধহয় না, কারণ লাইকাউন পুত্রের আঘাত ডায়ামেডিসের পক্ষে খুব বেশি মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। তিনি শরবিদ্ধ অবস্থাতেই রথচালক স্থেনেলাসকে দ্রুত নেমে এসে কাঁধ থেকে তীরটা তুলে ফেলতে বললেন। ক্ষতস্থান থেকে অঝোর ধারে রক্ত ঝরতে লাগলো। তাই দেখে ডায়ামেডিস জিউস কন্যার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন যে আক্রমণকারী তাঁকে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করে আহত করেছে, তাই ডায়ামেডিসের নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাতে যেন এবার তাঁর আঘাতকারীর মৃত্যু হয়।

দেবী এথেন সেই কাতর প্রার্থনা শুনলেন। এবং সেই মুহূর্তে তাকে সুস্থ করে তুললেন। তাঁকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে তিনি যেন তাঁর অন্তরে এবার তাঁর পিতার তেজস্বিতা সঞ্চার করেন। আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন ডায়ামেডিস, কিন্তু তাঁর এবারের শক্তি ছিল পূর্ব শক্তির বহুগুণ বেশী। আহত সিংহ যে রকম ক্ষিপ্ত হয়ে শিকারকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তেমনি ডায়ামেডিস সম্মুখস্থ ট্রয় সৈন্যদের লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। তাঁর সেই তেজ সহ্য করতে না পেরে দুই অধিনায়ক অ্যাসটাইন ও হাইপিরিয়ান মারা পড়লেন। এরপর মারা পড়লেন ইউরিমেডাসের দুই সন্তান আবাস আর পলিডাস। তার পরের পালা বৃদ্ধ ফিনপয়ের দুই সন্তান জ্যান্থাস আর ফুনের। এই বৃদ্ধের দুই পুত্র ছিল প্রাণের চাইতে প্রিয়। ডায়ামেডিসের কোপে পড়ে এরা বেঁচে রইলেন না।

রাজা প্রিয়ামের দুই ছেলে একিমন এবং ক্রোমিয়াস যখন রথে চেপে রণক্ষেত্রের মাঝে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন ডায়ামেডিস তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদেরকে প্রাণে মারলেন না বটে কিন্তু তাদের রথ থেকে টেনে নামিয়ে তাদের বর্ম অস্ত্র সব খুলে নিয়ে তাদের রথের ঘোড়াগুলো অন্যান্য সহকর্মীদের দান করে দিলেন। এ এক চরম অপমান!

এদিকে ডায়ামেডিসের তাণ্ডবলীলা দেখে ট্রয়ের অপর একজন বীর ঈনিস এগিয়ে এলেন তার গতি রোধ করবার জন্য। ইতিমধ্যে তাঁর সাথে লাইকাউন পুত্র প্যাণ্ডারাসের দেখা হতে তিনি প্যাণ্ডারাসকে তাঁর অপরাজেয় ধনুর্বাণ থেকে তীর ছুঁড়তে বললেন। কারণ তিনি ছিলেন ধনুর্বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ। প্যাণ্ডারাস তার উত্তরে জানালেন যে আজ ডায়ামেডিসের ভেতরে কোন অদৃশ্য অবস্থায় দেবতা অনুগ্রহ করে চলেছেন। কারণ দেবানুগ্রহ ছাড়া এ ধ্বংসকার্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি স্থির নিশ্চিত যে তাঁর ওপর কোন দেবতা রুষ্ট হয়েছেন। তাঁর সাথে কোন রথও ছিল না কারণ তিনি কেবলমাত্র ধনুর্বাণ নিয়েই হেকটরকে সাহায্য করতে এসেছেন। এবং তিনি স্বীকার করলেন যে এ তাঁর চরম ভুল হয়েছে। এরপর ঈনিস তাঁকে ঈনিসের রথে আসতে আহ্বান জানালেন এবং অনুরোধ করলেন হয় প্যাণ্ডারাস অশ্ব পরিচালনা করুন কিংবা অস্ত্র পরিচালনা করুন।

প্যাণ্ডারাস নিজে অস্ত্র চালনার ভার নিয়ে রথ পরিচালনার ভার ঈনিসের

ওপরেই দিলেন। এর কারণ অবশ্যও আছে, তা'হল এই যে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। কারণ রথের অশ্ব ঈনিসের বশীভূত।

রথে আরোহন করে ঈনিস ও প্যাণ্ডারাস ডায়ামেডিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাদের উন্মত্তের মত সন্ধান ডায়ামেডিসের রথচলাক স্থেনেলাসের নজরে পড়ল। সে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল। কারণ প্যাণ্ডারাস ছিলেন অ্যাপোলোর বরপ্রাপ্ত বিখ্যাত তীরন্দাজ আর ঈনিস ছিলেন দেবী অ্যাফ্রোদিতির অ্যাপোলোর গর্ভে অ্যাঙ্কিসেসের ঔরসজাত সন্তান। তাই তিনি ডায়ামেডিসকে আর এগিয়ে যেতে বারণ করলেন। আসলে ঘুরিয়ে পালানোর কথা বললে যা হয় আর কি!

এই কথায় ডায়ামেডিস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, কারণ তিনি তো ভীরু, কাপুরুষ নন যে পলায়নের কথা চিন্তা করবেন। বরং তিনি দেবী এথেনের কৃপায় যথেষ্ট শক্তিমান। এর ওপর আবার দেবী এথেন নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন কোন মানব সন্তানকে ভয় না করেন। তাই তিনি নিশ্চিত যে ঐ দুই বীরের যোগ্য মোকাবিলা তিনি করতে পারবেন। তিনি স্থেনেলাসকে এই প্রসঙ্গে বললেন যে যদি তিনি ঐ দুই বীরদ্বয়কে হত্যা করতে সমর্থ হন তাহলে স্থেনেলাস যেন ঈনিসের রথের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসেন, কারণ এই ঘোড়াগুলো কোন সাধারণ ঘোড়া নয়। নিজের সন্তানের পরিবর্তে অ্যাঙ্কিসাস এই ঘোড়াগুলো লাভ করেছিলেন মিউসের কাছ থেকে।

এই কথোপকথনের মাঝে দুই ট্রয়বীর এসে উপস্থিত হলেন ডায়ামেডিসের কাছে। শুরু হল ঘোরতর যুদ্ধ। এবারও প্যাণ্ডারাসের ছোঁড়া বর্শা ডায়ামেডিস কে বিদ্ধ করতে পারলো না। কিন্তু ডায়ামেডিস নিক্ষিপ্ত বর্শাটি এথেনের কৃপায় প্যাণ্ডারাসের দেহে সমূলে বিঁধে গেল। এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তাঁর প্রাণহীন দেহ।

এবার নেমে এলেন ঈনিস। এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে বর্শা নিয়ে। উদ্দেশ্য যাতে কোন গ্রীক সৈন্য প্যাণ্ডারাসের মৃতদেহ না নিয়ে যেতে পারে। ডায়ামেডিস এবার আর অস্ত্র ব্যবহার করলেন না। একটা বিরাট আয়তন পাথরের টুকরো নিয়ে ঈনিসের উদ্দেশ্য ছুঁড়লেন। এবং তা তার কোমরে গিয়ে এমন আঘাত

করলো যে সেই ভয়ঙ্কর আঘাতে তাঁর কোমর প্রায় ভেঙ্গে গেল বললেই হয়। —এমন সময় তাঁর মা দেবী অ্যাফ্রোদিতি তাকে দৈবমায়ায় অদৃশ্য করে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে নিয়ে গেলেন।

ঈনিসকে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ডায়ামেডিসের সারথী স্থেনেলাস ঈনিসের ঘোড়া দুটোকে নিয়ে এল এবং অন্য এক সহকর্মীর হাত দিয়ে সেই ঘোড়াদুটো তাদের জাহাজে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তাকিয়ে দেখে ডায়ামেডিস নেই! কোথায় গেল ডায়ামেডিস? স্থেনেলাস খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে সেই বিশাল রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে ডায়ামেডিসের সন্ধান করতে লাগলেন।

এদিকে ডায়ামেডিস তখন পাগলের মত খুঁজে চলেছেন দেবী অ্যাফ্রোদিতিকে। কারণ প্রেমের দেবী অ্যাফ্রোদিতি যুদ্ধক্ষেত্রে কেন প্রবেশ করবে? শিকার হাতছাড়া হয়ে গেলে বাঘ যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তেমনি এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ডায়ামেডিস অ্যাফ্রোদিতির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অ্যাফ্রোদিতি ঈনিসকে আচ্ছন্ন করেছিলেন মায়ায়। সাধারণ লোকের তা দেখতে পাওয়ার কথা নয়! কিন্তু দেবী এথেনের কৃপায় ডায়ামেডিস দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি অ্যাফ্রোদিতিকে সহজেই দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর বর্শা দিয়ে দেবীকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে অ্যাফ্রোদিতি ঈনিসকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তখন অ্যাপেলো ঈনিসকে নিয়ে গিয়ে মেঘের অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন করে দিলেন।

শিকার হাতছাড়া হতেই ডায়ামেডিস ক্ষিপ্ত হয়ে অ্যাফ্রোদিতিকে বললেন, অদূর ভবিষ্যতে যদি অ্যাফ্রোদিতি তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে আসেন, যা করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়, তবে সে অ্যাফ্রোদিতিকে এমন শিক্ষা দেবেন যে, ভবিষ্যতে অ্যাফ্রোদিতি যুদ্ধের কথা শুনলে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠবেন।

ডায়ামেডিসকে ক্রুদ্ধ দেখে আইরিস দেবী অ্যাফ্রোদিতিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। যাবার পথে অ্যাফ্রোদিতি দেখতে পেলেন যে তার ভাই অ্যারেস সেই বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রের শেষ প্রান্তে কিসের প্রতিক্ষায় যেন দাঁড়িয়ে

আছেন। তিনি গিয়ে অ্যারেসের কাছে তার মায়াময় অশ্বদুটি একেবারের জন্য চাইলেন। এছাড়া তার পক্ষে অলিম্পাসে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না কারণ ডায়ামেডিসের আঘাতে তিনি আহত হয়েছিলেন।

এরপর অ্যারেসের রথে উঠে সুদূর অলিম্পাসে গিয়ে তাঁর মা ডাওনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর মা অ্যাফ্রোদিতির হাতের ক্ষতস্থান থেকে ব্যথার বিষ তুলে নিতে সমস্ত যন্ত্রণার উপশম ঘটল। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো অ্যাফ্রিদিতির হাত। তারপর তাঁর মা ডাওনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন দেবরাজ জিউসের কাছে।

এদিকে এথেন আর হেরা দেবরাজ ডিউসের কাছে দেবী অ্যাফ্রোদিতিকে দেখে সন্দেহের বশবর্তী হলেন। হেরা নিশ্চিত থাকলেও এথেন অ্যাফ্রোদিতির উদ্দেশ্যে বিদ্রোহে মুখর হয়ে উঠলেন।

জিউস অ্যাফ্রোদিতিকে দেখে শ্লেষের স্বরে নিষেধ করে দিলেন যুদ্ধ বিদ্যার সঙ্গে তো তার কোন সম্পর্ক নেই। তার কর্মক্ষেত্রের মধ্যে থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিরত থাকে।

আমরা অনেকক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ পাইনি। এবার দেখা যাক অ্যাফ্রোদিতিকে আঘাত করার পর ডায়ামেডিস কি করছেন। ঈনিসকে তো অ্যাপোলো লুকিয়ে ফেললেন! কিন্তু ডায়ামেডিস ঈনিসের সন্ধানে উন্মত্ত হয়ে এথেন প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে ঈনিসকে খুঁজে বার করলেন। এবং হত্যার নেশায় উন্মত্ত হয়ে অ্যাপোলোর দ্বারা সুরক্ষিত ঈনিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর পাগলের মত বারবার ঈনিসকে আঘাত করে চললেন।

এদিকে অ্যাপোলো প্রতিবারই নিজের ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করতে লাগলেন। তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন যে ডায়ামেডিস যেন বেশি বাড়াবাড়ি না করে এখানেই ক্ষান্ত দেয়। কারণ ডায়ামেডিস যত বীরই হোক না কেন, তার বীরত্ব কখনোই দেবতার সমতুল্য হতে পারে না, বিশেষ করে দেবশ্রেষ্ঠ অ্যাপোলোর তো বটেই।

তখন ডায়ামেডিস ভীত হলেন এবং অ্যাপোলোর কোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সংযত করলেন এবং সেই ফাঁকে ঈনিসকে নিয়ে অ্যাপোলো

চলে এলেন তার পারোগামাস্থিত মন্দিরে। সেখানে লিটো আর আর্তেমিস ঈনিসকে সুশ্রুষা করে তার সমস্ত যন্ত্রণার উপশম ঘটালেন।

এদিকে অ্যাপোলো ডায়ামেডিসের প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, কারণ সে প্রথমে অ্যাফ্রোদিতিকে আঘাত করেছে, তারপর অ্যাপোলোকে আক্রমণ করে। তার ঔদ্ধত্য অ্যাপোলোকে ক্রোধে উন্মত্ত করে তুলেছিল। তিনি অ্যারেসকে ডেকে সমস্ত ঘটনা বলে ট্রয়বাসীদের অনুপ্রাণিত করতে পাঠালেন।

তখন অ্যারেস ট্রয় সৈন্যদের মাঝে গিয়ে তাদের উত্তেজিত করতে লাগলেন। এবং তার উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য ট্রয় সৈন্যদের মনে সঞ্চার করল এক অপরিসীম উৎসাহ এবং সাহস।

এদিকে গ্রীক সৈন্যদের ওরকম মারমুখী আক্রমণে বিপর্যস্ত ট্রয় সৈন্যদের দেখে সারপেডান বীর হেক্টরকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে নাজেহাল করে তুললেন। এও বললেন যে হেক্টরের জ্ঞাতিভ্রাতারা সব কোথায়? তাদের কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না! সিংহের কাছে কুকুর যেমন হীনবল এবং কুকুরের যা দুর্দশা হয়, বীরশ্রেষ্ঠ গ্রীকবাসীদের কাছে হেক্টরের জ্ঞাতি ভ্রাতাদের সেই অবস্থা!

সারপেডানের জ্বালাময়ী বিদ্রূপে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হেক্টর, তিনি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গ্রীক সৈন্যদের ওপর। আবার উভয়পক্ষের সৈন্যদের চিৎকার, অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, অস্ত্রের ঝনঝনানি চারিদিক মুখর হয়ে উঠলো। এই ফাঁকে অ্যারেস সৃষ্টি করলেন এক কৃত্রিম অন্ধকারের। এবং তার দ্বারা আবৃত করে ফেললেন ট্রয় সৈন্যদের। তারপর সেখানে অনুপ্রাণিত করে তুলতে লাগলেন ট্রয়বাসীদের।

ওদিকে ঈনিস তো সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন ট্রয়বাসীদের মধ্যে অ্যাপোলোর কৃপায়। তাকে জীবিত দেখে সমস্ত ট্রয়বাসীরাই বিস্মিত হয়ে উঠলেন এবং সেই সঙ্গে অনুভব করলেন এক গভীর আনন্দ।

ট্রয় সৈন্যরা নতুন উদ্দামে, নতুন সাহসে, নতুন অনুপ্রেরণায় উদ্দিপিত হয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রীক সৈন্যদের ওপর, অবশ্য গ্রীক সৈন্যরা অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। অ্যাজাক্স বীরদ্বয় এবং ওডিসিয়াস, ডায়ামেডিস প্রভৃতি বীর শ্রেষ্ঠরা সমস্ত গ্রীক সৈন্যদের সাহস এবং অনুপ্রেরণা

যোগাতে লাগলেন। সঙ্গে অ্যাগমেননও ছিলেন।

অ্যাগমেননের হাতে নিহত হলেন পারগেসাস পুত্র মিকুন। এদিকে মেনেলাস একটু ফাঁকা জায়গাতেই ছিলেন। তিনি যাতে ঈনিসের হাতে নিহত হন সেজন্য অ্যারেস মেনেলাসকে উত্তেজিত করে চলছিলেন। কিন্তু অ্যারেসের সে আকাঙ্খা পূর্ণ হল না। কারণ নেষ্টরের ছেলে ইতিমধ্যে মেনেলাসের সাহায্যের জন্য তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। অ্যান্টিলোকাস গ্রীকরা পাইলমেনেসকে হত্যা করল। এবার আর হেকটরকে রোধ করা গেল না। তিনি একদল ট্রয় সৈন্য নিয়ে ভীষণ গতিতে ধাবমান হলেন গ্রীক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে। হেকটরের সেই মূর্তি দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন ডায়ামেডিস। কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে কোন মানুষের ছদ্মবেশে কোন দেবতা হেকটরকে রক্ষা করে চলেছেন। সুতরাং তাদের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা আপাতত বুদ্ধিমানের কাজ।

ডায়ামেডিসের উপদেশ শেষ হতে না হতেই হেকটর তার সৈন্যদের নিয়ে অনেক কাছে চলে এল। ট্রয় সৈন্যদের হাতে নিহত হল গ্রীক বীরমেনেস্থাস এবং অ্যাঙ্কিয়ালাস। এইভাবে আবার হত্যার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের গতি আবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো উভয়পক্ষের মধ্যে।

এবার এগিয়ে এল ট্রয়দের তরফ থেকে সারপেডান আর গ্রীকদের পক্ষ থেকে হেরাকলস পুত্র নিপোলিমাস। এখানে সারপেডান প্রসঙ্গে একটা কথা জানান দরকার যে সারপেডান ছিলেন জিউসের ঔরসজাত সন্তান। অপরদিকে নিপোলিমাসের পিতা হেরাকলসও ছিলেন জিউসের ঔরসজাত মানবসন্তান। তাই সেকথা নিপোলিমাস উল্লেখ করে জানালেন যে তিনি সারপেডানকে জিউসের ঔরহসজাত বলে মানেন না। কারণ জিউস পুত্রদের সঙ্গে সারপেডানের আকৃতির দিক দিয়ে কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। যে সাদৃশ্য তার পিতা হেরা-কেলস্-এর মধ্যে বর্তমান ছিল। এবং প্রসঙ্গত এও উল্লেখ করতে ভোলেন না যে একবার ইলিয়াম নগরী তার পিতা বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে তীক্ত কণ্ঠে সারপেডানকে কাপুরুষ আখ্যায় ভূষিত করলেন।

প্রত্যুত্তরে সারপেডানও চুপ করে রইলেন না। তিনিও নিপোলিমাসকে যথেষ্টই শুনিয়ে দিলেন। এইভাবে বাকবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে দুজনের যুদ্ধ শুরু

হল।

সারপেডানের বর্শার আঘাতে নিপোলিমাস তক্ষুনি মারা গেল আর নিপোলিমাসের আঘাত সারপেডানকে ভয়ঙ্কর ভাবে আহত করে তুলল। কিন্তু সারপেডানের দেবপিতার মধ্যস্থতায় এইরকম ভয়ঙ্কর আঘাত সত্ত্বেও তার মৃত্যু ঘটল না।

নিপোলিমাসকে হত দেখে এবার এগিয়ে এলেন ওডিসিয়াস। ওডিসিয়াস ট্রয়পক্ষের দলভুক্ত সৈন্যদের আক্রমণ করে ভীমবেগে অল্প সময়ের মধ্যে হত্যা করে ফেললেন পোরামাস, অ্যালস্টার, ক্রোমিয়াস প্রমুখদের। আরো অনেকে হয়তো তাঁর হাতে মৃত্যুবরণ করতো, যদি না হেকটর এগিয়ে আসতেন তাঁকে প্রতিরোধ করবার জন্য। হেকটরের সাথে যোগ দিলেন, অ্যারেস। কিন্তু এই দুজনকে এক সঙ্গে দেখেও গ্রীক সৈন্যরা ভয়ে পিছিয়ে গেল না। কারণ বীরের হাতে মৃত্যু বরণ করতে ভালবাসেন। তাই একে একে হেকটরের হাতে প্রাণ দিলেন প্রসিদ্ধ সারথী ওরেস্টেস, টেনথান, বীর যোদ্ধা ট্রেকাস, ঈনোমাস, হেলেনাস এবং ওরেসিয়াস।

হেকটরের বীরত্বে যখন ব্যাপকভাবে গ্রীক সৈন্যরা মৃত্যুবরণ করতে লাগলো তখন দেবী হেরা খুব শংকিত হয়ে উঠলেন। তিনি হতাশ হয়ে ভাবলেন তিনি যে মেনেলাসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইলিয়াম (ট্রয়) নগরী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তিনি মেনেলাসকে সাহায্য করে যাবেন। সে প্রতিশ্রুতি সম্ভবত পালিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত অ্যারেস ট্রয়বাসীদের সঙ্গে থাকবে। এবং এই দুঃশ্চিন্তার কথা তিনি এথেনকে ডেকে জানালেন। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন যে সেই মুহূর্তে তারা রণক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছবেন। এথেনও তাতে সম্মতি দিলেন। দুজনে মিলে প্রস্তুত হয়ে যাত্রা শুরু করলেন। উন্মুক্ত হয়ে গেল স্বর্গের দ্বার। তারা বেরিয়ে এলেন।

যাওয়ার পথে অলিম্পাস পর্বতে জিউসের কাছে গিয়ে হেরা জানালেন যে অ্যারেস-এর প্ররোচনায় কত গ্রীকবীর মারা পড়েছে এবং তাই দেখে অ্যাপোলো অ্যাফ্রোদিতি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। যদি হেরা যুদ্ধোন্মাদ অ্যারেসকে উচিত শিক্ষা দিয়ে রণক্ষেত্রের বাইরে বের করে দেন তাহলে যেন জিউস হেরার

প্রতি ক্রুদ্ধ না হন। জিউস প্রত্যুত্তরে জানালেন যে তার বদলে এথেনের যাওয়াটাই ভাল। কারণ অন্যায়কারীকে এথেনই উচিত শাস্তি দিতে পারে।

হেরা ও এথেন নেমে এলেন গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে যেখানে ডায়ামেডিসকে কেন্দ্র করে সবচাইতে বেশি সংখ্যক গ্রীকবীরেরা সমবেত হয়েছিল। সেখানে তিনি তীব্রস্বরে বললেন যে গ্রীকদের বীরত্বটা সাজানো, আসলে তারা কাপুরুষ এবং সেই সঙ্গে তারা লজ্জাহীনও বটে। কারণ তারা যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে হেরেই চলেছে। যতদিন পর্যন্ত একিলিস যুদ্ধ করছিলেন, ততদিন পর্যন্ত ট্রয়বাসীরা তার ভয়ে দুর্গের বাইরে আসতে সাহস পেল না। কিন্তু এখন তারা ভয়হীন হয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে।

হেরা যখন তীব্রস্বরে গ্রীকদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, এথেন তখন ডায়ামেডিসের কাছে চলে গেছেন। ডায়ামেডিস যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করছিলেন। এথেন তার কাছে গিয়ে বললেন যে ডায়ামেডিস মোটেই তার বাবা টাইডেউসের মত হয়নি। টাইডেউস ছিলেন প্রকৃত বীর। শত্রু নিধনই তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল! এথেন স্বয়ং তাকেও সাহায্য করেছেন এবং ডায়ামেডিসকেও সাহায্য করছেন। কিন্তু ডায়ামেডিসকে দেখে যেন মনে হচ্ছে যে ডায়ামেডিস যেন ভীত, সন্ত্রস্ত এবং হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন।

ডায়ামেডিস তার উত্তরে বললেন যে তিনি মোটেই ভীত হননি। বরং তিনি এথেনের নির্দেশই মেনে চলেছেন। কারণ এথেনই তাকে নিষেধ করেছিলেন যে ডায়ামেডিস যেন দেবী অ্যাফ্রোদিতি ছাড়া অন্য কোন দেবতার সাথে যুদ্ধ না করে। তাও তো তিনি এথেনের নির্দেশ না মেনে অ্যাপোলোকে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অ্যাপোলোর রক্তচক্ষুতে কিঞ্চিত শংকিত হয়ে ফিরে এসেছেন। এখন যেহেতু রণদেবতা অ্যারেস স্বয়ং যুদ্ধে নেমেছেন সেই জন্য ডায়ামেডিস আপাতত যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে তার সহকর্মী গ্রীক সৈন্যদের এখানে সমবেত হবার আদেশ দিয়েছেন।

দেবী এথেন ডায়ামেডিসকে বারণ করলেন অ্যারেসকে ভয় করতে। এবং অ্যারেসকে সম্মুখযুদ্ধে আঘাত করতে উৎসাহ দিলেন। এর কারণও অবশ্য একটা ছিল যে অ্যারেস হেরাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি গ্রীকদের

সাহায্য করবেন কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অ্যারেস প্রকৃতপক্ষে ট্রয়বাসীদের সাহায্য করে চলেছেন।

ডায়ামেডিসকে উৎসাহ দিয়ে দেবী এথেন নিজেই ডায়ামেডিসের রথের সারথী হয়ে বসলেন, স্থেনেলাসকে সরিয়ে দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে এথেন রথ নিয়ে উপস্থিত হলেন সেই ভয়ঙ্কর রণদেবতা অ্যারেসের সম্মুখে। অ্যারেস তখন পেরিফাসের দেহকে বর্মমুক্ত করছিলেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা দরকার যে পেরিফাস ছিলেন ওডিসিয়াসের পুত্র। এই সময়ে হাজির হলেন ডায়ামেডিস, সারথীরূপী এথেনকে নিয়ে। অ্যারেস এথেনকে চিনতে পারেন নি। কারণ

এথেন মাথায় পরেছিলেন মৃত্যু দেবতা হেডস-এর শিরস্ত্রাণ। অ্যারেস শুধুমাত্র ডায়ামেডিসকেই দেখলেন এবং এক্ষুনি ছুটে এলেন ডায়ামেডিসের কাছে তাকে ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে। অ্যারেস বর্শা ছুঁড়লেন ডায়ামেডিসের দিকে। কিন্তু সে বর্শা ডায়ামেডিসকে স্পর্শ করার আগেই তার গতিমুখ ঘুরিয়ে দিলেন এথেন। স্বভাবতই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল অ্যারেস নিক্ষিপ্ত বর্শা। কিন্তু ডায়ামেডিসের ছোঁড়া বর্শাকে এথেন ঠিক পথে পরিচালনা করায় তা অ্যারেসকে ভীষণভাবে আঘাত করল। অ্যারেস সেই আঘাতে আহত হয়ে স্বর্গের উদ্দেশ্যে ধাবিত হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেবরাজ জিউসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর তাঁকে অভিযোগ জানিয়ে বললেন যে দেবরাজ জিউস কি ডায়ামেডিসের এই গর্বোদ্ধত ব্যাপার দেখেও চুপ করে থাকবেন। ডায়ামেডিস প্রথমে দেবী অ্যাফ্রোদিতিকে আঘাত করলেন, তারপর অ্যারেসকেও ছেড়ে দেননি। তিনি কি এসব দেখেও তার সমুচিত প্রতিবিধান করবেন না!

জিউস অ্যারেসের অভিযোগের কোন মূল্যই দিলেন না। বরং অ্যারেসের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে জানালেন যে সে যেন জিউসের কাছে কোন অভিযোগ জানাতে না আসে। কারণ দেবতাদের মধ্যে তিনি অ্যারেসকেই সবচাইতে বেশি ঘৃণা করেন। অ্যারেসই মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি ক্ষতিসাধন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ সৃষ্টি করে বেড়ায়। তার এই একগুঁয়ে মনোভাব তার মা হেরা থেকেই লাভ করেছে। প্রসঙ্গত এও জানালেন যে সে যদি কোন দেবতার সন্তান হত তাহলে তাকে এই ধ্বংসাত্মক মনোভাবের জন্য টিটানদের থেকেও অনেক বেশি অপমান সহ্য করতে হত।

এইখানে টিটানদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। টিটানরা ছিল একরকমের দানবাকৃতি দেবতা। তাদের সৃষ্টিসাধনের চাইতে ধ্বংসাত্মক কাজেই ঝোঁক বেশি ছিল। তাই দেবরাজ জিউস তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাবডারাস নামে নরকের অন্ধকারে এক অন্ধকার স্থানে তাদের বন্দী করে রাখলেন।

যাই হোক, যেহেতু দেবী হেরা জিউসের গর্ভে অ্যারেসকে ধারণ করেছিলেন সেইজন্য দেবরাজ জিউস স্নেহবশতঃ অ্যারেসকে ঐরকম যন্ত্রণাকাতর অবস্থায়

দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখলেন না। যদিও তার মানসিক ইচ্ছা ছিল না। তবুও হাজার হোক আপন সন্তান তো বটে, তাই প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

দেবরাজ জিউস ডেকে পাঠালেন দেববৈদ্য পীয়নকে। দেববৈদ্য পীয়ন এলেন। জিউস পীয়নকে আদেশ দিলেন তাড়াতাড়ি অ্যারেসকে যেন আরোগ্য লাভ করানো হয়।

পীয়ন তার চিকিৎসা শুরু করলেন তক্ষুনি। উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে নিরাময় করে তুললেন অ্যারেসের যন্ত্রণাদগ্ধ ক্ষতস্থান। পীয়নের দেওয়া ওষুধ অ্যারেসের রক্তক্ষরণ মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ করে দিল। এর পরে দেবসেবিকা হেরি এসে সেই ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে যত্নসহকারে বেঁধে দিলেন। ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠলেন অ্যারেস।

হেরাতো ঠিক এইটাই চাইছিল। যাতে কোনরকমে অ্যারেসকে রণক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলা যায়। তাঁর এই পরিকল্পনা সফল হল। অ্যারেসের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ বন্ধ হল। তাই হেরা এবং এথেন ফিরে এলেন অলিম্পাস শিখরে।

৯ ষষ্ঠ পর্ব ৫০

এবারো ডায়ামেডিস

বিরামহীন গতিতে তো যুদ্ধ চলেছে। সাইময় এবং জ্যান্থাস নদীর তীরে সেই বিশাল রণপ্রান্তরে অবিরাম গতিতে যুদ্ধ চলতে লাগলো। এবং যুদ্ধের গতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগলো। থ্রেসিয়ানবীর অ্যাকামাস মারা গেলেন অ্যাজাকসের হাতে। ওদিকে একসাইলাস মারা গেলেন ডায়ামেডিসের হাতে। এই একসাইলাস প্রসঙ্গে সংবাদ না জানালে তাঁর চরিত্রের একটা দিক অজ্ঞাত থেকে যাবে। একসাইলাস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। তার কারণ তিনি খুবই অতিথিবৎসল ছিলেন। রাস্তার ধারে তাঁর বাড়ি ছিল। পথক্লান্ত যে কোন পথিককে এনে তাঁর বাড়িতে আপ্যায়ণ করাতেন। কিন্তু সেই অতিথিবৎসল, পরোপকারী একসাইলাস যখন ডায়ামেডিসের আঘাতে ছিটকে গিয়ে নদীতে পড়লেন তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। মানুষের জীবন এমনই! একসাইলেসের সারথীও ডায়ামেডিসের দ্বারা নিহত হল।

উভয়পক্ষের হত্যার তাণ্ডব চলতে লাগলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে। ওডিসিয়াস-এর হাতে নিহত হলেন পিডাইপেস। নেষ্টর পুত্র অ্যান্টিলোকাসের বর্শার ঘায়ে মারা পড়লেন অ্যালতেরাস। অ্যাগমেনন মেরে ফেললেন ইলেটাসকে।

এদিকে আবার একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। ট্রয়বীর আদ্রেসতাস যখন রণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে তাঁর রথে করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর রথটা ভেঙ্গে যায়। আর ঘোড়াগুলো ছুটে পালিয়ে যায়। তার ফলে অ্যাদ্রেসতাসের অবস্থা 'পপাত চ মমার চ' অর্থাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন। এই অবস্থায় মেনেলাস বর্শা হাতে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হতেই অ্যাদ্রেসতাস বেগতিক দেখেই মেনেলাসের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করলেন। এবং প্রসঙ্গত এও বললেন যে তাঁর পিতা বিরাট ধনী। মেনেলাস যদি তাকে বন্দী করে রাখেন তাহলে অ্যাদ্রেসতাসের পিতা মেনেলাসকে অনেক উপঢৌকন দিয়ে অ্যাদ্রেসতাসকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

মেনেলাস অ্যাদ্রেসতাসের কথা মেনে নিয়ে তাঁকে যখন নিজের এক

সহকর্মীর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন তখন সম্রাট অ্যাগমেনন এসে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন যে মেনেলাস কি ট্রয়দের ধনরত্ন নিয়ে ঘর ভর্তি করতে চায়। এ তো একজাতীয় অপমান। সমস্ত ট্রয়বাসীদের হত্যা করা উচিত। তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখা ন্যায়সঙ্গত নয়।

মেনেলাস অ্যাগমেননের যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি বন্দী অ্যাদ্রেসতাসকে তুলে দিলেন অ্যাগমেননের হাতে। অ্যাগমেনন সময় নষ্ট করলেন না। তাঁর হাতের বর্শা দিয়ে অ্যাদ্রেসতাসকে হত্যা করলেন।

নেষ্টর গ্রীকদের শুধুমাত্র ট্রয়বাসীদের অকাতরে হত্যা করে যাওয়ার জন্য এমনভাবে উৎসাহিত করছিলেন যে গ্রীকদের সম্মিলিত শক্তির কাছে ট্রয়বাসীরা খড়কুটোর মত উড়ে যেতে পারতো। এবং তারা বাধ্য হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে ইলিয়াম নগরীর দিকে ফিরে যেত। কিন্তু মেনেলাস হেক্টর ও ঈনিসকে ডেকে বললেন যে আপাতত তারা যেন ট্রয়বাসীদের সমবেত হবার জন্য এবং নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করার জন্য উৎসাহিত করেন, কারণ তাঁরাই ট্রয়বাসীদের মধ্যে সবচাইতে বড় যুদ্ধবিশারদ। এবং সেই সঙ্গে তাঁদের একমাত্র আশা ভরসাও বটে। প্রসঙ্গত এও উপদেশ দিলেন যে তারা তখন দেবী এথেনকে প্রার্থনা করে সন্তুষ্ট করেন যাতে তিনি ইলিয়াম নগরীর নারী এবং শিশুদের রক্ষা করবার জন্য সাময়িকভাবে ডায়ামেডিসকে তাঁর আক্রমণাত্মক অভিযান থেকে বিরত করেন। এ কথা বলার অবশ্য কারণও ছিল। ডায়ামেডিস ক্রমে ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিলেন। গ্রীকেরা ভাবতে শুরু করেছিল যে তিনি হয়তো অ্যাকিলিসের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তার ক্রোধও যেমন, শক্তিও তেমনি।

হেক্টর সেই কথামত কাজ করলেন। তাঁর উদ্দীপক কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ট্রয় সৈন্যরা নতুন উদ্দমে ঐক্যবদ্ধ এবং সমবেত হলেন। তিনি তাঁর সহকর্মীদের অক্লান্ত এবং নির্ভীক ভাবে যুদ্ধ করবার জন্য আহ্বান জানালেন। তারপর ট্রয় সৈন্যদের বৃদ্ধ পিতামাতা এবং স্ত্রীদের মন্দিরে পূজা এবং উপাসনার জন্য অনুরোধ করার উদ্দেশ্যে ইলিয়াম নগরীর ভেতর চলে গেলেন।

এবার একক যুদ্ধে নামলেন গ্লকাস এবং ডায়ামেডিস। ডায়ামেডিস গ্লকাসকে চিনতেন না। এবং সেটা তিনি গ্লকাসকে জানালেনও। কারণ সম্ভবত একটাই যে

তিনি এর আগে গ্লকাসকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেননি। তবে একটা কথা তিনি বললেন যে গ্লকাস যদি স্বর্গ থেকে আগত কোন দেবতা হন তাহলে ডায়ামেডিস তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। কারণ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তিনি বেশিদিন বাঁচতে পারবেন না। তার অবস্থাও ড্রায়াসপুত্র লাইকর্গস-এর মত হবে। এখানে লাইকর্গস-এর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। এই লাইকর্গস একবার দেবতা ডাইয়োনিসাসের সেবিকাদের গরু তাড়ানোর লাঠি দিয়ে প্রচুর মার মারেন। লাইকর্গসের সেই সংহার মূর্তি দেখে দেবতা ডাইয়োনিসাস ভয়ের চোটে সমুদ্রগর্ভে গিয়ে আশ্রয় নেন। জলদেবী থেটিস তাঁকে আশ্রয় দান করেন। এদিকে মানুষের সন্তান লাইকর্গসের এই ঔদ্ধত্য দেখে ডাইয়োনিসাস প্রচণ্ড রেগে যান। এবং স্বাভাবিকভাবেই দেবতারা যখন লাইকর্গসের এই ব্যবহারের কথা শুনলেন তখন তাঁরাও লাইকর্গসের প্রতি ক্রোধান্বিত হন। আর দেবরাজ জিউস তাঁকে অন্ধ করে দেন। সমস্ত দেবতাদের ক্রোধ উৎপন্ন করে লাইকর্গস আর বেশিদিন বাঁচতে পারেননি।

তখন গ্লকাস প্রত্যুত্তরে তাঁর বংশ পরিচয় বর্ণনা করলেন।

আমরা গ্লকাসের মুখ থেকে জানতে পারি যে আর্গস দেশের মধ্যে ঈফাইরা নামে এক নগর আছে। মানবজাতির মধ্যে চাতুর্যে প্রখ্যাত সিসিফাস নামে একজন লোক সেখানে বাস করতেন। তিনি ছিলেন ঈয়োলাসের সন্তান। এই ঈয়োলাসের আবার গ্লকাস নামে এক পুত্র ছিল। এই গ্লাকাসের পুত্র বেলারোফোন ছিলেন অসীম সৌন্দর্য্যের অধিকারী। তিনি অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। বেলারোফোনকে একবার শক্তিশালী রাজা প্রেটাসের স্ত্রী অ্যান্টিয়া প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু বেলারোফোন সততায় একনিষ্ঠ হয়ে অ্যান্টিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন। অ্যান্টিয়া তখন রাজা প্রিটাসের মন বিষিয়ে তুললেন এবং বেলারোফোনকে হত্যা করবার জন্য প্ররোচনা করলেন। রাজা প্রিটাস বেলারোফোনকে নিজে হত্যা না করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন লাইসিয়ার রাজা প্রিটাসের শ্বশুরের কাছে একটা চিঠি দিয়ে। সে চিঠিতে লেখা ছিল যে রাজা যেন ছলে-বলে-কৌশলে বেলারাফোনকে হত্যা করেন।

বেলারোফোন যদিও পৌঁছলেন, রাজাও চিঠিটা পড়লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে

সিমেরা নামে এক অদ্ভুত দর্শনাকে হত্যা করবার জন্য বেলারোফোনকে আদেশ দিলেন। এই সিমেরা এক অদ্ভুত জীব, সে মানবী কিংবা দেবী, তাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না। তার মাথাটা ছিল সিংহের মত, আর দেহটা ছিল ছাগলের মত! আবার তার পেছনের দিকে ছিল সাপের মত লেজ। এদিকে মুখ থেকে সর্বদাই আগুন বেরোচ্ছে। দেবতাদের অনুগ্রহে বেলারোফোন মেরে ফেললেন সিমেরাকে। তখন তাকে যুদ্ধ করতে হল অজেয় বীর সলিমির সাথে। সেখানেও তিনি জয়ী হলেন। এরপরও লাইসিয়ারাজ গোপনে বেলারোফোনকে হত্যা করবার জন্য কতকগুলো বিখ্যাত যোদ্ধাদের নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাতেও খুব একটা সুবিধে হল না। বেলারোফোন সেই নির্বাচিত যোদ্ধাদের প্রত্যেককে হত্যা করলেন অনায়াসে। এইবার লাইসিয়ারাজ বুঝতে পারলেন যে বোলরোফোন নিঃসন্দেহে মানুষের বেশে কোন দেবসন্তান এবং দেবতার আশীর্বাদে পুষ্ট। তখন তিনি বেলারোফোনের সাথে তার নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন এবং সেইসঙ্গে বাস করবার জন্য দিলেন একটা রাজ্য।

এখন সেই বেলারোফোনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করলো ঈসাণ্ডার, হিপ্পোলোকাস এবং লাউডামিয়া নামে তিন সন্তান। এর মধ্যে লাউডামিয়া ছিল কন্যা। আর গ্লকাস হলেন হিপ্পোলোকাসের পুত্র।

এই কথা শুনে ডায়ামেডিস আনন্দিত হলেন। কারণ হিপ্পোলোকাসের পিতা বেলারোফোনের বন্ধু ছিলেন ডায়ামেডিসের পিতামহ এনেউস। প্রসঙ্গত ডায়ামেডিস উল্লেখ করেন যে তাঁর পিতামহ এনেউস বেলারোফোনকে একবার নীলকান্তমণিযুক্ত এক কটিবন্ধনী উপহার দেন, পরিবর্তে বেলারোফোন তাঁকে দেন এক আশ্চর্য দ্বিমুখী পানপাত্র। তাই প্রকৃতপক্ষে বন্ধু ডায়ামেডিস প্রার্থনা করলেন যে তারা যেন পরস্পর বন্ধুত্ব এবং বর্ম বিনিময় করেন। যাতে তাদের এই দুজনের সম্পর্কের কথা অন্যান্যরা জানতে পারেন। এইভাবে উভয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

ওদিকে হেক্টর যে ট্রয়নগরীর অভ্যন্তরে ছুটে গিয়েছিলেন সংবাদ দেওয়ার জন্য সেখানে কি হল একবার দেখা দরকার। হেক্টর যখন গিয়ে ট্রয়নগরীতে পৌঁছলেন, তখন তাকে দেখতে পেয়ে অসংখ্য ট্রয়নগরী ছুটে এল নিজের

নিজের যুদ্ধরত আত্মীয়দের শুভ-সংবাদ জানবার জন্য। হেক্টর যথা সম্ভব সংবাদ দিলেন এবং তাদের সকলকে মন্দিরে প্রার্থনা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। যারা হেক্টরের কাছে খবর নিতে এসেছিলেন তারা কেউ বা মাতা, কেউ বা কন্যা আবার কেউ বা স্ত্রী। হেক্টর যখন তাদের রণক্ষেত্রের সংবাদ দিলেন তখন দেখা গেল তাদের অনেকেই তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। সেইজন্য তারা প্রার্থনার পরিবর্তে শোক প্রকাশ করতে লাগলো।

এরপর হেক্টর প্রিয়ামের প্রাসাদের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন। হেক্টর সেখানে যেতেই তার মা হেক্টরের বোন লাউডিসকে নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। হেক্টর তার মাকে বললেন, হয় তিনি যেন সমস্ত ট্রয় রমনীদের সঙ্গে করে নিয়ে এথেনের মন্দিরে প্রার্থনা করতে যান, যাতে তিনি ইলিয়াম নগরীর শিশু এবং নারীদের রক্ষা করেন। এই ফাঁকে হেক্টর প্যারিসকে কিছু নীতির কথা শোনালেন। প্রকৃতপক্ষে হেক্টরও প্যারিসের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি অভিযোগপূর্ণ গলায় তার মাকে বললেন প্যারিসকে যদি পৃথিবী গ্রাস করে এবং প্যারিস যদি নরকের গর্তে নিমজ্জিত হন তাহলে হেক্টর কিছুটা শান্তি লাভ করবেন।

হেক্টরের মা প্রথমে ভেতরে গিয়ে সমস্ত মহিলাদের ডাকলেন। তারপর তাদেরকে বললেন তারা যেন নগরের অন্যান্য নারীদের নিয়ে একত্রিত করেন। তারপর হেক্টরের মা রাণী হেকুবা পূজার উপকরণ আনবার জন্য ভাণ্ডারগৃহে চলে গেলেন।

তারপর সবাই মিলে এসে এথেনের মন্দিরে উপস্থিত হলেন। অ্যান্টিনরের পত্নী এবং পিসিয়াসের কন্যা থিয়ানো ছিলেন এথেনের মন্দিরের পূজারিনী। অতঃপর সমস্ত নারীরা যথাযোগ্য উপকরণ সহ এথেনের বন্দনা করল। এবং প্রার্থনা করল তিনি যেন ডায়ামেডিসের উদ্ধত বর্শাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেন এবং ট্রয়নগরী যেন রক্ষা করেন। তিনি যেন ট্রয়নগরীর নারী ও শিশুদের প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাদের রক্ষা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেবী এথেন থিয়ানোর মারফৎ আসা ট্রয়নগরীর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না।

এবার হেক্টরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। কারণ তিনি তো ক্ষুব্ধ মনে প্যারিসের ঘরের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। তিনি যে মনোভাব নিয়ে প্যারিসের

ঘরে যাত্রা করেছেন তাতে আবার দুজনের মধ্যে খটামটি লাগে। প্যারিসের ঘরে গিয়ে হেক্টর দেখলেন যে প্যারিস তার অস্ত্রসজ্জার কাজে ব্যস্ত। তার কাছে বসে হেলেন তার সহচরীদের বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দিচ্ছে। প্যারিসকে দেখে হেক্টর তিরস্কারের সুরে বললেন যে বাইরে যখন তারই জন্যে তার দেশের লোকেরা জীবনদান করছে, তখন সে ঘরের মধ্যে মহিলার আঁচলের তলায় সময় কাটাচ্ছে। সে যেন উঠে এক্ষুনি যুদ্ধে যায়। না হলে সমস্ত নগরী ধ্বংস হয়ে যাবে।

আলেকজান্দ্রাস হেক্টরের এই তিরস্কার মাথা পেতে নিলেন। কিন্তু অল্প প্রতিবাদ করে বললেন তিনি সেখানে অনলসভাবে কালক্ষেপ করছেন না, বরং যুদ্ধে যাবার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছেন।

হেলেন তখন হেক্টরকে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেবার জন্য অনুরোধ জানালে হেক্টর রাজি হলেন না। কারণ তাঁকে ট্রয় সৈন্যদের সাহায্যে করবার জন্য খুব দ্রুতযুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে যেতে হবে। তিনি যদি সামান্য সময়ও অনুপস্থিত থাকেন তাতেও ট্রয় সৈন্যরা বিব্রত এবং অসহায় বোধ করবে। তাই তিনি মুহূর্তের জন্য তাঁর স্ত্রী ও শিশু পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য তাঁর ঘরে গেলেন। কারণ তিনি তো জানেন না যুদ্ধে গ্রীকদের হাতে তিনি মৃত্যু বরণ করবেন কিনা। কিন্তু তিনি ঘরে গিয়ে তাঁর স্ত্রী অ্যান্‌ড্রোমেককে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি জনৈকা পরিচারিকাকে অ্যান্‌ড্রোমেকের সন্ধানে পাঠালেন। এদিকে অ্যান্‌ড্রোমেক তখন তার পুত্রকে নিয়ে দুর্গের প্রাচীর থেকে যুদ্ধের গতি পরিদর্শন করছিলেন। কিন্তু হেক্টর ভেবেছিলেন যে তিনি বোধ হয় এথেনের মন্দিরে ট্রয়রমণীদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে গেছেন। হেক্টরের গৃহরক্ষিণী হেক্টরকে সংবাদ দিলেন যে অ্যান্‌ড্রোমেক গেছেন ইলিয়াম নগরীর বিশাল উঁচু দুর্গের প্রাচীরে। কারণ অ্যান্‌ড্রোমেক শুনেছেন যে গ্রীক সৈন্যরা সংখ্যায় যেমন অগুনতি, তেমনি ট্রয়বাসীদের চাইতে বেশি শক্তিশালীও বটে। তাই তিনি নিজের চোখে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ছুটে গেছেন দুর্গের প্রাচীরে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে অ্যান্‌ড্রোমেকের সঙ্গে দেখা হল না এই ভেবে হেক্টর ফিরে চললেন নিজের ঘর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। বিষণ্ণ মনে হেক্টর

যে পথে এসেছিলেন সেই পথে ফিরে যাওয়ার সময় নগরের পথে গিয়ে নামতেই অ্যান্‌ড্রোমেক তাঁকে দেখতে পেলেন। তখন অ্যান্‌ড্রোমেক পাগলিনীর মত ছুটতে ছুটতে হেক্টরের সঙ্গে মিলিত হলেন।

হেক্টর অ্যান্‌ড্রোমেকের মিলন সুখের হোক। আমরা তাঁদের এই মুহূর্তের মিলনে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবো না। বরং অ্যানড্রোমেকের পরিচয় যে পাঠকবর্গের কাছে গোপন আছে সেটা বরং পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরা যাক। প্লেকাস পর্বতের নিম্নদেশ গভীর অরণ্য অঞ্চলে থীবস্ নামে এক দেশ ছিল। সেই থীবসের অধিপতি ছিলেন ঈশান। সেই অঞ্চলে মিনিসিয়া নানে এক দুর্ধর্ষ জাতি বাস করতো। এই ঈশান ছিলেন তাদেরই শাসনকর্তা। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এ ঈশ্বরের হাত। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে বলা হয় (যদিও মজা করেই) কার টিকি কার কোথায় বাঁধা আছে কে জানে? তাই কোথায় প্লেকাস পর্বত, কোথায় বা থীবস্! সেখান থেকে ঈশান তনয়া অ্যান্‌ড্রোমেক চলে এলেন হেক্টর ঘরণী হয়ে তাঁর স্বামীগৃহ ইলিয়াম নগরীতে।

ততক্ষণে পতিপ্রাণা অ্যান্‌ড্রোমেক তাঁর ছোট্ট শিশুপুত্রটিকে সঙ্গে করে তাঁর স্বামীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে অশ্রু বর্ষণ করে চলেছেন। হেক্টর তাঁর শিশুপুত্রকে দেখে মৃদু হাসলেন কিন্তু কোন কথা বললেন না। এই শিশুপুত্রের নাম হেক্টর দিয়েছিলেন স্কামন্দ্রিয়াস। কিন্তু ট্রয়ের জনতা এই পুত্রের নামকরণ করেছিল অ্যাসটিয়ানাক্স।

অ্যান্‌ড্রোমেককে বড়ই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখাচ্ছিল। আসলে তিনি ভাবছিলেন যে তাঁর স্বামীর সাহস ও বীরত্বই তাঁর স্বামীর ধ্বংস ডেকে আনবে। হয়তো গ্রীকেরা দলবদ্ধভাবে তাঁর স্বামীকে হত্যা করবে। আর তাই যদি হয় তাহলে তো হেক্টরের অবর্তমানে অ্যান্‌ড্রোমেককে সান্ত্বনা দেবার মত কেউ থাকবে না। কারণ তার মা-বাবা-ভাই এমনকি কোন আত্মীয়ই অবশিষ্ট নেই। কারণ মহাবীর একিলিস থীবস্ নগরী ধ্বংস করবার সময় তাঁর বাবাকে মেরে ফেলেছিলেন। এমন কি তাঁর সাতজন ভাইও রেহাই পাননি। তাই তিনি হেক্টরকে বারবার যুদ্ধে যেতে বারণ করেছিলেন। কারণ হেক্টরের ভালমন্দ একটা কিছু হয়ে গেলে অ্যান্‌ড্রোমেক তো বিধবা হবেই সেই সঙ্গে তার পুত্র হবে অনাথ। এই

প্রসঙ্গে অ্যান্‌ড্রোমেক একটা কথা হেক্টরকে জানিয়ে রাখলেন, হেক্টর যেন ট্রয়বাসীদের নগর প্রাচীরের এক বিশেষ জায়গায় ডুমুর গাছের ধারে একত্রিত করে। কারণ ঐ স্থানটি সমুদ্র নগর প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে দুর্বল অংশ এবং ঐ স্থান দিয়ে খুব সহজেই দুর্গের প্রাচীর অতিক্রম করা যায়। অ্যাজাকস্ বীরদের নেতৃত্বে আত্রেউস এবং টাইডেউসের পুত্ররা তিনবার ঐ জায়গায় আক্রমণ করে।

হেক্টর তাঁর স্ত্রীর সমস্ত কথাই শুনলেন। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর স্ত্রীর সমস্ত কথাগুলোই সত্য। এবং তিনিও যে একথা না ভেবেছেন তা নয় কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এও ভাবেন যে তিনি যদি যুদ্ধের ভয়ে কাপুরুষের মত তার স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে থাকেন তাহলে সে লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়? তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে একদিন রাজা প্রিয়াম তার সমস্ত প্রজাসহ ইতিহাসের গর্ভে চলে যাবেন আর সেই ইতিহাসের ওপর বিধ্বস্ত ইলিয়াম নগরীর ধ্বংসস্তূপ অতীত দিনের স্মৃতি বহন করে বেড়াবে। আসলে তিনি তো সব জেনেশুনে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এখন চিন্তা যে কিভাবে নির্ভীক হয়ে যুদ্ধ করে তাঁর এবং পিতার গৌরব বৃদ্ধি করবেন। এই সঙ্গে তিনি আর একটা কথাও ভাবেন....সুদূর ভবিষ্যতের কথা...যেদিন বিজয়ী গ্রীকদের মধ্যে কেউ হয়তো অ্যান্‌ড্রোমেককে হরণ করে নিয়ে যাবেন অনেক—অনেক দূরে। হয়তো কোন এক ঘরে তাঁকে থাকতে হবে ঝি-চাকরানির মত কিংবা কোন এক নিষ্ঠুর ব্যক্তি হয়তো তাকে অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলবেন। সেই সমস্ত ভাবনার কথা তিনি তাঁর স্ত্রীকেও জানালেন।

অতঃপর হেক্টর তাঁর শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে তাকে নাস্তানাবুদ করে তুললেন। তারপর পরমপিতা জিউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন যে তার সন্তান যেন শৌর্যে বীর্য্যে হেক্টরকে অতিক্রম করে যায়।

এবার এল বিদায় ক্ষণ, দুজনে চলে যাবে দুইদিকে, তার আগে হেক্টর তার পুত্রকে অ্যান্‌ড্রোমেকের হাতে তুলে দেবেন। আসন্ন বিদায়ের শোক অ্যান্‌ড্রোমেকের কান্নাকে রোধ করতে পারলো না। এবং সেই দৃশ্য বীর হেক্টরের মনে বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগালো। তবুও তিনি তার স্ত্রীকে উপদেশ দিলেন যুদ্ধকার্য

হচ্ছে পুরুষের ব্যাপার, সবচাইতে বড় কথা যে মৃত্যুর সময় না এলে কেউ মৃত্যুবরণ করে না। তাই অ্যান্‌ড্রোমেকের শোক বাঁধ মানে না।

এদিকে প্যারিসও বেশিক্ষণ আর ঘরের মধ্যে রইলেন না। তাঁর বর্ম পরে এবং অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন। হেক্টরকে পথে দেখে তিনি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ালেন, তখন হেক্টরও অ্যারিসকে উৎসাহে উদ্দীপিত করে তুললো।

এইবার অ্যান্‌ড্রোমেক বুঝলেন যে তার স্বামীকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না। তাই তিনি হাত ছেড়ে কিছুটা পিছিয়ে এলেন। হেক্টরও তাঁর শিরস্ত্রাণটি অবার মাথায় তুলে নিলেন, তারপর মৃদু হেসে প্যারিসের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন। এদিকে অ্যান্‌ড্রোমেকের দুটি অশ্রুসজল নির্নিমেষ নয়ন যে পিছন ফিরে ফিরে হেক্টরের দিকে দেখছিল তা কি হেক্টর লক্ষ্য করেছিলেন?

৩ সপ্তম পর্ব ৪
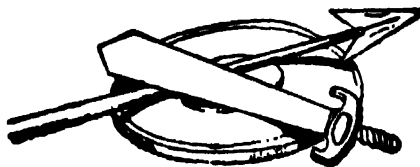
আবার শুরু হোল হত্যালীলা

আবার সেই রণক্ষেত্র। সেই যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি। এ যুদ্ধের যেন সীমা পরিসীমা নেই। এক পক্ষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ যেন অনন্তকাল ধরে চলবে।

হেকটর আর প্যারিস তো ফিরে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। মরুভূমিতে পথক্লান্ত পথিকের কাছে মরুদ্যান যেমন উল্লাস আর আনন্দের সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি ট্রয় সৈন্যরা হেকটর আর প্যারিসকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। এই দুই ট্রয়বীরের উপর তাদের যে অনেক আশা ভরসা। তাই তাদের দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ট্রয় সৈন্যরা বীর বিক্রমে ফের গ্রীক সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আবার শুরু হোল হত্যালীলা।

আলেকজান্দ্রাস (প্যারিস) প্রথমেই মেরে ফেললেন মেনেসথিয়াসকে। এই মেনেসথিয়াস ছিলেন এ্যারিথয়ের ঔরসজাত এবং ফাইলোমেদুসার গর্ভজাত সন্তান। মেনেসথিয়াসের বাস ছিল আর্নীনগরে। ওদিকে হেকটরের হাতে নিহত হল ইয়োনেউস। আবার হিপ্পোলোকাসের কথা মনে আছে তো? যার ছেলে গ্লকাস? সেই গ্লকাসও কিন্তু বসে নেই। তিনি বধ করলেন ডেক্‌সিয়াসপুত্র এফিনোয়াসকে।

ট্রয়বীরেরা যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো হঠাৎ। ট্রয়বীরদের হাতে একের পর এক গ্রীক বীরদের মৃত্যু ঘটতে লাগলো। ফলে দেবী এথেনের আসন তো টলে উঠলো। তিনি যখন দেখলেন যে ট্রয়দের হাতে যেন গ্রীকনিধন যজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে তখন কি আর তিনি নীরবে বসে থাকতে পারেন? তিনি নেমে এলেন তাঁর অলিপাস শিখরের চূড়া থেকে। ওদিকে অ্যাপোলোও নেমে এসেছেন তাঁর পার্গামেসের মন্দিরের চূড়া থেকে। তাঁরও উদ্দেশ্য এথেনের সাথে সাক্ষাৎ করা। কারণ তিনি মনে মনে ট্রয়বাসীদের জয়ের ইচ্ছেই করেন।

অতঃপর দুজনেই মিলিত হলেন। অ্যাপোলো দেবী এথেনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ট্রয়বাসীদের প্রতি তাঁর কি কোন সহানুভূতিই নেই? তাঁর কি

মনোগত কামনা যে গ্রীকেরাই জয়ী হোক? দেবী এথেন নীরব। তখন অ্যাপোলো প্রস্তাব দিলেন যে আপাতত অর্থাৎ সেদিনের মত যেন এথেন যুদ্ধ স্থগিত রাখে। তারপর না হয় নূতনভাবে যুদ্ধ শুরু হবে এবং ট্রয়বাসীরা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম গতিতে চলবে।

এথেন অ্যাপোলোর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। আসলে এথেনের মনেও সেই ইচ্ছেই ছিল। কারণ তিনিও তো গ্রীকদের অবস্থা বুঝতে পারছিলেন।

এরপর এথেন অ্যাপোলোকে জিজ্ঞাসা করলেন যে অ্যাপোলো এই যুদ্ধের অবসান কিভাবে ঘটাতে চান। অ্যাপোলো উত্তরে জানালেন তাঁরা সম্মিলীতভাবে কোন গ্রীক বীরকে হেকটরের সাথে একক যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য উৎসাহিত করবেন।

দেবী এথেন এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এবার প্রিয়ামপুত্র হেলেনাস দেবতাদের সাথে পরামর্শ করলেন তারপর হেকটরের কাছে এসে তাঁকে জানালেন যে কিছু সময়ের জন্য উভয়পক্ষের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা প্রয়োজন। আর ইতিমধ্যে হেকটর যেন গ্রীকেদের শ্রেষ্ঠ বীরদের মধ্যে যে কারোর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কারণ মেনেলাস দেবতাদের কাছ থেকে সংবাদ নিয়েছেন যে হেকটরের মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি।

হেকটর এই প্রস্তাবে খুবই আনন্দ পেলেন। কারণ প্রকৃত বীর যুদ্ধ পেলে আর কি চায়? তিনি সঙ্গে সঙ্গে ট্রয় সৈন্যদের যুদ্ধবিরতির সংকেত জানালেন। তাই দেখে রাজা অ্যাগমেননও তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ না করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। ওদিকে এথেন আর অ্যাপোলো দুজনেই হেকটরের দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণতি দেখবার জন্য শকুনির ছদ্মবেশে জিউসের বিশাল উঁচু ওক গাছের ওপরে গিয়ে বসলেন।

এদিকে রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সৈন্যরা তো নিজের নিজের অস্ত্রশস্ত্র হাতে করে পরবর্তী অপেক্ষায় রইল শিথিল ভঙ্গীতে। কারণ তারা যুদ্ধ বন্ধ করবার সংকেত পেয়েছে।

এইবার হেকটর ট্রয় এবং গ্রীক সৈন্যদের উদ্দেশ্য এক সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন যার মর্মার্থ হল যে, যুদ্ধের ফলাফল একদলের পক্ষে যাবেই। একদলের মাথাতেই

দেবরাজ জিউস দেবেন জয়টিকা! তাই তিনি জানাতে চান যে উপস্থিত গ্রীক বীরদের মধ্যে কেউ যেন তাঁর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাহলে অযথা লোকক্ষয় প্রাণ হত্যা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। আর যে গ্রীকবীর তাঁর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশ নেবেন হেক্টর যদি সেই গ্রীকবীরের হাতে নিহত হন তবে সেই গ্রীকবীর যেন তাঁর দেহের বর্ম খুলে নেন কিন্তু তাঁর দেহকে যেন ট্রয় নগরীর ভেতরে পাঠিয়ে দেন যাতে তাঁর আত্মীয় পরিজনরা তাঁর যথোপযুক্ত সৎকার করতে পারে। আর উল্টো ব্যাপার যদি ঘটে অর্থাৎ যদি সেই গ্রীক বীরের যদি তাঁর হাতে পতন ঘটে তবে তিনিও অনুরূপ কাজই করবেন।

হেক্টরের প্রস্তাবে সমস্ত গ্রীকেরা নীরব রইলো। নীরব থাকারই কথা। কারণ হেক্টরের প্রস্তাব সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করাও যেমন লজ্জার আবার তাঁর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াও এক আতংকের ব্যাপার। কারণ বীরশ্রেষ্ঠ তিনি। তাই কোন গ্রীক বীর উঠে তাঁর প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবার সাহসও করলেন না। এবং স্বভাবতই নীরবতাই সেক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

সমস্ত গ্রীকদের নীরব দেখে মেনেলাস খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অপমান থেকেই তাঁর এই উত্তেজনার উদ্ভব। আসলে তিনি ভাবছিলেন যে সমস্ত গ্রীকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি হেক্টরের এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে পারে! এবার তিনি লজ্জায়, ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে বলেই ফেললেন যে, কোন গ্রীকবীর যদি না থাকেন তাহলে তিনিই হেক্টরের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামবেন। তাতে যদি তাঁর প্রাণসংশয় হয় তাহলেও তিনি পেছপা নন। তারপর ক্ষোভে, দুঃখে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

মেনেলাসের মূর্ত্তি দেখে গ্রীকেরা প্রমাদ গুণল। কারণ মেনেলাসের এই যুদ্ধযাত্রা তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ হবে একথা সবাই জানে। হেক্টরের সম্মুখে মেনেলাস ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে যাবে এ তথ্য কারোরই অজ্ঞাত নয়। তাই সম্রাট অ্যাগমেনন মেনেলাসকে বাধা দিলেন। কারণ মেনেলাস ছিলেন হেক্টর থেকে অনেক অনেক পরিমাণে দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে জিদ প্রদর্শন করাটা মূর্খামি ছাড়া কিছুই নয়। গ্রীকের অন্যান্য রাজারা সেদিন যদি মেনেলাসকে না আটকাতে পারতেন তাহলে সেদিন হয়তো মেনেলাস ভবলীলা সাঙ্গ করে

পরকালের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন। তাই সম্রাট অ্যাগমেনন তাঁকে নিষেধ করে বললেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর চাইতে বেশি শক্তিশালী, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা চিন্তাও না করেন, কারণ প্রিয়াম পুত্র হেক্টর এমন একজন শক্তিশালী বীর যাকে সকলে ভয় করে এবং মেনেলাস নিজেও ভয় করে। সবচাইতে বড় কথা যে একিলিস মেনেলাসের চাইতেও সাহসী তিনিও হেক্টরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ দ্বিধা করেন। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে হেক্টরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা হলে সাহসী একিলাসও ভয়ে পিছিয়ে যান।

এইভাবে অ্যাগমেনন মেনেলাসকে নিবৃত্ত করলেন। এদিকে গ্রীকেরা সত্যিই খুব মর্মাহত হল হেক্টরের বিরুদ্ধে কাউকে না পাঠাতে পেরে। বিশেষত নেষ্টর, তিনি এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বললেন তার নিজের জীবনের। যা থেকে আমরা পাঠকেরাও বুঝতে পারবো যে নেষ্টর কত বড় বীর ছিলেন।

একবার নেষ্টর পাইনিয়া এবং আর্কেডিয়া এই উভয়ের সম্মুখ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি তখন বয়সে তরুণ ছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর বিপক্ষে ছিল বীর অ্যাষিট থেনিয়াস। তিনি এক অসাধারণ বীর ছিলেন। তিনি যাঁর বর্ম পরেছিলেন তিনি হলেন রাজা অ্যারিথয়। এই রাজা অ্যারিথয়ের যুদ্ধের একটা বিশেষত্ব ছিল, যুদ্ধ না বলে অস্ত্র বলাই ভাল। তাঁর অস্ত্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি গদা হাতে যুদ্ধ করতেন। যা দিয়ে তিনি শত্রু সৈন্যদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেঙে দিতেন। রাজা অ্যারিথয়ের এই বর্ম তার কুলদেবতা অ্যারেস তাঁকে দান করেন। যাইহোক এই বর্ম বীরের গায়ে শোভা পায়। সেই বীরের কণ্ঠনিসৃত আহ্বান শুনে যখন তাঁর পক্ষের অন্যান্য সৈন্যরা ভয়ে কম্পমান তখন নেষ্টর আন্তরিকভাবে চাইলেন তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য। এবং দেবী এথেন নেষ্টরের গলাতেই জয়মাল্য দিলেন।

তাই নেষ্টর দুঃখ করে বলেছিলেন যে তিনি যদি বৃদ্ধ না হয়ে বয়সে তরুণ হতেন এবং সেদিনকার শৌর্য্য বীর্যের কিছুমাত্র তাঁর ভেতরে অবশিষ্ট থাকতো, তাহলে তিনি হয়তো হেক্টরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে নির্বাচিত হতে পারতেন।

নেষ্টরের এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন রাজা অ্যাগমেনন, ডায়ামেডিস, যোয়াস, ওডিসিয়াস এরিকম নয়জন গ্রীকবীর। তখন নেষ্টর

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং এই নয় বীরকে ভাগ্য পরীক্ষা করতে বললেন যে কে হেকটরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অগ্রসর হবেন।

তখন সেই নয়জন বীর এক এক টুকরো কাগজে তাঁদের নিজের নিজের প্রতীক চিহ্ন এঁকে একে একে ফেলে দিলেন রাজা অ্যাগমেননের শিরস্ত্রাণের মধ্যে।

তারপর সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতিক্ষা করতে লাগলো যে কার নাম বেরিয়ে আসে। সমস্ত গ্রীক সৈন্য কায়মনোবাক্যে জিউসের কাছে প্রার্থনা করছিল যেন ডায়ামেডিস, মাইসিত্রা, কিংবা অ্যাজাকস ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম ওঠে। নেষ্টর ভাগ্য পরীক্ষায় এগিয়ে এলেন। সেই ভাগ্য পরীক্ষায় যার নাম উঠল তিনি হলেন অ্যাজাকস্। অ্যাজাকস্ তখন হর্ষধবনিতে মুখর হয়ে উঠলেন। এবং গ্রীক সৈন্যরাও তাঁর জন্য জিউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা শুরু করে দিলেন।

অস্ত্রসজ্জা শেষ হলে অ্যাজকস্ হাতের বর্শা নাড়াতে নাড়াতে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সেই মূর্তি দেখে হেকটরও কি একটু শংকিত হয়ে উঠলেন? মানুষের মনের কথা একমাত্র দেবতাই হয়তো বা বুঝতে পারেন, আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের দৃষ্টি কেবল কাজের দিকে। যাইহোক হেকটর ভীত হলেন কি হলেন না, তা তাঁর অভিব্যক্তি কিংবা চলাফেরার মধ্যে ধরা পড়লো না।

অ্যাজাকস্ এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করলেন বীর হেকটরকে এবং যুদ্ধ শুরু করতে বললেন। হেকটরও প্রস্তুত। অতএব যুদ্ধ শুরু হল বলে। যুদ্ধারম্ভের আগে হেকটর অ্যাজাকস্কে বললেন যে তিনি অ্যাজাকসের দেহে কোন দুর্বলতম অংশে আঘাত করবেন না। যদি হেকটর পারেন তাহলে সরাসরি প্রকাশ্য আঘাতেই অ্যাজাকস্কে পরাজিত করবেন।

এবার যুদ্ধ শুরু হল। উভয় উভয়কে আঘাত করে চললেন। কিন্তু জয় পরাজয় কিছুই নির্দ্ধারিত হল না। 'এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ' —দুজনেই সমান বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছেন এবং হয়তো বা এই আঘাত প্রতিঘাত চলতোই যদি না দেবতা এবং মানবের নির্দেশে উভয়পক্ষের প্রহরীরা তাঁদের দুজনকে নিবৃত্ত না করতো। এই দুই প্রহরী হল টলথেরিয়াস ও আইডেউস। আসলে তখন রাত্রি এগিয়ে আসছিল। যুদ্ধ বন্ধ করাই তখন উচিত ছিল।

অ্যাজাকস্ যুদ্ধ বন্ধের কথা শুনে প্রহরীদের বললেন যে এ যুদ্ধ বন্ধ করতে বলবেন হেক্টর। কারণ উনিই যুদ্ধ আহ্বান করেছিলেন। তখন হেক্টর বীর অ্যাজকসকে অভিবাদন জানালেন যোগ্য বীর হিসেবে। বর্শা যুদ্ধে তিনি অন্যান্য গ্রীকদের থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি সেদিনকার মতো যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন এবং অ্যাজাকস্‌কে উপদেশ দিলেন যে অ্যাজাকস্ যেন

ফিরে গিয়ে গ্রীক সৈন্যদের মনে আনন্দের সঞ্চার করে এবং তিনিও তাঁর সৈন্যদের ভেতরে গিয়েও যথোচিত উৎসাহ দান করবেন। অতঃপর হেক্টর প্রস্তাব করলেন তাঁর এবং অ্যাজাকসে্র মধ্যে উপহার বিনিময় করার জন্য। কারণ এই উপহার বিনিময় উভয় সৈন্যদের কাছে একটা উদাহরণ স্বরূপ হয়ে থাকবে, তা হল এই যে, দুই প্রখ্যাত বীর সাহসীকতার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধও করে আবার প্রয়োজনে বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে সে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্তও হয়। এইভাবে তাঁরা যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন।

হেক্টর ও অ্যাজাকস্ ফিরে এলেন তাদের আপন আপন শিবিরে। হেক্টরকে দেখে নিশ্চিন্ত হল ট্রয়বাসীরা আবার অপরপক্ষে অ্যাজাকসকে দেখে আনন্দিত হলেন গ্রীকবাসীরা। উভয়পক্ষের উল্লাস দেখে যেন মনে হয় দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর ঘরের ছেলে ফিরে এসেছে ঘরে।

এবার আমরা গ্রীকদের শিবিরে যাই। সেখানে দেখি কি ঘটছে?

অ্যাজাকসের সম্মনার্থে জিউসের উদ্দেশ্যে পশুবলি হল। তারপর রাজা অ্যাগমেনন আবার সেই বলির পশুর দেহে এক বিশেষ অংশ থেকে কয়েকটা খণ্ড অ্যাজাকসকে দান করলেন এক বিশেষ সম্মানের স্বীকৃতি স্বরূপ।

অতঃপর নেষ্টর এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন তা হল এই যে, যে সমস্ত গ্রীক সৈন্যরা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছে সেই সমস্ত গ্রীক সৈন্যের দেহ যাতে ট্রয়বাসীরা ক্ষতিগ্রস্থ না করতে পারে তার জন্য এক বিশেষ কৌশলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেই শবদেহগুলো নিয়ে তাদের জাহাজের কাছে দাহ করবেন এবং সেই মৃত সৈন্যদের হাড়গুলো চিহ্নস্বরূপ স্বদেশে ফিরে গিয়ে তাদের প্রিয়জনদের হাতে তুলে দিতে পারবেন।

নেষ্টরের এই পরিকল্পনা গ্রীকেরা সাদরে গ্রহণ করলেন।

ওদিকে ট্রয় সৈন্যদের মাঝে কি হচ্ছে সেটাও একবার জানা দরকার! ট্রয়বাসীরাও নিজেদের মধ্যে এক সভা আহ্বান করেছিলেন। সেই সভায় অ্যান্টিনর প্রস্তাব করলেন যে হেলেন এবং তার সমস্ত ঐশ্বর্যকে গ্রীকদের কাছে দিয়ে দেওয়া হোক। প্রসঙ্গত এও উল্লেখ করতে ভুললেন না যে আসলে তো শর্ত ভঙ্গ করেছে ট্রয়বাসীরাই। এবং পরিশেষে এও জানা যায় যে এই প্রস্তাব মত

কাজ না হলে ট্রয়বাসীদের কখনোই মঙ্গল হবে না।

চোর না শোনে কভু ধর্মের কাহিনী—প্যারিসের অ্যান্টিনরের কথাটা পছন্দ হল না। তবে তিনি হেলেনের ঐশ্বর্য এমন কি তাঁর নিজেরও কিছু ঐশ্বর্য গ্রীকদের হাতে দান করতে রাজি ছিলেন।

সমস্ত ট্রয়বাসীদের কেউই কোন মত প্রকাশ করল না। রাজা প্রিয়াম কেবলমাত্র উপস্থিত সকলকে রাত্রের মত বিশ্রাম নিতে বললেন এবং তার সাথে এও বললেন যে পরদিন সকালে আইডেউস গ্রীক শিবিরে যাবেন এবং গিয়ে রাজা অ্যাগমেনন ও মেনেলাসকে প্যারিসের মত জানাবেন। কারণ যে প্যারিস এই যুদ্ধের স্রষ্টাই বলতে গেলে, তার অভিব্যক্তিও তো জানা দরকার। অতঃপর সবাই রাজা প্রিয়ামের কথামত বিশ্রামের উদ্দেশ্যে যে যার জায়গায় ফিরে গেলেন।

রাত্রি হল প্রভাত। সেই সুন্দর শিশির ভেজা সকালের ওপর বিগত দিনের যুদ্ধের বিভীষিকার কোন ছাপই নেই। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আনন্দের যেন এক হিল্লোল ছড়িয়ে পড়েছে পাখিদের কল-কাকলীর মধ্যে। ঊষা দাঁড়িয়েছেন পূর্বাচলের শিখরের চূড়ায়। কেবলমাত্র রণক্ষেত্রই দেখে মনে হচ্ছে প্রাণহীন, ফলহীন, আতঙ্কে ভরা এক পাণ্ডুর মরুক্ষেত্র। চারিদিকে পরিকীর্ণ দ্বি·তত শবদেহের প্রেতনৃত্য। একদিকে প্রকৃতির সৃষ্টি, এক সৌন্দর্য মণ্ডিত পরিবেশ, অন্যদিকে মানুষের সৃষ্টি এক বিভৎসতা। এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন আইডেউস গ্রীকদের জাহাজের দিকে।

আইডেউস যথারীতি রাজা প্রিয়ামের বক্তব্য অ্যাগমেননের কাছে গিয়ে পেশ করলেন। অর্থাৎ প্যারিস বলেছিলেন যে হেলেন ছাড়া হেলেনের সমস্ত ঐশ্বর্য এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু ঐশ্বর্য গ্রীকদের হাতে সমর্পণ করবেন, সেই প্রস্তাব। এবং সেই সঙ্গে রাজা প্রিয়াম যে জানতে চেয়েছিলেন মৃত ট্রয় সৈন্যদের দেহগুলো পুড়িয়ে না ফেলা পর্যন্ত গ্রীকরা যেন যুদ্ধ বন্ধ করে, সেই কথা।

আইডেউসের প্রস্তাবে অন্যান্য গ্রীকবীরেরা নীরব ছিলেন, কিন্তু ডায়ামেডিস তীব্র ভাষায় এবং সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে গ্রীকেরা এখন হেলেন কিংবা কোন ধনরত্নের বিনিময়েই যুদ্ধ বন্ধ করবে না। কারণ এই যুদ্ধের আসন্ন ফলাফল

সম্বন্ধে গ্রীকেরা সুনিশ্চিত। ডায়ামেডিসের মতে একটা বাচ্চা ছেলেও বলে দিতে পারবে যে ট্রয়জাতির পতনের আর দেরি নেই। এই কথা শুনে সমস্ত গ্রীক সৈন্য উল্লসিত হয়ে উঠল। তখন রাজা অ্যাগমেনন আইডেউসকে জানালেন যে তাঁরও ঐ একই মত। তবে মৃতদেহ সম্বন্ধে রাজা প্রিয়াম যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তা বিনীতভাবে স্বীকার করে নিলেন।

অতঃপর আইডেউস ফিরে গেলেন ইলিয়াম নগরীতে এবং গ্রীক পক্ষের মতামত জানালেন। সভাকক্ষ কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে রইল। এমনটি কেউই আশা করেনি। যাইহোক মৃতদেহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য সবাই তৎপর হয়ে উঠল। গ্রীকেরা এবং ট্রয়বাসীরা তাদের নিজের নিজের দলের মৃতদেহগুলোকে বেছে বেছে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আপন প্রিয়জনের মৃতদেহ দেখে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু রাজা প্রিয়ামের আদেশে কেউই কান্নাকাটি করছিল না। তারা নীরবে কাজ করে যাচ্ছিল। এইভাবে কাজ শেষ করে যে যার নিজের শিবিরে ফিরে গেল।

এদিকে মৃতদেহের কাজ শেষ করার প্রায় সাথে সাথেই গ্রীকেরা তাদের মৃতদেহের চিতার পাশে একটা উঁচু প্রাচীর এবং একটা গভীর পরিখা খোঁড়ার কাজে তৎপর হল। গ্রীকদের এই প্রাচীর নির্মাণ এবং পরিখা খোঁড়া দেখে সূদূর স্বর্গে জিউসের পাশে যে সব দেবতারা বসে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভূমিকম্পের দেবতা পসেডন জিউসকে বললেন যে, মর্তের কোন মানুষই আর দেবতাদের কোন উপদেশ কিংবা পরামর্শ নেবে না। এর উদাহরণ স্বরূপ বললেন যে গ্রীকেরা এমন এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করেছে যা দেখে পসেডন নিজে এবং ফিরাস অ্যাপোলো দুজনে মিলে যে প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তার কথা কেউ স্মরণ রাখবে না। অথচ প্রাচীর তৈরীর জন্য দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার কথা গ্রীকদের মনেই হয় নি। এর উত্তরে জিউস একটু অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি পসেডনকে বললেন যে তাঁর থেকে কম শক্তিসম্পন্ন কোন দেবতার কাছে গ্রীকদের এই কাজ আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু তাঁর মত শক্তিশালী দেবতার কাছে এ তো অতি তুচ্ছ, কারণ গ্রীকরা স্বদেশে ফিরে যাবার পরে পসেডন অনায়াসে ভূকম্পনের সাহায্যে প্রাচীরটা ধ্বংস করে দিতে পারে। এবং অদুর

ভবিষ্যতে সেখানে যে কোন প্রাচীর গ্রীকেরা নির্মাণ করেছিল, তার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না পরিবর্তে ঐ বেলাভুমি আবার বলুকারাশিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। দেবরাজের কথা শুনে পসেডন বোধ করি আশ্বস্ত হল।

দেবতাদের এই আলোচনার ফাঁকে সূর্য্য গেল অস্তাচলে এবং গ্রীকদের কাজও শেষ হল। গ্রীকেরা নিজেদের শিবিরে ফিরে গিয়ে নৈশ ভোজনের প্রস্তুতি নিল।

৩ অষ্টম পর্ব ৫

যুদ্ধ হল একদিনের ঃ জয়ী হল ট্রয়সৈন্য

অবশেষে হল নিশাবসান। 'প্রসন্ন প্রভাত সূর্য' মুছে নিতে লাগলো শিশির বিন্দু 'তার কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে' দিয়ে। তখনো ট্রয়শিবিরে এবং গ্রীক শিবিরে ঘুম ভাঙ্গেনি। শুরু হয়নি পাখিদের অবিমিশ্র কলকাকলী। হয়তো দু-একটা ভোরের পাখি গেয়ে চলেছে ঘুম ভাঙ্গানি গান 'জাগো, জাগো রে মুসাফির, হয়ে আসে নিশিভোর।'

সেই ঊষা আগমনের সাথে সাথে অলিম্পাস শিখরে জিউস দেবতাদের এক সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় জিউস তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করলেন। তা হল এই যে তিনি আদেশ দিলেন যে, কোন দেবতা ট্রয় বা গ্রীক জাতির কোন লোককে গোপনে সাহায্য যেন না করেন। যদি কোন দেবতা এই আদেশ অগ্রাহ্য করে, তবে তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে অলিম্পাসে ফিরিয়ে আনা হবে। এই বলে তিনি তার প্রচণ্ড শক্তির একটা উদাহরণ দিয়ে বললেন যে, একটা লোহার শিকল যদি স্বর্গ থেকে মর্তে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় এবং তিনি যদি সেই শিকলের প্রান্তভাগ স্বর্গে ধরে বসে থাকেন, তাহলে সমস্ত দেবতারা মর্তে গিয়ে সম্মিলিতভাবে অপর প্রান্ত ধরে টানাটানি করেও তাকে মর্তে নামাতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যদি টানতে শুরু করেন তাহলে গোটা মর্তভূমি সুদ্ধ তাঁদের সকলকে ধরে টেনে স্বর্গভূমিতে নিয়ে আসতে পারেন।

রাজা জিউসের এই কথা শুনে দেবতারা ভীত, শঙ্কিত হয়ে বসে রইলেন। কেবল এথেনের বাকস্ফূর্তি ঘটল। তিনি রাজা জিউসকে বিনিতভাবে বললেন যে, তাঁরা কেউ সক্রিয় সহযোগিতা দান করবেন না, কিন্তু যেহেতু গ্রীকদের স্ববংশে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে তাই দেবাতারা গ্রীকদের কেবলমাত্র কিছু সাহায্যসূচক সংকেত দান করতে চান। জিউস এথেনের কথার প্রত্যুত্তরে দেবতাদের আশ্বাস দিলেন যে তিনি দেবতাদের ওপর পুরোপুরি নির্দয় হবেন না।

এরপর জিউস তাঁর স্বর্ণ রথে করে আইডা পর্বতের এক উঁচু শিখর দেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন, এবং সেখানে বসে ট্রয় ও গ্রীকদের জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

ঐদিকে দুপক্ষেরই যুদ্ধের তাড়া পড়ে গেছে, সাজ সাজ রব পড়ে গেছে উভয়দিকেই। গ্রীকরা তাদের প্রাতরাশ শেষ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল। অপরদিকে ট্রয়বাসীরাও তাদের নিজেদের প্রস্তুত করে তুলছিল।

শুরু হল আবার যুদ্ধ। মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠলেন মা বসুন্ধরা। একের পর এক নরহত্যা চলতে লাগলো, তার সাথে শোনা গেল অস্ত্রের ঝংকার। ট্রয় এবং গ্রীকের দল যখন তুমুল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের ফলাফলকে নিজের দিকে টানবার চেষ্টা করছে তখন অন্যদিকে রাজা জিউস দিনের দ্বিতীয় প্রহরে হাতে একটা মানদণ্ড নিয়ে এই দুই পক্ষের জয়-পারজয় নির্ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই মানদণ্ডের দুইদিকে দুটো পাল্লায় গ্রীক এবং ট্রয়বাসীদের জন্য নির্দিষ্ট করা দুটো মৃত্যুর ভাগ্যকে চাপিয়ে দণ্ডটার মাঝখান ধরে দণ্ডটাকে তুললেন। তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, গ্রীকদের দিকেই পাল্লাটা ভারি হয়ে ঝুঁকে পড়ছে। আর ট্রয়বাসীর পাল্লাটা ওপরে উঠে যাচ্ছে।

তখন দেবরাজ জিউস আইডা পর্বতের চূড়া থেকে এমন ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করে উঠলেন যে সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠলো, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। পৃথিবীতে নেমে এল যেন ধ্বংসের বার্তা। সারা দিগন্ত জুড়ে দেখা দিল মহাকালের আসন্ন ধ্বংসলীলা। এই সমস্ত দেখে গ্রীকরা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তারা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো। অ্যাগমেনন, অ্যাজাকস বীররা কিংবা আইডো মেনেউস কেউই সেখানে দাঁড়ালেন না। কেবল দেখা গেল নেষ্টর একাই দাঁড়িয়ে ছিলেন এমন নয়, আসলে তার ঘোড়া অকেজো হয়েছিল আলেকজান্দ্রাসের তীরের আঘাতে। তাই তিনি বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন কারণ তখন তাঁকে তাঁর তলোয়ার দিয়ে ঘোড়ার লাগাম এবং বন্ধনীগুলো কেটে ফেলতে হচ্ছিল নিজেকে মুক্ত করার জন্য। তাঁকে একা দেখে ট্রয় পক্ষের সেই ভয়ঙ্কর বীর হেকটর তাঁর দিকে লক্ষ্য করে আসতে লাগলো। নেষ্টর হয়তো মারাই পড়তেন, যদি না ডায়ামেডিস তাঁকে সাহায্য করতে না আসতেন। আসলে ডায়ামেডিস প্রথমে ওডিসিয়াসকে সাহায্য করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ওডিসিয়াস তখন পালাতে এতো ব্যস্ত ছিলেন যে ডায়ামেডিসের কথায় কর্ণপাত না করে সোজা গ্রীকদের জাহাজে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

নাইডেউস পুত্র ডায়ামেডিস তখন বাধ্য হয়ে শত্রুপক্ষের আক্রমণ অগ্রাহ্য করে নেষ্টরের কাছে গেলেন। তারপর তাঁকে নিজের রথে তুলে নিলেন। প্রসঙ্গত বললেন যে, এখন তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন বটে কিন্তু পরে তিনি

হেকটরকে দেখিয়ে দেবেন যে তাঁর বর্শার জোর কতখানি, এবং লক্ষ্যই বা কেমন অব্যর্থ। নেষ্টর নির্দ্বিধায় সেকথা মেনে নিলেন এবং ডায়ামেডিসের রথে চড়ে এলেন, ওদিকে ডায়ামেডিসের সারথী স্থেনেলাস নেষ্টরের ঘোড়ার দেখাশোনা করতে লাগলেন।

কিন্তু বিপদ কাটেনি। হেকটর নেষ্টরদের দিকে দ্রুতবেগে ছুটেই আসতে লগেলেন। তখন ডায়ামেডিস হেকটরকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষপ করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হেকটরের অঙ্গ প্রতঙ্গ সেই বর্শা ছুঁতেই পারলো না। তা সত্ত্বেও একটা বিপর্যয় ঘটালো। তা হল হেকটরের সারথী এনিওপিয়াস হত হল। হেকটর স্বাভাবিকভাবেই খুব ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেলেন। কারণ সারথী বিহীন রথ মাস্তুলহীন জাহাজের মতই দক্ষহীন। শুধু তাই নয় হেকটরের প্রিয় সারথীর মৃত্যুতে তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অন্য সারথীর খোঁজ করতে লাগলেন। এবং পেয়েও গেলেন তক্ষুনি। সাহসী বীর আর্কেপটলিমাসকে পেয়ে তিনি তাঁকেই নিযুক্ত করলেন তাঁর রথ চালনার কাজে।

এদিকে গ্রীকরা প্রকৃতপক্ষে অপ্রতিহত হয়ে উঠেছিল। তার মূলে ছিলেন ডায়ামেডিস। ডায়ামেডিস সসৈন্যে ইলিয়াম নগরীতে ঢুকে পড়তেন যদি না জিউস তার রথের সম্মুখে এক জ্বলন্ত অগ্নিগর্ভ বজ্র নিক্ষেপ না করতেন। নেষ্টর বিজ্ঞ লোক, তিনি অচিরেই বুঝে গিয়েছিলেন যে কোন কারণে জিউস ডায়ামেডিসের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সেকথা তিনি ডায়ামেডিসকে বললেনও। কারণ কোন মানুষই সর্বশক্তিমান জিউসের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে পারে না। জিউস যেন সেদিন হেকটরকে জেতানোর জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন।

ডায়ামেডিস নেষ্টরের কথা মেনে নিলেন। কিন্তু তাঁর ভেতরে একটা যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সে যন্ত্রণা তাঁর পরাজয়ের গ্লানি। তিনি যদি নেষ্টরের কথা শুনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যান তাহলে হেকটর নিঃসন্দেহে ট্রয়বাসীদের বলবেন যে তাঁরই ভয়ে ডায়ামেডিস পালিয়ে গেছেন। এর চাইতে মৃত্যুও ডায়ামেডিসের কাছে কাম্য। নেষ্টর তখন ডায়ামেডিসকে আশ্বস্ত করলেন যে হেকটর যদি একথা বলেও, যদিও সে সম্ভাবনা খুবই কম; তবু যদি বা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বলেই ফেলেন, তবুও কোন

ট্রয়বাসী সে কথা বিশ্বাস করবে না। তখন তাঁরা রণক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করলেন।

হেক্টরের গতি ছিল সেদিন দুর্বার। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন। ডায়ামেডিস এবং নেষ্টরকে পশ্চাতপসরণ করতে দেখে তিনি তীব্র কণ্ঠে ডায়ামেডিসের প্রতি অসংখ্য নিন্দাবাক্য বর্ষণ করতে লাগলেন। প্রসঙ্গত ব্যঙ্গ করে এও বললেন যে একজন মহিলার চাইতে তিনি কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নন।

ডায়ামেডিস এসমস্ত শুনে একটু দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনি হেক্টরের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন কি করবেন না কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি হেক্টরের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা যতবার চিন্তা করতে যান ততবারই আইডা পর্বতের চূড়া থেকে দেবরাজ জিউস অগ্নিগর্ভ বজ্র নিক্ষেপ করে বুঝিয়ে দেন যে, ডায়ামেডিসের হেক্টরের সঙ্গে যুদ্ধ করার চিন্তাকে সংযত করা উচিত। কারণ আজকের যুদ্ধে দেবরাজ জিউস হেক্টরকে জয়ী করবেন।

হেক্টর তার সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করে চললেন যুদ্ধ করার জন্য। কারণ তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে দেবরাজ জিউস তাঁকেই ভূষিত করতে চান জয়ের গৌরবে। তাই তিনি মহাগতিতে গ্রীকদের ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যাবেন গ্রীকদের জাহাজে এবং সেখানে গিয়ে বিধ্বস্ত করে ফেলবেন এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলবেন তাদের সমস্ত রণতরী। এইভাবে তিনি প্রবলবাক্য বর্ষণ করে অনুপ্রাণিত করে চলেছিলেন তাঁর সৈন্যদের।

হেক্টরের এই উক্তি শুনে দেবী হেরা প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর সিংহাসন টলে উঠল। সেই প্রবল ক্রোধে অলিম্পাস পর্বতের চূড়া থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো। তিনি ভূমিকম্পের দেবতা পসেডনকে ডেকে অভিযোগ করলেন যে, যে গ্রীকরা তাঁকে কতবার কত পূজো উপাচার দিয়ে তুষ্ট করেছে, সেই গ্রীকদের বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে তাঁর মনে কি কোন বিচলতা উপস্থিত হচ্ছে না? ক্রোধে তিনি এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি একটা দুঃসাহসিক প্রস্তাব পসেডনকে করে বসলেন। তা হল এই যে, সমস্ত দেবতারা মিলে যদি গ্রীকদের সাহায্য করেন তাহলে জিউসের পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব হবে না।

তিনি যা করবেন, তা হল আইডা পর্বতের চূড়ায় বসে বসে নিস্ফল আক্রোশ গর্জন।

দেবী হেরার এই ভয়ংকর প্রস্তাবে পসেডন তো প্রায় আঁৎকে উঠলেন। যে জিউসের শক্তির সম্মুখে সম্মিলিত দেবতারা খড়কুটোর মত ভেসে যান, সেই জিউসের যে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে, তা স্বপ্নেরও অতীত। দেবরাজ জিউস বিচলিত হলে কিংবা ক্রোধোন্মত্ত হলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত হতে থাকে। কোন সাধারণ দেবতারা যে তার বিরুদ্ধাচরণ করবেন এ ভাবই যায় না বিরুদ্ধাচরণ করা তো দূরের কথা।

দেবী হেরার এই ক্রোধের অবসরে আমরা একবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে দেখি যে কি ঘটছে? গ্রীকেরা সম্প্রতি যে প্রাচীর আর পরিখা তৈরী করেছিল হেক্টর তার কাছে গিয়ে অসংখ্য রথ আর সৈন্য সমাবেশ করছিলেন। দেবরাজ জিউসের বলে তিনি বলশালী হয়ে উঠেছিলেন। হয়তো বা হেক্টর গ্রীকদের রণতরীগুলোতে আগুন ধরিয়েই দিত, যদি না সেই মুহূর্তে দেবসম্রাজ্ঞী হেরা গ্রীক সৈন্যদর উৎসাহিত করবার জন্য রাজা অ্যাগমেননকে নির্দেশ না দিতেন। তখন রাজা অ্যাগমেনন গ্রীকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে তীব্র ভাষায় কটুবাক্য বর্ষণ করে চললেন। তার মূল ভাব ছিল এই যে, গ্রীকেরা হীন, কাপুরুষ এবং ইতর প্রাণীবিশেষ, তাদের বীরত্ব কেলবমাত্র বাইরে ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর রাজা জিউসের উদ্দেশ্যে বললেন যে তিনি এতদিন ধরে যে জিউসকে সেবা করেছেন তার জন্য দেবরাজ জিউস যেন এইটুকু করুণা তাঁর প্রতি করেন। যার ফলে গ্রীকেরা যেন ট্রয়দের হাতে ঘোরতরভাবে পর্যুদস্ত না হয়। অন্ততপক্ষে তাঁরা যেন প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারেন।

রাজা অ্যাগমেননের কাতর প্রার্থনায় জিউসের মনে সহানুভূতির উদয় হল। তিনি রাজা অ্যাগমেনকে আশ্বাস দিলেন যে, রাজা অ্যাগমেননের সৈন্যদের প্রাণ রক্ষা পাবে এবং তাদের মৃত্যু ঘটবে না এ যুদ্ধে।

জিউসের এই আশ্বাসবাণী পেয়ে গ্রীকেরা নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করল। কিন্তু যে ব্যূহ ট্রয় সৈন্যরা তৈরি করেছিলেন পরিখার কাছে, সেই শত্রু সৈন্য ব্যূহ ভেদ করে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবার স্পর্ধা বা দুঃসাহস একমাত্র

ডায়ামেডিস ছাড়া কারো হল না। ডায়ামেডিসের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হল বীর ক্যাডমনপুত্র এজিনরকে হত্যা করে। এজিনর পালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি পালিয়ে যাওয়ার আগেই ডায়ামেডিসের বর্শা এজিনরের পিঠ ফুঁড়ে অপর প্রান্তে বুক ভেদ করে বেরিয়ে পড়ল। আর এক বীরের রক্তের স্পর্শে ডায়ামেডিসের বর্শা রঞ্জিত হল। ফলে সেই বর্শার মর্যাদা বীর হত্যায় বৃদ্ধি পেল।

এরপরে ডায়ামেডিসের পিছু পিছু অর্থাৎ ডায়ামেডিসের আক্রমণাত্মক অভিযানে যাঁরা সাহস এবং বীরত্বে জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে এগিয়ে এলেন তাঁরা হলেন রাজা অ্যাগমেনন, মেনেলাস ও অ্যাজাকস্ বীরদ্বয়। তার সাথে এগিয়ে এলেন আইডো মেনেউস, মেরিওন এবং ইউরিপাইলাস। প্রখ্যাত তীরন্দাজ টিউসার অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন, তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন অ্যাজাকসের বিশালকায় ঢালের আড়ালে। সেই ঢাল থেকে তিনি একবার বেরিয়ে আসছেন আর শত্রুপক্ষের কাউকে তীর মেরে আবার সেই ঢালের আড়ালে চলে যাচ্ছেন। ফলে তাকে আঘাত বা আহত করার আগেই বিখ্যাত দশজন ট্রয়বীর নিহত হলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ক্রোমিয়াস, দীতর, ওর্থেলাস প্রমুখেরা।

ট্রয়রা যখন এইভাবে ধরাশায়ী হচ্ছেন তা থেকে অ্যাগমেনন খুবই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন টিউসারকে যে, জিউস এবং এথেনের কৃপায় যদি ইলিয়াম নগরী বিধ্বস্ত হয় তবে তাকে শ্রেষ্ঠ পারিতোষিকে ভূষিত করবেন। কিন্তু টিউসার হেক্টরকে হত্যা করার জন্য বড়ই উদগ্রীব। অ্যাগমেননের কথার প্রত্যুত্তরে তিনি সেই কথাই অর্থাৎ তার মনোগত বাসনাই জানালেন। তারপর আর সময় নষ্ট না করে হেক্টরকে উদ্দেশ্য করে একটা তীর ছুঁড়লেন। কিন্তু সেই তীর হেক্টরকে না ছুঁয়ে বিদ্ধ করল প্রিয়ামের অন্যতম পুত্র গর্গাইথনকে। এই গর্গাইথনের বোধহয় পরিচয় দেওয়া হয়নি। সুন্দরী কাস্তিয়ানেইয়ার গর্ভে গর্গাইথনের জন্ম হয়। সেই প্রিয়াম পুত্র গর্গাইথন টিউসার-এর তীরে মারা পড়লেন।

কিন্তু টিউসার ক্ষান্ত হলেন না। তিনি যখন দেখলেন যে শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, তখন তিনি হেক্টরকে উদ্দেশ্য করে আবার তীর ছুঁড়লেন। কিন্তু

অ্যাপোলো সেই তীরটি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ায় টিউসার এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে কি করে বলা যায়! হেকটরের কিছু না হলেও সেই তীরে হেকটরের সারথী আর্কেপটলিমাস নিহত হলেন। হেকটরের ভাগ্যটাই খারাপ। একবার এনিওপিয়াস মারা গেলেন, তারপর মারা গেলেন আর্কেপটলিমাস। কিন্তু সৈনিকের শোক করতে নেই, হেকটরের মত বীরের পক্ষে তো শোক একরকম নিষিদ্ধ বলাই চলে। কারণ যিনি স্ত্রীকে এবং একমাত্র পুত্রকে বিদায় দিয়ে আসেন (হয়তো বা চির বিদায়) চোখের জল চেপে। মুখে হাসি রেখে, তিনি সারথীর দুঃখে শত কষ্ট হলেও শোকস্তব্ধ হয়ে থাকবেন এ কল্পনাই করা যায় না। তাই তাঁর শোক হল কি না হল একথা ভাবার জন্যও তিনি সময় নষ্ট করলেন না। দ্রুত তাঁর ভাই সেব্রিডনকে সারথী করে রথে তুলে নিলেন।

এরপর হেকটর হয়ে উঠলেন বিভীষিকা। বিরাট একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে তিনি টিউসারের ঐ বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিলেন। অ্যাজাকস্ না ছুটে এলে হয়তো বা টিউসারের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। টিউসারকে যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় জাহাজে নিয়ে গেলেন তাঁর সহকারীরা। জিউস আবার অনুপ্রাণিত করলেন ট্রয়বাসীদের। তাই হেকটর গ্রীকদের কাছে হয়ে উঠলেন আতংক। তাঁর নেতৃত্বে ট্রয় সৈন্যরা গ্রীকদের গরু তাড়নার মত তাড়িয়ে পরিখার ওপারে রেখে এল। হেকটর-বিক্রম এমন অপ্রতিহত হয়ে উঠেছিল যে তাঁকে যুদ্ধ এবং নরহত্যার দেবতা অ্যারেসের মত দেখাচ্ছিল।

গ্রীকদের এই বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত এবং শোচনীয় অবস্থা দেখে দেবী হেরার মন করুণায় ভরে উঠল। তিনি এথেনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে গ্রীকদের এই শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আরো কিছু করা সম্ভব কিনা। হেরার এই শংকার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই একটি মাত্র লোক অর্থাৎ হেকটরের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করতে করতে গ্রীকরা দুর্বার বেগে এক শোচনীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছিল। এথেন তখন দেবী হেরাকে জানালেন যে জিউস অকারণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে এথেনের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন। আসলে সেই যে থেটিস একবার একিলিসের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জিউসকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সেই থেটিসের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য জিউস এইসব

কাণ্ড করেছেন। যাই হোক দেবী এথেন হেরাকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন। দেখা যাক কি হয়!

অতঃপর দেবী এথেন রণসাজে সজ্জিত হয়ে রথে আরোহন করে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

"এত বড় স্পর্ধা! আমার আদেশকে উল্লঙ্ঘন করে!" —জিউস আইডা পর্বতের চূড়া থেকে হুংকার ছাড়লেন। আইরিসকে দেবরাজ জিউস ডেকে পাঠিয়ে আদেশ দিলেন যে, এথেন এবং দেবী হেরা যেন কোন মতেই দেবরাজ জিউসের সঙ্গে দেখা করতে না আসেন। তাতে কোন ফল হবে না। তিনি তাঁর কথামতই কাজ করে যাবেন। অর্থাৎ দেবী এথেন এবং হেরা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে গ্রীকদের সাহায্য করেন তবে তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। তাঁব বিদ্যুৎ দেবী হেরা এবং এথেনের দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি করবে তার আরোগ্য লাভ দশ বছরেও হবে না। এবং আরো বহুবিধ কাণ্ড ঘটবে, যা তাদের কল্পনারও অতীত।

আইরাস ছুটে চললেন। ভাগ্য ভাল স্বর্গলোকের শেষ দ্বারপথে হেবা ও এথেনের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। দেবরাজ জিউসের অভিপ্রায় খুলে তাঁদের বললেন। এবং পরিশেষে এও জানালেন দেবী এথেনকে যে, এ সমস্ত কথা শোনার পরও যদি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে গ্রীকদের সাহায্য করেন তাহলে তাঁদের পরিণতির জন্য দেবরাজ জিউস দায়ী নন।

কোন নির্বোধ দেবারাজ জিউসের ক্রোধ উৎপন্ন করে বাঁচতে পারে—সে দেবতা, দানব বা মানবই হোক না কেন? খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেবী হেরা ও এথেন তাঁদের এই স্পর্ধাকে সংযত করলেন এবং অলিম্পাসের দেবসভায় গিয়ে নিজের নিজের আসনে বিষণ্ণ ও ভাবাক্রান্ত হয়ে বসে রইলেন।

দেবরাজ জিউস তক্ষুনি আইডা পর্বত থেকে অলিম্পাসে চলে এলেন। তারপর দেবতাদের সভায় গিয়ে হেরা—এথেনকে বললেন যে, জিউসের ইচ্ছা শক্তির পরিবর্তন করা স্বর্গের অন্য কোন দেবতাদের নেই। তিনি যা ইচ্ছে করেছেন তা হবেই। দেবী এথেন এবং হেরা যদি তাঁর আদেশকে অমান্য করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন তাহলে তিনি তাদের এমন সাজাই দিতেন তার ফলে তারা কখনো অলিম্পাসে ফিরেই আসতে পারতো না।

এদিকে হেরা আর এথেনের তো জিউসের মুখের ওপর কথা বলার ক্ষমতা নেই তাই তাদের নিজেদের মধ্যে কি সমস্ত বিড়বিড় করতে লাগলেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁরা জিউসের আদেশ বাধ্য হয়েই মেনে নিচ্ছেন। আসলে তারা অসন্তুষ্ট। কিন্তু যেহেতু জিউস তাঁদের থেকে অনেক বেশি শক্তি ধরেন তাই তারা নিশ্চুপ।

কেবলমাত্র হেরা দু-বার কথা বললেন। কারণ সম্ভবত একটাই, হেরার যে সাহস বেশি তা নয়। আসলে হেরা দেবরাজের স্ত্রী, সেইজন্য সম্মান রক্ষার্থে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করেছিলেন এবং খুবই বিনিত ভাষায় জিউসকে বললেন যে তাঁরাতো সাহায্য করতে যাচ্ছিলেন না, কিংবা হাতে-কলমে যুদ্ধ ও করতে যাচ্ছিলেন না। কেবলমাত্র সমস্ত গ্রীকরা যাতে ধ্বংস না হয়ে যায়, তার জন্য গ্রীকদের প্রতি সতর্কতামূলক কিছু সংকেত দান করতে চেয়েছিলেন।

জিউস প্রত্যুত্তরে বললেন যে, গ্রীকদের তিনি হত্যা করবেনই, কারণ গ্রীকবীর একিলিসের সম্মানার্থে তা করা প্রয়োজন। একিলিস যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হেকটর কোন মতেই শান্ত হবে না। এটাই বিধি নির্দিষ্ট। এই ব্যবস্থা হেরা পছন্দ করুক বা না করুক, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। জিউস এই কথার পর দেবী হেরাকে রীতিমত ধমকে দিলেন। হেরা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে তাঁর স্থান হবে সমুদ্রের অতল গর্ভের আলোবাতাসহীন অন্ধকারে।

এইদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধীরে ধীরে নেমে এল গভীর অন্ধকার। এই অন্ধকার দেখে গ্রীকরা খুবই উল্লাসিত হয়ে পড়ল। কারণ তাদের পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্য এই অন্ধকারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ট্রয়রা মোটেই খুশি হল না। কারণ তারা তো প্রায় জয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। রাত্রির এই অন্ধকার গ্রীকদের সত্যি কথা বলতে কি বাঁচিয়েই দিল।

হেকটর তখন ট্রয় সৈন্যদের গ্রীক রণতরীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে যে, গ্রীক রণতরীগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ইলিয়াম নগরীতে ফিরে যাবেন। তাই তারা সদলবলে নৈশ ভোজের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং আগামী উষার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলনে। দেখা যাক কি হয়।

৩ নবম পর্ব ৫

অবশেষে একিলিসের কাছে দূত গেল।

সারা রাত্রি ট্রয়বাসীরা সতর্ক প্রহরায় কাটালো। ওদিকে গ্রীকেরা এক গভীর শংকার মধ্য দিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করতে লাগলো। স্বয়ং অ্যাগমেনন এত দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি প্রতিটি গ্রীকবীরকে ব্যাক্তিগতভাবে আহ্বান করে এক প্রার্থনা সভায় মিলিত হলেন। এতবড় বীরের চোখে যে ঝর্ণার মত অশ্রু ঝরে পড়তে পারে তা অ্যাগমেননকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। এর আগে আমরা হেকটরকে দেখেছি আসন্ন মৃত্যু জেনেও যিনি মুখে হাসি নিয়ে স্ত্রী এবং পুত্রের কাছে থেকে কত সহজেই বিদায় নিলেন। হেকটরও বীর আবার রাজা অ্যাগমেননও বীর, কিন্তু পার্থক্য কত গভীর।

যাই হোক অ্যাগমেননের অশ্রুপাতের কারণ বোঝা গেল, তা হল এই যে জিউস তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দেশে ফেরবার আগেই গ্রীকেরা ট্রয়নগরী ধ্বংস করতে পারবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে জিউস রাজা অ্যাগমেননের সঙ্গে ছলনা করে চলেছেন। তিনি চাইছেন গ্রীকরা যেন পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তাই রাজা অ্যাগমেননের প্রস্তাব হল, ট্রয় নগরী যখন অধিকারই করতে পারা যাবে না, তখন দেশে ফিরে যাওয়াই মঙ্গলজনক।

রাজা অ্যাগমেননের এই প্রস্তাবে প্রত্যেকেই বিষন্ন হৃদয়ে চুপ করে বসে রইলেন। অবশেষে ডায়ামেডিস তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে রাজা অ্যাগমেনন একবার ডায়ামেডিসকে কাপুরুষ বলেছিলেন। তাই তিনি আজ বলতে চান যে কাপুরুষ ডায়ামেডিস নন, কাপুরুষ রাজা অ্যাগমেনন নিজে। তাই ডায়ামেডিস বিদ্রুপ সহকারে প্রস্তাব করলেন যে সে যদি ঘরে ফেরার প্রয়োজনীয়তা থাকে তাহলে যেন রাজা অ্যাগমেনন ফিরে যান। কিন্তু অন্যান্য গ্রীকেরা ট্রয়নগরী ধ্বংস না করে যাবে না। যদিও অন্যান্য গ্রীকেরাও চলে যায় তাহলে তিনি আর তাঁর সারথী স্থেনেলাস দুজনেই যুদ্ধ করে যাবেন।

গ্রীকেরা উল্লসিত হয়ে উঠল ডায়ামেডিসের কথা শুনে। উল্লাস কিছুটা

থামলে বৃদ্ধ নেষ্টর দাঁড়িয়ে ডায়ামেডিসের বক্তব্যের সারার্থকে অভ্যর্থনা জানালেন, তারপর তিনি এক প্রস্তাব দেবেন বললেন এবং আরো বললেন যে এই প্রস্তাব রাজা অ্যাগমেনন বা কোন গ্রীক যেন অমান্য না করে। কারণ এই প্রস্তাবের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রথমেই তিনি কিছু বিশিষ্ট গ্রীক যুবককে প্রাচীরের বাইরে পরিখা পাহারার কাজে নিযুক্ত করলেন। এদের অধিনায়ক ছিলেন নেষ্টর পুত্র থ্রেসিমেদিস, অ্যাসকালাফাস, আয়ানমেলাস প্রমুখ সাতজন বীর। এরপর রাজা অ্যাগমেননকে এক কূটনীতিপূর্ণ মন্ত্রণা সভার আয়োজন করতে বললেন। কারণ সেই রাত্রি ছিল যেন কালরাত্রি। হয় গ্রীকেরা ধ্বংস হবে কিংবা জীবিত থাকবে তাই ঠিক পথে চলবার জন্য কূটনীতিপূর্ণ বিজ্ঞ পরামর্শ অবশ্যই প্রয়োজন!

রাজা অ্যাগমেনন নেষ্টরের পরামর্শ মতই মন্ত্রণাদাতাদের সম্মানার্থে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সবাই যখন আহার্য এবং পানীয় গ্রহণে পরিতৃপ্ত, তখন নেষ্টর তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু হল একিলিসের বন্দিনীকে রাজা অ্যাগমেনন একিলিসের কাছ থেকে সেই বন্দিনীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে নিয়ে আসেন। এর ফলে একিলিস ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। নেষ্টর তাঁকে একাজ করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু রাজা অ্যাগমেনন আত্মঅহঙ্কারে এমন মত্ত ছিলেন যে তিনি নেষ্টরের কথাতে কান দিলেন না। অথচ রাজা অ্যাগমেনন এমন একজন বীরকে অপমান করেছেন যাকে দেবতারাও সম্মানের চোখে দেখেন। সেই সমস্ত পুরোনো বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে কিভাবে কিছু উপহার এবং মধুর ভাষণ দিয়ে একিলিসকে তুষ্ট করে আবার পুনর্মিলন সংঘটিত করা যায় তার চেষ্টাই করা উচিত।

রাজা অ্যাগমেনন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবকে মেনে নিলেন এবং তাঁর অন্যায়কে স্বীকার করে নিলেন সবার সম্মুখে। আসলে জিউস যে একিলিসকে স্নেহের চোখে দেখেন তা তিনি বহু গ্রীকের মৃত্যু ঘটিয়ে প্রমাণ করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাজা অ্যাগমেনন একিলিসকে বহু উপহার, সাতজন সেবাদাসী দেবার শপথ করলেন। এই সব সেবাদাসীও যে-সে সেবাদাসী নন। এই সব সেবাদাসীদের রাজা অ্যাগমেনন লেববস জয় কালে পছন্দ করে নিয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয়, অতুলনীয় সৌন্দর্য্য মন্ডিত এই সমস্ত সেবাদাসী ছাড়াও তিনি

বন্দিনী গ্রিসেইসকেও প্রত্যার্পণ করবেন। এরপর যদি দেবতাদের কৃপায় ট্রয়নগরী বিধ্বস্ত হয় তাহলে অপরিমেয় ধনরত্ন হেলেনের পরেই যাদের স্থান এমন কুড়িজন ট্রয়রমণী উপহার স্বরূপ একিলিসের হাতে দেবেন। তাতেও অ্যাগমেনন সন্তুষ্ট নন। তিনি তাঁর তিন কন্যার মধ্যে যে কোন একজনকে (অবশ্যই একিলিসের পছন্দ মত) তার সঙ্গে বিবাহ দেবেন। সেই বিবাহে তিনি এত যৌতুক দেবেন যা পৃথিবীর কোন বিয়েতেই দেওয়া হয়নি। সেই যৌতুকের মধ্যে কার্ডামাইস, এনোপ, ইত্যাদির মত সুপ্রতিষ্ঠিত সাতটি নগরও আছে। এই সমস্ত দানে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে সভাকে অনুরোধ জানান। একিলিস যদি তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করেন তাহলে রাজা অ্যাগমেনন তাঁর শপথ অনুযায়ী কাজ করবেন।

নেষ্টর এবং সমবেত সবাই রাজার এই শপথদানে বড়ই খুশি হলেন এবং তাদের মুখে দেখা গেল আশার আলো। স্বাভাবিক ভাবেই তারা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। নেষ্টর রাজা অ্যাগমেননকে তাঁর শুভ বুদ্ধির জন্য ধন্যবাদ জানালেন। এবং তিনি একিলিসের কাছে দূত পাঠাবার জন্য ফোনিকস, অ্যাজাকস, ওডিসিয়াস, উজিয়াস ইউরিবেটসকে নিযুক্ত করলেন। দূতেরা রওনা হল এবং তারা যাতে একিলিসকে রাজি করাতে পারে তার জন্য নেষ্টর বিশেষ করে ওডিসিয়াসকে বলে দিলেন।

যাত্রা শুরু হল। সমুদ্রের উপকূলবর্তী পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে দূতেরা একিলিসের কাছে গিয়ে পৌছলেন। একিলিস তখন বীণা বাজাচ্ছিলেন। বীণা বাজিয়ে তিনি বীরত্বব্যঞ্জক গান গাইছিলেন। একিলিসের সহচর প্যাট্রোক্লাস সেই বীণা বাজনা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিল। ওডিসিয়াস গিয়ে একিলিসের কাছে নীরবে দাঁড়ালেন। একিলিস বীণা বাজাতে বাজাতে হঠাৎ একসময় ওডিসিয়াসকে দেখতে পেয়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে প্রসঙ্গত এও বললেন যদিও একিলিসের ক্রোধের উপসম হয়নি তবুও তাঁরা সবাই তাঁর খুব প্রিয়। অতঃপর তিনি অতিথিদের অ্যাপ্যায়ণে সচেষ্ট হলেন এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থাও করলেন অতিথিদের জন্য। এবং যথোপযুক্ত রীতিনীতি অনুসারে সবাই মিলে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলেন। তারপর ওডিসিয়াস অসল কথায় এলেন। অর্থাৎ গ্রীকদের যে এখন একটা 'সসেমিরা' অবস্থা। প্রচন্ড

বিপর্যয়ের সম্মুখে এখন গ্রীকরা। ট্রয়নগরী ধ্বংস করতে এলে গ্রীক হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। এর ওপর আবার জিউসের কৃপায় হেক্টর বিজয় গৌরবে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছেন। এই সময় যদি একিলিস গ্রীক সন্তানদের রক্ষা করতে পাশে না এসে দাঁড়ান তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে অনুতাপ করতে হবে। কারণ একবার গ্রীকদের ধ্বংস কার্য সমাপ্ত হয়ে গেলে আর প্রতিকারের কোন উপায় থাকবে না। ওডিসিয়াস আরো বললেন যে, একিলিসের পিতা পেলেউস যখন তাঁকে অ্যাগমেননের সাহায্যার্থে পাঠান, তখন কি তাঁর পিতা তাঁকে ক্রোধ সংযত করতে বলেন নি। তিনি কি তাঁর পিতার কথা ভুলে গেছেন?

ধৈর্য্যশীলতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। তাই ওডিসিয়াস তাঁকে বার বার অনুরোধ করলেন একিলিসকে শান্ত হবার জন্য এবং তাঁর ক্রোধকে সংবরণ করার জন্য। এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে ওডিসিয়াস একিলিসকে জানালেন যে, একিলিস যদি অ্যাগমেননকে ক্ষমা করে আবার যুদ্ধে যোগ দেন তাহলে তাঁকে যা যা দান করবেন রাজা অ্যাগমেনন, তার তালিকাও সেই সঙ্গে দিয়ে দিলেন। একিলিস যদি ঘৃণাবশতঃ সেই উপহার নাও নেন তাহলেও যেন অন্তত গ্রীকদের প্রতি দয়াবশতঃ এই যুদ্ধে যোগ দেন। আরও একটা কারণ অবশ্য আছে তা হল হেক্টরের অমিত পরাক্রম। যে পরাক্রমের কাছে সমস্ত গ্রীকরাই অসহায়। একমাত্র একিলিসই পারে হেক্টরের পরাক্রমের মোকাবিলা করতে।

অতঃপর নিরবতা। সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন, একিলিস কি জবাব দেন সেটা শোনার জন্য। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' তবে কি বীর একিলিস রাজা অ্যাগমেননের প্রস্তাবে সম্মত হলেন! সবার মুখেই এক ঝলক আনন্দ এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু একিলিসের কথায় সমস্ত আনন্দ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। কারণ একিলিস এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। সম্রাট অ্যাগমেননের উপহার যদি দশগুণ হত কিংবা বিশগুণ তাতেও তিনি রাজি হতেন না। বরং তিনিও উলটে প্রস্তাব দিলেন যে, গ্রীকেরা যেন রণতরী নিয়ে দেশে ফিরে যান। কারণ ট্রয়বাসীদের সাহায্য করেছেন স্বয়ং জিউস। তাঁকে অতিক্রম করে গ্রীকরা কিছুতেই ট্রয়নগরী ধ্বংস করতে পারবে না। আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে বললেন যে, তার মা দেবী থেটিস তাঁকে দুইভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছেন। যদি তিনি এখান থেকে

যুদ্ধ করেন, তাহলে তার যশ অক্ষুন্ন থাকবে বটে, কিন্তু তিনি দেশে ফিরে যাবেন না। আর তিনি যদি দেশে ফিরে যান যুদ্ধ না করে, তাহলে তাঁর যশ হবে না বটে, কিন্তু তিনি বহুদিন বাঁচবেন। ইলিয়াম নগরীর সমস্ত কিংবা অ্যাপোলোর প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের সমস্ত ঐশ্বর্যের থেকে তাঁর জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। রাজা অ্যাগামেননের সম্পদের জন্য তো তিনি তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারেন না। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি যাবেন না।

একিলিসের দৃঢ় এবং কঠোর প্রত্যাখ্যান অ্যাগমেননের দূতদের মনকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না। অবশেষে বৃদ্ধ নাইট ফোনিকস্ তাঁকে বারবার অনুরোধ করলেন এসে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। এই ফোনিকস ছিলেন আসলে একিলিসের শিক্ষাগুরু। যখন একিলিসের পিতা পেলেউস পিথিয়া থেকে একিলিসকে অ্যাগমেননের কাছে পাঠান, তখন একিলিস যুদ্ধবিদ্যা বা মন্ত্রণাকার্য কিছুই জানতেন না। ফোনিকস্ই তাঁকে সব ব্যাপারে সুদক্ষ করে তুলেছেন। আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গ জানানো প্রয়োজন যে, ফোনিকসের পিতার অভিশাপে ফোনিকস্ কোনদিন পুত্র সন্তানের জনক হতে পারবেন না। সেইজন্য ফোনিকস্ একিলিসকে ভালবাসতেন পুত্রের মত। কিংবা তার চাইতেও বেশিও বলা যেতে পারে। এই সমস্ত স্মৃতির কথাও উল্লেখ করলেন। আরও বললেন যে, একিলিসকে ছেড়ে তাঁর পক্ষে থাকা নিতান্তই অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে ফোনিকস্ একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন, যেখানে জনৈক বীর কোন কারণে তার মার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিল। শত্রুর আক্রমণে দেশ পর্যুদস্ত, তখন সেই বীরের কাছে দূত পাঠানো সত্ত্বেও প্রথমে তিনি আসেন নি। কিন্তু পরে তাঁর দেশকে রক্ষার জন্য তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শত্রুপক্ষকে দেশ ছাড়া করেন। বৃদ্ধ ফোনিকস্ এই ঘটনাটা সম্ভবত একিলিসকে শিক্ষা দেবার জন্য বলেছিলেন যাতে একিলিসও সেই বীরের মত গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রয়নগরীকে বিধ্বস্ত করেন।

কিন্তু একিলিসের যেন গণ্ডারের গোঁ, যা একবার ধরেছেন তার থেকে কোন বিচ্যুতি নেই। একিলিস ফোনিকস্কে অ্যাগমেননের খাতিরে তাঁকে বিরক্ত করতে বারণ করলেন এবং এমন ইঙ্গিত দিলেন যাতে যেকোন সুস্থ লোকও

বুঝতে পারে যে রাজা অ্যাগমেননকে ভালবাসলে ফোনিকস্ একিলিসের ভালবাসা হারাবে।

অতঃপর ফোনিকস্ একিলিসের কাছে রয়ে গেলেন। এবং একিলিসের কাছে বিদায় নিয়ে বাকি দূতেরা রাজা অ্যাগমেননের শিবিরে ফিরে গেলেন।

ঐদিকে রাজা অ্যাগমেনন খুব উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন সমস্ত সংবাদের জন্য। দূতেরা ফিরে আসতেই তিনি সংবাদগুলো জানতে চাইলে ওডিসিয়াস বললেন যে একিলিস হচ্ছেন নির্মম, নিষ্ঠুর এবং অনুশোচনাহীন। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে যে সম্মান দিতে চান, তা তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সমস্ত গ্রীকবীরেরা কিছুক্ষণ বিষণ্ণচিত্তে মূহ্যমান হয়ে রইলেন। অবশেষে ডায়ামেডিস প্রস্তাব করলেন যে তাঁরা নিজেরাই ট্রয়বাসীদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হবেন। একিলিসকে আপাততঃ আর প্রয়োজন নেই।

অতঃপর সবাই মিলে যে যার শিবিরে গিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হলেন। কে জানে রাত পোহালে কি হবে?

৩ দশম পর্ব ৩

গভীর রাতে ও কে যায়?

রাজা অ্যাগমেনন বড় অশান্ত। তিনি অস্থির চিত্তে রাত্রিযাপন করছিলেন। চোখে তাঁর ঘুম নেই। মাঝে মাঝে দূরে অন্ধকারে তাকিয়ে দেখছেন যে, ট্রয়বাসীরা উল্লাসে মত্ত। ইলিয়াম নগরীর সামনে অসংখ্য প্রহরাগ্নি জ্বলছে উজ্জ্বলভাবে। পাশাপাশি গ্রীকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন চারিদিকে কেমন একটা অসীম শূন্যতা। গভীর হতাশা যেমন মানুষকে শূন্যতার হাহাকারে নিয়ে যায়, তেমনি নিরাশার অন্ধকার গ্রীকদের শিবিরকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই সমস্ত দেখে রাজা অ্যামেননের বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগলো এক অব্যক্ত বেদনায়, তিনি জিউসের উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করতে লাগলেন। এভাবে এক অসহায়তার সম্মুখীন হয়ে তিনি চিন্তা করলেন যে, একমাত্র নেষ্টরই পারে এমন কোন বুদ্ধি দিতে যার দ্বারা গ্রীকেরা এই আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারে। অবশেষে তিনি তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ পরে বর্শা হাতে বেরিয়ে পড়লেন শিবির থেকে।

আর এক শিবিরের কথা এবার বলা যাক। যেখানে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন মেনেলাস। তিনিও এই সমস্ত চিন্তা করছিলেন অর্থাৎ আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। অবশেষে তাঁকেও আমরা দেখি ধরাচূড়ো পরে বর্শা হাতে শিবির থেকে বেরিয়ে পড়তে। কোথায় চলেছেন তিনি? তিনি সম্ভবত চলেছেন তাঁর ভাই রাজা অ্যাগমেননের সাথে দেখা করতে। পথের মধ্যে দুজনের সাথে দেখা।

মেনেলাস তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন, আবার সেই সাথে চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে তাঁর ভাই গভীর নিশিথে এই অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হয়ে কোথায় চলেছেন? তবে কি ট্রয়শিবিরে কোন গ্রীক সৈন্যকে রাজা অ্যাগমেনন গুপ্তচর বৃত্তির জন্যে পাঠাতে চান? কিন্তু এই কাজ কি গভীর রাত্রে কেউ শত্রু শিবিরে করতে চাইবে। কারণ তাতে বিপদ অনেক। এই কাজের জন্য বিপদ অনেক। এই কাজের জন্য বিপদ অনেক। এর জন্য চাই অসীম সাহস। মেনেলাস

তাঁর দ্বিধা সংকোচ ভয় ভাবনার কথা রাজা অ্যাগমেননকে জানালেন।

অ্যাগমেনন তাঁকে বললেন যে, গ্রীকদের রক্ষা করবার জন্য তাঁদের দরকার কূটনৈতিক পরামর্শ। হেক্টর আতঙ্ক আজ সমস্ত গ্রীকদের মনে বাসা বেঁধে রয়েছে। কিন্তু হেক্টরতো অমর নয়, মরতে তাকে হবেই। কিন্তু তার জন্য গ্রীকদের বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং কিভাবে কি করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করতেই তিনি যাচ্ছেন নেষ্টরের কাছে। এবং নেষ্টরকে গিয়ে বলবেন যে তিনি যেন প্রহরীদের কর্তব্য সম্বন্ধে যথাযোগ্য নির্দেশ দেন। আর মেনেলাস যেন তক্ষুনি অ্যাজাকস্ এবং আইডোমেনেউসের কাছে চলে যায়।

মেনেলাস তাঁর কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না। আসলে তিনি একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন যে অ্যাজাকস্ ও আইডোমেনেউসকে মেনেলাস আদেশ দিয়ে চলে আসবেন নাকি রাজা অ্যাগমেনন না আসা পর্যন্ত তাঁদের শিবিরেই অপেক্ষা করবেন। রাজা অ্যাগমেনন তাঁদেরকে মেনেলাসের কাছে ডাকতে বললেন। তারপর তাঁদের প্রয়োজনীয় সম্মান দিয়ে আসন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে বললেন। মেনেলাসকে এই নির্দেশ দিয়ে অ্যাগমেনন চলে গেলেন নেষ্টরের কাছে। অ্যাগমেননের মাথার মধ্যে তখন গভীর চিন্তা। গ্রীক সৈন্যর আসন্ন ধ্বংসের কথা তাঁকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে তার থেকে পরিত্রাণ নেই।

ভাইকে নির্দেশ দিয়ে অ্যাগমেনন চললেন নেষ্টরের কাছে। নেষ্টর তখন বিশ্রাম করছিলেন। অ্যাগমেননের পায়ের শব্দে তিনি জেগে উঠলেন। প্রথম ঘুম ঘুম চোখে তিনি অ্যাগমেননকে চিনতে পারলেন না। অ্যাগমেনন তখন তাঁর পরিচয় দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর যন্ত্রণার কথাও বললেন যে কেন তিনি ঘুমোতে পারছেন না আর কেনই বা তিনি পথে বেরিয়ে পড়েছেন। আসলে গ্রীকদের আসন্ন বিপদের চিন্তা তাঁর ভেতরে ঘুণ পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে। তিনি নির্ভরযোগ্য পরামর্শের জন্য নেষ্টরের কাছে এসেছিলেন।

নেষ্টর তখন তাঁকে বললেন যে হেক্টর নিজেকে যতটা সৌভাগ্যের অধিকারী বলে ভাবছেন জিউস তাঁকে ততটা সৌভাগ্য দেননি। যে মুহূর্তে একিলিস তার রাগকে দমন করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, হেক্টর যতবড় বীরই

হোক না কেন তাঁকে অসুবিধের মধ্যে পড়তে হবে। তারপর তিনি রাজা অ্যাগমেননকে উপদেশ দিলেন যে তাঁরা দুজনে গিয়ে ডায়ামেডিস, ওডিসিয়াস প্রভৃতি বীরদের ঘুম ভাঙাবেন। এবং অ্যাজাকস্ ও আইডোমেনেউসের কাছেও যাবেন। এইখানে নেষ্টর মেনেলাসের প্রতি অভিযোগ জানিয়ে অ্যাগমেননকে বললেন যে গ্রীকদের এই আসন্ন বিপদে মেনেলাসের ঘুমিয়ে না থেকে সমস্ত গ্রীক রাজাদের কাছে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত ছিল।

অ্যাগমেনন প্রত্যুত্তরে নেষ্টরকে বললেন যে, নেষ্টর খুব ন্যায়সঙ্গত ভাবেই মেনেলাসকে দোষ দিতে পারেন, কারণ মেনেলাস এক এক সময়ে সত্যিসত্যিই বড় হতাশ এবং যুদ্ধবিমুখ হয়ে পড়ে। তবে বর্তমানে তাঁর যা পদক্ষেপ তা সত্যিসত্যিই প্রশংসনীয়। কারণ রাজা অ্যাগমেনের আগেই মেনেলাসই স্বয়ং রাজা অ্যাগমেনের কাছে আসেন। এবং তিনিই মেনেলাসকে পাঠিয়েছেন সমস্ত রাজন্যবর্গকে ডাকবার জন্য।

অতঃপর তাঁরা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত রাজন্য-বর্গের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লেন সেই গভীর নিশীথে।

প্রথমে তাঁরা ডাকলেন ওডিসিয়াসকে। ওডিসিয়াস গভীর রাতে এই আহ্বানের মূলে বিস্মিত হলে নেষ্টর তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে গ্রীকরা এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাই অন্যান্য গ্রীকবীরদের জাগিয়ে তুলে এক্ষুনি পরামর্শ করতে বসা দরকার যে তাঁরা যুদ্ধ করবেন কিংবা দেশে ফিরে যাবেন।

ওডিসিয়াস সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে এবং সেই সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলেন। অতঃপর তাঁরা চললেন ডায়ামেডিসের কাছে।

ডায়ামেডিস তখন গভীর ক্লান্তিতে তাঁর সহকর্মীদের সাথে যুদ্ধের বর্ম পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নেষ্টরের ডাকে ঝটিতি উঠে পড়লেন। তারপর নেষ্টরকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে নেষ্টরের কি ক্লান্তি বলে কোন পদার্থ নেই। তখন নেষ্টর সংক্ষেপে তাঁদের আসার উদ্দেশ্যটা খুলে বললেন। তখন ডায়ামেডিস সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নেষ্টর প্রমুখদের সাথে বেরিয়ে পড়লেন।

চারিদিকে গভীর প্রশান্তি। রাত্রের কালো অন্ধকার গ্রাস করেছে ধরিত্রীকে। সেই রাত্রির গভীরতাকে আরো—আরো গভীর করে তুলেছে মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠা গ্রীক শিবিরের সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। রাত্রির নৈঃশব্দ ভেঙ্গে মাঝে মাঝে রাতচরা পাখির চিৎকার শোনা যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে শকুন শাবকের কান্না। যা কিনা মাতৃহারা বালকের কান্নাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তবে কি হেকটর পুত্রের অদূর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতই এই শাবকের দল দিয়ে চলেছে? না সে কথা থাক। বরং আমরা বিপর্যস্ত গ্রীক বাহিনীর প্রধানদের পিছু পিছু গিয়ে দেখি তাঁব কি করতে চাইছেন।

ডায়ামেডিস, ওডিসিয়াস প্রমুখদের নিয়ে নেষ্টর এগিয়ে চললেন, প্রতিটি জাহাজ ঘুরে ঘুরে বীরদের জাগিয়ে তুলে সবাইকে অস্ত্র হাতে ঘুম ছেড়ে প্রস্তুত করে তুললেন। তারপব এসে বসলেন সবাই মিলে প্রাচীর সংলগ্ন পরিখা পার হয়ে রণক্ষেত্রের এক অংশে।

নেষ্টর সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন যে গ্রীকদের মধ্যে এমন কি কোন সাহসী বীর কেউ আছেন, যাঁরা গোপনে ট্রয়বাসীদের মধ্যে গিয়ে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি সেই সংবাদ এনে দিতে পারবেন। যদি কেউ একাজ করতে পারেন তবে তাঁকে পুরস্কার তো দেওয়া হবেই। এছাড়া সেই ব্যক্তি হবে অখণ্ড যশের অধিকারী।

ডায়ামেডিস এই প্রস্তাব লুফে নিলেন, যদিও সবাই চুপ করেই ছিল। ডায়ামেডিস প্রস্তাব করলেন যে তিনি যেতে রাজি আছেন তবে তাঁর সাথে আর একজনেব যাওয়াটা সুবিধেজনক কারণ দুজনে থাকলে দুদিকেই লক্ষ্য রাখা সুবিধে হয়। একাকী নিজেকে মাঝে মাঝে অসহায় বলে মনে হয়! কোন বীরই তাহলে একেবারে ভয়-শূন্য নয়!

ডায়ামেডিস যখন বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে উদ্যোগী হলেন অর্থাৎ গভীর নিশীথে ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে যেতে সম্মত হলেন তখন তাঁর সাথে ঘন্টা বাঁধার সহযোগী হিসেবে ওডিসিয়াস, মেনেলাস প্রত্যেকেই যেতে চাইলেন। অ্যাগমেনন ডায়ামেডিসকেই তাঁর পছন্দমতো সহকর্মী বেছে নিতে বললেন। এই প্রসঙ্গে অ্যাগমেনন বলেছিলেন যে কারোর বংশ গৌরবের খাতিরে কম যোগ্য

লোককে যেন ডায়ামেডিস গ্রহণ না করেন। রাজা অ্যাগমেননের এই কথা বলার উদ্দেশ্য বোধহয় এই যে ডায়ামেডিস বংশ গৌরবের খাতিরে হয়তো বা মেনেলাসকে নির্বাচন করে বসবেন। হাজার হোক ভাই তো। কেই বা নিজের ভাইকে জেনে শুনে বিপদের মুখে পাঠায়।

ডায়ামেডিস সঙ্গে সঙ্গে ওডিসিয়াসকেই তাঁর পছন্দ মতো এবং যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচিত করলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে জানালেন যে ওডিসিয়াস যদি তাঁর সাথে থাকেন তবে স্বচ্ছন্দে যে কোন বিপদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

ওডিসিয়াস তাঁর এই পছন্দে নিজেকে ধন্য বলে মনে করলেন এবং স্বাগতও জানালেন।

এবার শুরু হল প্রস্তুতি পর্ব। ডায়ামেডিস এবং ওডিসিয়াস তাড়াতাড়ি অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হতে লাগলেন কারণ রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। প্রভাত আসন্ন। রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ চলে গিয়ে মোটে এক প্রহর আর অবশিষ্ট। সুতরাং যা করার এর মধ্যেই করতে হবে। দেরি হওয়ার অর্থ সবকিছু বানচাল হওয়া।

দুই বীর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিলেন। ডায়ামেডিস আর ওডিসিয়াস। অন্ধকারে তাঁরা এগিয়ে চললেন। অন্ধকারে তাঁরা এথেন প্রেরিত এক পাখির ডাক শুনতে পেলেন। এটাকে শুভ লক্ষণ ভেবে নিয়ে তাঁরা দুজনেই এথেনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন যে এথেন সর্বদাই গ্রীকদের বিপদ আপদের সময় মুক্তির উপায় বলে দেন। এবারও যেন, এই বিপদের সময় তিনি সাহায্য করেন। দেবী এথেন তাঁদের প্রার্থনা মনঞ্জুর করলেন। তখন এই দুই বীর রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত শত্রুসৈন্যদের পরিত্যক্ত বর্মের ভেতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন।

তাঁরা এগোতে থাকুক,.আমরা ইতিমধ্যে হেক্টরের কাছে গিয়ে দেখি যে তিনি কি করেছেন। তিনি কি জিউসের আর্শীবাদধন্য হয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করেছেন?

না, হেক্টরের অত মূর্খ ভাববার কোন সংযত কারণ ঘটে নি। তিনিও

ট্রয়বীরদের নিয়ে আহ্বান করেছেন এক মন্ত্রণাসভার। তাঁরও প্রস্তাব মোটামুটিভাবে একই। তিনিও সম্মিলিত ট্রয়বীরদের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন যে, যে ট্রয়বীর গ্রীকদের জাহাজে গিয়ে দেখবে যে তাঁরা কি পরিকল্পনা করছে, তাহলে তাকে সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

হেকটরের কথা শুনে সমস্ত ট্রয় বীরেরাই নিশ্চুপ হয়ে রইল। কেবল জনৈক খ্যাতনামা প্রহরী ইউমেদিসের ছেলে ডোলন উঠে দাঁড়াল। এই ডোলনের একটা গুণ ছিল। সে খুব দ্রুত ছুটতে পারতো। সে হেকটরের শর্তে রাজি হল বটে, তবে পরিবর্তে হেকটরের শপথ চাইল যে, পেলেউস পুত্রের বোনজ নির্মিত রথ আর দ্রুতগামী অশ্বগুলো তাকে উপহার দিতে হবে। হেকটর জিউসকে সাক্ষী রেখে শপথ করলেন। ডোলন অনুপ্রাণিত হয়ে অস্ত্রসজ্জা করে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে গ্রীক জাহাজ থেকে সে কোন সংবাদ হেকটরকে এনে দিতে পারে নি। কারণ পাঠকেরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারবেন। ঐ রাত্রেই ডায়ামেডিস আর ওডিসিয়াসের মত দুই বীরও একই উদ্দেশ্য ট্রয় শিবিরের দিকে আসছিলেন। তাঁরা পথে ডোলনকে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করলেন। ডোলন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে তাঁদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলো তাকে না মেরে জীবিত অবস্থায় বন্দী করার জন্য।

ওডিসিয়াস তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, তারা ডোলনের কোন ক্ষতি করবে না। কেবলমাত্র ডোলন যেন তাঁদের কাছে ব্যক্ত করে যে, সে কেন গ্রীকশিবিরে আসছিল। ডোলন তখন হেকটরের পরিকল্পনার বিষয়বস্তু সব তাঁদের কাছে খুলে দিল।

ওডিসিয়াস চাপ দিয়ে ডোলনের মুখ থেকে অনেক কথাই বের করে নিলেন। যেমন হেকটর অন্যান্য মন্ত্রণা দাতাদের সঙ্গে রাজা ইলিয়ামের স্মৃতিস্তম্ভের পাশে এক নির্জন স্থানে আলোচনা করেছেন, প্রহরার কাজে কোন নির্দিষ্ট লোক নিযুক্ত করা হয়নি ইত্যাদি। ওডিসিয়াস আরো জেনে নিলেন যে মিত্রশক্তির যে সমস্ত বীরেরা ট্রয়বাসীদের সাহায্য করার জন্য এসেছে, তারা তো তাদের পরিবারদের সঙ্গে আনেনি। তাই পরিবারদের নিরাপত্তার দুশ্চিন্তা নেই। এরকম অনেক গোপন তথ্য ডোলনের কাছ থেকে ফাঁস করে নিলেন ডায়ামেডিস আর

ওডিসিয়াস।

'পাপের বেতন মৃত্যু'- বিশ্বাসঘাতকতা পৃথিবীতে এক অক্ষমনীয় পাপ, সেই পাপই ডোলন করল। তাই ডোলন ভেবেছিল যে, এই সমস্ত গূঢ় তথ্য সমস্ত গোপনীয়তা ফাঁস করে দিলে তাঁর মুক্তি ঘটবে এবং সে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে আবার ট্রয়নগরীতে ফিরে আসবে, সে আশা অঙ্কুরেই বিনিষ্ট হল। ডায়ামেডিস নির্দ্বিধায় তাকে হত্যা করলেন। কারণ তিনি জানতেন বিশ্বাসঘাতককে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা। ডোলনের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পোষাক পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে সেগুলো দেবী এথেনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে তাঁরা আবার এগিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা গিয়ে পৌছলেন হেরিসের শিবিরে। সেখানে সমস্ত সৈন্যরা সারাদিনের নিবিড় ক্লান্তির পর অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। তারা জানতেই পারেনি যে মৃত্যু তাদের শিয়রে। যে নিশ্চিন্ততা নিদ্রায় সুখ মানুষকে এনে দেয়, যে সুখ মানুষ নিদ্রায় উপভোগ করে সে সুখ সৈন্যগুলো আর উপভোগ করতে পারল না। কারণ ডায়ামেডিস তখন ঘুমন্ত এবং নিরস্ত্র সৈন্যদের হত্যায় মেতে উঠেছেন। বীরত্ব কি একেই বলে! বারজন ঘুমন্ত সৈন্য ডায়ামেডিসের শিকার হল। অবশেষে যুবরাজ বীসাসের কাছে এলেন ডায়ামেডিস। বীসাসও তখন ঘুমিয়ে ক্লান্তি দূর করছেন। সে সুখনিদ্রা ডায়ামেডিসের আঘাতে চিরনিদ্রায় রূপান্তরিত হল। এরপর ডায়ামেডিস দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিলেন। আসলে তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না এরপর তাঁর কি করা উচিত। তখন দেবী এথেন এসে ডায়ামেডিসকে সতর্ক করে দিলেন এবং তাঁকে নিজের শিবিরে ফিরে যেতে বললেন।

ডায়ামেডিসের তখন চেতনা ফিরে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুজনে গ্রীক জাহাজের দিকে রওনা হলেন। এদিকে এথেন যখন ডায়ামেডিসের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন অ্যাপালো তাঁদের দেখতে পেয়ে যান এবং এই অসৎ উপায় অবলম্বন করার জন্য তিনি ভয়ঙ্কর রেগে যান। অ্যাপালো তক্ষুনি হিপ্পোকুন নামে এক থ্রিসিয় বীরকে জাগিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে জাগিয়ে দেন বীসাসের আত্মীয়দের। হিপ্পোকুন জেগে উঠে সমস্ত ব্যাপার দেখে ভয়ঙ্কর চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেন। তাঁর চিৎকারে সমস্ত ট্রয় সৈন্যরা জেগে উঠে হৈ-চৈ, চিৎকার-

চ্যাঁচামেচি,ছোটাছুটি শুরু করে দিল। আসলে তারা গ্রীকদের এই শঠতায় হতভম্ব হয়ে গেছিল।

ওদিকে ডায়ামেডিস আর ওদিসিয়াসের অশ্বক্ষুরধ্বনি নেষ্টর প্রথমে শুনতে পেলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে ডায়ামেডিস, ওডিসিয়াস এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছবেন। নেষ্টরের অবশ্য একটু ভয়ও করছিল তাঁদের ক্ষতির কথা ভেবে। যাই হোক, নেষ্টরের ভাবনা শেষ হতে না হতে ডায়ামেডিস আর ওডিসিয়াস সুস্থ ভাবে এসে পৌছলেন। অন্যান্য গ্রীকবীরেরা তাঁদের স্বাগত জানালেন। তাঁদের সঙ্গে নতুন ঘোড়াগুলো দেখে নেষ্টর জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁদের কোন দেবতা দিয়েছেন কিনা! আসলে ঘোড়াগুলোর তেজ নেষ্টরকে মুগ্ধ করেছিল। তখন ওডিসিয়াস তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করে বললেন যে, ঘোড়াগুলো থ্রেসিয় সৈন্যদের কাছ থেকে ডায়ামেডিস নিয়ে এসেছেন। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে দিলেন অভিযানের ফলাফল। তখন গ্রীক শিবিরে বয়ে গেল আনন্দের হিল্লোল। গ্রীকসৈন্যরা এই দুই বীরের ক্লান্তি দূরীকরণে তৎপর হল।

৩৫ একাদশ পর্ব ৪৩

এবার কৃতিত্ব দেখালেন অ্যাগমেনন

যথারীতি সূর্য তাঁর কিরণমালা বিচ্ছুরিত করে উদিত হলেন। বিগত রাত্রির গ্লানি গেল কেটে। এদিকে জিউস বিবাদের দেবীকে যুদ্ধের নির্দশন হাতে গ্রীকদের জাহাজে পাঠালেন। বিবাদের দেবী গিয়ে গ্রীকদের অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন যাতে তাঁরা স্বদেশে না ফিরে সাহসিকতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যায়। গ্রীকেরা দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেদের প্রস্তুত করতে শুরু করে দিল।

অ্যাগমেনন সোৎসাহে সৈন্যদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। শুধু আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, নিজেও অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিলেন। গ্রীকসৈন্যরা তাদের নিজের নিজের ঘোড়াগুলো সারথীদের হাতে দিয়ে দিল। কারণ তাদের রথকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। সমস্ত দলপতিরা অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠল। বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হবে। প্রভাত সূর্যের আলোয় বর্শার ফলক, উদ্ধত তরবারি সমস্ত কিছুই ঝিকমিক করতে লাগলো। আবার ট্রয়সৈন্যরাও বসে নেই জিউসের তৎপরতায় এবং উৎসাহে তারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। উভয় পক্ষ প্রস্তুত হলে যুদ্ধ শুরু হল।

সুন্দর সকালে, সোনালী রোদ ছড়িয়ে দিয়েছে তার আলোর কিরণ যেন ঈশ্বরের আর্শীবাদ করুণা ধারায় বর্ষিত হয়ে চলেছে মানুষের প্রতি। হায়! এই সুন্দর সকাল কি হত্যালীলার উপযুক্ত সময়। ঘাসের ওপর বিগত রাত্রের শিশিরবিন্দুগুলো তখনো ভাল করে শুকোয়নি। প্রভাতের সূর্যালোকে যে শিশির বিন্দুগুলো মণিমুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছিল, উভয়পক্ষের রক্তের ধারায় মুহূর্তের মধ্যে তা লাল হয়ে উঠল। সেই সকাল দু'পক্ষেরই সৈন্যদের মৃত্যুর মর্মন্তুদ আর্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠল।

সেই রণক্ষেত্রেরই অন্যদিকে হেকটরের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন কয়েকজন

ট্রয়বীর। তাদের মধ্যে ছিলেন পলিডেমাস এবং এনিয়াস। পলিডেমাস আর এনিয়াসকে ট্রয়বাসীরা দেবতার মত শ্রদ্ধা করতো। এছাড়া অ্যান্টিনরের তিন পুত্র পলিবাস, এজিনর এবং অ্যাকামাসও ছিলেন। হেকটর যুদ্ধ করছিলেন যেন অদৃশ্য হয়ে। কখনো কখনো তাকে সম্মুখসারিতে দেখা যাচ্ছিল বটে, পরক্ষণেই শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন।

উভয়পক্ষই যেন ক্ষুধার্ত পশু। রক্তপানে উন্মুখ। পরস্পরের অস্ত্র যেন লেলিহান অগ্নিশিখা! আগুন যেমন সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে ফেলে। সেই সর্বভূক অগ্নির মত উভয়পক্ষের অস্ত্রকে মনে হচ্ছিল রক্তভূক হাতিয়ার। কেবলমাত্র রক্তপানের তাড়নাতে একে অন্যকে আঘাত করে চলেছে।

যুদ্ধের এই বিভীষিকা দেখে বিবাদের দেবী খুব প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। অবশ্য তাঁর প্রফুল্ল হবারই কথা। কারণ তাঁর নামেই তো তাঁর মাহাত্ম্যের প্রকাশ। মানুষের ভেতরে বিবাদ সৃষ্টির জন্যই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই এই অবিরাম রক্তক্ষরণ দেখে আনন্দিত হওয়ার আর একটা কারণ ছিল। তা হল এই যে জিউসের আদেশে কোন দেবদেবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। একমাত্র তিনি ব্যতিত। অন্যান্য সব দেবদেবীরা অলিম্পাস পর্বতের চূড়ায় নিজের নিজের বাসস্থানে স্থিরভাবে বসে যুদ্ধের গতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। জিউসের ট্রয়দের ওপর যে বিপুল পক্ষপাতিত্ব আছে সে প্রসঙ্গেও তারা আলোচনা করছিলেন। কিন্তু জিউস সবকিছুকে তাচ্ছিল্য সহকারে দূরে সরিয়ে রেখে এক বিরাট ঔদাসীন্য এবং গৌরবময় প্রভুত্বের চূড়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সবার কাছ থেকে দূরে সরে রইলেন।

ওদিকে তো যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ চলছে কেমন যেন শম্বুক গতিতে। প্রাণী হত্যা যদিও হচ্ছে তবুও এই প্রাণীহত্যার মাঝেও প্রাণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন পক্ষই আক্রমণাত্মক অভিযানে বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছে না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে যুদ্ধও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়তে লাগলো। দেখে যেন মনে হচ্ছে যে, যুদ্ধ মানে প্রাণীহত্যা তাই হত্যা করতে হচ্ছে, আসলে হত্যা না করলেও চলে। কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ অ্যাগমেনন শত্রুসৈন্যব্যূহ ভেদ করে এক আক্রমণাত্মক অভিযানে এগিয়ে এলেন। এই অভিযানের ফল হল এক

ট্রয়বীর দিয়েনর এবং তার সারথী অয়েনিয়াস মারা পড়লেন।

তারপর অ্যাগমেনন প্রিয়ামপুত্রদ্বয় ইসাস্ এবং অ্যান্টিফাসকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে গেলেন বিপুল বেগে। এবং তিনি তাঁব অভিযানে সফলও হলেন। অর্থাৎ ইসাস ও অ্যান্টিফাস অ্যাগমেননের হাতে মারা পড়লেন। অ্যাগমেননের গতি এত তীব্র ছিল, তিনি এক অপ্রতিরোধ্য বেগে এই ঘটনাটা ঘটালেন যে, উপস্থিত ট্রয় সৈন্যরা ইসাস ও অ্যান্টিফাসকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে তো পারলোই না বরং অ্যাগমেননের ঐরকম সংহার মূর্তি দেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। এর পরে অ্যান্টিফাসের দুই ছেলে পিসানডাস আর হিপ্লোসোকাস অ্যাগমেননের হাতে প্রাণ দিল। অ্যাগমেননের সেই ভয়ঙ্কর রণংদেহী মূর্তি দেখে যখন ট্রয় সৈন্যদের মাঝে আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেছে তখন অ্যাগমেনন গ্রীক সৈন্যদের উৎসাহিত করে ট্রয়দের ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগলেন দুর্বার বেগে।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মাদনা এবং উত্তেজনা থেকে জিউস হেক্টরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছিলেন। ওদিকে অ্যাগমেনন দুর্দান্ত বেগে ট্রয়নগরীর সিংহদ্বারে গিয়ে হাজির হলেন। অ্যাগমেননের এইরকম ভয়ঙ্কর রূপ দেখে দেবরাজ জিউস আইরিসকে ডেকে পাঠালেন। এবং তাঁকে বললেন যে সে যেন হেক্টরকে গিয়ে বলে যে যতক্ষণ অ্যাগমেনন এইভাবে ট্রয় সৈন্যদের আঘাত করতে করতে তার সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে আসবেন ততক্ষণ সে যেন যুদ্ধ পরিচালনার ভার অন্য কারো হাতে দিয়ে সে নিজে যেন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে এবং যখন অ্যাগমেনন কোনভাবে আহত হয়ে রথে ফিরে যাবেন তখন তিনি হেক্টরের শরীরে শক্তির সঞ্চার করবেন যার ফলে রাত্রি পর্যন্ত সে হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য। আইরিশ দেবরাজ জিউসের কথামত কাজ করলেন। অর্থাৎ হেক্টরকে গিয়ে দেবরাজ জিউসের পরিকল্পনা জানালেন।

হেক্টর তখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন তাঁর সৈন্যদের। ট্রয় সৈন্যরা তাতে উৎসাহিত হয়ে গ্রীক সৈন্যদের সম্মুখে অবরোধ করল। ওদিকে একা অ্যাগমেনন তখনো এগিয়ে যেতে লাগলেন।

অ্যাগমেনন তো এগিয়ে চললেন। তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন অ্যান্টিনরের

পুত্র ইফিডেমাস। ইফিডেমাস নিজেও একাধারে সাহসী এবং বীর। তিনি সম্মুখস্থ হলেন অ্যাগমেননের। কিন্তু আজ যেন অ্যাগমেনন অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয়। অ্যাগমেননকে সঙ্গে পেয়ে ইফিডেমাসই প্রথম তাঁকে আঘাত করলেন কিন্তু ইফিডেমাসের বর্শা প্রতিহত হয়ে এল। অ্যাগমেননকে আহত করতে পারলো না। কিন্তু অ্যাগমেনন তাঁর তলোয়ারের আঘাতে ইফিডেমাসকে নিহত করলেন। ইফিডেমাসের ভাগ্যই মন্দ।

অ্যান্টিনরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কূণ তাঁর ভায়ের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলেন। তার ভায়ের এই নির্মম মৃত্যু দেখে তিনি বেদনায় কাতর হয়ে উঠলেন। তার সংকল্প গ্রহণ করত দেরি হল না। তিনি অ্যাগমেননের আড়ালে গিয়ে অ্যাগমেননকে

বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন। যদিও অ্যাগমেনের এতে কোন ক্ষতি হল না। শুধুমাত্র বর্শার আঘাতে তাঁর দেহটা কেঁপে উঠল। কিন্তু তিনি যুদ্ধ ছেড়ে গেলেন না। ওদিকে কূণ তখন তাঁর ভায়ের মৃতদেহটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চিৎকার করে সবাইকে ডাকছিলেন আর মৃতদেহটা টানতে টানতে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অ্যাগমেনন তাকে সে সুযোগটা দিলেন না। তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কূণকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লেন। যদিও সে বর্শাটা কূণ চেষ্টা করেছিলেন আটকাতে কিন্তু তাঁর ঢাল অ্যাগমেননের সেই বর্শার ভয়ঙ্কর আঘাত রুখতে পারলো না এবং কূণ মারা গেলেন।

অ্যাগমেনন কিন্তু আহত হয়েছিলেন। যতক্ষণ তাঁর সেই ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল ততক্ষণ তিনি তাঁর আক্রমণকে মুহূর্তের জন্যও শিথিল করেন নি। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীব্র যন্ত্রণা বোধ করতে শুরু করলেন এবং সারথীকে ডেকে রথের মুখ জাহাজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে ফিরে চললেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি সারাদিন যে যুদ্ধ করেন এটা জিউসের ইচ্ছা নয়। সে কথা তিনি গ্রীক রাজন্যবর্গদের জানিয়ে দিয়ে তাঁর জাহাজে ফিরে চললেন।

এবার রণক্ষেত্রে আবির্ভাব হল হেকটরের। হেকটর ট্রয় সৈন্যদের দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত করতে লাগলেন। হেকটর ছিলেন রণদেবতা অ্যারাসের প্রিয়। সুতরাং তার ভেতর যেন রণদেবতা অ্যারাসের প্রতিমূর্তি দেখা দিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত ট্রয় সৈন্যদের বিপুলভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুললেন। তিনি এগিয়ে গেলেন বিপুল উদ্যমে। তাঁর হাতে যাঁরা প্রথমে নিহত হলেন তাঁদের মধ্যে একিলাস, এজিলাস, ওরাস, এসাইমাস, হিপ্পোনয়—এই সমস্ত গ্রীক বীর এবং দলপতিদের নাম করা যায়। ঝড় যেমন সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়, হেকটরও তেমনি বহু গ্রীক সৈন্যদের উদ্ধত মাথা ধুলোয় লুটিয়ে দিলেন। আর সেই ছিন্ন মাতা থেকে নির্গত রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র প্লাবিত হল।

হেকটরের এই বিক্রমে গ্রীকদের দল শংকিত হয়ে উঠলেন। তারা হয়তো বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়েও যেত যদি না ওডিসিয়াস ডায়ামেডিসকে এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উৎসাহিত না করতো।

ডায়ামেডিসকে উত্তেজিত করার দরকার ছিল না। তিনি হেক্টরের সম্মুখস্থ হবার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। অবশ্য তিনি জানতেন যে, জয়ের ব্যাপারে গ্রীকদের থেকে ট্রয়বীরদের প্রতি জিউসের পক্ষপাত বেশি।

যাইহোক এই দুই গ্রীকবীর তো এগিয়ে গেলেন ট্রায়বাসীদের ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য। প্রথমেই পেলেন থিনব্রেয়াসকে। সঙ্গে সঙ্গে থিনব্রেয়াসকে ডায়ামেডিস বর্শার আঘাতে নিহত করলেন। আর ওদিকে ওডিসিয়াস নিহত করলেন থিনব্রেয়াসের সারথী এবং সহকর্মী মলিয়নকে। তারপর এগিয়ে গেলেন ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে উন্মত্তের মত। একের পর এক শত্রুসৈন্য হত্যা করে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে ফেললেন। ডায়ামেডিস ও ওডিসিয়াসের এই রুদ্রমূর্তি দেখে যখন ট্রয় সৈন্যেরা বেশ একটু বিপাকে পড়ে গেছে এবং হেক্টরের মনোযোগও কিছুটা এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে সেই ফাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক সৈন্যরাও হেক্টরের কবল থেকে পালাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল।

এই বর্ণনার ফাঁকে ডায়ামেডিস রাজা মেরপের দুই পুত্র হিপ্পোডেমাস ও হাইপেরোকাসকে হত্যা করে ফেলেছে। এখানে এই দুই বীর সম্পর্কে একটা কথা বলার আছে। তা হল এই যে, রাজা মেরপ তার দুই পুত্রকে যুদ্ধে আসতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু তারা সেই নিষেধ শোনেনি এবং ফলও হাতে হাতে পেয়ে গেল।

ওদিকে আইডা পর্বতের চূড়া থেকে জিউস লক্ষ্য করছিলেন যুদ্ধের গতি প্রকৃতি। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে আপাতত এই যুদ্ধে কোন পক্ষই জয়লাভ করতে পারবে না কেবলমাত্র একে অন্যকে হত্যাই করে যাবে। যাই হোক তবুও নিশ্চুপভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত তাঁর কোন কাজ ছিল না।

ডায়ামেডিস ওদিকে পওন পুত্র অ্যাগাসট্রোফাসকে হত্যা করে ফেলেছেন। তার সারথী আগেই নিহত হয়েছিল। অ্যাগাসট্রোফাস পালিয়ে যেতে চাইছিলেন কিন্তু ডায়ামেডিসের ছোঁড়া বর্শার আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। ফল হল তাঁর মৃত্যু।

ডায়ামেডিসের এই একের পর এক হত্যালীলা দেখে ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে এক মহা বিভীষিকার সৃষ্টি হল। হেক্টর এই দুই বীরের তাণ্ডবলীলা স্বচক্ষে

দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তীব্র চিৎকার চতুর্দিক আলোড়িত করে তিনি একজন ট্রয়সৈন্য নিয়ে ওডিসিয়াস এবং ডায়ামেডিসের দিকে ছুটে এলেন। তাঁর সেই ভীমদর্শন, রণে উন্মত্ত মূর্তি দেখে এবার ডায়ামেডিস সত্যিই ভীত হয়ে উঠলেন।

বীর ডায়ামেডিসের ভীতির কথা সাধারণের কেউ চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু তিনি তো মানুষ। তাই মনুষ্যজনোচিত গুণ বা দোষ তাঁর ভেতরে থাকবে এর আর বিচিত্র কি! ভয় তো মানুষের ভেতরেই থাকে তাই তাঁর ভীতি পডিসিয়াসের কাছেও এবার অপ্রকাশ রইল না। তিনি ওডিসিয়াসকে দ্বিধাহীনভাবেই জানিয়ে দিলেন যে হেক্টর এবার তাঁদের লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছেন। সুতরাং তাঁদের ধ্বংস এবার অনিবার্য। তবে ডায়ামেডিসকে ধন্যবাদ যে হেক্টরের মত বিক্রমশালী বীরের সম্মুখস্থ হয়েও তার পালিয়ে যাবার কথা মাথায় আসেনি। ডায়ামেডিস এবং ওডিসিয়াস অপেক্ষা করতে লাগলেন হেক্টরের এগিয়ে আসার জন্য।

হেক্টর যথারীতি এগিয়ে এলেন তাঁকে লক্ষ্য করে। ডায়ামেডিস ছুঁড়লেন তাঁর বর্শা। যদিও সে বর্শা হেক্টরকে স্পর্শ করতে পারলো না কিন্তু তাঁর শিরস্ত্রাণের চূড়াকে সে বর্শা দিয়ে আঘাত করল। হেক্টর তখন মুহূর্তের জন্য একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি ডায়ামেডিস আর ওডিসিয়াসের দিকে আর এগিয়ে না এসে আবার ফিরে গেলেন ট্রয় সৈন্যদের মাঝে। কেন কে জানে? নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। ডায়ামেডিস তাঁর এই চলে যাওয়াকে ভুল বুঝলেন। তিনি ভাবলেন যে হেক্টর ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছেন। হেক্টরের মত বীরের ক্ষেত্রে তাঁর এই ভাবনাকে যদিও প্রশ্রয় দেওয়া যায় না তবুও যা খুশি তাই ভাববার মত স্বাধীনতা তাঁর আছে। তাই তিনি যা ভেবেছেন তাঁর নিজের দায়িত্বে ভেবেছেন।

তিনি যখন অ্যাগসট্রোফাসের বর্ম এবং অস্ত্র ইত্যাদি খুলে নেবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন আলেকজান্দ্রাস আড়াল থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে একটি তীর ছুঁড়লেন সেই তীর ডায়ামেডিসের একটা পায়ের পাতাকে বিঁধে মাটিতে গিঁথে গেল। তখন আলেকজান্দ্রাস বেরিয়ে এসে তাঁর সম্মুখে দেখা দিলেন। এবং

তাঁকে জানালেন এই তীর যদি ডায়ামেডিসের প্রাণ নিতে পারতো তাহলে তিনি আরও খুশি হতেন।

কিন্তু ডায়ামেডিসের মত বীর কি এত অল্প আঘাতে নিবৃত্ত হয়। তিনি ভাঙেন তো মচ্‌কান না। হয়তো তাঁর যন্ত্রণা হচ্ছিল কিন্তু তিনি তা আলেকজান্দ্রাসের কাছে প্রকাশ করলেন না। বরং উলটে আলেকজান্দ্রাসকে জানালেন যে এই জাতীয় তুচ্ছ আঘাত (কতটা তুচ্ছ তা তিনি মনে মনে বুঝতে পারছিলেন) কেবলমাত্র একজন অপদার্থ, কাপুরুষের কাছ থেকেই আশা করা যায়। এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু বীরোচিত দম্ভোক্তি শুনিয়ে দিলেন।

একজন বীর যত দম্ভোক্তিই করুক না কেন তাঁর ক্ষতের যন্ত্রণাকে কতক্ষণ ঢেকে রাখতে পারে। ওডিসিয়াস যে মুহূর্তে এসে তাঁর পা থেকে তীর টেনে বের করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে ডায়ামেডিসের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠল। তিনি তক্ষুনি রথ ঘোরালেন জাহাজের দিকে। কারণ ব্যথা তাঁর তীব্রই ছিল।

ডায়ামেডিস তো ফিরে গেলেন, এদিকে ওডিসিয়াস পড়ে গেলেন একা একা। ধারে পাশে একজনও গ্রীক সৈন্য নেই, যারা আছে তারাও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এধার-ওধার ছড়িয়ে আছে। ওডিসিয়াসের খুবই করুণ অবস্থা। ওডিসিয়াস বর্তমানে তাঁর সম্মুখে। এরকম অবস্থায় সাধারণ মানুষের যা মনে হয় ওডিসিয়াসেরও ঠিক তাই মনে হতে লাগলো। তিনি তখন ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর পরিণাম কি হবে? তিনি যদি পালিয়ে যান তাহলে গ্রীক সৈন্যদের হাল-ই বা কি দাঁড়াবে? আর যদি তিনি না পালিয়ে যান তাহলে তাঁর বন্দী হবার ঘোরতর সম্ভাবনা। এবং যদি তিনি বন্দী হন তাহলে তাঁর ফল যে কি দাঁড়াবে তা তিনি চিন্তাও করতে পারছেন না। হঠাৎ তার চেতনা ফিরে এল যে তিনি তো কেবলই তাঁর নিজের কথাই ভাবছেন। একরকম চিন্তা করা তো মোটেই উচিত হবে না। কারণ তিনি ভালভাবেই জানেন যে একমাত্র কাপুরুষেরাই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে ভয়ে পালিয়ে যায় আর যারা বীর তারা শত আহত হলেও, মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়ালেও বরং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করে—অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে নিজের জায়গায়।

ওডিসিয়াসের এই ভাবনাই কি তাঁর কাল হল? তিনি যখন দ্বিধাগ্রস্ত মনে

এই সব কথা চিন্তা করছিলেন তখন ট্রয় সৈন্যরা সদলে এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। ওডিসিয়াসের ভীতি প্রদর্শনেও তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ওডিসিয়াসের প্রচণ্ড ক্রোধকে উপেক্ষা করে তারা এক জোটে আক্রমণ করল ওডিসিয়াসকে। ওডিসিয়াসও ট্রয়সৈন্যের সেই সমবেত আক্রমণে কিছুমাত্র শঙ্কিত হলেন না। বীর বিক্রমে তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। একে একে তাঁর হাতে মারা পড়ল দিপাইরাস কূণ, এন্মোমাস, চেরিসডেমাস এবং হিপ্পোলাস পুত্র তারোপস। এই সময়ে তারোপসের ভাই সোকাস ওডিসিয়াসকে বললো যে হয় তিনি হিপ্পোলাসের দুই পুত্রকেই হত্যা করার গৌরব অর্জন করবেন কিংবা তিনি নিজেই নিহত হবেন। এই কথা বলে সোকাস ওডিসিয়াসকে তার বর্শা দিয়ে আঘাত করল। সেই বর্শা ওডিসিয়াসের ঢাল ভেদ করে তাঁর দেহের কিছুটা মাংস খুবলে নিল। তখন ওডিসিয়াস আহত হলেন বটে কিন্তু মারা গেলেন না। তারপর তিনি কাল বিলম্ব না করে সোকাসকে পাল্টা আক্রমণ করলেন এবং তাঁর বর্শা সোকাসের পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। সোকাস মারা পড়লো।

সোকাসকে মৃত দেখে ট্রয় সৈন্যরা আবার সমবেতভাবে ওডিসিয়াসকে আক্রমণ করল। এইবার ওডিসিয়াস সত্যিই বিপদে পড়লেন। একে তিনি আহত তার ওপর আবার অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ করছেন। তাঁর অবস্থা খুব সহজ বাংলা ভাষায় বললে বলতে হয় 'ল্যাজে গোবরে'। তিনি তখন প্রাণের দায়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগলেন। খুব ভাগ্য ভাল যে সেই চিৎকার মেনেলাস শুনতে পেয়েছিলেন। মেনেলাস তখন অ্যাজাকসকে সঙ্গে করে ওডিসিয়াকের সাহায্যের জন্য ছুটে এলেন।

এদিকে ট্রয় সৈন্যরা যখনই দেখলো যে অ্যাজাকস্ ও মেনেলাস আক্রমণ করতে আসছে তক্ষুনি তারা ভয়ে সরে যেতে লাগলো। মেনেলাস তো ওডিসিয়াসকে বিপদমুক্ত করে রথে চাপিয়ে নিলেন। আর ওদিকে অ্যাজাকস্ ট্রয় সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণ করে একের পর এক হত্যা করে যেতে লাগলেন। তাঁর হাতে একে একে মারা পড়ল প্যাণ্ডারাস, লাইসানরাস পাইরাগাস এবং পাইলারতেস।

ওদিকে হেক্টর ব্যস্ত ছিলেন রণক্ষেত্রের অন্যদিকে। যেখানে নেষ্টর এবং

আইডো মেনেউসকে কেন্দ্র করে ট্রয়সৈন্যরা জমাট বেঁধে উঠেছিল সেখানে ছিলেন হেক্টর। সুতরাং অ্যাজাকস কি করছেন তা তিনি জানতেও পারেন নি। কারণ বীরের যা কাজ, শত্রুনিধন করা হেক্টর সেখানে সেই কর্মে লিপ্ত ছিলেন। হেক্টরের হাতে মারা পড়ল অসংখ্য সৈন্য। তবু গ্রীকরা যুদ্ধ করে যেতে লাগলো অবিচলভাবে। হঠাৎ আলেকজান্দ্রাসের একটা তীর গ্রীকদলপতি মাকাওনের কাঁধে লাগতেই তিনি আহত হয়ে পড়ে গেলেন। এইবার কিন্তু গ্রীকরা সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠল। তাদের সেই অসীম ধৈর্য্য আর রইল না। কারণ যুদ্ধের গতি তখন ট্রয়-এর অনুকূলে। মাকাওনকে ট্রয়রা স্বাভাবিকভাবেই জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করে নিয়ে যাবে কারণ এমত অবস্থায় সবাই তাই করে। এই কথা ভেবে আইডো মেনেউস নেষ্টরকে বললেন যে তিনি যেন মাকাওনকে তাঁর রথে করে যত শিঘ্র সম্ভব জাহাজে নিয়ে যান। কারণ সেখানে শল্য চিকিৎসক আছেন। তিনি মাকাওনের দেহ থেকে তীরটি কেটে বের করে নিতে পারবেন। এই মাকাওনের পরিচয় হচ্ছে তিনি ছিলেন প্রখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক এসক্লেপিয়াসের পুত্র।

আইডো মেনেউসের কথা মত নেষ্টর মাকাওনকে রথে চাপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন এবং সোজা চলে এলেন গ্রীক জাহাজের দিকে

নেষ্টররা যখন চলে গেলেন তখন হেকটররা যেদিকে যুদ্ধ করছিলেন সেই দিকে ট্রয় সৈন্য কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এদিকে যুদ্ধের বেশী চাপ নেই দেখে সেব্রিওন হেক্টরকে বললেন যে তাঁরা এপ্রান্তে যুদ্ধ করছেন কিন্তু অন্যপ্রান্তে ট্রয়সৈন্যর ছোটাছুটি দেখে মনে হচ্ছে যে তারা খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে। হেক্টর তখন সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে সেব্রিওনের কথার সততা উপলব্ধি করলেন। সেব্রিওন আরো জানালেন যে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে যে অ্যাজাকস ট্রয় সৈন্যদের বিপন্ন করে তুলছে সুতরাং তাদের সেইদিকেই রথের গতি ঘুরিয়ে দেওয়া উচিত।

বলামাত্র কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা রথের গতি ঘুরিয়ে ছুটে চললেন সেই দিকে যেখানে অ্যাজাকস নিধন কার্যে রত। তাদের রথের ধাক্কায় অনেকে দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে। রথের চাকা দেখে মনে হচ্ছিল যে রথ সদ্য সদ্য

রক্তনদী পার হয়ে এসেছে। রক্তে আর ধুলোয় চিটচিট করছিল রথের চাকা। এইভাবে হেক্টর অবাধে পথ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁকে ঐরকম ভীমবেগে এগিয়ে আসতে দেখে গ্রীক সৈন্যরা শংকিত হয়ে উঠল। কারণ হেক্টরের তরবারি তখন ঝলসে উঠছে ক্রমাগত।

ওদিকে অ্যাজাকসও তো দুর্দান্তভাবে নিজের কাজ করে চলেছে। হেক্টর সমস্ত গ্রীক সৈন্যদের আঘাত করলেও অ্যাজাকসের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি এগিয়ে চলতে লাগলেন। তার কারণ যে হেক্টরের অ্যাজাকস্ ভীতি তা নয়। হেক্টরের মত বীরের কাছে তা আশা করা নির্বুদ্ধিতা। কারণ সম্ভবত একটাই যে তিনি জানতেন তাঁর চাইতে কোন বীরের সঙ্গে যদি তিনি যুদ্ধ করেন তাহলে জিউস ক্রুদ্ধ হবেন। তাই এবার এগিয়ে এলেন দেবরাজ জিউস নিজেই। তিনি অ্যাজাকসের মনে এমন ভয়ের সঞ্চার করলেন যে অ্যাজাকস্ ট্রয় সৈন্যদের আক্রমণকে বাধা না দিতে পেরে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। ট্রয় সৈন্যদের এই আচমকা দুর্বার হয়ে উঠতে দেখে অ্যাজাকস-এর তখন পিছু-হটা ছাড়া কোন গত্যন্তর রইল না। যদিও দু-একবার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল অর্থাৎ অ্যাজাকস পিছু হঠতে বাধ্য হলেন।

অ্যাজাকসের এই দুরবস্থা দেখে ইউমনের ছেলে ইউরিপাইলাস এগিয়ে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। ইউরিপাইলাসের নিক্ষিপ্ত একটা বর্শা গিয়ে আঘাত করল ফসিসাস পুত্র এপিসাওনকে। এপিসাওন সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। ইউরিপাইলাস-এর এই ধৃষ্টতা দেখে আলেকজান্দ্রাস তাঁকে শাস্তি দিলেন। আলেকজান্দ্রাসের ছোঁড়া একটা তীর তাঁর উরুতে ঢুকে গেল। তখন ইউরিপাইলাস জান বাঁচাতে শিঘ্র শিবিরের দিকে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় গ্রীক রাজন্যদের বলে গেলেন অ্যাজাকসের বিপদের কথা এবং সেই সঙ্গে এও বলে গেলেন যে তারা যেমন করে পারেন অ্যাজাকসকে যেন রক্ষা করেন।

ইউরিপাইলাসের এই চিৎকার করতে করতে এগিয়ে যাওয়ায় একটা সুফল অবশ্য ঘটল সেটা হল এই যে অন্যান্য যারা যে যেখানে ছিল তারা এগিয়ে আসতে লাগলো দলে দলে। ফলে ট্রয়সৈন্যদের আক্রমণ কিছুটা দ্বিধা বিভক্ত

হয়ে গেল। সেই ফাঁকে অ্যাজাকসও নিজেদের দলে ভিড়ে গেল।

আমরা একিলিসকে অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছি। এবার তিনি কি করছেন দেখা যাক। যুদ্ধের এই গতি প্রকৃতি একিলিস তাঁর নিজের জাহাজে বসে লক্ষ্য করছিলেন। নেলেউসের ক্লান্ত ঘোড়াগুলো যখন নেষ্টর ও মাকাওনকে বহন করে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি তা লক্ষ্য করছিলেন। তখন তিনি প্যাট্রোক্লাসকে ডেকে বললেন যে গ্রীকদের এই রকম অবস্থা কল্পনাই করা যায় না। তাঁর ইচ্ছা যে গ্রীকেরা নতজানু হয়ে তাঁর কাছে একবার প্রার্থনা করুক। এই সঙ্গে প্যাট্রোক্লাসকে বললেন যে, সে যেন নেষ্টরকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, নেষ্টর কাকে আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আসলে তিনি দেখেছিলেন ঠিকই শুধুমাত্র সন্দেহ নিরসনের জন্য প্যাট্রোক্লাসকে গ্রীক শিবিরে পাঠালেন।

নেষ্টর এবং ম্যাকাওন রণক্লান্ত দেহে নিজেদের ক্লান্তি দূর করার জন্য সবে পানীয় পান করে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করতে যাবেন এমন সময় প্যাট্রোক্লাস গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা প্যাট্রোক্লাসকে অসময়ে দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন তাই তাঁরা আসন ছেড়ে প্রায় লাফিয়েই উঠলেন। প্যাট্রোক্লাস তখন তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানালেন। এবং তিনি যখন জেনেই গেছেন সে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে ম্যাকাওনকে বহন করে নিয়ে আসছিলেন নেষ্টর তখন তো তাঁর কাজ প্রায় শেষই হয়ে গেছে। তাই তিনি বেশিক্ষণ বসতে চাইলেন না। কারণ যত শিঘ্র সম্ভব তাঁকে গিয়ে খবরটা একিলিসকে পৌঁছে দিতে হবে।

নেষ্টর ক্লান্ত হাসি হাসলেন। তারপর বললেন যে, গ্রীকদের কতজন আহত অথবা নিহত হল একথা জেনে একিলিসের কি লাভ! কারণ তিনি নিজে এতবড় যোদ্ধা হয়েও তাঁর স্বজাতির প্রতি তাঁর কোন দয়ামায়াই নেই। গ্রীকদের এই লাঞ্ছনা তিনি গ্রাহ্যই করছেন না। যে বিশাল ভীতি গ্রীকদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা তিনি গায়েই মাখছেন না। ডায়াডেমিস, ওডিসিয়াস, অ্যাগমেনন, ইউরিপাইলাস, মাকাওন এরা সবাই আহত। আর তাতেই বা একিলিসের কি যায় আসে। কারণ একিলিস তো এখন বধির। একথা শোনা আর না শোনা তাঁর

কাছে সমান। এই প্রসঙ্গে নেষ্টর নিজে কিভাবে তাঁর জাতির জন্য সংগ্রাম করছেন তার কিছু গল্প প্যাট্রোক্লাসকে শোনালেন। একিলিসকে তিনি প্রকৃত পক্ষে দোষারোপই করলেন। আজ গ্রীকসৈন্যদের যদি পরাজয় ঘটে তার জন্য একিলিসকে একদিন অনুশোচনা করতে হবে, একথাও বলতে ভুললেন না। তারপর প্যাট্রোক্লাসের অন্তরকে তাঁর উদ্যম, শক্তি ইত্যাদি নিয়ে কিছু উৎসাহব্যঞ্জক এবং অনুপ্রেরণামূলক কিছু বাক্য শোনালেন। ফল হল যে পেট্রোক্লাস সত্যিই উত্তেজিত হয়ে একিলিসের কাছে ছুটলেন। তাঁর উদ্দেশ্য একিলিসকে প্রকারান্তরে যুদ্ধে ফিরিয়ে আনা। পথে দেখা হল ইউরিপাইলাসরে সাথে। ইউরিপাইলাস তাঁকে অনুরোধ করলেন যে ওষুধের প্রয়োগ তিনি একিলাসের কাছে শিখেছেন তা'প্রয়োগ করে তাঁকে সুস্থ করে তুলতে। প্যাট্রোক্লাস সে অনুরোধ ফেলতে পারেন না। ফল স্বরূপ ইউরিপাইলাস সুস্থ হল।

৩ দ্বাদশ পর্ব ৪
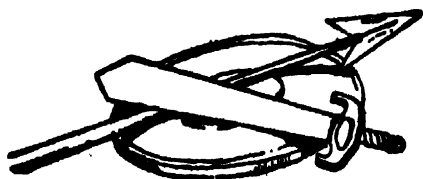
গ্রীকদের প্রাচীর এবার আক্রান্ত হল!

ইউরিপাইলাসের ক্ষতস্থান তো প্যাট্রোক্লাস পরিচর্যা করবার জন্য ইউরিপাইলাসের শিবিরে এলেন। ওদিকে রণক্ষেত্রে যে কি হয়ে চলেছে তার তো কোন খবরই আমরা অনেকক্ষণ রাখিনি। এবার আমাদের পাঠকেরা যেন রণক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করেন।

ট্রয় আর গ্রীক সৈন্য তো মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে চলেছেন। গ্রীকেরা তাদের রণতরীগুলো রক্ষা করবার জন্য প্রাচীর তৈরি করেছিল এবং সেই প্রাচীরের চতুর্দিকে খুঁড়েছিল একটা গভীর পরিখা, সেকথা পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণে আছে। এখন এই পরিখা এবং প্রাচীর কিন্তু দেবতাদের বিনা অনুমতিতেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রাচীর সম্ভবত বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

এই প্রাচীরের ভাগ্যে পরবর্তীকালে কি ঘটেছিল তা আগেই একটু সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক। হেক্টর যতদিন ট্রয়দের মধ্যে তাঁর বিক্রম সহকারে জীবিত ছিলেন, যতদিন একিলিস তাঁর দূর্জয় ক্রোধ মনের ভেতরে নিয়ে গ্রীকদের থেকে দূরে ছিলেন, যতদিন রাজা প্রিয়ামের ট্রয়নগরী অপরাজেয় ছিল এবং কেউ তা অধিকার করেনি, ততদিন পর্যন্ত এই গ্রীক প্রাচীর ছিল অক্ষত। কিন্তু যখন বড় বড় ট্রয়বীরেরা মারা গেলেন, ট্রয়নগরী বিধ্বস্ত হল, যখন গ্রীকদের মধ্যে বহু গ্রীকবীরও নিহত হলেন, যখন ট্রয়যুদ্ধের দীর্ঘ বারো বছরের ট্রয়নগরী বিপর্যস্ত হয়ে গেল এবং গ্রীকেরা তাদের রণতরী সাজিয়ে নিয়ে নিজের দেশের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল তখন পসেডন এবং অ্যাপোলো এই প্রাচীর ধ্বংস করবার পরিকল্পনা নেন। কতকগুলো নদীর গতিপথ গ্রীকদের তৈরি এই প্রাচীরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। পসেডনের নেতৃত্বে এই ধ্বংসকার্য সাধিত হয়। প্রাচীর সমুদ্রগর্ভে ধুলিসাৎ হয়ে গেলে অর্থাৎ ধ্বংসকার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে আবার পসেডন নদীর গতিপথ আগেকার মত করে দিলেন। তবে এই ঘটনা বারো বছর পরেকার।

আমরা ফিরে আসি রণক্ষেত্রে যেখানে তুমুল যুদ্ধ চলেছে দুইপক্ষে।

গ্রীকরা জিউসের দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হয়ে বড়ই বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে লাগলো বার বার। 'এক রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব তার দোসর' এক জিউসকেই গ্রীকেরা সামাল দিতে পারছেন না তার সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছেন হেকটর। এই হেকটর যেন গ্রীকদের বিধ্বস্ত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প। গ্রীকেরা তাঁর ভয়ে থরহরি কম্পমান। আর হেকটরও যুদ্ধ করছিলেন যেন বন্য জন্তুর মত।

কিন্তু ট্রয়সৈন্যরা তাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে গ্রীকদের খোঁড়া পরিখাগুলো পার হতে সাহস পাচ্ছিল না। আসলে ভয় পাচ্ছিল ঘোড়াগুলোই। কারণ সেই পরিখার বিস্তৃতি ছিল বিশাল। এবং গ্রীকেরা এই পরিখার চতুর্দিকে বহু কাঁটা বসিয়ে রেখেছিল যাতে হঠাৎ শত্রুরা ঢুকে পড়তে না পারে ভেতরে। এই কথা তখন পলিডেমাস হেকটরকে জানালেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরো জানালেন যে, এই চেষ্টা করাটাই বাতুলতা। শুধু তাই নয় গ্রীকেরা যদি সমবেত ভাবে তাদের আক্রমণ করে হাতের মধ্যে পেয়ে তাহলে তারা স্ববংশে নির্বংশ হবেন। তারপর তিনি একটা প্রস্তাব দিলেন যে, বরং তাদের সহকর্মী এবং সারথীরা ঘোড়াগুলো নিয়ে পরিখার ধারে থাকুক তাঁরা হেকটরের নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়ে পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করবেন।

পলিডেমাসের প্রস্তাবে হেকটর সন্তুষ্ট হলেন। এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে হেকটরতো যথারীতি রথ থেকে নেমে পড়লেন এবং পরামর্শ অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিলেন। হেকটরকে নামতে দেখে অন্যান্য ট্রয়বীররাও সেই মত কাজ শুরু করলেন। যে সমস্ত দলপতিরা নির্বাচিত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্যারিস তথা আলেকজান্দ্রাস, এলকেথয়, এজিনর তাছাড়া প্রিয়ামের দুই ছেলে হেলেনাস ও ডেলফোরাসও ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বীর এসিয়াস। এদের সবারই মোটামুটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এরা খুব তাড়াতাড়ি প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে গ্রীক রণতরীগুলোকে আক্রমণ করবে। অন্যান্য ট্রয়সৈন্যরাও পলিডেমাসের পরামর্শ মেনে নিলেন এবং সেই মত কাজও করলেন।

একমাত্র হার্ডকস পুত্র এসিয়াস তাঁর রথ এবং সারথীকে বিদায় না দিয়ে একাই এগিয়ে চললেন গ্রীক জাহাজের দিকে। তার ফল হল ভয়ঙ্কর। তাঁর মৃত্যুকে তিনি বলতে গেলে যেচেই ডেকে আনলেন। আইডো মেনেউসের

একটা বর্শা এসে তাঁকে হঠাৎ আঘাত করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পতন হল। আসলে এসিয়াস তাঁর অনুচরদের নিয়ে যে পথ দিয়ে হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি আদপে চিন্তাই করতে পারেন নি সেই পথে দুজন গ্রীক সেনাপতি এসিয়াসের এই অভিযানকে প্রতিরোধ করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এসিয়াসের পতন ঘটার সাথে সাথে অন্যান্য ট্রয় সৈন্যরাও তাদের নিজের নিজের দলপতিদের নেতৃত্বে রণে উন্মত্ত হয়ে ছুটে এল গ্রীক প্রাচীর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে। যদিও পলিপিটেস এবং লিওনটিয়াস নামে দুই গ্রীক যোদ্ধা কিছুক্ষণ গ্রীকসৈন্যদের উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছিলেন ট্রয়সৈন্যদের আক্রমণকে বাধা দেবার জন্য, কিন্তু যখন তারা লক্ষ্য করল যে ট্রয়সৈন্যর গতি এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে গ্রীকসৈন্যরা সাহায্যের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন তখন তাঁরা বীরবিক্রমে এগিয়ে গেলেন এবং ট্রয়সৈন্যদের গতি কিছুটা প্রতিহতও করলেন।

এসিয়াস যদিও জিউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে যাতে ট্রয়সৈন্যরা তাঁর নেতৃত্বে জয়ী হয়। কিন্তু জিউসের ইচ্ছে অন্যরকম ছিল। তিনি চেয়েছিলেন একমাত্র হেক্টরকে বিজয় গর্বে ভূষিত করতে।

ওদিকে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর থেকে ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। গ্রীকদের তৈরি সেই প্রাচীরের বাইরে বিভিন্ন জায়গাতে চলছিল যুদ্ধ। সেই প্রাচীরটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। গ্রীকেরা এই যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রস্তুত ছিল না, এই অতর্কিত আক্রমণে বোঝা যাচ্ছিল যে তাদেরকে বেশ বিপদে ফেলে দিয়েছে। তবু তারা তাদের রণতরীগুলো রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে গ্রীকদের প্রতি যে সব দেবতারা ছিলেন তারা বেশ বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। এইদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তখন যিনি যথাশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন তিনি হচ্ছেন গ্রীকবীর ন্যাপিয়া।

এই সময় ট্রয়বীর দামাসাস মারা পড়লেন পলিপিটাসের বর্শার ঘায়ে। তাঁর সাথে পলিপিটাস ট্রয়দলপতি পাইলন এবং ওর্মেলাসকেও হত্যা করলেন। লেওনটিয়াসের হাতে একে একে মারা পড়লেন হিপ্পোমেকাস, এ্যান্টিফেই, মেমন, ল্যামোনাস এবং ওরেসটেস।

এই সময় ট্রয়দের ভেতরে, বিশেষ করে পলিডেমাস এবং হেক্টর, তাঁরা আচমকা এই পরিণতি দেখে বুঝিবা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। সম্ভবত এই দ্বিধার জন্যই হেক্টর ও পলিডেমাসের ভেতরে এক মতান্তরের সৃষ্টি হল। কারণটা কিছুই নয় খুবই তুচ্ছ বলতে গেলে। আকাশে একটা ঈগল পাখি একটা সাপকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সাপটা বার বার ঈগলকে আঘাত করার চেষ্টা করে পরিশেষে যখন সফল হল তখন সেই ঈগল সাপটার দংশনে সাপকে ছেড়ে চিৎকার করতে করতে উড়ে পালিয়ে গেল। এই ঘটনা দেখে পলিডেমাসের মনে দৃঢ় ধারণার উদয় হল যে সেই ঈগল এবং সাপ প্রকৃতপক্ষে দৈবপ্রেরিত। আসলে যদিও সাপটা জয়ী হল তবুতো সে অক্ষত রইল না। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে ট্রয়সৈন্যরা গ্রীক প্রাচীর ভাঙ্গতে সক্ষম হলেও তারা কেউ অক্ষত দেহে ফিরে আসবে না। কিন্তু হেক্টর তাঁর এই ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে পারলেন না। আসলে মতান্তরটা এই নিয়ে। এবং পরিশেষে হেক্টর পলিডেমাসকে জানালেন যে তিনি কোন সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চান না। জিউসের ওপর তাঁর অগাধ ভরসা। জিউস যদি কোন অশুভ ফল দান করেন তাহলে একমাত্র তাঁর প্রত্যয় হবে। এবং এই প্রসঙ্গে পলিডেমাসকে তিনি সাহসী এবং দৃঢ় হবার জন্য অনুমতি জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাবধানও করে দেন যে তিনি যদি নিজে যুদ্ধ না করেন বা অন্য কাউকে যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার জন্য উত্তেজিত করেন তাহলে নিঃসন্দেহে হেক্টরের বর্শার আঘাত তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে।

এইবার হেক্টর এগিয়ে গেলেন তাঁব অনুচরদের নিয়ে। সমস্ত ট্রয়সৈন্যরা তাঁর নেতৃত্বে এক প্রবল আলোড়ন তুলে অগ্রসর হয়। দেবরাজ জিউস এই অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁর একান্ত আন্তরিক ইচ্ছে ছিল যে বিজয়মাল্য তিনি হেক্টরকেই দেবেন। তাই তাঁর আদেশে কিংবা ইচ্ছাতেও বলা যেতে পারে এক প্রবল ঝড় ধুলোর আবরণে আবৃত করে ফেললো গ্রীক রণতরীগুলোকে। গ্রীকসৈন্যদের সাহস এবং সমস্ত তীব্রতা দেবরাজ জিউসের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। হেক্টরের নেতৃত্বে ট্রয়সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রীক প্রাচীরের ওপর। ভেঙ্গে ফেলে দিল প্রাচীরের সামনের স্তম্ভগুলোকে তারপর প্রাচীরের ভেতরকার গর্তগুলোকে আরো বড় করার চেষ্টা করতে লাগলো।

বলিহারি যাই গ্রীকসৈন্যদের। তারা কিন্তু আত্মসমর্পণ করল না বা যুদ্ধ থেকে বিরত হল না। তারা নতুন উদ্যমে প্রাচীরের ওপর থেকে ট্রয়সৈন্যদের অস্ত্রনিক্ষেপ করতে লাগলো। অ্যাজাকস্‌বীরেরা গ্রীকসৈন্যদের যখনই যুদ্ধ বিমুখ হতে দেখতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদেরকে প্রবল উৎসাহে উৎসাহিত করতে লাগলো। ফলে ট্রয়সৈন্যরা গ্রীকদের প্রাচীরকে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করতে পারলো না।

হয়তো বা হেক্টর এবং তার অনুগামী ট্রয়সৈন্যরা গ্রীকদের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে পারতো না যদি না দেবরাজ জিউস তাঁর পুত্র সার্পেডনকে যুদ্ধে না পাঠাতেন। সার্পেডন এসে হেপ্পোলোকাস পুত্র গ্লাসকে উৎসাহিত করলেন এগিয়ে যাবার জন্য! হয় এসপার নয় ওসপার, হয় জয় না হয় পরাজয়। যাহোক একটা হবে, সুতরাং মিছিমিছি যুদ্ধকে পরিহার করা নিরর্থক।

গ্লকাসের সম্মতিক্রমে সার্পেডন এবং গ্লকাস দুজনে মিলে এগিয়ে চললেন ভীমবিক্রমে। সাক্ষাৎ ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এই দুজনের হাতে। মেনেস্থিয়াস তাই দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সাহায্যের জন্য তিনি চিৎকার করলেন কিন্তু সার্পেডন এবং গ্লকাসের অস্ত্রের ঝনাৎকারে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তাই সেই ডাক কেউ শুনতে পেল না। বাধ্য হয়ে মেনেসথিয়াস থূতকে দূত হিসেবে অ্যাজ্যকসের কাছে পাঠালেন এই দুই অধিনায়কের আসার সংবাদ দিয়ে।

দূত অ্যাজাকসের কাছে গেল তিলমাত্র বিলম্ব না করে। অ্যাজাকস্‌ এই সংবাদ শুনে অয়েলিয়াসকে যুদ্ধের ভার দিয়ে মেনেস্থিয়াসকে সাহায্য করার জন্য টিউসারকে নিয়ে চলে এলেন। অ্যাজাকস্‌ এসেই পাথর দিয়েই সার্পেডনের এক সহকর্মী এপিকলসকে নিহত করলেন। অন্যদিকে টিউসারের তীর গ্লকাসের মাথায় গিয়ে এমন আঘাত করল যে সে গুরুতরভাবে আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করল। এদিকে গ্লকাসকে আহত এবং পলায়নরত দেখে সার্পেডন মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। তা সত্ত্বেও তিনি একাই প্রাচীরকে ভাঙবার জন্য বারবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে লোক চলাচলের উপযোগী এক ছিদ্র করতে সক্ষমও হলেন।

প্রাচীরের এই অবস্থা দেখে অ্যাজাকস ও টিউসার একসঙ্গে আক্রমণ করলেন সার্পেডনকে। দেবরাজ জিউসের কৃপায় টিউসারের নিক্ষিপ্ত তীর সার্পেডনের দেহকে স্পর্শ করল না। কিন্তু অ্যাজাকসের বর্শা সার্পেডনকে সম্পূর্ণরূপে না হলেও আংশিকভাবে বিব্রত করল। তবু সার্পেডন প্রাচীর ছেড়ে পিছিয়ে গেলেন না। এবং তিনি লাইসিও সেনাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন যাতে তারা সদলে এসে সার্পেডনের সঙ্গে যোগ দেয় যাতে তারা একসঙ্গে প্রাচীর ভেঙ্গে গ্রীক রণতরীতে গিয়ে পৌঁছতে পারে। এমনকি এজন্য সার্পেডন লাইসিও সেনাদের ভর্ৎসনা করতেও কুণ্ঠা বোধ করলেন না।

সার্পেডনের এই তিরস্কারে সেনাদল লজ্জিত হয়ে আবার তার চারদিকে ছুটে এল। গ্রীক সেনারাও এদিকে প্রাচীরের কাছে প্রস্তুত হয়ে উঠল যুদ্ধের জন্য। আবার শুরু হল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। লাইসিও সেনারাও প্রাচীর ভেঙ্গে গ্রীক শিবিরের মধ্যে যেতে পারলো না, আবার অন্যদিকে গ্রীক সেনারাও প্রাচীরের গা থেকে লাইসিওদের সরিয়ে দিতে পারলো না। দু'দলই প্রাচীর আঁকড়ে পড়ে রইল।

সৈন্যক্ষয় যেমন হল ট্রয়পক্ষের, তেমনি সৈন্যক্ষয় হল গ্রীকপক্ষের। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, কোন দলই ছেড়ে কথা বলে না। দু'দলই যেন জয় পরাজয়ের দাঁড়িপাল্লায় সমান গৌরব বহন করে চলতে থাকলো। কিন্তু যেহেতু দেবরাজ জিউসের আন্তরিক ইচ্ছে যে, হেক্টরের মাথাতেই বিজয়ের মুকুট অর্পিত হয় তাই তাঁর শুভেচ্ছার কথা বলে হেক্টর প্রাচীর অতিক্রম করলেন। হেক্টর প্রচীর অতিক্রম করার পর যেন আর কোন বাধাই রইল না। এদিকে হেক্টরও বসে নেই। তিনি প্রাচীর অতিক্রম করেই ট্রয়সৈন্যদেরও সেই প্রাচীর অতিক্রম করার জন্য আহ্বান জানালেন। প্রচণ্ড উৎসাহে তিনি উজ্জীবিত করে তুললেন ট্রয়সৈন্যদের এবং প্রসঙ্গত এও বলতে ভুললেন না যে তারা প্রচীর অতিক্রম করলে যত শিঘ্র সম্ভব গ্রীক রণতরীগুলোতে আগুন লাগাতে পারবে।

হেক্টরের এই উৎসাহব্যঞ্জক আহ্বানে কাজ শুরু হল। ট্রয়সৈন্যরা হেক্টরের কথায় উদ্দীপিত হয়ে প্রাচীর অতিক্রম করার জন্য বর্শা হাতে তার ওপর উঠে

পড়লেন। এবার হেক্টরের কেরামতি শুরু হল। যে পাথর দু'চারজন শক্তিশালী পুরুষ মিলেও তুলতে পারে না সেই পাথর জিউসের আশীর্বাদপুষ্ট হেক্টর অবলিলাক্রমে তুলে সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রাচীরের দরজায় তা দিয়ে আঘাত করলেন। কতই বা সইতে পারে! কাঠ বৈ তো নয়? সেই বিশাল দরজা মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ে দ্বার মুক্ত হয়ে গেল। হেক্টর প্রবেশ করলেন বিকট

রণমূর্তি ধরে। তাঁর পিছনে পিলপিল করে ট্রয়সৈন্যরা ঢুকতে লাগলো। ট্রয়সৈন্যর এই অবারিত প্রবেশ দেখে গ্রীক সৈন্যর ভেতর শুরু হল চঞ্চলতা। 'য পলায়তি সঃ জিবতি' এই নীতি গ্রীকসৈন্যরা অনুসরণ করলেন। ফলে তাদের ভেতরে দেখা দিল বিশৃংখলা।

৩ ত্রয়োদশ পর্ব ৫
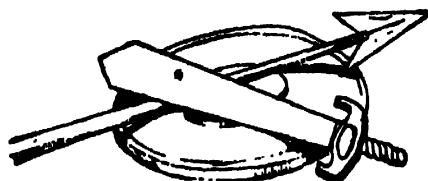
যুদ্ধ এবার রণতরীর কাছে...

জিউসের সাহায্যে হেকটর আর ট্রয়সৈন্যরা গ্রীক রণতরীগুলোর খুব কাছে চলে এল। ট্রয়সৈন্যরা দারুণ উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো। জিউসও তাদের বেশি আর সাহায্য করবার প্রয়োজন মনে করলেন না কারণ তিনি জানতেন যে কোন দেবতাই গ্রীক বা ট্রয়বাসীদের সাহায্য করতে এগিয়ে যাবেন না। জিউস এবার অন্য সেনাদলের ওপর নজর দিলেন। বিশেষ করে থ্রেস, মাইশিয়া এবং অ্যাবিয়ার সেনাদলের ওপর। একথা উল্লেখ করা উচিত যে অ্যাবিয়ার অধিবাসীরা ন্যায় নীতির দিক থেকে ছিল সব চাইতে বেশি উন্নত।

দেবরাজ জিউস তো বারণ করে দিয়েছিলেন কাউকে এই যুদ্ধে সাহায্য না করার জন্য। কিন্তু ঝড় এবং ভূমিকম্পের দেবতা পসেডন ট্রয় সৈন্যদের হাতে গ্রীক সৈন্যদের নিগ্রহ দেখে আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি দেবরাজ জিউসের আচরণ ও নীতিতে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন।

তিনি তাঁর প্রাসাদ থেকে সোনার কেশরযুক্ত এবং পাখাবিশিষ্ট দৈব ঘোড়াকে রথে জুড়ে রথ চালনা করলেন গ্রীক রণতরী অভিমুখে। তাঁকে সানন্দে পথ করে দিল সমুদ্রের ঢেউয়ের জল।

এদিকে আমরা একবার দৃষ্টিপাত করি ট্রয়সৈন্যরা কিভাবে লড়াই করে চলেছে। হেকটরের নেতৃত্বে ট্রয়সৈন্যরা তখন লড়াই করে চলছিল ভয়ঙ্কর ভাবে। এবং হয়তো বা মনে মনে ভেবেও ছিল যে সমস্ত গ্রীক রণতরীগুলো তারা দখল করে নেবে। এবং সেই সাথে হত্যা করবে তাদের বড় বড় বীরদের। কিন্তু সমুদ্র, ঝড়, ভূমিকম্পের দেবতা পসেডন চলে আসাতে বোধহয় তাদের সে আশা আশাই থেকে গেল। পসেডন ক্যালকাসের ছদ্মবেশে গ্রীক সেনাদের উৎসাহিত করে চললেন।

অ্যাজাকস বীরদ্বয় তো আগে থেকেই যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। তিনি (পসেডন) প্রথমে গিয়ে তাদের উৎসাহিত করে তুললেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এও বলতে

ভুললেন না যে তাঁর আসল ভয় হেক্টরকে নিয়ে। কারণ হেক্টর জিউস অনুগ্রহিত। এই ভাবে উৎসাহিত করতে করতে পসেডনের দৈব অনুগ্রহে অ্যাজাকস্ বীরদ্বয়ের হাত-পা গুলোকে ভীষণরকম হালকা এবং কর্মঠ করে তুললেন। তাঁর এই ইন্দ্রজালিক শক্তির বিকাশ দেখে অ্যাজাকস বীরদ্বয় পসেডনকে দেবতা বলে অনুভব করতে পারলেন। তাঁরা ভেতরে এত উৎসাহ অনুভব করলেন যে তেলাপনপুত্র অ্যাজাকস তো অরলিয়াসপুত্র অ্যাজাকসকে বলেই ফেললেন যে তিনি একাই ট্রয়বীর হেক্টরের সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধে সামিল হতে পারেন।

ওদিকে যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশ ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠতে লাগলো। পসেডনও বসে নেই। তিনিও গ্রীকদের উৎসাহিত করবার কাজ পুরোদমে করে যেতে লাগলেন। ওদিকে জাহাজের মধ্যে গ্রীকেরা হতাশায় মুহ্যমান হয়ে বসে বসে তাদের সর্বনাশের প্রতিক্ষণ করছিল। এমন সময় উৎসাহদাতার ভূমিকা নিয়ে সেখানে এলেন পসেডন। হতাশার অন্ধকারে যেন আলোর বান ডাকলো।

টিউসার, লিডাস, পেনিলিয়াস, থোয়াস, মেরিওন অ্যান্টিলোকাস প্রভৃতি বীর যোদ্ধাদের কাছে গিয়ে পসেডন ক্রমাগত উত্তেজিত করে যেতে লাগলেন। ফল হল বেশ ভালই। অ্যাজাকস বীরদ্বয় হেক্টর এবং ট্রয়বাসীদের এগিয়ে আসা আক্রমণকে রুখবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছনে সুসংঘবদ্ধভাবে ঢাল এবং বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন অন্যান্য গ্রীক সৈন্যরা। বোঝা যায় যুদ্ধের উন্মত্ত দামামা তাদের মনের মধ্যেও দ্রিমি দ্রিমি বেজে উঠেছে।

এদিকে হেক্টরের নেতৃত্বে সবেগে এগিয়ে আসতে লাগলো ট্রয়সৈন্যরা। হেক্টর অসীম একাগ্রতার সাথে দুর্বার বেগে গ্রীক শিবির এবং জাহাজের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। চোখে মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব। যেন এ দুর্বার গতি রোখার সাধ্য নেই কারো। কিন্তু পসেডনের উত্তেজনার হাওয়া এসে লেগেছে গ্রীকদের মনে। তারা হঠাৎই পাল্টা আক্রমণে তৎপর হয়ে উঠল। সবাই মিলে একসঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে তারা হেক্টরকে ঘিরে ফেললো।

হেক্টর বিচলিত হলেন না। বরং তিনি ট্রয়বাসীদের অটল সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ করে যাবার জন্য উৎসাহ দিলেন। কারণ তিনি জানতেন জিউসের কৃপায় তিনি ধন্য।

এরপর প্রথমেই লাগলো দিকোবাসের সাথে গ্রীকবীর মেরিওনের সংঘর্ষ। কিন্তু মেরিওনের বর্শা দিকোবাসের ঢালের ওপর লেগে ভেঙে গেল। মেরিওন ব্যর্থ হলেন শত্রু হত্যায়। কিন্তু যুদ্ধ থেমে রইল না। যুদ্ধ চলতে লাগলো পূর্ণোদ্যমে। রণধ্বনি বিদীর্ণ করে তুলল আকাশ বাতাস। গ্রীকবীর টিউসারের হাতে পতন ঘটল নেষ্টর পুত্র ইম্প্রিয়াসের। টিউসার যখন ইম্প্রিয়াসের দেহ থেকে বর্ম খুলে নেবার জন্য এগিয়ে গেলেন তখন তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করল হেকটর। টিউসার তা দেখতে পেয়ে সরে গেলেন। সেই বর্শা গিয়ে লাগলো সবেমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আগত অ্যাম্ফিমেকাসের বুকে। বলাই বাহুল্য যে হেকটর নিক্ষিপ্ত বর্শাকে সহ্য করবার ক্ষমতা খুব কম বীরেরই আছে। তাই পতন ঘটল অ্যাম্ফিমেকাসের।

এই অ্যাম্ফিমেকাস ছিলেন পসেডনের পৌত্র। তাই অ্যাম্ফিমেকাসের মৃত্যুতে পসেডন ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি অ্যাণ্ডিমন পুত্র থোয়াসের ছদ্মবেশ ধারণ করে উপস্থিত হলেন গ্রীকশিবিরে। এবং গ্রীকদের উৎসাহিত করার কাজ ত্বরান্বিত করলেন।

এবার আমরা রণক্ষেত্র থেকে দৃষ্টি ফেরাই গ্রীকশিবিরের মধ্যে, যেখানে পসেডনের উৎসাহে উৎসাহিত আইডোমেনেউস এবং মেরিওন পরস্পর যুদ্ধে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন। মুখে তাঁদের রণদেবতা অ্যারেসের স্ব-প্রতিভতা কারণ মেরিওন যখন আইডো মেনেউসকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁরা কোন দিক থেকে যুদ্ধ শুরু করবেন, তখন আইডো মেনেউস অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বললেন যে একমাত্র রাজা জিউস ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর মানুষের ক্ষমতা নেই যে গ্রীক রণতরী দখল করে। হেক্টর তো কোন ছার।

তারপর আইডো মেনেউস মেরিওনকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি নিজে যেদিকে যেতে চাইছিলেন সেইদিক লক্ষ্য করে। আইডোমেনেউসকে দেখে ট্রয়সৈন্যরা দলবদ্ধ ভাবে গ্রীক জাহাজের দিকে এগিয়ে গেল। ট্রয়সৈন্যরা ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আইডো মেনেউসের ওপরে। আইডো মেনেউস ও তার সাথীদের সাথে প্রচণ্ড সংঘাত বাঁধল ট্রয়সৈন্যদের। রণ-হুংকারে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সৈন্যদের পায়ের দাপটে ধুলোয় ছেয়ে গেল চারিদিক।

জিউসের চিন্তা ট্রয়নগরীকে কেন্দ্র করে একটু অন্যরকম ছিল। কারণ একিলিসের সম্মান রক্ষার জন্য যতটুকু গৌরব হেকটরকে এবং ট্রয়বাসীদের দেওয়া প্রয়োজন ঠিক ততটুকু গৌরবই তিনি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি গ্রীকদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে চাননি। আসলে তিনি চেয়েছিলেন থেটিস এবং তার পুত্রকে গৌনবান্বিত করতে।

এদিকে পসেডন ট্রয়সৈন্যদের হাতে গ্রীকসৈন্যদের পরাজিত হতে দেখে জিউসের ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে সমুদ্রকূল থেকে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু দেবরাজ জিউস অভিজ্ঞতা ও বয়স সবদিক থেকে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তিনি গ্রীকদের সরাসরি সাহায্য করতে সাহস করেন নি। মানুষের ছদ্মবেশে গ্রীকসৈন্যদের মধ্যে গিয়ে ক্রমশই তাদের উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। এই দুই দেবতা যুদ্ধকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছিলেন যে কিছুতেই যুদ্ধের বাঁধুনীকে ছিঁড়ে ফেলা যাচ্ছিল না। ফলস্বরূপ খালি হত্যার পর হত্যাই হয়ে চলেছে।

আইডো মেনেউসের হাতে ওথেরিওনিয়াস হত হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ওথেরিওনিয়াস ক্যামিনাস থেকে ট্রয়ে এসে রাজা প্রিয়ামের সবচাইতে সুন্দরী কন্যা ক্যাসানরাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। এবং তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে তার পরিবর্তে তিনি ট্রয়নগরীর সীমানা থেকে গ্রীকদের তাড়িয়ে দেবেন। তাই তিনি যুদ্ধও করে চলেছিলেন প্রাণপণে তাঁর শর্তকে মনে রেখে। কিন্তু আইডো মেনেউসের আঘাত তাঁর সুন্দর ইচ্ছার অপমৃত্যু ঘটালো।

এসিয়াস চেষ্টা করেছিল ওথেরিওনিয়াসের দেহটাকে আইডো মেনেউসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার। কিন্তু সে সময়ই সে পেল না। তার আগেই আইডোমেনেউসের বর্শাফলকের আঘাত তাকে বিদির্ণ করে দিল। এবং আর একজন বীরের পতন ঘটল। এসিয়াসের রথের সারথীও এই হত্যাকাণ্ডের আওতা থেকে বাদ গেল না। অ্যান্টিলোকাসের নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা নিহত করল এসিয়াসের সারথীকে।

দিফোবাস বসিয়াসেড হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এগিয়ে এলেন আইডোমেনেউসের দিকে। কিন্তু আইডোমেনেউস-কে সে কিছু করতে সক্ষম হল না কারণ আইডোমেনেউসের কাছে ছিল এমন এক বিশেষ ধরনের ঢাল যা

তার সারা দেহকেই আবৃত করে রেখেছিল। অবশ্য দিফোবাস নিক্ষিপ্ত বর্শা হত্যা করল হিপ্পামাসপুত্র হিপসেনারকে। দিফোবাস হিপসেনারকে হত্যা করে বেশ গর্ভ অনুভবই করলেন। কারণ তিনি আইডোমেনেউসকে হত্যা করতে না পারলেও এসিয়াসের মৃত্যুর বদলা হিসেবে অন্তত একজনকে সে হত্যা করতে পেরেছিল।

হিপসেনারের দেহকে অ্যান্টিলোকাসের সহযোদ্ধারা জাহাজে নিয়ে চলে গেল। আইডোমেনেউসের ক্রোধ তখনও নিভে যায় নি। 'যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে সরাবো ট্রয়সৈন্যর জঞ্জাল' — এই রকম একটা মনোভাব নিয়ে তিনি লড়াই করে চলেছিলেন। তাঁর হাতে পতন ঘটল অ্যালকেথেয়রের! অবশ্যই সাহায্য করেছিলেন পসেডন। অ্যালকেথেয়রের চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সুযোগ আইডোমেনেউস ছেড়ে দেননি। ফলস্বরূপ তার বর্শা অ্যালকেথেয়রের বুককে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

এদিকে আইডোমেনেউস দিফোবাসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। প্রসঙ্গত এও বলতে ভুললেন না যে তিনি জিউসের বংশধর। দিফোবাস পড়লেন ফাঁপরে। আসলে তিনি যে ভীত হয়েছিলেন তা নয়। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে এই যুদ্ধে তিনি একা আসবেন না সঙ্গে কাউকে নেবেন। ভালমন্দ বিবেচনা করে তিনি ঈনিসকে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এদিকে ঈনিশ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা দরকার। ঈনিশ ভেতরে ভেতরে রাজা প্রিয়ামের ওপর একটু অসন্তুষ্টই ছিলেন। কারণ ট্রয়যুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখানো সত্বেও রাজা প্রিয়াম তাকে যোগ্য সম্মানে ভূষিত করেন নি। এই ছিল তাঁর ক্রোধের কারণ।

দিফোবাস ঈনিসকে গিয়ে আবেগপূর্ণ ভাষায় বললেন যে, যে অ্যালকেথেয়র তাঁকে শৈশব থেকে লালন-পালন করেছেন সেই অ্যালকেথেয়র আইডোমেনেউসের হাতে নিহত হয়েছেন। ঈনিস কি চায় না আইডোমেনেউসের যথাযোগ্য শাস্তি হোক।

যথারীতি ঈনিস দিফোবাসের ঐ আবেগপূর্ণ ভাষণে উত্তেজিত হয়ে আইডোমেনেউসের সকাশে তাঁকে যোগ্য শিক্ষা দিতে গেল। ঈনিসের সেই রণউন্মাদ মূর্তি দেখে আইডোমেনেউস ভীত হয়ে এসকালাকাস, মেরিওন. অ্যান্টিলোকাস প্রভৃতি বীরদের সম্বোধন করতে লাগলেন যাতে তাঁরা

আইডোমেনেউসকে এসে সাহায্য করতে পারেন। কারণ আইডোমেনেউসের বয়েসের তুলনায় ঈনিস ছিল বয়েসে অনেক তরুণ। ঈনিসের আঘাত আইডোমেনেউসকে খুব সহজেই ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। আইডোমেনেউসের আহ্বান শুনে ঈনিসও দিকোবল, প্যারিস, এজিনর প্রভৃতি বীরদের সম্বোধন করলেন। দুদিকেই দুই সেনাদল সহ প্রচণ্ড রণে মেতে উঠল উভয় পক্ষই। এদের মধ্যে আইডোমেনেউস এবং ঈনিস শুরু করেছিলেন এক ভয়ঙ্কর দ্বৈত যুদ্ধ। এই দ্বৈত যুদ্ধের ফাঁকে আইডোমেনেউসের আঘাতে ট্রয়পক্ষের এনেমাসের পেট চিরে তার নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আইডোমেনেউস এনেমাসের পেট থেকে বর্শাটা খুলে নিতে পারল না। অবশ্য অন্য কারণও ছিল কারণ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার ফলে তাঁর শক্তিও অনেকটা হ্রাস হয়ে এসেছিল। তাই তিনি ধীর পায়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যাবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তাঁকে সরে যেতে দেখে দিকোবল তাঁকে লক্ষ্য করে একটা বর্শা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু এবারও আইডোমেনেউসের ভাগ্য ভাল। কারণ দিকোবল নিক্ষিপ্ত বর্শা তাঁকে আঘাত করার পরিবর্তে আঘাত করল অ্যারেসপুত্র এস্কাকালাসকে। ফল এস্কাকালাস নিহত হলেন।

অ্যারেস কিন্তু তখনও জানেন না যে তাঁর পুত্র আর ইহজগতে নেই। কারণ তিনি তখন অবস্থান করছিলেন জিউসের আদেশে অলিম্পাসের শিখর দেশে স্বর্ণমেঘের আড়ালে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে।

এই যুদ্ধের মধ্যে দিফোবাস হঠাৎ আহত হয়ে গেলেন। মেরিওন তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল। অবশ্য সঙ্গে দিফোবাসের ভাই পোলাথেতেস দিফোবাসকে দূরে প্রতিক্ষমান রথের ওপর নিয়ে চলে গেলেন শহরের ভেতর।

যুদ্ধের তাণ্ডব ক্রমাগত বেড়েই চলল। মারা গেল অনেকে। অ্যাড়ামাস, দিপাইরাস এরা সবাই একে একে ধরাধাম থেকে বিদায় নিল। দিপাইরাসের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ মেনেলাস আক্রমণ করল প্রিয়াম পুত্র হেলেনাস। এই দ্বৈত যুদ্ধে পরাজয় ঘটল হেলেনাসের। ও দিকে পিসানডাস ছুটে এসে আক্রমণ করল মেনেলাসকে। কিন্তু পিসানডাসের মৃত্যু লেখা ছিল মেনেলাসের হাতে। তাই মেনেলাসের হাতে পিসানডাসের পতন ঘটল। এর পরে মেনেলাসের হাতে

পতন ঘটল আরো একজনের। তিনি হলেন পাইলামেনেসের পুত্র হারপেনিয়ন।

এইভাবে ক্রমাগত হত্যার পর হত্যা হ'তে হ'তে যুদ্ধের আগুন বেড়েই চলল। গ্রীকেরা যে ক্রমাগত ট্রয়সৈন্য ধ্বংসই করে চলেছে সে কথা হেকটরের কানে এল। হেকটর যে প্রাচীর দ্বারের পথ ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছিলেন, তিনি সেখানেই যুদ্ধ করছিলেন। ভয়ঙ্কর গতিতে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন গ্রীক রণতরীগুলোর দিকে।

ট্রয়সেন্যরা সত্যিই খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের হয়তো গ্রীক রণতরী জয়ের আশা ত্যাগ করে ফিরে আসতে হ'ত যদি না পলিডোমাস তাদের মধ্যে এগিয়ে না আসতেন। পলিডোমাস ট্রয়বাসীদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার পর হেকটরের সঙ্গে একটা ছোট্ট আলোচনা হয়ে গেল। সেখানে তিনি হেকটরকে প্রস্তাব দিলেন যে কিছুক্ষণের জন্য পশ্চাদ্‌পসরণ করে সেনাপতিদের ডেকে একটা তাৎক্ষণিক আলোচনায় বসতে। হেকটর পলিডেমাসের এই প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিলেন। এবং সমস্ত সেনাপতিদের একত্র করতে বলে ট্রয়সেনা এবং তাদের মিত্র শক্তিদের ভেতরে প্রবেশ করলেন। আসলে তিনি কিছুক্ষণের জন্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন তার প্রধান কারণ হল, দিফোবাস, অ্যাডামাস প্রভৃতিকে খোঁজা। কিন্তু তাদের কাউকেই না পেয়ে তিনি শোকাহত হলেন। আর তিনি দেখতে পাবেনই বা কি ভাবে! তিনি যাদের খুঁজছিলেন, তাদের মধ্যে দুজন মারা গেছে আর বাকি কজন ভয়ঙ্কর আহত হয়ে ট্রয়নগরীতে ফিরে গেছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্যারিসের সঙ্গে হেকটরের সাক্ষাৎ হ'ল, অতঃপর দুজনে মিলে ট্রয়সেনাদের নেতৃত্ব দান করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। অবশ্য মূলতঃ নেতৃত্ব দিতে লাগলেন হেকটর নিজেই। হেকটরের মাথায় তখন ট্রয়বীরদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার তীব্র বাসনা। ট্রয় দলপতিদের হত্যা করবার অপরাধে অপরাধী গ্রীকদের শাস্তি দেবার আকাঙ্ক্ষা ট্রয়সৈন্যদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল। উভয় পক্ষের সৈন্যদের সম্মিলিত চিৎকার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ল পথ থেকে প্রান্তরে।

৻ চতুর্দশ পর্ব ৯

জিউস প্রতারণা করলেন

বাইরে যুদ্ধের চিৎকার ক্রমশ বেড়েই উঠছিল। মদ্যপানরত নেষ্টারের কানে সেই চিৎকার প্রবেশ করায় নেষ্টর কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তখন ম্যাকাউন আহত অবস্থায় তার দেহের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল। তাই তিনি একাই বর্শা হাতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেখানে দেখলেন ট্রয়সৈন্যরা গ্রীকদের প্রাচীর ডিঙিয়ে চলে আসায় গ্রীকসৈন্যরা যে যেদিকে পারছে ভয়ে সে সেদিকে দৌড়ে পালাচ্ছে। নেষ্টর বৃদ্ধ। তিনি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হলেন এই ভেবে যে তিনি যুদ্ধ করবেন না, অ্যাগমেননের সন্ধান করবেন। অবশেষে অনেক চিন্তা করে আগমেননের সন্ধানে যাওয়াই স্থির করলেন।

নেষ্টর এগিয়ে চলেছেন। পথে দেখা হল ডায়ামেডিস, ওডিসিয়াস এবং অ্যাগমেননের সঙ্গে। তাঁরা প্রত্যেককেই কিছু না কিছু আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এরা সবাই নেষ্টারকে আসতে দেখে কিছুটা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অবশ্য শঙ্কারও কারণ ছিল। রাজা অ্যাগমেননের চিন্তা হচ্ছিল যে হেকটরের কথাই বুঝি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ হেকটর কোন একসময় বলেছিলেন যে তিনি গ্রীকরণতরীগুলো না পুড়িয়ে এবং সকলকে হত্যা না করে ট্রয়নগরীতে ফিরে যাবেন না। নেষ্টর জানালেন যে প্রায় সেরকম অবস্থাই হ'তে চলেছে কারণ গ্রীকসৈন্যরা যে প্রাচীরটাকে পরম দুর্ভেদ্য বলে মনে করেছিল, সেই প্রাচীরটা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। অ্যাগমেনন নেষ্টারের সংবাদে হতাশ হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি বুঝতেই পারছিলেন যে জিউস তাদের অর্থাৎ গ্রীকসৈন্যদের জয় চান না। তিনি এত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে সন্ধ্যেবেলা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হবার পর রাত্রির অন্ধকারে জাহাজগুলোকে নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে পালাতে চাইছিলেন।

অ্যাগমেননের এই প্রস্তাবে ওডিসিয়াস ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এবং অ্যাগমেননকে প্রচণ্ড তিরস্কারে জর্জরিত করে তুললেন। ওডিসিয়াসের তিরস্কার অ্যাগমেননের মর্মদেশ বিদ্ধ করল। তিনি জাহাজ ভাসাবার আদেশ তুলে নিলেন।

যদিও নেষ্টার বলেছিলেন যে মানুষ কখনো আহত অবস্থায় যুদ্ধ করতে পারে না, তবুও ডায়ামেডিসের পরামর্শ অনুযায়ী আবার সবাই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন।

এদিকে পসেডনও চুপ করে ছিলেন না। তিনি এক বৃদ্ধের ছদ্মবেশে রাজা অ্যাগমেননকে উৎসাহিত করে তুললেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এও জানাতে ভুললেন না জিউস পরিপূর্ণ ভাবে গ্রীকদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন নি। গ্রীকরা ঠিকই এক সময় তাদের জাহাজের কাছ থেকে ট্রয়বাসীদের সরিয়ে দিতে পারবে।

এবার আমরা ফিরে যাই অলিম্পাস পর্বতের সেই শিখরে। যেখানে দেবরাজ জিউস যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বসে নিরীক্ষণ করছেন। এদিকে জিউস পত্নী হেরারের ইচ্ছে যে জিউস যেন এই যুদ্ধের গতি প্রকৃতি না দেখতে পারেন । হেরা যদি কোন মতে জিউসের মন থেকে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধের কথা বিস্মৃত করতে পারেন তাহলেও গ্রীকদের কিছুটা সুবিধে হয়। তাই তিনি নিজেকে সাজালেন এক মোহময়ী রূপে। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করলেন অ্যাফ্রোদিতি এবং নিদ্রাদেবী। দেবী হেরার পরিকল্পনা সফল হল। জিউস কিছুক্ষণের জন্য দেবী হেরার মোহময় রূপেতে মুগ্ধ হয়ে তাকে সঙ্গ দেবার উদ্দেশ্যে স্থানান্তরে গেলেন। এই সঙ্গদানের সময়ে দেবরাজ জিউস কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রায় অভিভূত হলেন কারণ নিদ্রাদেবী দেবরাজ জিউসকে নিদ্রিত করার জন্য দেবী হেরার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

দেবরাজ জিউস যে কিছুক্ষণ নিদ্রিত থাকবেন এবং এই সময়ে পসেডন ইচ্ছে মত গ্রীকদের সাহায্য করতে পারে কিংবা গ্রীকদের জিতিয়েও দিতে পারেন এই তথ্যটি প্যাসেডনের কাছে পরিবেশন করলেন নিদ্রাদেবী। পসেডন তখন বিপুল উৎসাহে তাঁর কাজ শুরু করে দিলেন। হেকটরের বিরুদ্ধে তিনি নিজে নেতৃত্ব দান করেবেন এমন কথাও গ্রীকদের বললেন। ডায়ামেডিস, ওডিসয়াস, অ্যাগমেনন এরা সকলে আহত হলেও পসেডনকে সম্মুখে রেখে এরা আবার এগিয়ে চললেন ট্রয়বাসীদের বিরুদ্ধে। ওদিকে হেকটরও চুপ করে বসে ছিলেন না। তিনিও ট্রয়সেনাদের নতুন উদ্যমে সাজিয়ে তুলছিলেন। একদিকে পসেডন অন্যদিকে হেকটর। আবার নতুন উদ্যমে শুরু হল যুদ্ধ।

আ্যাজাকসের পাথরের আঘাতে হেক্টর হঠাৎ আহত হয়ে পড়ে গেলেন। কিন্তু হেক্টরের দেহ গ্রীকসৈন্যরা নিয়ে যেতে পারলো না। পলিডেমাস, এনিয়াস, এজিনর প্রভৃতি ট্রয় দলপতিদের চেষ্টায় হেক্টরকে রথে চাপিয়ে জ্যাস্থাস নদীর ধারে এনে রাখা হল।

হেক্টর যাওয়ার পর পলিডেমাসের বর্শার আঘাতে নিহত হন প্রোথোইনর। অ্যান্টিলোকাস মারা গেলেন অ্যাজাকস নিক্ষিপ্ত বর্শায়। এইভাবে আবার পরস্পর পরস্পরের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। পক্ষান্তরে ট্রয়বাসীদেরই বীরদের পতন বেশি ঘটল। এবং তারা এত হতচকিত হয়ে পড়েছিল যে পালাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

৩ পঞ্চদশ পর্ব ৪৩

আবার ট্রয়বাসীরা জিতলো

ট্রয়বাসীদের যখন এই রকম দুরাবস্থা তখন দেবরাজ জিউসের ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। তিনি তার মোহ ঘুম কাটিয়ে উঠে ট্রয়বাসীদের এই করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন। সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করলেন হেকটরের আহত অবস্থা। দেবরাজ জিউস সহজেই অনুধাবন করলেন যে দেবী হেরার ছলনাতে তিনি এ কালনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিলেন। তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে দেবীকে ভীষণভাবে তিরস্কার করলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে একবার দেবী হেরাকে তিনি শাস্তি দেবার জন্য শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। কোন দেবতার সাধ্য হয়নি যে তাঁকে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। তারপর তিনি দেবী হেরাকে সাবধান করে দিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি এই রকম কাজ যেন না করেন।

দেবী হেরা জিউসের ক্রোধে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপতে থাকলেন। তারপর তিনি শপথ করে বললেন যে তিনি পসেডনকে কোন ব্যাপারেই উৎসাহিত করেননি। পসেডন যা করেছে তা তাঁর নিজের খেয়াল খুশি মতন করেছেন।

জিউস তখন তাঁকে নতুনভাবে আদেশ দিলেন যে তিনি যেন আইরিশ এবং অ্যাপেলোর কাছে সংবাদ নিয়ে গিয়ে বলেন যে আইরিশ যেন পসেডনকে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বলে এবং অ্যাপেলো যেন হেকটরকে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান। কারণ-স্বরূপ তিনি জানালেন যে আসল একিলিসকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনবার জন্য তাঁর এই পরিকল্পনা। হেকটর যদি আবার নতুন উদ্যমে গ্রীকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন তাহলে গ্রীকেরা বাধ্য হয়ে একিলিসের শরণ নেবে। একিলিস নিজে প্রথমে অবশ্যই আসবেন না। প্রথমে পাঠাবেন তাঁর সহকর্মী প্যাট্রোক্লাসকে। এই প্যাট্রোক্লাস হেকটরের হাতে নিহত হবেন। একিলিস তখন এই প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবারজন্য হেকটরকে হত্যা করবেন। তারপর থেকেই দেবরাজ জিউস যুদ্ধের

গতি ঘুরিয়ে দিয়ে গ্রীকদের জেতার পথ পরিস্কার করবেন। কারণ তিনি থেটিসের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

দেবী হেরা আইডা পর্বতের শিখর থেকে জিউসের কথা মত অলিম্পাস পর্বতে চলে গেলেন। সেখান গিয়ে তাঁর সাথে সমস্ত দেবতাদেরই সাক্ষাৎ হল। তিনি অ্যারেসকে তার পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। অ্যারেস এত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ট্রয় ও গ্রীকদের যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিলেন। কিন্তু এথেন অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অ্যারেসকে তাঁর সংকল্প থেকে নিরস্ত করলেন।

দেবী হেরার সংবাদে জিউসের নির্দেশ মত আইরিশ ও অ্যাপেলো আইডা পর্বতের চূড়ায় গিয়ে দেবরাজ জিউসের সঙ্গে মিলিত হলেন। দেবরাজ জিউস তাঁদের যথাযথ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

দেবী আইরিশ জিউসের কথামত পসেডনকে গিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বললেন। পসেডন দেবরাজ জিউসের এই নির্দেশে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন তিনি জিউসেব সমকক্ষ। কিন্তু যখন আইরিশ তাঁকে আবার সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে ভেবে দেখতে বললেন, তখন তিনি তাঁব ক্রোধকে সংবরণ করে সমুদ্রের তলদেশে চলে গেলেন। তাঁকে হারিয়ে অবশ্যই গ্রীকেরা বিপন্ন বোধ করল।

ওদিকে অ্যাপেলো জিউসের কথামত চলে গেছে হেক্টরের কাছে, হেক্টরেব উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য। কারণ তিন তো আহত হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, মাঝে মাঝে রক্তবমি পর্যন্ত হচ্ছিল।

হঠাৎ হেক্টর তাঁর শাসকষ্ট থেকে অব্যহতি পেলেন মনে হল। তিনি চোখ খুলে অ্যাপেলোকে দেখতে পেলেন। অ্যাপেলো তাঁকে প্রচণ্ড ভাবে উৎসাহিত করলেন এবং তাঁর মনে শক্তি সঞ্চার করলেন। হেক্টর তখন পূর্ণোদ্যমে, নতুন উৎসাহে গ্রীকসৈন্যদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। হেক্টরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। সবাই বুঝতে পারলো যে কোন দেবতার আশীর্বাদে হেক্টর ফিরে এসেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে। এই সময়ে আন্দ্রেমন পুত্র থোয়াস পরামর্শ দিলেন যে, অ্যাজাকস্, আইডোমেনউস, টিউসার, মেরিওন প্রভৃতির

মত বীরেরা যেন জাহাজে চলে গিয়ে হেকটরের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা করেন।

থোয়াসের কথামতই কাজ হল। এদিকে হেকটরের নেতৃত্বে এক বিশাল ট্রয়বাহিনী এগিয়ে যেতে লাগল গ্রীকদের উদ্দেশ্যে। সম্মুখে ছিলেন অ্যাপেলো। যিনি অলক্ষ্যে হেকটরকে পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

হেকটরের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল গ্রীকসৈন্যর দল। মারা পড়ল একে একে ষ্টিবিয়াস, আশেসনস্, ঈনিস, মেডন প্রভৃতি। গ্রীকসৈন্যর দল দিশেহারা হয়ে পালাতে শরু করল তাদের প্রাচীর সীমানার দিকে। এবং দলে দলে ঢুকে পড়ল প্রাচীর সীমানার মধ্যে। অ্যাপেলোর সাহায্যে হেকটরের দল ধেয়ে গেল গ্রীকসৈন্যদের দিকে। অ্যাপেলো গ্রীক প্রাচীর সংলগ্ন পরিখার ওপর একটা প্রশস্ত সেতু তৈরি করলেন। সেই সেতুর ওপর দিয়ে স্রোতের মত এগিয়ে যেতে লাগল ট্রয়সৈন্যরা। যদিও গ্রীক সেনারা দেবরাজ জিউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছিলেন, কিন্তু তাতে দেবরাজের মন গললো না। দেবরাজ জিউসের কৃপায় এবং অলক্ষ্যে অ্যাপেলোর নেতৃত্বে চুরমার করে দিল গ্রীক প্রাচীরটিকে ট্রয় সৈন্যরা।

ট্রয়সৈন্যদের ঐভাবে উত্তাল তরঙ্গের মত ঢুকতে দেখে প্যাট্রেক্ল্যাস ছুটে চলে গেল একিলিসের কাছে, তাঁকে প্ররোচিত করবার জন্য। এদিকে ট্রয়সৈন্যরা সংখ্যায় অল্প হলেও গ্রীকসৈন্যরা তাদের কিছুতেই বিতাড়িত করতে পারছিল না। আবার ট্রয়সৈন্যরাও কিন্তু গ্রীকদের পরাস্ত করে তাদের জাহাজের ভেতর যেতে পারছিল না। দ্বন্দ্বে দুপক্ষই যেন সমান সমান। হেকটরের সঙ্গে অ্যাজাকসকের যুদ্ধে একই অবস্থা কেউই কাউকে পরাস্ত করতে পারছিলেন না। এই দুজনের দ্বন্দ্বে নিহত হল অ্যাজাকসের এক সহকর্মী লাইকোফেন। অ্যাজাকসের অপর এক সহকর্মী টিউসার হেকটরকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছিলেন কিন্তু জিউসের কৃপায়, জিউসের ছলে তা সম্ভব হল না। হেকটর পরিস্কার বুঝলেন যে দেবরাজ জিউস কাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করতে চান। তখন তিনি দেবরাজ জিউসের কথা বলে ট্রয়সৈন্যদের আরো উৎসাহিত করে তুললেন।

ওদিকে অ্যাজাকসও বসে নেই। তিনিও নতুন উদ্যমে নতুন নীতি উপদেশের

দ্বারা গ্রীকদের উত্তেজিত করে যেতে লাগলেন। তাই মহারণে আবার মেতে উঠল ট্রয় ও গ্রীকসৈন্যর দল।

গ্রীকদের জাহাজগুলোর দিকে পূর্ণ বিক্রমে এগিয়ে যাচ্ছিল ট্রয়সৈন্যরা। আসলে দেবরাজ জিউস চাইছিলেন যে গ্রীকদের সাহস যেন খর্ব হয়। থেটিসের প্রার্থনা যতক্ষণ না পর্যন্ত পূর্ণ হয় দেবরাজ জিউস ততক্ষণ পর্যন্ত কৃত সংকল্প ছিলেন যে তিনি হেক্টরকে দান করে যাবেন জয়ের গৌরব। এবং এর সাথে তিনি দেবেন তাদের গ্রীক জাহাজে অগ্নি সংযোগ করার ক্ষমতা। তাই জিউস প্রতিক্ষা করছিলেন কোন এক জ্বলন্ত গ্রীক জাহাজ দেখবার জন্য। তাঁর পরিকল্পনাই ছিল যে তিনি একটি জ্বলন্ত গ্রীক জাহাজ দেখবার পরেই এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন যাতে ট্রয়সৈন্যরা ক্রমাগত গ্রীক জাহাজগুলো থেকে বিতাড়িত হয় অপর দিকে গ্রীকসৈন্যরা ক্রমাগত জয়লাভ করতে থাকে।

হেক্টর লড়ে যাচ্ছিলেন ভয়ংকরভাবে, বহু শত্রুসৈন্যের মাঝে তিনি একা অবিচলভাবে শত্রুদের আক্রমণকে প্রতিহত করে চলেছিলেন, বারবার শত্রুসৈন্যরা তার ওপর আঘাত হেনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল কেবলমাত্র দেবরাজ জিউসের অসম্ভব কৃপাদৃষ্টির জন্য। হেক্টরের অবিরাম আক্রমণে গ্রীকসৈন্যরা শংকাবিহ্বল এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর হাতে নিহত হল গ্রীকদের বিখ্যাত বীর পেরিফিটিস। অবশ্য যদিও হেক্টর বেশি গ্রীকসৈন্য বধ করতে পারেন নি। বলাবাহুল্য তাও দেবরাজ জিউসের ইচ্ছেতে।

অ্যাপেলো একটা আচ্ছন্ন অন্ধকার গ্রীকদের সম্মুখে বিস্তার করে রেখেছিলেন। দেবী এথেন গ্রীকদের চোখেব সামনে থেকে সেই অন্ধকার অপসৃত করে দিলেন। এবং এর ফলে গ্রীকসৈন্যরা দেখতে সক্ষম হল হেক্টরকে এবং যুদ্ধের গতি প্রকৃতিকে।

ওদিকে হেক্টর একাই গ্রীক জাহাজে অগ্নি সংযোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। এই কাজে তাঁকে অলক্ষ্যে সাহায্য ও অনুপ্রানিত করে চলে ছিলেন দেবরাজ জিউস। যুদ্ধ ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠল। গ্রীকরা তাদের নিজেদের ধ্বংস সম্বন্ধে একরকম স্থির নিশ্চন্তই হয়ে গেলেন। আবার ট্রয়সৈন্যদের মনে গ্রীক জাহাজগুলোকে আগুন জ্বালিয়ে তাদের বীরদের হত্যা করার আশা ক্রমশ বেড়ে

উঠল। হেক্টর অবশেষে কব্জা করে ফেললেন প্রতেসিলসের জাহাজকে। ফল হল প্রতেসিলসের মৃত্যু। হেক্টর তাঁর সৈন্যদের আগুন আনতে নির্দেশ দিলেন। কারণ তিনি কৃতসংকল্প ছিলেন যে তাঁর সমস্ত সহকর্মীর মৃত্যুর প্রতিশোধ তিনি নেবেন।

হেক্টরের কথাতে ট্রয়সৈন্যদের যুদ্ধে উৎসাহ আরো তীব্র হয়ে উঠল।

হেকটরের আদেশে যখন ট্রয়সৈন্যরা গ্রীক জাহাজে জ্বলন্ত মশাল হাতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করছিল তখন অ্যাজাকস্ তাতে বাধ সাধলেন। যে কোন ট্রয়সৈন্যই জাহাজে অগ্নিসংযোগ করতে আসছিল তাকেই অ্যাজাকসের বর্শা আহত কিংবা নিহত করে চলছিল। পরে দেখা গেল যে মোট মৃতের সংখ্যা বারো জন।

❀ ষষ্ঠদশ পর্ব ❀

প্যাট্রোক্ল্যাস মারা গেলেন

জাহাজের কাছে যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন বেশ তুঙ্গে তখন আমরা একবার তাকিয়ে দেখি একিলিসের শিবিরে। সেখানে প্যাট্রোক্ল্যাস যুদ্ধের গতিকে গ্রীকের বিপক্ষে দেখে গভীর শোকে একিলিসের কাছে গিয়ে আবেদন জানালেন। আসলে গ্রীকদের এই বিপর্যয় প্যাট্রোক্ল্যাস সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই তিনি একিলিসকে বললেন যে এই আসন্ন ধ্বংস এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে তিনি যদি গ্রীকদের রক্ষা না করেন তাহলে কে তার যশোগান করবে ভবিষ্যতে। তাই প্যাট্রোক্ল্যাস একিলিসের কাছে সম্মতি চাইলেন যেন তিনি অন্তত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে গ্রীকসেনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রীকসেনাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।

আসলে একিলিস তো তখনো তাঁর মা থেটিসের কাছ থেকে কোন সংবাদ পাননি। অর্থাৎ তাঁর মা জিউস প্রদত্ত কোন নির্দেশ তাঁর কাছে পাঠাননি। যাতে তিনি তাঁর পুরোনো অপমানকে ভুলে তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে পারেন। তাঁর বুকের ভেতের তখন জ্বলছিল পুরোনো অপমানের আগুন। তার সেই পুরোনো ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয়নি। তবু তিনি প্যাট্রোক্ল্যাসকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সম্মতি দিলেন। অবশ্যই তাঁর নিজের বর্মও সেই সঙ্গে প্যাট্রেক্লাসকে পরে যাবার অনুমতিও দান করলেন। এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিতে ভুললেন না যে অ্যাপোলো ট্রয়বাসীদের প্রতি সহানুভুতিশীল। তাই প্যাট্রোক্ল্যাস যেন শুধুমাত্র গ্রীক জাহাজ থেকে শত্রুসৈন্য তাড়িয়েই চলে আসেন। এইভাবে প্যাট্রোক্ল্যাসকে কি করতে হবে কিংবা কি করা উচিত সমস্ত কিছু একিলিস তাঁকে শিখিয়ে দিলেন।

ওদিকে অ্যাজাকস ট্রয়সৈন্যদের অনর্গল তীর বর্ষণের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। ক্রমশ তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। অ্যাজাকসের এই রকম অবস্থায় হঠাৎ তাঁর বর্শাটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এবং অ্যাজাকস বুঝতে পারলেন

যে দেবরাজ জিউস তাঁকে জয়ের গৌরবে ভূষিত করতে চান না। তাই তিনি বাধ্য হয়েই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন। এদিকে ট্রয়সৈন্যরা খুব সহজেই তখন গ্রীক জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিল। এবং তা দেখে একিলিস আর ঠিক থাকতে পারলেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্যাট্রোক্ল্যাসকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন, কারণ তিনি খুব ভালই জানতেন যে সমস্ত গ্রীক জাহাজগুলোই যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাঁদের আর স্বদেশে ফেরার কোন উপায় থাকবে না। আর তিনিও তাঁর সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে বললেন।

প্যাট্রোক্ল্যাস একিলিসের বর্ম পরে নিজেকে প্রস্তুত করে তুললেন। ওদিকে একিলিসের নির্দেশে তাঁর সৈন্যরা এসে একে একে জড়ো হল। প্যাট্রোক্ল্যাস এবং অটোমিডন এই দুই নেতা একে একে এসে দাঁড়ালেন। দুজনের পরিধানেই যুদ্ধের বেশ। তখন একিলিস জিউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন যে প্যাট্রোক্ল্যাস যেন ট্রয়দের জাহাজ থেকে বিতাড়িত করে দিয়ে নিরাপদে চলে আসতে পারেন। তারপর প্যাট্রোক্ল্যাসদের তিনি চলে যেতে ইঙ্গিত করেলন।

দেবরাজ জিউস একিলিসের আবেদন শুনলেন বটে কিন্তু প্রার্থনা সবটুকু মঞ্জুর করতে তিনি চাইলেন না, কারণ তাতে একিলিসের যুদ্ধক্ষেত্রে না আসবার সম্ভাবনাই প্রবল। তাই তিনি শুধু এইটুকুই মঞ্জুর করলেন যে প্যাট্রোক্ল্যাস জাহাজ থেকে যুদ্ধ করে শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে বটে কিন্তু সেই যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরতে পারবে না।

যাই হোক, প্যাট্রোক্ল্যাস তো অসীম বীরত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রয়সৈন্যদের ওপরে। এদিকে ট্রয়সৈন্যরাও প্যাট্রোক্ল্যাসের আচমকা আঘাতে একটু থতমত খেয়ে গেল। আর প্যাট্রোক্ল্যাসের যুদ্ধের বিক্রমে ট্রয়সৈন্যরা তাদের নিরাপত্তার কথাও ভাবতে শুরু করেছিল। প্যাট্রোক্ল্যাসের আঘাতে অশ্বারোহী সেনাদলের নেতা পাইরেকমেস আহত হওয়ার ফলে অশ্বারোহী দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এবং খুব কম সময়ের মধ্যেই প্যাট্রোক্লাস ট্রয়সৈন্যদের মধ্যে এক আতংক সৃষ্টি করল। ট্রয় সৈন্যরা জাহাজ থেকে ক্রমে পালিয়ে যেতে শুরু করল। যে জাহাজটিতে ট্রয়সৈন্যরা আগুন দিয়েছিল, প্যাট্রোক্ল্যাস সেই জাহাজ অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেই নিভিয়ে ফেলল। প্যাট্রোক্ল্যাসের তেজে উদ্দীপ্ত যুদ্ধের ফলে, যদিও

ট্রয় সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল তবুও তারা একেবারে পালিয়ে গেল না। বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বিক্ষিপ্তভাবে হলেও যুদ্ধের গতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মারা পড়ল অনেকেই। আর বেশি মারা পড়ল ট্রয়পক্ষের। যুদ্ধের এই গতির পরিবর্তন হেকটর লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধের গতির সঙ্গে তাদের ভাগ্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তবু তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ না করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর সহকর্মীদের রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। আর ওদিকে গ্রীকের তাড়নায় ট্রয়সৈন্যরা ছুটে বেড়াচ্ছিল প্রাণভয়ে।

হেকটর এরকম বাধ্য হয়েই ট্রয়সৈন্যদের ফেলে রেখে অপরপাড়ে চলে গেল। আর ট্রয়সৈন্যরাও পরিখার এপারেই থেকে গেল। তখন প্যাট্রোক্ল্যাস মেতে উঠলেন হত্যার তাণ্ডবে। প্যাট্রোক্ল্যাস যখন একে একে ট্রয়পক্ষের অনেককেই হত্যা করে ফেলেছেন তা দেখে সারপেডন ক্রুদ্ধ হয়ে প্যাট্রোক্ল্যাসের মুখোমুখি হলেন।

জিউস সারপেডনকে খুবই ভালবাসতেন। সেই সারপেডনকে মৃত্যুবরণ করতে হবে ভেবে জিউস মনে মনে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করবার কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু তাঁর পত্নী হেরা তাঁকে বাধা দিলেন। কারণ যে মানুষের মৃত্যু বিধি নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। জিউস এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তাই প্যাট্রোক্ল্যাস ও সারপেডনের দ্বৈতযুদ্ধ এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূচনা হয়ে রইল এবং তার সমাপ্তি ঘটল সারপেডনের মৃত্যুতে।

সারপেডন মারা গেলেন এবং তাঁর মৃত্যুতে গ্লকাস অনুভব করতে লাগলেন প্রচণ্ড হৃদয় যন্ত্রণা। গ্লকাস আহত হলেন। তাই তিনি সারপেডনকে সাহায্য করতে পারেননি। সারপেডনকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে গ্লকাস ব্যথাতুর হৃদয়ে অ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন যেন অ্যাপোলো তাঁর ক্ষতস্থানের প্রচণ্ড যন্ত্রণা উপশম করেন। তাহলে তিনি আবার শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলায় নামতে পারবেন।

অ্যাপেলো তাঁর প্রার্থনা শুনলেন। তাঁর ক্ষতস্থানের সেই প্রাণঘাতি যন্ত্রণার উপশম ঘটল। তখন তিনি তাঁর দলপতির কাছে গিয়ে আবেদন জানালেন যে

তারা সবাই মিলে একযোগে সারপেডনের দেহটা ফিরিয়ে আনবার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। ট্রয়বাসীদের প্রত্যেকেই সারপেডনের মৃত্যুতে গভীর শোকে নিমগ্ন হলেন। তারপর অসীম ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হেক্টরের নেতৃত্বে শত্রুসৈন্যদের যথাযোগ্য শিক্ষা দেবার জন্য এগিয়ে চললেন।

ওদিকে প্যাট্রোক্ল্যাসও থেমে নেই! তিনিও সমানে উৎসাহিত করে চলেছিলেন গ্রীকসৈন্যদের। ওদিকে জিউসও এক চাল চাললেন সারপেডনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। কারণ সারপেডন ছিলেন তাঁরই পুত্র। তাই তিনিও তাঁর পুত্রের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে যাতে যুদ্ধের গতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে সেই জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর মায়ার বলে এক অন্ধকার আবাহাওয়ার সৃষ্টি করলেন।

প্রথমদিকে যুদ্ধ ছিল ট্রয়ের পক্ষে। এর কারণ-স্বরূপ বলা যায় যে প্রথমেই মারা পড়ল এসেঈপিয়াস। কিন্তু পরক্ষণে প্যাট্রোক্ল্যাসের হাতে স্থেনেলাসের মৃত্যুর পর ট্রয়সৈন্যরা গ্রীকদের চাপে একটু পিছিয়ে আসে। ওদিকে গ্রীকপক্ষের মেরিওনস্ প্রমুখ বীরেরা প্যাট্রোক্ল্যাসের সাথে হাত মিলিয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রত হলেন। যার ফলে হেক্টরকে রথে চেপে বাধ্য হয়েই পালিয়ে যেতে হল। হেক্টরও পালিয়ে গেলেন এই কথা বুঝে, যে জিউসের কৃপা এবার তাঁর প্রতিপক্ষের দিকে।

প্যাট্রেক্ল্যাস এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছিলেন যে স্বভাবতই তাঁর ভেতরে বীরত্বের অহঙ্কার দানা বেঁধে উঠেছিল। তিনি সেই অহঙ্কার এবং আপন নির্বুদ্ধিতার জন্য ট্রয়সৈন্যদের পেছনে ধাওয়া করলেন। সেইটাই তার কাল হল। কারণ তিনি যদি ট্রয়দের তাড়িয়ে সেখান থেকে ফিরে যেতেন অর্থাৎ ট্রয়নগরীর প্রাচীরকে অতিক্রম করার চেষ্টা না করতেন তাহলে তিনি স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। প্রচুর ট্রয়বীরদের হত্যা করে তিনি ট্রয়নগরীর প্রাচীরের পাশে এসে আক্রমণ হানলেন। অ্যাপেলো স্বয়ং তাঁর আক্রমণ তিনবার প্রতিহত করে চতুর্থবারের পর তাঁকে সাবধান করলেন যে ট্রয়নগরী বিধ্বস্ত করবার গৌরব তাঁর প্রাপ্য নয়, সুতরাং তিনি যেন ফিরে যান।

অ্যাপেলোর কথা শুনে প্যাট্রোক্ল্যাস সরে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে যে সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। কারণ অ্যাপেলো গিয়ে হেক্টরকে প্যাট্রোক্ল্যাসের

বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে হেকটর বেরিয়ে এসে প্রথমেই আক্রমণ করলেন প্যাট্রোক্ল্যাসকে। যদিও হেকটরের সারথী সেব্রিওন প্রথমেই মারা পড়ল প্যাট্রোক্ল্যাসের কাছে। কিন্তু সেব্রিওনের মৃত দেহকে কেন্দ্র করেই হেকটর আর প্যাট্রেক্ল্যাসের মাঝে এক তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তখন প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল। তাই দিনের আলো যতক্ষণ রইল ততক্ষণ হেকটর এবং প্যাট্রেক্ল্যাসের যুদ্ধ ক্রমাগত চলতে থাকলো। কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃত্যুর সময়ও নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। অ্যাপোলোর সহায়তায় হেকটরের হাতে নিহত হলেন প্যাট্রোক্ল্যাস।

প্যাট্রোক্ল্যাস মারা যাবার পূর্বমুহূর্তে হেকটরকে বলে গেলেন যে তাঁর জীবনও বেশিদিন আর এ পৃথিবীতে নেই। হেকটর-এর মৃত্যু ও শেষ পরিণতির দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আর তা হবে নিশ্চিত ভাবে একিলিসের হাতে।

প্যাট্রোক্ল্যাসের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হল। এবার হেকটর চললেন প্যাট্রোক্ল্যাসের অপর সঙ্গী অটোমিডনের সন্ধানে।

প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ট্রয়সৈন্যরা ছুটে এল যাতে তারা প্যাট্রোক্ল্যাসের দেহ থেকে বর্ম খুলে নিতে পারেন। তাদেরকে শোক জর্জর চিত্তে বাধা দিলেন মেনেলাস। মেনেলাসের সেই শোকেরসাথে যুক্ত হয়েছিল প্রচণ্ড ক্রোধ। যার বলি হল অ্যাফলবাস। অ্যাফলবাসের মৃত্যু সংবাদ হেকটরের কর্ণগোচর করলেন অ্যাপোলো। এই মৃত্যুসংবাদ শুনে হেকটর রাগে উন্মত্ত হয়ে প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহ নেবার জন্য এগিয়ে এলেন মেনেলাসের দিকে সদলে। কিন্তু মেনেলাস ছিলেন একা। মেনেলাসের সঙ্গে যদি অ্যাজাকসও থাকতেন তাহলে তারা দুজনে মিলে হেকটরকে বাধা দিতে পারতেন। মেনেলাস একা বিক্রমশালী হেকটরের সম্মুখে দাঁড়ানোর সাহস পেলেন না। তাই তিনি নীরবে ক্রোধে সেখান থেকে সরে গেলেন।

মেনেলাসের সাথে অ্যাজাকসের অল্প পরেই সাক্ষাৎ হল। তখন তিনি সমস্ত ঘটনাই খুলে বললেন। হেকটরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অ্যাজাকসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তখন অ্যাজাকস এবং মেনেলাস একত্রে হেকটর প্রমুখদের আক্রমণ করলেন। এবং উভয় পক্ষেই আবার শুরু হল ঘোর যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে হেক্টরই পেলেন বিজয় গৌরব। অর্থাৎ দেবরাজ জিউসের কৃপায় প্যাট্রোক্ল্যাসের গা থেকে বর্ম খুলে নিয়ে হেক্টর স্বয়ং সেই বর্ম পরিধান করলেন।

অলক্ষ্যে হাসলেন জিউস। এই হাসি পাঠকবর্গও হাসতে পারেন, কারণ মানুষ কত মূঢ়। দেবরাজ জিউসের ছলনাকে হেক্টর ভুল করেছিলেন কৃপা বলে। তিনি কোনরকমে একিলিসের ক্রোধকে উজ্জিবিত করতে চাইছিলেন। তাই তাঁর হেক্টর-এর প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব এবং সেই সঙ্গে ট্রয়বাসীদেরে কাছেও বটে। দেবতাদের ছলনার কাছে মানুষ কত অসহায়!

প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহ তো পড়ে আছে, কারণ ট্রয়বাসীরা শুধুমাত্র বর্মটাই নিয়ে গেছে মৃতদেহটা নিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু অ্যাজাকস ও মেনেলাস নিঃসন্দেহ যে তারা হেক্টরের সঙ্গে এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। কারণ হেক্টরের ওপরে আছে জিউসের আশীর্বাদ। ওদিকে ট্রয়সেনারাও বদ্ধপরিকর যে তারা যেকোন মতে ঐ প্যাট্রোক্ল্যাসের দেহকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করাবে। তাই এই নিয়ে শুরু হল উভয়পক্ষে আবার দ্বন্দ্ব।

ট্রয়সৈন্যরা একবার প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গেল গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়ে। আবার পরক্ষণেই অ্যাজাকস্ আক্রমন হেনে সেই মৃতদেহটাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল। এই রকমই দড়ি টানাটানি খেলা চলতে থাকলো। একবার ট্রয়পক্ষ হারে, গ্রীকপক্ষ জেতে। গ্রীকপক্ষ হারে, ট্রয়পক্ষ জেতে।

আকাশে সূর্যালোকরে কোন ঘাটতি ছিল না। সেই প্রসন্ন সূর্যালোকে, উজ্জ্বল আলোয় গ্রীকরা যুদ্ধক্ষেত্রের দুটো জায়গাতে, দুটো দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ করছিল ট্রয়দের সাথে! একদিকে তারা প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহটা ঘিরে যুদ্ধ করছিল, অন্যদিকে নেষ্টরের নির্দেশ ঠেকিয়ে চলেছিল ট্রয়সৈন্যদের।

একিলিস কিন্তু তখনও জানতে পারেন নি যে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু ঘটেছে। এবং সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দেবরাজ জিউস সৃষ্টি করেছেন এক ভয়ানক যুদ্ধ। এর কারণও অবশ্য আছে। যুদ্ধ তখন চলে গিয়েছিল গ্রীক জাহাজ থেকে অনেক দূরে। লাই তিনি প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃত্যুসংবাদ তখনও পাননি। তাঁর ধারণা ছিল যে প্যাট্রোক্ল্যাস ট্রয়সৈন্যদের দুর্গদ্বার পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে আবার তাঁর কাছে ফিরে আসবেন।

ওদিকে প্যাট্রোক্ল্যাসের রথের ঘোড়া দেবতাদের অশ্ব বলে পরিচিত। এবং এই রথের ঘোড়াগুলো দান করেছিলেন স্বয়ং দেবরাজ জিউস। একিলিস আবার তা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন প্যাট্রোক্ল্যাসকে। তাই প্যাট্রোক্ল্যাসের হাতে এই দেবাশ্ব চলতে কোন দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু যখন অটোমিডন তাদের পিঠে চাবুক মেরে রথ চালনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে মধ্যে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেন তখন তারা এক পাও নড়লো না। তাদের অনড় দেখে দেবরাজ জিউস অনুকম্পা বশতঃ তাদের সেই অশ্ব দুটির মধ্যে নতুন শক্তি ও উদ্যমের সঞ্চার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা অটোমিডনকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকে গেল।

এবার অটোমিডন শোকে ক্ষিপ্ত হয়ে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর কোন সারথী ছিল না, তাই তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করা এবং রথ পরিচালনা করা একই সঙ্গে সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁর সেই অসহায় অবস্থা দেখে লার্তেস পুত্র এলসিমিডন তাঁর কাছে এলেন। তখন অটোমিডন এলসিমিডনকে তাঁর রথের সারথী হবার জন্য অনুরোধ জানালেন। এলসিমিডন রথের ভার নিতে, অটোমিডন রথ থেকে নেমে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের গভীরে প্রবেশ করলেন। তাঁর ইচ্ছে যে তিনি হেক্টরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

অপরদিকে যখন হেক্টর দেখলেন যে রথের ভার এলসিমিডনের ওপর দিয়ে অটোমিডন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, তখন তিনি ঐ রথটাকে দখল করার বাসনা ঈনিসের কাছে জানালেন।

কিন্তু অটোমিডন তখন জিউসের কৃপায় শক্তি ও সাহসে পূর্ণ ছিলেন। তাই অটোমিডনের সঙ্গে যুদ্ধে হেক্টরের সহকর্মী অ্যারেতাস নিহত হলেন। এইভাবে আবার যুদ্ধের আকার হত্যার বিনিময়ে উগ্র হয়ে উঠল। এর মুলেই ছিল প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহ।

দেবতার ছলনা কেই বা বোঝে! আসলে দেবরাজ জিউস আরো কিছুটা বিজয়ের গৌরব ট্রয়বাসীদের দিতে চাইছিলেন। তাই হেক্টর যখন অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নতুন উদ্দামে গ্রীকসৈন্যদের আক্রমণ শুরু করলেন, তখন দেবরাজ জিউস বজ্র ও বিদ্যুতকে পাঠিয়ে দিলেন ট্রয়বাসীদের জয়ী করবার জন্য।

হেক্টরের বীরোচিত আক্রমণে এবং তৎসহ জিউসের কৃপায় অনেক

গ্রীকবীরদেরই পতন ঘটল। এক কথায় বলা যেতে পারে যুদ্ধের গতি ভীষণ ভাবে গ্রীকদের বিপক্ষে চলে গেল। তখন তারা বাধ্য হয়ে একিলিসের কথা চিন্তা করল। এবং একিলিসকে খবর দিতে বলল যে প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহ যেন জাহাজে নিয়ে যান। হেক্টর যে প্যাট্রোক্ল্যাসের বর্ম ছিনিয়ে নিয়েছে সে সংবাদও জানাতে ভুললেন না।

অ্যান্টিলোকাস জানতেন না যে প্যাট্রোক্ল্যাস মারা গেছেন। তাই এই দুঃসংবাদ শুনে তাঁর চোখের জল আর বাঁধ মানলো না। অনেকক্ষণ ধরে তিনি শোকে দুঃখে নিথর হয়ে রইলেন। তারপর সম্বিত ফিরে এলে একিলিসকে সংবাদ দিতে দ্রুত ছুটে গেলেন।

৩ঃ সপ্তদশ পর্ব ঃ৩

একিলিস রণসজ্জায় সজ্জিত হলেন ঃ সাথে অ্যাগমেননের পুনর্মিলন।

ট্রয় ও গ্রীকবাসীদের মধ্যে যুদ্ধের গতি তখন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছিল। এদিকে একিলিস বসে জাহাজে, যুদ্ধের কথা চিন্তা করছিলেন। তার মনে প্যাট্রোক্ল্যাসের কথা বার বার স্মরণে আসছিল। আসলে ভালবাসার গভীরতায় মানুষ তো বিপদের চিন্তাই আগে করে। তাই একিলিসও প্যাট্রোক্ল্যাসের বিপদের আশংকাই বার বার করছিলেন। এমন সময় ক্রন্দনরত অ্যান্টিলোকাস একিলিসকে দিল প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃত্যু সংবাদ। এবং সেই সঙ্গে প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে তীব্র যুদ্ধের কথা ও হেকটরের বর্ম ছিনিয়ে নিয়ে যাবার কথা, তাও জানাতে ভুললেন না।

সহসা হল বিনা মেঘে বজ্রপাত। কোন দুঃসহ শোকবার্তাই মানুষ প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না, ভাবে যে সে সংবাদ মিথ্যে, আসলে তাঁর শোনারই ভুল বোধ হয়। একিলিসের মুখমণ্ডলেও সেই জাতীয় অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। বিস্ময়ে তাঁর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। তারপর একিলিস হাহাকারে ফেটে পড়লেন। সে হাহাকার তাঁর চরম শোকের প্রকাশ। তিনি চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন তাঁর মাকে এবং তাঁর মা সেটা শুনতে পেয়ে অন্যান্য জলদেবীদের ডাকতে লাগলেন। থেটিস, একিলিসের মা, অন্যন্য জলদেবীদের তাঁর দুঃখের কথা বললেন। তারপর সোজা গিয়ে হাজির হলেন একিলিসের জাহাজে। সেখানে গিয়ে তিনি একিলিসকে তাঁর দুঃখের কাহিনী জিজ্ঞাসা করলেন। প্রসঙ্গক্রমে থেটিস তাঁর পুত্র একিলিসকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে একদিন একিলিসই দেবরাজ জিউসের কাছে প্রার্থনা করেছিল যে গ্রীকরা যেন তাদের জাহাজেই বন্দী হয়ে থাকে। আজ তাঁর সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। তবে আজ একিলিসের এত বিলাপের কারণ কি?

একিলিস, শোকস্তব্ধ একিলিস, শোকোন্মত্ত একিলিস, তাঁর মা থেটিসকে

জানালেন, তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়সঙ্গী প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃত্যুসংবাদ। এই সঙ্গে একিলিস শপথ করলেন যে তিনি যদি হেকটরকে বধ না করতে পারেন তাহলে মৃত্যুই তাঁর কাছে শ্রেয়।

একিলিসের এই কথায় থেটিস কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন, কারণ তিনি জানতেন যে হেকটরের মৃত্যুর পরই একিলিসকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাই পুত্রের মৃত্যুর কথা চিন্তা করে থেটিসের হৃদয় কিছুক্ষণের জন্য উদ্বেলিত হয়ে পড়ল, চোখ হয়ে পড়ল অশ্রুপ্রবণ।

এরপর যদিও একিলিস তাঁর প্রিয় সহকর্মীর জীবনরক্ষা না করতে পারার জন্য, প্যাট্রোক্ল্যাসের বিপদ কালে কোন সাহায্য দান না করতে পারার জন্য তক্ষুনি প্রাণ ত্যাগ করতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁর মা থেটিস তাঁকে সেই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। এবং একিলিস যেন থেটিসের ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। কারণ পরদিন প্রাতে তিনি একিলিসের জন্য হিফাসটাস্ নির্মিত এক বর্ম এনে দেবেন।

থেটিস তো একিলিসের কাছ থেকে চলে গেলেন। এবার আমরা প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের অবতারণা ঘটেছিল তারদিকে একবার তাকিয়ে দেখি সেখানে কি ঘটছে। গ্রীকরা তখনো নাজেহাল। প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহ তখনো ট্রয়দেরই নাগালের মধ্যে। আবার হেকটরও ট্রয়দের পক্ষ থেকে সেই মৃতদেহ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। হেকটরকে গ্রীকেরা সম্পূর্ণভাবে কখনোই তাড়িয়ে দিতে পারছিল না।

ওদিকে হেরা পাঠিয়ে দিয়েছেন দেবদূত আইরিশ দেবীকে একিলিসের কাছে। (অবশ্যই জিউসের অগোচরে) এই দেবী আইরিশ এসে একিলিসকে হেকটরের বিরুদ্ধে, একই সঙ্গে ট্রয়বাসীদের বিরুদ্ধে ও বটে, ক্রমাগত উত্তেজিত করে চললেন।

অবশেষে একিলিস প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্যে। যদিও তিনি গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে তক্ষুনি রাজি ছিলেন না, কারণ তাঁর মা থেটিস একিলিসকে, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। আবার দেবী আইরিশ তাঁকে কেবলমাত্র ট্রয়বাসীদের দর্শন দিতেই

বলেছিলেন, কারণ ট্রয়বাসীরা তাঁকে দেখলে ভয় পেয়ে যদি কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তাহলে অন্তত গ্রীকরা কিছুক্ষণের জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। তাই একিলিস সেখান থেকে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে এক রণংদেহি হুঙ্কার ছাড়লেন। যে হুঙ্কারের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন দেবী এথেন। ফলে সেই হুঙ্কার ছড়িয়ে পড়ল ভয়ঙ্করভাবে তীব্র শব্দে সারা আকাশ জুড়ে। এই চিৎকার ট্রয়বাসীদের ভীত বিহুল করে তুলল। ট্রয়বাসীরা শঙ্কিত হয়ে উঠল এক আসন্ন বিপদের চিন্তায়। ট্রয়বাসীদের এই ভীতিবিহ্বলতা ও হতবুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে গ্রীকরা প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহকে ট্রয়দের নাগালের বাইরে টেনে নিয়ে এল।

সূর্য গেল অস্তাচলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সূর্যের এই অস্ত যাওয়া সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কারণ এ হল সূর্যের অকাল অস্তগমন। দেবী হেরা নির্দেশে সূর্য অস্ত যেতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ অবশ্য ছিল। যাতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের হাত থেকে গ্রীকেরা একটু বেশি সময় বিশ্রামের জন্য পায় এবং পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

ওদিকে ট্রয়বাসীদের মনেও শংকার সঞ্চার হয়েছিল। কারণ একিলিস যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন সে সংবাদ গোপন ছিল না। তাই তারা মিলিত হয়েছিল এক মন্ত্রণাসভায়। পলিডেমাস ছিলেন তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে যতদিন একিলিস ও অ্যাগমেননের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল ততদিন গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম। একিলিস অ্যাগমেননের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন। তাই ট্রয়বাসীদের উচিত যে পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সেই রাত্রেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ট্রয়নগরের মধ্যে ফিরে যাওয়া।

হেকটর সে কথা ভুলে যেতে বললেন। কারণ হেকটর একিলিসের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে রত হয়ে তাকে হত্যা করবার বাসনাতেই ইচ্ছুক। তাই তিনি দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন যে নগর মধ্যে ফিরে তো যাবেনই না বরং পরদিন সকাল থেকে বিপুল উদ্যমে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

ওদিকে গ্রীক শিবিরে প্যাট্রোক্ল্যাসকে ঘিরে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। সবাই শোকস্তব্ধ। তার মাঝে শুধু শোনা যাচ্ছে শোকাকুল হাহাকারের সাথে

একিলিসের শপথ, "তোমার হত্যাকারী হেক্টরের কোন ক্ষমা নেই" কিংবা হেক্টর নিধন আমার হাতে ইত্যাদি বিলাপের উক্তি।

থেটিস তো একিলিসকে অপেক্ষা করতে বলে চলে এলেন। দেখা যাক তিনি কোথায় গেলেন? থেটিস এসেছেন হিফাসটাসের কাছে। এখানে বলে রাখা দরকার হিফাসটাস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন। সেই হিফাসটাসের কাছে এসে থেটিস ক্রন্দনরত অবস্থায় সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। হিফাসটাস ধৈর্য্য ধরে সমস্ত বিষয় শুনে থেটিসকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি এমন বর্ম একিলিসের জন্য তৈরী করে দেবেন যা দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে পৃথিবীর মানুষ।

হিফাসটাস তাঁর কাজের জায়গায় ফিরে গেলেন। এবং অবর্ণনীয় বর্ম ও শিরস্ত্রাণ তৈরী করে নিয়ে গিয়ে একিলিসের মাকে দিলেন। থেটিস সেই বর্ম আর শিরস্ত্রাণ নিয়ে আর কালবিলম্ব না করে ফিরে চললেন যেখানে তাঁর বীরপুত্র একিলিস রয়েছেন।

একিলিস তখন প্যাট্রোক্ল্যাসের শোকে মূহ্যমান। তিনি প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহকে আলিঙ্গন করে ব্যাকুলভাবে কেঁদে চলেছেন। থেটিস গিয়ে একিলিসকে হিফাসটাসের তৈরী বর্ম আর শিরস্ত্রাণ দিয়ে তাঁকে তৈরী হয়ে নিতে বললেন যুদ্ধের জন্য। প্রসঙ্গক্রমে এঁও বলেছিলেন যে তিনি যেন অ্যাগমেননের প্রতি সমস্ত ক্রোধের অবসান ঘটান। কারণ ক্রোধ তাঁকে ট্রয়বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের তীব্রতা আনতে বাধা দান করবে।

একিলিস প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিলেন। জাহাজ থেকে সোজা সমুদ্রকূলে চলে এসে হাঁক দিলেন সমস্ত গ্রীকবীরদের। তাঁর সেই আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরলো প্রান্তর থেকে প্রান্তরে, ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রাঞ্চলের বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে, সচকিত হয়ে উঠল সমস্ত গ্রীকবাসী। সমস্ত গ্রীকবীররা সদলে বেরিয়ে এল একিলিসের আহ্বানে। একিলিস সবার সামনে তাঁর পুরোনো ক্রোধের জন্য অনুশোচনা করলেন এবং বললেন যে তিনি অ্যাগমেননের সঙ্গে ক্রোধের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করবেন। তারপর তিনি সমস্ত গ্রীক সেনাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিতে বললেন।

তাঁর সংকল্প শুনে সমস্ত গ্রীকবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এমনকি

সম্রাট অ্যাগমেননও। এই আনন্দের মুহূর্তে সম্রাট অ্যাগমেনন স্বীকার করলেন যে তিনি রাগে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর যুক্তিবোধ বিসর্জিত হয়েছিল। তিনি সেইজন্য অনুতপ্ত এবং তিনি এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। তাই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্বের প্রস্তাবিত উপহারের সাথে আরো বেশি উপহার তিনি দিতে ইচ্ছুক।

একিলিস যুদ্ধে যোগদান করায় সমস্ত গ্রীকবীর এবং সেই সাথে সমস্ত সৈন্যরাও আনন্দে উদ্বেলিত। তাই দেখে ওথিসিয়াস প্রস্তাব করলেন যে গ্রীকসেনারা ক্লান্ত। এবং এই মুহূর্তে তাদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। তার পরিবর্তে বরং অ্যাগমেনন এবং একিলিসের পুনর্মিলন উপলক্ষ্যে এক ভোজসভার আয়োজন করা উচিত, যেখানে সবাই যুদ্ধের পূর্বে আনন্দ উৎসবে মিলিত হবে।

সম্রাট অ্যাগমেনন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। ওদিকে অ্যাগমেননের শিবির থেকে বন্দিনী ব্রিসেঈসকে নিয়ে এলেন। তারপর রাজা অ্যাগমেনন জিউসের উদ্দেশ্যে পশুবলি দিয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন এবং সবাইকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। সভা ভঙ্গ হল।

একিলিস জানতেন যে তাঁর মৃত্যু ঘটবে এবং তাঁর বৃদ্ধ পিতা পেলেউস হয়তো বা মারাই গেছেন কিংবা বার্দ্ধক্যে জর্জরিত হয়ে একিলিসের দুঃখে কাতর হয়ে যে কোন সময় যে কোন দুঃসংবাদ শোনবার অপেক্ষা করছেন। এ জীবনে হয়তো তাঁর পিতার সঙ্গে একিলিসের আর সাক্ষাৎ হবে না। তাই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতির ফাঁকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর দেশ, তাঁর স্বজন প্রত্যেকের সম্বন্ধে শোকে আকুল হয়ে উঠলেন।

এমন সময় ভবিষ্যৎবানী হল যে তাঁর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। একথা তিনিও জানতেন তবুও এই ভবিষ্যৎবানী তাঁকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুলল কারণ প্যাট্রোক্ল্যাসের শোক তিনি ভোলেননি। তাই ট্রয়বাসীদের যুদ্ধ পিপাসা চিরদিনের মত নিবৃত্ত করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

একিলিস স্ববিক্রমে রথ নিয়ে ধেয়ে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

৩ অষ্টাদশ পর্ব ৫

এবার একিলিসের পালা

একিলিস তো রণোন্মাদ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চললেন। ওদিকে ট্রয়বাসীরাও বসে নেই। তারাও রণসাজে সজ্জিত হয়ে উঠেছিল ট্রয়ের রণপ্রান্তরে।

এবার আমরা দৃষ্টি ফেরাই দেবতাদের দিকে। তাঁরা একিলিসের যুদ্ধে যোগদানের পর কি করছেন একবার অনুধাবন করা যাক। একিলিসের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর দেবরাজ জিউস এক বিশাল সভার আহ্বান করলেন। সেই সভায় যোগ দিলেন প্রায় সমস্ত দেবতাই। সেখানে দেবরাজ জিউস ঘোষণা করলেন যে তিনি নিজে অলিম্পাস পর্বতের শিখরে বসে শান্তিপূর্ণভাবে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করবেন, আর অন্যান্য দেবতারা তাঁদের ইচ্ছেমত ট্রয় অথবা গ্রীক যে কোন পক্ষেই যোগদান করে উভয় পক্ষকেই সাহায্য করতে পারেন।

দেবরাজ জিউসের সম্মতি পেয়ে সমস্ত দেবতারাই তাঁদের আপন আপন ইচ্ছে অনুসারে দুই পক্ষেই যোগদান করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। অ্যাপোলো দাঁড়ালেন পসেডনের বিরুদ্ধে, এথেন দাঁড়ালেন রণদেবতা অ্যারেসের বিরুদ্ধে। তীরন্দাজ দেবী আর্তেমিস দাঁড়ালেন দেবী হেরার বিরুদ্ধে — এইভাবে দেবতারা দাঁড়ালেন একে অন্যের বিরুদ্ধে। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল জুড়ে শুরু হল এক প্রচণ্ড আলোড়ন।

কিন্তু একিলিস খুঁজে চললেন কেবলমাত্র হেক্টরকে। তাঁর তৃপ্তি কেবলমাত্র হেক্টরের রক্তে। কারণ হেক্টরই তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন তাঁর প্রাণাধিক প্যাট্রোক্ল্যাসকে।

ওদিকে অ্যাপোলো তাঁর কাজ করে চলেছেন। তিনি প্রথমে ছদ্মবেশে উত্তেজিত করতে লাগলেন ঈনিসকে। কিন্তু ঈনিস একিলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রথমে অস্বীকৃত হয়েছিলেন, কারণ তিনি একিলিসের বীরত্ব সমন্ধে মনে মনে সচেতন ছিলেন। কিন্তু অ্যাপোলোর প্রচেষ্টায়, তাঁর প্রভাবে ঈনিসের মনে সাহস সঞ্চয় হল। তিনি এগিয়ে গেলেন একিলিসের সন্ধানে। ঈনিসকে একিলিসের

সন্ধান করতে দেখে এবং অ্যাপোলোকে উত্তেজিত করতে দেখে দেবী হেরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তখন তিনি অন্যান্য দেবতা যেমন পসেডন, এথেন এদেরকে যুদ্ধে নেমে পড়ার জন্য প্ররোচিত করলেন। কিন্তু পসেডন, এথেন প্রমুখরা জানালেন যে, ঘটনা প্রবাহ যখন তাঁদেরই অনুকূলে তখন মিছিমিছি উত্তেজনার মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। বরং তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে কোন এক পর্বত শিখরে বসে যুদ্ধের গতিকে নিরীক্ষণ করবার। জিউস যদিও তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা নিজেরা যুদ্ধ না করে আলাদা ভাবে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

এদিকে ঈনিস ও একিলিস পরস্পর অবতীর্ণ হলেন দ্বৈত যুদ্ধে। তাঁদের রণহুংকার এবং অস্ত্রের ঝনৎকারে ভীষণভাবে কেঁপে উঠল সমস্ত রণক্ষেত্র। ঈনিস এবং একিলিসের আঘাতে ঈনিস কোনরকমে রক্ষা পায়। আঘাতের মাত্রা এত তীব্র ছিল যে ঈনিস কিছু সময়ের জন্য হতচকিত হয়ে যান। যদিও নিজের চেতনা তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, কিন্তু তৎক্ষণে একিলিস খোলা তলোয়ার হাতে ঈনিসের দিকে এগিয়ে আসেন। ঈনিসও সঙ্গে সঙ্গে একিলিসের মোকাবিলা করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। অনেকদিন আগে দার্দানাস নামে জিউসের এক পুত্র সন্তান ছিল। জিউসের ঔরসে মানবীর গর্ভে যত সন্তান উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে জিউস দার্দানাসকে ভালবাসতেন সবচাইতে বেশি। তাই তিনি কোনমতেই চাইবেন না যে দার্দানাসের বংশের কোন উত্তরাধিকারী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক! আর এই ঈনিস ছিলেন এই দার্দানাস বংশের উত্তরাধিকারী। পসেডন ও অন্যান্য দেবাতারা এই কথা জানতেন যে ঈনিসের মৃত্যু জিউস সুনজরে দেখবেন না। পসেডন তাই নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ঈনিস এবং একিলিসের মধ্যে উপস্থিত হলেন। তারপর মায়া অন্ধকারে একিলিসের চোখকে আচ্ছন্ন করে ঈনিসকে তুলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের এক নিরাপদ স্থানে এলেন। সেখানে এসে ঈনিসকে উপদেশ দিলেন একিলিসের সঙ্গে যুদ্ধ না করার জন্য! কারণ কোনদিক দিয়েই ঈনিস একিলিসের সমকক্ষ নয়। প্রসঙ্গত এও বলে দিলেন যে একিলিসের মৃত্যুর পর কোন গ্রীকবীর আর ঈনিসের

গতিরোধ করতে পারবে না।

এদিকে একিলিসের চোখের সামনে থেকে মায়া অন্ধকার সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তিনি দেখলেন যে ঈনিস সম্মুখে নেই তখনই তিনি বুঝতে পারলেন যে কোন দেবতা ঈনিসকে নিঃসন্দেহে রক্ষা করছেন। এইবার তিনি গ্রীকদের উত্তেজিত করতে লাগলেন অন্য ট্রয়বীরদের আক্রমণ করার জন্য।

একিলিস যখন গ্রীক সৈন্যদের উত্তেজিত করছিলেন তখন হেক্টরও বসে নেই। তিনিও ট্রয় সৈন্যদের সমানে উত্তেজিত করে চলছিলেন গ্রীক সৈন্যদের ওপর কঠোর আঘাত হানবার জন্য। এবং প্রসঙ্গত তিনি ট্রয় সেনাদের এও বুঝিয়ে বলেছিলেন যে তিনি বরং একিলিসের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। হেক্টরের এই সিদ্ধান্তে অ্যাপোলো সচকিত হয়ে এসে হেক্টরকে সেই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতে বললেন,কারণ তাতে হেক্টরের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। হেক্টর এই কথা শোনামাত্র বুঝতে পারলেন যে কোন দেবতা নিশ্চয়ই তাকে সাবধান করে দিয়ে গেলেন। তাই তিনি সাবধানবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে ট্রয় সৈন্যদের পূর্বভাগে না থেকে পেছনের দিকে চলে গেলেন।

হেক্টরকে না পেয়ে একিলিস বীর বিক্রমে আক্রমণ করলেন ট্রয় সৈন্যদের। একিলিসের গতি ছিল তীব্র। তাঁর সেই ভয়ঙ্কর তীব্রতার কাছে ট্রয়সৈন্য নিষ্পেষিত হতে লাগলো। মারা পড়ল ট্রয় সৈন্যদের বহু বীর। যেমন ঈফিতিয়ান, ডোমালিয়ান হিপ্পোডেমাস এবং সর্বশেষে প্রিয়ামের সবচাইতে ছোট ছেলে পলিডেমাস। হেক্টরের ভাই যখন প্রচণ্ড আহত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে তখন আর হেক্টর স্থির থাকতে পারলেন না। সক্রোধে বেরিয়ে এলেন আঘাত থেকে। এইবার শুরু হল হেক্টর-একিলিসের দ্বৈতযুদ্ধ। যেমন হেক্টরের বর্শাকে এথেন একিলিসের আঘাত থেকে হেক্টরকে বাঁচাবার জন্য সৃষ্টি করলেন মায়া অন্ধকার। ফলে একিলিসের বর্শা পরপর চারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল হেক্টরকে আঘাত না করে। এবারে একিলিস আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন কারণ তিনি বুঝতে পারলেন অ্যাপোলোই হেক্টরের পরিত্রাণদাতা।

একিলিসের ক্রোধ আরো বেড়ে উঠল। তিনি এবার দ্বিগুণ তেজে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ট্রয় সৈন্যদের ওপরে। তাঁর ক্রোধের আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে

পড়তে লাগল যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে। তাঁর হাতে মারা পড়লেন ত্রিগোয়াস, দেমাকাস, ট্রস, মুনিরাস প্রভৃতি বীরেরা। অসংখ্য হত্যার রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল তাঁর হাত। সন্ধ্যার গোধুলির রক্তিম আলো আর ট্রয়সৈন্যর রক্তের রঞ্জিত যুদ্ধক্ষেত্রের রঙ কখন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

এইবার যুদ্ধ ক্রমে চলে এল নদীর তীরের দিকে। একিলিস যুদ্ধ করতে করতে ট্রয় সেনাদের বিতাড়িত করে নিয়ে যেতে লাগলেন। ক্রমে ট্রয়সৈন্যরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল বিতাড়িত হয়ে গেল ট্রয়নগরীর দিকে আর অন্য একটা দল নদীর ধারে এসে কোন পথ না পেয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একিলিসের আক্রমণে, তাঁর রণহুংকারে আর ট্রয়সৈন্যর ভীত আর্ত চিৎকারে নদীবক্ষ সচকিত হয়ে উঠল। একিলিসের হাতে অসংখ্য শত্রু সৈন্য একের পর এক নিহত হল। ট্রয়সৈন্যর রক্তধারায় লাল হয়ে উঠল জ্যান্থাস নদীর জল। শত্রুসৈন্য হত্যা করতে করতে একিলিস রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় সেই রণক্লান্ত একিলিসের সম্মুখে পড়ল অন্যতম প্রিয়াম পুত্র লাইকাউন। লাইকাউন একিলিসের পা জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভিক্ষা করল। কিন্তু একিলিস ছিলেন প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃত্যুতে ক্রোধোন্মাদ। যতদিন প্যাট্রোক্ল্যাসের নিহত হয়নি ততদিন তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু তাঁকে ক্রোধে উন্মত্ত করে তুলেছে। এখন তিনি আর কাউকে রেহাই দিতে চান না। এই ক্রোধের আগুনের শিকার হ'ল লাইকাউন। একিলিসের হাতে তাঁর পতন ঘটল।

এইবার একিলিসের সঙ্গে যুদ্ধে এগিয়ে এলেন অ্যাস্টারোপিয়াস। এই অ্যাস্টারোপিয়াস-এর পিতা ছিলেন পেলিগস। এবং পেলিগস হলেন সর্বাপেক্ষা সুন্দর নদী অ্যাকসিফস-এর পুত্র। একিলিসের সাথে অ্যাস্টারোপিয়াস-এর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নিহত হলেন অ্যাস্টারোপিয়াস।

একিলিসের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন স্কামান্দার নদী। স্কামান্দার নদীর ঢেউ একিলিসকে যখন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন একিলিসের প্রার্থনায় পসেডন ও এথেন এসে তাঁকে উদ্ধার করলেন। এথেন তাঁকে দিলেন নদীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এক অলৌকিক শক্তি। কিন্তু স্কামান্দার মানল না

দেবতাদের নির্দেশ। তার ক্রুদ্ধ জলোচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্র প্রশমিত হল না। একিলিস হয়তো বা ভেসেই যেত যদি না হিয়াসটাস এক ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে তার তাপে স্কামান্দারকে না দগ্ধ করতেন। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এইভাবে দেবতাদের নিজেদের মধ্যে রেষারেষির সূত্রপাত হল। যার ছাপ অ্যারেস ও এথেনের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ওদিকে আবার আর্তেমিস দাঁড়িয়েছিলেন দেবরাজ্ঞী হেরার বিরুদ্ধে। এইভাবে দেবতারাও একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েছিলেন। ওদিকে একিলিসের তাড়নায় ট্রয়সৈন্যরা ছুটে আসছিল ট্রয়নগরীর দিকে। সিংহের তাড়নায় মেষশাবকেরা যেমনভাবে ছুটে আসে, তেমনভাবে প্রিয়াম দুর্গ প্রাকার থেকে যুদ্ধের গতি নির্ণয় করছিলেন। তিনি দুর্গের ফটক খুলে দিতে বললেন। এবং দুর্গের ফটক খোলার সঙ্গে সঙ্গে ট্রয়সৈন্যর দল জলোচ্ছ্বাসের মত দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন। হয়তো বা একিলিসও ঢুকে পড়তেন সেই সঙ্গে। কিন্তু অ্যাপোলোর প্রচেষ্টায় একিলিসের সেই প্রচেষ্টা সার্থক হল না। অ্যাপোলো কৌশলে একিলিসকে নগরদ্বার থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

❦ উনবিংশ পর্ব ❦

অবশেষে হেকটরের মৃত্যু

ট্রয়সৈন্যর দল অ্যাপোলোর কৃপায় কোন মতে নিজেদের এলাকায় ঢুকে পড়ে হাঁফাতে লাগলো। ওদিকে বাইরে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রইল গ্রীক সৈন্যরা। আবার অ্যাপোলোর পেছনে যে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন একিলিস, সে ছোটার পরিসমাপ্তি তখনো ঘটেনি। সমস্ত ট্রয়সৈন্যরা যখন নিজেদের নগরে প্রবেশ করে নগর তোরণ বন্ধ করে দিল, তখন অ্যাপোলো একিলিসকে তাঁর পরিচয় দিলেন। একিলিস অ্যাপোলোর পরিচয় পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন. কারণ অ্যাপোলো তাঁর হাত থেকে ট্রয়বাসীদের রক্ষা করে তাঁকে জয়ের গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছেন। একিলিস আর মিথ্যে ছদ্মবেশী অ্যাপোলোর পেছনে সময় নষ্ট না করে ইলিয়াম নগরীর উদ্দেশ্যে তাঁর রথকে পরিচালনা করলেন।

দুর্গ প্রাকারে দাঁড়িয়ে একিলিসের সেই রণোন্মাদ মূর্তি রাজা প্রিয়াম প্রত্যক্ষ করে প্রচণ্ড ভীত হয়ে উঠলেন। তখন তিনি তাঁর পুত্র হেকটরকে একিলিসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্ররোচিত করতে লাগলেন। বহু অনুনয়-বিনয়. অনুরোধ-উপরোধ রাজা প্রিয়াম করলেন হেকটরকে। শুধু তাই নয় হেকটরের মা-ও হেকটরকে প্রচুর অনুরোধ করলেন কিন্তু হেকটর কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একিলিসের প্রতিক্ষায়।

হেকটর যখন একিলিসের প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন তিনি নিরব নিথর হয়ে আপনমনে ভেবেই চলেছিলেন যে কোনটা তাঁর পক্ষে গৌরবের হবে, একিলিসকে যুদ্ধে হত করা বা তাঁর হাতে নিহত হওয়া কিংবা পালিয়ে আত্মগোপন করা?

হেকটর যখন এই সমস্ত আপনমনে চিন্তা করে চলেছিলেন ততক্ষণে একিলিস হাজির হয়েছেন হেকটরের কাছে। সেই যাত্রা কৌশলক্রমে একিলিসকে হেকটর এড়িয়ে গেলেন বটে কিন্তু পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারলেন না। কারণ হেকটরের পেছনে একিলিস ধাওয়া করলেন তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে।

ওদিকে অলিম্পাস পর্বতের শিখরে বসে দেবরাজ জিউস একিলিস এবং হেক্টরের এই লুকোচুরি খেলা প্রত্যক্ষ করছিলেন। আসলে তাঁর মনে মনে বাসনা ছিল যে অন্যান্য দেবতারা হেক্টরকে একিলিসের হাতে থেকে রক্ষা করুন। কিন্তু অন্যান্য দেবতারাই বাদ সাধলেন। তাঁরা প্রশ্ন তুললেন যে যাঁর মৃত্যু বহু আগেই বিধিনির্দষ্ট হয়ে আছে তাঁকে জিউসের বাঁচানোর সার্থকতা কি? তাই জিউস দেবতাদের ইচ্ছায় কোন বাধাপ্রদান করলেন না। তিনি তাদেরই ওপরে ভালমন্দ বিচারের ভার ছেড়ে দিলেন।

এথেন তখন হেক্টরের ভাই দিফোবাসের ছদ্মবেশে হেক্টরের কাছে এসে হেক্টরকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একিলিসের আগমনের জন্য প্রতিক্ষা করতে বললেন। হেক্টর দিফোবাসকে দেখে মনে মনে আনন্দিত হলেন কারণ অন্য সকলে যখন নগরের মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে দিফোবাস তখন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ছুটে এসেছেন হেক্টরের কাছে। এইভাবে দিফোবাসরূপী এথেন দ্বারা হেক্টরের একিলিসকে ক্লান্ত করার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল।

এথেনের সুচতুর পরিকল্পনাতে হেক্টর ও একিলিস পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। হেক্টর অকুতোভয়ে এবার একলিসের সম্মুখীন হলেন। হেক্টর একটা শর্ত করে দিলেন একিলিসকে। তা'হল এই যে, হেক্টর যদি একিলিসকে হত্যা করতে সক্ষম হন তাহলে তিনি একিলিসের বর্ম খুলে নিয়ে কোনরকম অসম্মান না করে তাঁর মৃতদেহ অর্পণ করবেন গ্রীকদের হাতে। আর বিপরীত ক্রমে একিলিসও অর্পণ করবেন ট্রয়বাসীদের হাতে। কিন্তু একিলিস সে শর্ত মানতে রাজি হলেন না।

এবার শুরু হল দুই মহারথীর মহারণ। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ! হেক্টর তাঁর দেশকে রক্ষা করবার দায়িত্বে করে চলেছিলেন তীব্র সংগ্রাম। সে সংগ্রাম ছিল স্বদেশপ্রীতিতে উজ্জ্বল। শুধুাত্র নিজেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্য বা পলায়নসুলভ মনোবৃত্তি সে লড়াইয়ের মধ্যে ছিল না। কিন্তু একিলিসের যুদ্ধের মধ্যে ছিল প্রতিশোধের উন্মত্ততা। তাঁর প্রিয় সঙ্গী প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃত্যু তাঁর বুকের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল এক তীব্র জীঘাংসা।

উভয়র মধ্যে এক ঘোরতর যুদ্ধে একিলিসের বর্শাফলকের আঘাতে রণক্লান্ত

হেক্টর লুটয়ে পড়লেন মাটিতে। আস্তে আস্তে নিভে যেতে লাগলো সেই অদম্য অপ্রতিরোধ্য বীরের জীবনের আলোকবিন্দু। মরবার আগে তাঁর কণ্ঠে শেষবারের মত বেজে উঠেছিল একিলিসের প্রতি এক আকুল প্রার্থনা।

"দয়া করে আমার মৃতদেহটা কুকুর দিয়ে খাইও না। পাঠিয়ে দিও আমার রাজভবনে।"

কিন্তু একিলিস প্রতিহিংসাস্পৃহায় এতই নির্মম ছিলেন যে তিনি হেক্টরকে তাঁর মৃত্যুর সময়েও তীব্র গালাগাল দিয়ে সেই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন। তা সত্ত্বেও হেক্টর মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে প্রার্থনা করে গেলেন যে একিলিস যেদিন মারা যাবেন সেদিন যেন দেবতাদের কোন অভিশাপ তাঁর ওপর না নেমে আসে।

হেক্টরের মৃত্যুতে উল্লসিত হয়ে উঠল গ্রীকসেনারা। গাইতে শুরু করলো বিজয়ের গান। সৈন্যদের মধ্যে পড়ে গেল আনন্দের এক সমবেত হুল্লোড়। অসীম নিষ্ঠুরতার সাথে একিলিস হেক্টরের পা দুটোকে রথের সঙ্গে বেঁধে মাথাটা মাটিতে নামিয়ে ছুটিয়ে দিলেন তাঁর রথ। হেক্টরের দেহটা পথের ধুলোয় গড়াতে গড়াতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে যেতে লাগল রথের পিছু পিছু। হেক্টরের প্রতি এত বিদ্বেষ এত ক্রোধের কারণ সম্ভবত একটাই তা হল এই যে হেক্টর সমস্ত গ্রীকবাসীদের কাছে এমনকি একিলিসের কাছেও 'ছিলেন এক বিভীষিকা বিশেষ। সেই বিভীষিকার পতন ঘটতে সবার জান্তব নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটছে স্বতস্ফূর্তভাবে।

বীর হেক্টর, পুত্র হেক্টর, পতি হেক্টর আর এই পৃথিবীতে নেই। এ খবর সমস্ত ট্রয়বাসীকে, তাদের চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ভেঙ্গে পড়ল তাদের স্বপ্নের স্বর্ণপ্রাসাদ। হাহাকারে মুখরিত হয়ে উঠল ইলিয়াম নগরীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। এ বিষাদের কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পত্নী হারালো পতিকে, পিতা ও মাতা হারালেন পুত্রকে, স্বদেশবাসী হারালো এক স্বদেশ প্রেমিককে। আর সৈন্যর দল হারালো এক দুর্দম বীরকে। তাই এই ক্ষতিতো কারোর একার নয়। টুকরো টুকরো বিষাদ, শোক, হাহাকার কখন যেন এক হয়ে ইলিয়াম নগরীর ভেতরে এবং তার আকাশে সৃষ্টি করলো গভীর বেদনার এক

বিশাল কালো আচ্ছাদন। যে বেদনার গভীরতা আচ্ছন্ন করে ফেললো সমস্ত ট্রয়বাসীদের মন। ট্রয়ের আকাশে বাতাসে গভীর যন্ত্রণার সঙ্গে যে উচ্চারিত হতে থাকলো "হেকটর হত"।
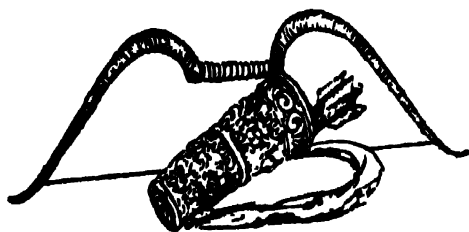
৩২ বিংশ পর্ব ৮১

অতঃপর.... !!

হেকটরের শোকে যখন ট্রয়বাসীরা আকুল, তখন গ্রীকসৈন্যর দল আনন্দে মশগুল। তারা ফিরে যাচ্ছিল আবার জাহাজের দিকে। কিন্তু একিলিস প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহের সৎকার না করে ফিরে যেতে দিলেন না। প্যাট্রোক্ল্যাসের চিতা সাজান হল এবং সেখানে নিয়ে আসা হল হেকটরের রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, বিকৃত মৃতদেহ। একিলিসের প্রতিজ্ঞা ছিল যে প্যাট্রোক্ল্যাসের চিতার কাছে হেকটরের মৃতদেহকে তিনি কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য বারোজন ট্রয় যুবককে প্যাট্রোক্ল্যাসের চিতার সামনে হত্যা করবেন।

এদিকে গ্রীক শিবিরে প্যাট্রোক্ল্যাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে প্রাক অন্ত্যেষ্টি ভোজসভার আয়োজন করা হল। কিন্তু সেখানে একিলিস যোগ দিলেন না। কারণ তিনি শোকে মূহ্যমান ছিলেন। তাঁর প্রতিহিংসার নিবৃত্তি ঘটেছে কিন্তু শোকের তো নিবৃত্তি ঘটেনি। তিনি প্যাট্রোক্ল্যাসের দেহ ছাই না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত জলস্পর্শ করবেন না, এই প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন। এবং তাঁর অন্তর্নিহিত ইচ্ছে ছিল যে শবদাহ শেষ হলে প্যাট্রোক্ল্যাসের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করবেন। তাই অ্যাগমেননকে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাবার যথাযথ ব্যবস্থা করতে বললেন। ভোজসভার কাজ শেষ হয়ে গেলে গ্রীকেরা যে যার নিজের জাহাজে চলে গেল রাত্রের বিশ্রামের জন্য। কিন্তু একিলিস রয়েই গেলেন সমুদ্রতীরে।

একিলিস বড়ই ক্লান্ত ছিলেন। তাই নিজেকে সামলাতে না পেরে সেই নির্জন সমুদ্র তীরে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই ঘুমের মাঝে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন প্যাট্রোক্ল্যাসের প্রেতাত্মাকে। এই প্রেতাত্মা তাঁকে জানালো যে তাঁর মৃত্যুও আসন্ন। তাই সেই প্রেতাত্মা একান্তভাবে প্রার্থনা করলেন যে একিলিসের অস্থির সাথে যেন প্যাট্রোক্ল্যাসের অস্থি একসঙ্গে রাখা হয়। এরপরেই আচমকা একিলিসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি কাউকেই দেখতে পেলেন না। শুধু একরাশ ধোঁয়া শূন্যে

মিলিয়ে গেল।

রাত্রি হ'ল প্রভাত। প্যাট্রোক্ল্যাসের শবদেহ দাহ করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হতে লাগলো। বহু কাঠ এল, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণও ধীরে ধীরে

হাজির হ'তে থাকলো। সূর্য তখন প্রায় মধ্যগগনে দিপ্যমান। তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর বুকে দারুণ দীপ্তিতে। সূর্যের দাহ কখন যেন গ্রীকদের মনে শোকের দাহ হয়ে মিলিয়ে গেল। প্যাট্রোক্ল্যাসের বহ্নিমান চিতায় সবাই উৎসর্গ করল তাঁদের আপন আপন কেশগুচ্ছ। প্যাট্রোক্ল্যাসের মরদেহ মিলিয়ে গেল আকাশচুম্বি ধোঁয়ার মাঝে। যাত্রা করলেন তিনি অনন্তলোকের উদ্দেশ্যে। সূর্য গেল অস্তাচলে!

গ্রীকসেনারা চলে গেল তাদের নিজেদের শিবিরে। এদিকে একিলিস তাঁর আপন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য তৎপর হলেন। বারোজন ট্রয় যুবককে হত্যা করলেন এবং কুকুরের সন্ধানে বেরোলেন, হেকটরের মাংস কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন বলে। কিন্তু দেবী অ্যাফ্রোদিতির কৃপায় একিলিস কোন কুকুরকেই হেকটরের মৃতদেহের কাছে আনতে পারছিলেন না। ওদিকে অ্যাপোলো বসেছিলেন, তিনিও সূর্যের তাপে যাতে হেকটরের দেহ শুকিয়ে না যায় সেই জন্য হেকটরকে যেখানে রাখা ছিল, সেইখানেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এই গাঢ় ছায়াময় পরিবেশ।

প্যাট্রোক্ল্যাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য গ্রীক সৈন্যরা নির্মাণ করলেন এক স্মৃতিস্তম্ভ। এবং সেখানে রেখে দিলেন তাঁর দেহাস্থি। এরপর তাঁরা সেখানে তিনটে প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। এই প্রতিযোগিতাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রতিযোগিতা বলা যেতে পারে। রথচালনা, মল্লযুদ্ধ, এই জাতীয় তিন ধরনের প্রতিযোগিতা। শরক্ষেপণ প্রতিযোগিতাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এইভাবেই নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্যাট্রোক্ল্যাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে একিলিস তথা সমস্ত গ্রীকবাসীরা সেইসঙ্গে গ্রীকবীরেরা মনে করে রাখতে চাইছিলেন। তাদের মণিকোঠায় উজ্জ্বল করে রাখতে চাইছিলেন প্যাট্রোক্ল্যাসের ছবি। সেই দুরন্ত, দুর্মদ বীরের ছবি, যিনি অকুতোভয়ে গ্রীকদের বিপর্যয়ের সময়ে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে ছিলেন বহু গ্রীক সৈন্যদের। সমকক্ষ নন জেনেও দুর্দমনীয় ট্রয়বীর হেকটরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দ্বিধাগ্রস্থ হননি। তাই তাঁর মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখবার যে প্রচেষ্টা, তাতে সমস্ত গ্রীকবাসীরাই মেতে উঠেছিল।

সবশেষে...... !

প্যাট্রোক্ল্যাসের মৃতদেহের যথাযোগ্য সৎকার হল বটে কিন্তু হেকটরের মৃতদেহের অবমাননার আর সীমা-পরিসীমা রইল না। দুই বীরের মৃতদেহের প্রতি দুরকম ব্যবহার। হেকটরের মৃতদেহের অবমাননা কেবলমাত্র একিলিসের প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্য সম্ভব হল। এ যেন এক বীর হৃদয়ের এক মহান হৃদয়ের মধ্যে এক বিশাল বৈপরীত্যের সমাবেশ—একদিকে প্যাট্রোক্ল্যাসের প্রতি একিলিসের দুরন্ত ভালবাসা, অন্যদিকে প্যাট্রোক্ল্যাসের হত্যাকরী হেক্টরের প্রতি দুর্নিবার ঘৃণা। ঘৃণা ও ভালবাসার এমন অপূর্ব সমন্বয় ক্বচিৎ মেলে।

হেকটরের মৃতদেহের এইরকম অবমাননা দেখে দেবতাদের মনে করুণার উদ্রেক হল। তাঁরা হারমিসকে আদেশ দিলেন গোপনে মৃতদেহটি চুরি করতে। কিন্তু এ বিষয়ে অর্থাৎ গোপনে মৃতদেহটি চুরির বিষয়ে বাদ সাধলেন হেরা, পসেডন এবং এথেন—বিশেষ করে হেরা এবং এথেন। হেরা এবং এথেন যে কেন একমত হতে পারলেন না এ প্রসঙ্গে জানতে গেলে একটা ঘটনার কথা জানতে পারা দরকার।

কোন এক সময় হেরা, এথেন এবং অ্যাফ্রোদিতি আলেকজান্দ্রাসের কাছে এসে উপস্থিত হ'ন কারণ তখন তাঁরা একটি সোনার আপেল নিয়ে খেলছিলেন। সেই আপেল হঠাৎই আলেকজান্দ্রাসের হাতে এসে পড়ে। তাঁরা তিনজনে এসে আলেকজান্দ্রাসকে বলেন যে প্রকৃত শ্রেষ্ঠা যিনি, তাঁর হাতেই যেন আপেলটা দেওয়া হয়। আলেকজান্দ্রাস আপেলটি দান করেন অ্যাফ্রোদিতিকে। কারণ অ্যাফ্রোদিতি আলেকজান্দ্রাসকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে তিনি আলেকজান্দ্রাসের হাতে তুলে দেবেন। এবং পরবর্তীকালে অ্যাফ্রোদিতির সাহায্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হেলেনকে আলেকজান্দ্রাস লাভ করেন। অ্যাফ্রোদিতির প্রতি আলেকজান্দ্রাসের পক্ষপাতিত্বের জন্য হেরা এবং এথেন সেই সময় থেকেই ইলিয়াম নগরী ও আলেকজান্দ্রাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন।

হেরা এবং এথেনের এই ক্রুদ্ধতার জন্য এবং সেই সঙ্গে পসেডনের বাধাদানের ফলে দেবতারা হারমিসকে দিয়ে হেকটরের মৃতদেহ চুরি করতে পারলেন না। কেটে গেল বেশ কয়েকদিন। এরপর দেবরাজ জিউস আর নিজেকে সংযত করতে পারলেন না। দেবতারা যে একিলিসের অনমনীয়, দুর্বিনীত, এবং অন্যায়পরায়ণ মনোভাবকে সমর্থন করছেন এটা খুবই নিন্দনীয়। দেবরাজ জিউস যুক্তি দিলেন যে একিলিস যা হারিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি প্রিয়জনকে হারিয়ে মানুষ সেই দুঃখ সহ্য করে। কিন্তু একিলিস বিবেক নামক বস্তুটিকে ঝেড়ে ফেলে বিবেকহীন উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। একিলিসের এই ব্যবহার দেবতাদের মানা কোনমতেই উচিত নয়।

হেরা দেবরাজ জিউসের কথায় প্রবল আপত্তি তুললেন কারণ হেকটর ছিলেন এক মর্ত নারীর সন্তান। আর একিলিস এক দেবতার সন্তান। সুতরাং দুজনের সম্মান কখনোই এক হবে না—অবশ্যই এই যুক্তি হেরার। জিউস জানালেন যে সে কথা তিনি কখনোই ভোলেননি, তবুও হেকটর সমস্ত দেবতাদেরই প্রিয় ছিলেন। তাই দেবরাজ জিউস প্রস্তাব দিলেন যে তিনি থেটিসকে বুঝিয়ে বলবেন যে থেটিস যেন একিলিসের কাছে গিয়ে বলে যে একিলিস যেন প্রিয়ামের কাছ থেকে উপহার নিয়ে হেকটরের মৃতদেহ প্রিয়ামকে দান করেন।

জিউসের প্রস্তাব মানে আদেশ। স্বয়ং দেবরাজের আদেশে আইরিশ গিয়ে থেটিসকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। থেটিস ছিলেন তখন গভীর শোকমগ্ন। কারণ খুব শীঘ্রই তার পুত্র একিলিসের প্রাণবায়ু নির্গত হবে। দেবরাজ জিউস থেটিসকে জানালেন যে তিনি একিলিসের প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছেন হেকটর-এর প্রতি অবিচার করার জন্য তাই একিলিস যেন প্রিয়ামের কাছ থেকে উপহারের বিনিময়ে হেকটরের মৃতদেহ ট্রয়বাসীদের ফিরিয়ে দেন।

থেটিস আর কালবিলম্ব না করে একিলিসকে গিয়ে দেবরাজ জিউসের পরিকল্পনা জানালেন। দেবরাজ জিউসের আদেশ অমোঘ এবং অব্যর্থ। তাই একিলিসের সেই আদেশ না মেনে কোন উপায় ছিল না। অতঃপর একিলিস রাজি হলেন।

এদিকে শোকের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছে ট্রয়নগরী। হেকটর যে

তাদের কতখানি ছিলেন তা আজ ট্রয়বাসীদের প্রত্যেকের মুখেই পরিস্ফুট। তাদের এই শোকবিহ্বল অবস্থার মধ্যে দেবরাজ জিউসের কাছ থেকে আইরিশ গেলেন দূত হয়ে। এবং গিয়ে দেবরাজ জিউসের প্রস্তাবের কথা তাদের জানালেন।

শোকের অশ্রুকে সংবরণ করে রাজা প্রিয়াম প্রস্তুত হলেন একিলিসকে উপহার পাঠানোর জন্য। যদিও রাণী হেকুবার এতে অমত ছিল। কিন্তু রাজা প্রিয়াম কারোর কোন কথাই শুনলেন না। প্রস্তুত হলেন সমস্ত উপহার নিয়ে হেক্টরের মৃতদেহ আনবার জন্য।

রাজা প্রিয়াম, বৃদ্ধ প্রিয়াম অবশেষে উপস্থিত হলেন একিলিস সকাশে। জড়িয়ে ধরলেন তাঁর পা। বীর পুত্রের অবমাননায় তিনি মর্মাহত। কিন্তু তিনি এতদূর অসহায় যে একিলিসের পায়ে জড়িয়ে ধরে হেক্টরের দেহ ভিক্ষা করা ছাড়া তাঁর আর কোন গতি নেই।

রাজা প্রিয়ামের সমস্ত কথাই একিলিস শুনলেন। এবার একিলিসের ভেতরে জেগে উঠল সেই মানবতাবোধ। যে মানবতাবোধ এক অতি নিষ্ঠুর মানুষকেও ফুলের প্রতি মুগ্ধ করে তোলে। তাই একিলিস রাজা প্রিয়ামকে মৃতদেহ ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর পুরোনো শত্রুতা ভুলে রাজা প্রিয়ামকে একিলিস করলেন পরম আপ্যায়ন। তখন রাত হয়ে গেছে অনেক, রাজা প্রিয়ামকে আপন নগরে ফিরতে দিলেন না একিলিস। তাঁরই শিবিরের একাংশে তাঁর দাসীরা প্রিয়ামের জন্য বিছানা করে দিল। মুহূর্তের জন্য হলেও শত্রু হল বন্ধু।

প্রিয়াম, একিলিসের মধ্যে আলোচনায় ঠিক হল যে হেক্টরের শেষকৃত্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত থাকবে। কারণ ট্রয়বাসীরা হেক্টরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নয়দিন ধরে পালন করলেন জাতীয় শোক। এরপর দশদিনের দিন সমাধি রচিত হবে এবং একাদশ দিনে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। তাই যদি পুনরায় যুদ্ধও হয় তাহলেও তা শুরু হবে বারোদিনের দিন।

রাজা প্রিয়াম এবং একিলিস উভয়েই আপন আপন জায়গায় বিশ্রামে রত হলেন। গভীর রাত্রে হারমিসের প্ররোচনাতে রাজা প্রিয়াম হেক্টরের দেহ নিয়ে ট্রয়নগরীতে ফিরে এলেন, কারণ একিলিস প্রিয়ামকে ক্ষমা করে হেক্টরের মৃতদেহ অর্পণ করেছেন বটে কিন্তু অ্যাগমেনন প্রিয়ামকে বন্দী করবেন না এমন

কোন স্থিরতা নেই।

ফিরে এলেন রাজা প্রিয়াম। সমস্ত নগর থেকে সমস্ত নগরবাসীরা ভিড় করল হেক্টরের মৃতদেহ দর্শনলাভের জন্য। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন হেক্টরের মা আর তাঁর স্ত্রী সেই সাথে নগরবাসীরাও। কান্নার আবেগে, উচ্ছ্বসিত শোকের তাড়নায় পুত্রহারা মা, পতিহারা স্ত্রী এবং সেই সঙ্গে বীরহারা দেশবাসীরা এক দুর্নিবার যন্ত্রণায়, ব্যথায় আপ্লুত হয়ে উঠল। হেক্টরের সেই ছোট্ট শিশু পুত্র, যার মুখের দিকে তাকিয়ে হেক্টরের মত অতি বড় বীরও একদিন যুদ্ধ যাত্রার সময়ে মুহূর্তের জন্য গতি রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সেই শিশুটি নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়েছিল সমস্ত জনতার বিলাপের মাঝখানে। হেক্টরের নিস্পন্দ দেহটাকে একবার দেখছিল আর একবার উপস্থিত মানুষের জলেভেজা মুখগুলোকে নিরীক্ষণ করছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে এক দুর্বোধ্য বিস্ময়, সমস্ত জনতা যখন শোকে আকুল, হেক্টরের শিশুপুত্রের ছোট্ট হাত তখন হেক্টরের মাথার চুলের ভেতরে মাঝে মাঝে বিলি কেটে দিচ্ছে যেন বা সেই হাতের স্পর্শে হেক্টর এক্ষুনি উঠে তাকে দুহাতে শূন্যে ছুঁড়ে আবার লুফে নেবে। কিন্তু হেক্টর তো করলেন না। তাই অনেকক্ষণ পর হেক্টরের শিশুপুত্রের নির্বাক বিস্ময় পরিণত হল হেক্টরের প্রতি নিদারুণ অভিমানে। সেই বিস্মিত চোখ জুড়ে অকস্মাৎ নেমে এল অভিমানের অশ্রু যা কিনা মিশে গেল সম্মিলিত শোকের অশ্রুর সঙ্গে।

৩ প্রথম অধ্যায় ৫

এ গল্প এমন এক মানুষের গল্প যিনি ট্রয়নগরী ধ্বংস হবার পর বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। কত নগর, কত জনপদ অতিক্রম করে, তিনি সঞ্চয় করেছেন এক সুবিশাল অভিজ্ঞতা। কতই না দুঃখ তিনি ভোগ করেছেন, করেছেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই। তার কারণ তাঁর সহকর্মীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা। যদিও অনেক চেষ্টা করেও তাঁর সহকর্মীদের জীবন তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর সহকর্মীরা অবশ্য নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনলেন। কারণ, এই সহকর্মীর দল একবার সূর্যদেবতা হাইপিরিয়ানের কাছে উৎসর্গ করা বলির পশুগুলো খেয়ে ফেলে। তার ফলে সূর্যদেবতা রেগে অভিশাপ দেন যে তাঁরা যেন আর কোনদিন তাঁদের স্বদেশে ফিরতে না পারেন।

এই মানুষটা হলেন ওডিসিয়াস। ট্রয়যুদ্ধ শেষে যে সমস্ত গ্রীকসেনারা জীবিত ছিল, তারা অনেক কষ্টকর সমুদ্রযাত্রাকে পেছনে ফেলে অবশেষে এসে পৌঁছয় তাদের স্বদেশে। কিন্তু ওডিসিয়াস ফিরতে পারলেন না তাঁর ঘরে। এর কারণ অবশ্য একটা আছে। ক্যালিপসো নামে এক জলদেবী এই ওডিসিয়াসকে বন্দী করে রাখেন এক ভয়ানক অন্ধকার গুহায়। কারণ তাঁর ইচ্ছে ছিল ওডিসিয়াসকে বিয়ে করার। অন্যানা দেবতারা ওডিসির নিজের রাজ্য ইথাকায় ফিরে যাওয়ার এক সুভক্ষণ নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন। ওডিসি সেই সময়েও বিপদ থেকে মুক্ত হ'তে পারলেন না।

এবার আমরা একবার অলিম্পাস পর্বতের ওপরে দৃষ্টিপাত করি, সেখানে

দেখি স্বর্গ-মর্ত-পাতালের অধীশ্বর দেবরাজ জিউস কি করছেন? এখানে এক আলোচনা সভায় দেবরাজ জিউস মিলিত হয়েছিলেন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে। তিনি বর্ণনা করছিলেন বীর এজিস্থাসের কথা। এই এজিস্থাস সম্রাট অ্যাগমেননের স্ত্রীকে বিয়ে করে পরে অ্যাগমেনন আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। এ বিষয়ে দেবরাজ জিউস তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সাবধানবাণী এজিস্থাস শোনেন নি। অ্যাগমেনন পুত্র ওরেসটেস বড় হয়ে ঘরে ফিরেই সে তাঁর পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নেয়। তাই দেবরাজ জিউস বলছিলেন যে মানুষ তাদের আপন দুঃখ কষ্ট নিজেদের কৃতকর্মের ফলেই তৈরি করে।

এবার যুদ্ধের দেবী এথেন দেবরাজ জিউসের সঙ্গে একমত হলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানাতে ভুললেন না যে ওডিসিয়াস এক মায়াদেবীর পাল্লায় পড়ে কি দুর্দশাই না ভোগ করছে! এই মায়াবিণী ওডিসিয়াসের কোন কাতর আবেদনই সাড়া দিচ্ছে না! সাড়া তো দিচ্ছেই না, বরং তাঁর মন থেকে তাঁর স্বদেশ ইথাকার স্মৃতি ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ওডিসিয়াসের মত একজন সৎলোকের এইরকম অবস্থা কেন? দেবরাজ জিউস কি তাঁর প্রতি বিরূপ।

দেবরাজ জিউস তখন প্রত্যুত্তরে দেবী এথেনকে বললেন যে, ওডিসিয়াসের প্রসংশনীয় কার্যাবলী তাঁর পক্ষে ভুলে যাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। আসলে গোলমাল অন্য জায়গায়।

ওডিসিয়াস অন্ধ করে দিয়েছিলেন পলিডেমাসকে। এই পলিডেমাস ছিলেন জলপরী থুজার পুত্র। পলিডেমাসের পিতা ছিলেন ভূকম্পন দেবতা পসেডন। স্বাভাবিকভাবেই পলিডেমাসের এই দুর্দশায় পসেডন নির্বাসন দণ্ড দান করেন ওড়িসিয়াসকে। অতঃপর দেবরাজ জিউস প্রস্তাব দিলেন এমন একটা উপায় খুঁজে বার করতে যাতে ওডিসিয়াস নিরাপদে নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারেন।

দেবরাজ জিউসের কাছ থেকে আশ্বাসের বাণী পেয়ে দেবী এথেনও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দেবদূত হারমিসকে ওডিসিয়াসের কাছে পাঠানো হবে, দেবতাদের সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য। ইতিমধ্যে, দেবী এথেন নিজে গিয়ে ইথিকায় ওডিসিয়াসের

পুত্রের মনে সাহস সঞ্চার করলেন।

অতঃপর দেবী এথেন অলিম্পাস পর্বতের শিখর থেকে মর্তের দিকে ধাবমান হলেন।

এবার আমরা দেখি ইথিকার কি অবস্থা! সেখানে ওডিসিয়াস দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত। খুব স্বাভাবিকভাবেই সবারই এই ধারণা মনে বদ্ধমূল যে ওডিসিয়াস আর ফিরবেন না। তাই ওডিসিয়াস-পত্নী পেনিলোপের চতুর্দিকে জুটে গিয়েছিল অনেক পাণিপ্রার্থীর দল। এবং তারা ইথিকায় ওডিসিয়াসের প্রাসাদে একেবারে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছিলেন। এথেন যখন গিয়ে ইথিকায় পৌঁছলেন, তখন পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীর দল তাস খেলায় মগ্ন ছিল। আর তাদের ভৃত্যরা তাদের জন্য মদ-মাংস ইত্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত ছিল।

ওডিসিয়াস পুত্র টেলিমেকাস এইসব পাণিপ্রার্থীদের মাঝখানে নিজেকে খুব অসহায় বলে মনে করছিলেন, এবং অসহায় চিত্তে ভেবে বলেছিলেন যে কবে তাঁর পিতা এসে এইসব অনুপ্রবেশকারী দলগুলোকে সপাটে তাড়িয়ে দেবেন। এমন সময় হঠাৎই চোখে পড়ল দেবী এথেনকে। টেলিমেকাস অবশ্য দেবী এথেনকে চিনতে পারেনি। সে দেবী এথেনকে কোন অতিথি বলে ভুল করেছিল। তাই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে এল। আসলে টেলিমেকাস চাইছিল না যে এই নতুন অতিথি দুর্বিনীত পাণিপ্রার্থীদের কথাবার্তায় কোন বিরক্ত বোধ করেন।

এদিকে ভোজসভা শুরু হল। পাণীপ্রার্থীর দল সুরা, প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বসল। চারণকবি এবং গায়ক ফেমিয়াস তাদের মনোরঞ্জনের জন্য বীণায় সঙ্গীতের সুরলহর তুলল। অপরদিকে দেবী এথেনের সঙ্গে টেলিমেকাস এমনভাবে কথাবার্তা শুরু করল যাতে এই পাণিপ্রার্থীর দল তাদের কোন কথা না শুনতে পায়। টেলিমেকাস এই অতিথিকে সরল অকপটে সবই জানালো। অবশ্য সে জানতো না যে এই নতুন অতিথিটি কে? কারণ দেবী এথেন নিজেকে পরিচয় দিয়েছিলেন মেন্তেস নামে জনৈক তাফিয়ান সর্দার হিসেবে। তাঁর পিতার পরিচয় দিলেন রাজা অ্যাঙ্কিয়ালাস নামে। অতঃপর তিনি নিজের কথা বললেন তিনি ভাল লোহা আমদানী করবার জন্য বাজারের পথে রওনা হয়েছিলেন। এই

প্রসঙ্গে তিনি লারতেসের কথা বললেন, যার কাছে গেলে টেলিমেকাস তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য পাবে। লারতেস নিশ্চিত করে জানালেন যে ওডিসিয়াস বেঁচে আছেন এবং শীঘ্রই তিনি তাঁর স্বদেশ ইথিকায় ফিরে আসবেন। কেবলমাত্র দেবতার বাধা সৃষ্টির জন্যই তাঁর ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছে।

অতঃপর তিনি উপস্থিত পাণিপ্রার্থীর দলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ

করলেন। টেলিমেকাসও তাঁর সাথে একমত হলো। অর্থাৎ তাঁরা দুজনেই একমত হল এই বিষয়ে যে এই দুর্বিনীত পাণিপ্রার্থীর দলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করাই আশু কর্তব্য।

দেবী এথেন বিদায়কালে টেলিমেকাসের কাছ থেকে বন্ধুত্বের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ উপহার পেয়েছিলেন কিন্তু তা তিনি তখন নিলেন না। পরিবর্তে আশ্বাস দিলেন যে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় সে উপহার তিনি নিয়ে যাবেন।

যাওয়ার সময় টেলিমেকাসের মনে দেবী এথেন করে গেলেন সাহসের সঞ্চার। বাড়িয়ে গেলেন তার তেজস্বিতা। টেলিমেকাস আবার ফিরে এলেন সেই ভোজসভায়। সেখানে এসে তিন দেখলেন যে মায়ের সেই পাণিপ্রার্থীর দল গান শুনতে মগ্ন। সেই গানের মূল বক্তব্য ছিল ট্রয়যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা গ্রীকদের কৃতিত্বের কথা। গ্রীকদের কৃতিত্বের গান শুনতে পেয়ে টেলিমেকাসের মা তার নিজের ঘর থেকে ছুটে চলে এলেন সভাকক্ষে। আসলে এই গান শুনতে শুনতে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠেছিল। তাই তিনি গায়ককে অন্য গান গাইতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টেলিমেকাস প্রতিবাদ জানালেন এই বলে যে গায়কের ইচ্ছে মত গান গাওয়ার পথে বাধা দেবার ক্ষমতা তার মায়ের নেই। তিনি তাঁর মাকে নিজের ঘরে ফিরে যেতে বললেন এবং সেই সঙ্গে এও মনে করয়ে দিলেন যে তিনি বাড়ির মালিক সুতরাং তার কথা অনুযায়ী সমস্ত কিছু প্রতিপালিত হবে।

পুত্রের এই দৃঢ়োচিত পদক্ষেপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তাঁর মা। আসলে তিনি তাঁর স্বামী ওডিসিয়াসকে খুবই ভালবাসতেন। এবং সেই সঙ্গে পছন্দ করতেন না কাছাকাছি চলমানরত পাণিপ্রার্থীদের দলকে। তাই তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে পুত্রাদেশ পালন করতে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

টেলিমেকাসের মাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ল এই বিবাহেচ্ছু দলটি। কিন্তু তাদের সেই উল্লাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। মাঝপথে থেমে গেল তাদের সেই উল্লাস। আসলে থামিয়ে দিলেন টেলিমেকাস নিজে। এবং উপস্থিত সবাইকে বিস্মিত করে এক ফতেয়া জারি করলেন। তা হল এই যে, পরদিন সকাল থেকে এই দুর্বিনীত পাণিপ্রার্থীদের দলটিকে তিনি যেন আর

না দেখেন। প্রসঙ্গক্রমে এও জানিয়ে দিতে ভুললেন না যে তিনি সেই শুভদিনের অপেক্ষায় আছেন যেদিন তিনি তাঁর মায়ের অপমানকারী সমস্ত দলটিকে নিজের হাতে ধ্বংস করবেন।

হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল সভার প্রত্যেকেই। অপমানিত আক্রোশ মূর্ত্ত হয়ে উঠল সবার দৃষ্টিতে। এবার সবাই আসরে নেমে পড়ল এই প্রশ্ন নিয়ে, কে হবে ইথাকার রাজছত্রাধিপতি। সভাস্থ অনেকেই তাঁদের নিজের নিজের মত পোষণ করলেন তারপর সভা আরো কিছুক্ষণ ধরে চলল। সভা শেষ হলে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে টেলিমেকাস ভাবতে শুরু করলেন যে দেবী এথেন যে তাকে, তার বাবাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সমুদ্রযাত্রা করতে বলেছেন তা তিনি কিভাবে শুরু করবেন?

৻ দ্বিতীয় অধ্যায় ৵

বাগ্‌বিতণ্ডা.... !!

পরদিন সকালবেলা উষার রক্তিম আলোয় যখন দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছেন, তখন টেলিমেকাসের ঘুম ভাঙ্গলো। সাথে সাথে উনি প্রস্তুত হয়ে শয়নকক্ষের বাইরে এসে ঘোষকদের আদেশ দিলেন যে তারা যেন তাঁর পিতার সহকর্মী এবং প্রজাদের জন্য এক সভা ডাকে। কথামাত্র কাজ। ঘোষকের ঘোষণা সমাপ্ত হতে না হতেই একেবারে ছোটবড় নির্বিশেষে সকলেই জড়ো হতে লাগললেন। ধীরে ধীরে সভাকক্ষ ভরে উঠতে লাগলো। সবশেষে সভাকক্ষ পরিপূর্ণ হল। টেলিমেকাস ধীরে ধীরে গিয়ে তাঁর পিতার আসনে বসলেন। সভাস্থ সকলেই টেলিমেকাসকে যথাযোগ্য সম্মান জানালো।

প্রথমে শুরু করলেন এক প্রাজ্ঞ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এজিপ্‌টিয়াস। এই এজিপ্‌টিয়াসের এক পুত্র অ্যান্টিয়াস পডিসিয়াসরে সঙ্গে ইলিয়াম নগরীতে ট্রয়বাসীদের বিগত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অ্যান্টিয়াস আর ফেরেনি। এজিপ্‌টিয়াসের ছিল তিন পুত্র। কিন্তু অ্যান্টিয়াস ছিল সবচাইতে ভাল। তাই তার মৃত্যু এজিপটিয়াসের মনে খুব বেশি করে লেগেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এজিপ্‌টিয়াসের তিনি পুত্রদের মধ্যে একজন ছিল টেলিমেকাসের মা পেনিলোপের পাণিপ্রার্থী। এজিপ্‌টিয়াসের যে মুহূর্তে অ্যান্টিয়াসের কথা মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ হয়ে উঠল অশ্রুসজল, কান্নায় ধরে এল গলা। যাই হোক, তিনি শোক সম্বরণ করে টেলিমেকাসের এই সভা আহ্বানের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেন। যদিও তিনি জানতেন না কেন এই সভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এই নিয়ে নতুন কোন প্রশ্নের অবতারণা করলেন না। কারণ তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে সভাতে নিঃসন্দেহে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে। তাই তিনি টেলিমেকাসের উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য শেষে আশীর্বাণী বর্ষণ করলেন।

এজিপ্‌টিয়াসরে বক্তৃতার শেষে টেলিমেকাস সভায় বক্তৃতা দেবার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সভা আহ্বানের কারণ ব্যক্ত করলেন। আসলে ওডিসিয়াস

হুদিন হল দেশছাড়া। সেই সেনাবাহিনীর প্রত্যাগমন সংবাদ এখানো কেউই পায়নি। তবে সেটাও এই সভার আলোচ্য-বিষয় ছিল না। আসলে এই সভায় টেলিমেকাস আলোচনা করলেন তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখের কথা। তিনি মোটামুটি ধরেই নিয়েছিলেন যে তাঁদের রাজ্যের রাজা, তাঁর মহান পিতার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তার থেকে যে বড় বিপর্যয়ের কথা তিনি বললেন তা হল তার মা'র অবিবেচক পাণিপ্রার্থীদের কথা। এই পাণিপ্রার্থীদের কামনা অদূর ভবিষ্যতে এই রাজবংশের যে ধ্বংস ডেকে আনবে সে ব্যাপারে তিনি তাঁর প্রায় নিশ্চিত মতই প্রকাশ করলেন। তিনি উল্লেখ করতে ভুললেন না যে, যে সমস্ত পাণিপ্রার্থীদের দল সেই সভায় উপস্থিত তাঁরা নেতৃবৃন্দের সন্তান। এই অবিবেচকের দল যে বসে বসে তাঁরই প্রাসাদের সম্পদ ধ্বংস করতে চলেছে সে কথা বলতেও ভুললেন না।

তিনি স্মরণ করলেন সেই মহান বীর ওডিসিয়াসকে, যিনি একমাত্র পারতনে এই সমস্ত নোংরা পাণিপ্রার্থীদের কবল থেকে প্রাসাদকে উদ্ধার করতে। কিন্তু সে ক্ষমতা আজ উপস্থিত কারো মধ্যে নেই। তবুও উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে তিনি একথা জানাতে ভুললেন না যে, যেহেতু এই সমস্ত পাণিপ্রার্থীরা কেবলমাত্র উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সন্তান তাই তাঁরা যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন এ অত্যন্ত অন্যায়। এই সমস্ত কীটসদৃশ জীবদের প্রশ্রয় দেওয়াতে তাঁর মন প্রকৃতপক্ষেই বিষিয়ে গেছে।

টেলিমেকাস বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁর প্রতি এক সহানুভূতির ঢেউ খেলে গেল সভায় উপবিষ্ট জনতার মধ্যে। কিছুক্ষণ কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে পারলো না। অনেকক্ষণ পর বরফ ভাঙলেন অ্যান্টিয়োনাস। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন যে এ এক চক্রান্ত। আসলে তিনি বলতে চাইছিলেন যে তাঁরা প্রাণিপ্রার্থীরা সবাই নির্দোষ বরং টেলিমেকাসের মা-ই হচ্ছেন অপরাধী। তিনি আশার পর আশা দান করে দীর্ঘ চার বছরের কাছাকাছি সবাইকে এক উদ্বেগের মধ্যে রেখে আনন্দ উপভোগ করছেন। টেলিমেকাসের মা আসলে এক চক্রান্তকারিনী। তিনি সাময়িকভাবে সবাইকে সন্তুষ্ট করে যাচ্ছেন। তাই পাণিপ্রার্থীদের পক্ষে থেকে তিনি তাঁদের

প্রতিবাদ সকলের সম্মুখেই পেশ করলেন। অতঃপর টেলিমেকাসকে উপদেশ দিলেন যে টেলিমেকাস যেন তাঁর মাকে তাঁর মাতামহর নিকট পাঠিয়ে দেন। তাঁর মাতামহ এবং টেলিমেকাসের মা নিজে যাকে পছন্দ করবেন তাঁর সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হবে। কারণ এই ভাবে যদি তিনি তাঁর পাণিপ্রার্থীদরে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটান তবে এর পরিণাম খুব ভাল হবে না। টেলিমেকাসের মা হয়তো তাঁর চাতুর্য্যের জন্য ভুবন বিখ্যাত হবেন কিন্তু টেলিমেকাস পড়বেন অসহ্য কষ্টে। তারপর অ্যান্টিয়োনাস অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত না টেলিমেকাসের মা সমস্ত পাণিপ্রার্থীদর মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করছেন ততদিন পর্যন্ত কোন পাণিপ্রার্থী প্রাসাদ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। এর কারণস্বরূপ তিনি বললেন যে, টেলিমেকাসরে মার এই ধরণের মনোভাব যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ করারর জন্য এই ব্যবস্থা।

কিন্তু টেলিমেকাসই বা কেমন করে মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। বিশেষতঃ যে মা তাঁকে প্রসব করে লালন-পালন করেছেন এবং সর্বোপরি তাঁর পিতা যখন জীবিত নেই। তখনতো এই প্রশ্নই আসে না। এর ওপর রয়েছে আবার প্রজাদের ধিক্কার। প্রজারা তো একেবারে ছিছিক্কারে চতুর্দিক ভরিয়ে দেবে। এবং যথারীতি এ কথাগুলো টেলিমেকাস সভাস্থ জনতার সম্মুখে বললেন। এবং উপসংহার করলেন এই বলে যে, এই প্রস্তাব তিনি সর্বান্তকরণে প্রত্যাখ্যান জানাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, যদি পাণিপ্রার্থীদের মনের ভেতরে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ থাকে তাহলে তাঁরা অবশ্যই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবেন। এবং তা যদি তাঁরা না যান তাহলে তাঁর একমাত্র কর্তব্য হবে ঈশ্বরের কাছে এই সব গভীর চক্রান্তকারী পাণিপ্রার্থীদের ধ্বংসকামনা করা।

জিউস সম্ভবতঃ এই প্রার্থনা শুনলেন। দুটি ধূসর ঈগল কিছুক্ষণের জন্য তাদের পাখাগুলো নেড়ে চক্রাকারে উড়ে বেড়াতে লাগলো সভাস্থ জনতার মাঝে। শুধু তাই নয় তারা পরস্পর পরস্পরকে ঠোকরাতে লাগলো ঠোঁট দিয়ে। এই দৃশ্য দেখে অনেকেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ বক্তা হ্যালিকার্থেস ব্যাখ্যা করে জানালেন পাণিপ্রার্থীদের ওপর নেমে আসছে এক বিরাট বিপর্যয়। এর থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল পাণিপ্রার্থীরা যেন প্রাসাদ ছেড়ে অন্যত্র চলে

যান। একথা ঠিক যে হ্যালিসার্থেস একজন দক্ষ ভবিষ্যৎবক্তা। কারণ তিনি ওডিসিয়াসকেও যা যা বলেছিলেন সবই সত্যে পরিণত হয়েছিল।

'চোর না শোনে কভু ধর্মের কাহিনী' — ইউরিমেকাস এক পাণিপ্রার্থী। হ্যালিসার্থেসের ভবিষ্যৎবাণীর উত্তরে তাঁকে চরম ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলল। এমনকি এ বলতেও ভুললো না যে একেবারেই টেলিমেকাসের পক্ষে 'চমৎকার চাটুচাতুর্য্য' তথা বেহিসাবী মোসাহেবীরই নিদর্শন মাত্র। মোদ্দা কথা এই যে পাণিপ্রার্থীরা কেউই কিছুতেই তাদের দাবী প্রত্যাহার করে চলে যাবে না। এই হল ইউরিমেকাসের বক্তব্যের সারকথা।

টেলিমেকাস এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বললেন না কারণ তাঁর যা বলবার তা তিনি আগেই বলে দিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যা বলবেন তা হল এই যে তিনি একটি দ্রুতগামী জাহাজ ও কুড়িজন নাবিক নিয়ে তাঁর পিতার সন্ধানে যাবেন। এমনও তো হতে পারে যে তাঁর পিতা হয়তো জীবিতই আছেন। তা যদি হয় অর্থাৎ তাঁর পিতা যদি জীবিত থাকেন এবং ফিরে আসবেন এমন সম্ভাবনা থাকে তাহলে তিনি একবছর এই সমস্ত অনাচার সহ্য করবেন। আর তা যদি না হয় অর্থাৎ তাঁর পিতা যদি মরে গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি ফিরে এসে তাঁর মায়ের আবার বিবাহ দেবেন।

এইবার বক্তার ভূমিকায় দাঁড়ালেন ওডিসিয়াসের এক পুরোণো বন্ধু মেন্টর। এখানে একটা তথ্য জানিয়ে রাখা ভাল যে ওডিসিয়াস যখন যুদ্ধের জন্য বিদেশ যাত্রা করেছিলেন তখন এই মেন্টরের ওপর রাজপ্রাসাদের সমস্ত ভার তিনি দিয়ে যান। তিনি উঠে জনতার উদ্দেশ্যে ধিক্কার দিয়ে বললেন যে ওডিসিয়াসের মত শ্রদ্ধেয় স্নেহশীল রাজার কথা কেউ ভাবেন না। এ তাঁর যে কত বড় ক্ষোভ তা ভাষায় অপ্রকাশ্য। ওডিসিয়াসের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাণিপ্রার্থীরা যে অন্যায় করে চলেছে সে কথা কেউ উল্লেখও করছে না, এমনকি তার প্রতিবাদও পর্যন্ত নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই দেশবাসীদের সংখ্যার থেকে পাণি-প্রার্থীদের সংখ্যা শতগুণে কম। কিন্তু সভাস্থ জনতা তাদের উদ্দেশ্যে কোন নিন্দাবাণী বর্ষন করলেন না। এ ঘটনায় মেন্টর গভীরভাবে মর্মাহত।

মেন্টরের কথার প্রতিবাদে অন্য এক পাণিপ্রার্থী নাম লিওক্রিটাস, সে চিৎকার

করে মেন্টরকে অজস্র অপমানসূচক কথা বললেন। এবং সেই একমাত্র ব্যক্তি যে এক দুঃসাহসীক উক্তি করল তা হল স্বয়ং ওডিসিয়াস যদি পাণিপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন তাহলে এই পাণিপ্রার্থীর দল তাঁকেও ছেড়ে দেবে না। অতঃপর লিওব্রিটাস সভা ভেঙে দেবার প্রস্তাব জানালেন। কারণ টেলিমেকাস তো তাঁর বাবাকে খুঁজতে বাইরে যাচ্ছেন, সুতরাং পাণিপ্রার্থীরা আপাততঃ আপন আপন দেশে চলে যাক পরের কথা পরে চিন্তা করা যাবে। অতঃপর সভা ভঙ্গ করা হল।

টেলিমেকাস গেল নির্জন সমুদ্রতীরে, তার উদ্দেশ্য দেবী এথেনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা। কারণ তার আগের দিন দেবী টেলিমেকাসকে আদেশ করেছিলেন তিনি যেন সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাঁর হারানো বাবার সন্ধান করেন। তিনি দেবীকে বলতে গিয়েছিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্যে দেশবাসীরা এবং তাঁর মায়ের পাণিপ্রার্থীরা বাধা দান করছে। হাতে এক আঁজলা সমুদ্রের জল নিয়ে দেবী এথেনের উদ্দশ্যে তিনি প্রার্থনা শুরু করলেন।

দেবী আবির্ভূত হলেন বটে কিন্তু মেন্টরের ছদ্মবেশে। এবং তাঁকে উৎসাহ দান করলেন যাতে তিনি সমস্ত নির্বোধ এবং অশ্মসম্মানবোধহীন পাণিপ্রার্থীদের কথা ভুলে গিয়ে সমুদ্রযাত্রার জন্য যা যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু নিয়ে তাঁর হারানো পিতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

চিন্তান্বিত চিত্তে ফিরে এলেন টেলিমেকাস। বাড়িতে এসে দেখেন যে পাণিপ্রার্থীদের দল তাঁরই অর্থে প্রচুর ভোজের আয়োজন করেছে। তাঁকে পানাহারে প্রবৃত্ত করবার চেষ্টা করল। এমন কি এও বলল যে কি রকম জায়গাতে গেলে তাঁর পিতার সাক্ষাৎ লাভ হতে পারে। কিন্তু টেলিমেকাস এই সমস্ত প্রতারণাতে ভুললেন না। বরং তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন যে তিনি এখানেই থাকুন অথবা তার পিতার সন্ধানে বাইরে যান, তাদের জাহান্নামে না পাঠিয়ে তিনি ক্ষান্ত হবেন না।

টেলিমেকাসের কথাকে কেন্দ্র করে এক অপমানের ঝড় উঠল পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে। প্রত্যেকেই অসম্ভব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু টেলিমেকাস কোনদিকে না তাকিয়ে তার ধনভাণ্ডারে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছগাছ করার জন্য তাঁর ধাত্রী ইউরিক্লিয়াকে ডেকে পাঠাল। কিন্তু ইউরিক্লিয়া টেলিমেকাসের বিপদের

আশংকায় চিন্তান্বিত হয়ে উঠলে টেলিমেকাস ধাত্রীকে আশ্বাস দিয়ে জানালেন যে ইউরিক্লিয়ার দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ একজন দেবী তাঁর সহায়। তবে টেলিমেকাস তাঁর ধাত্রীকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে ধাত্রী যেন তাঁর মাকে এ প্রসঙ্গে কিছু না বলেন।

এদিকে দেবী এথেন টেলিমেকাসের ছদ্মবেশে কুড়িজন বিশিষ্ট নাবিক সংগ্রহ

করে সেই রাত্রেই বন্দরে আসার নির্দেশ দিলেন। সন্ধ্যায় নাবিকের দল এল বন্দরে। তারা দেখে নিল জাহাজের উপযুক্ততা। অতঃপর দেবী এথেন মেন্টরের ছদ্মবেশে টেলিমেকাসকে প্রাসাদের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এলেন তাঁর মায়াতে পাণিপ্রার্থীদের আচ্ছন্ন করে। টেলিমেকাস দেবীর সঙ্গে বন্দরে এসে দেখলেন সকলেই প্রস্তুত। দেবী পশ্চিম দিগন্ত থেকে জাহাজ চালাবার মত বাতাস এনে দিলেন। রাত্রির অন্ধকারে দেবী এথেনের সহযোগিতায়, অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি অর্ঘ্যদানে সমুদ্রের অনন্ত জলের গণ্ডী ভেঙ্গে এগিয়ে চলল টেলিমেকাসের জাহাজ।

৩ তৃতীয় অধ্যায় ৩

নেষ্টরের কাছে এল টেলিমেকাস

অবশেষে সকাল এলো দীর্ঘরাত্রিশেষে। দিকদিগন্ত খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো সূর্যের আলোর ছোঁয়ায়। সেই উজ্জ্বল আলোতে সমুদ্রযাত্রীরা এসে পৌঁছল রাজা মেনেউসের রাজধানী পাইলস নগরে। নোঙর করে নাবিকেরা নেমে পড়ল জাহাজ থেকে। টেলিমেকাস নামল সবশেষে। মেন্টরের ছদ্মবেশে দেবী এথেনও সঙ্গে ছিলেন। এখানে টেলিমেকাসের উদ্দেশ্য ছিল নেষ্টরে সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। কিন্তু অতবড় একজন বিজ্ঞব্যক্তির কাছে তিনি কিভাবে যাবেন সেই চিন্তাই তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিল। অথচ না গেলেই নয়। কারণ নেষ্টরই একমাত্র বলতে পারেন যে কিভাবে তাঁর পিতা শেষে পরিণতি লাভ করেছেন এবং কোথায় তাঁর দেহ সমাধিস্থ রয়েছে। মেন্টর-বেশি এথেন টেলিমেকাসকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এও জানালেন যে টেলিমেকাস নিজে না গেলে তাঁর মত বিজ্ঞব্যক্তি কোন কথাই বলবেন না। কিন্তু টেলিমেকাসের ভেতরে দ্বিধা এই ভেবে যে কিভাবে নেষ্টরের মত বিজ্ঞ লোককে তিনি অভিবাদন জানাবেন! কিন্তু মেন্টরবেশী দেবী এথেন তাকে আশ্বাস দিলেন যে স্বর্গের দেবতারা টেলিমেকাসকে বুদ্ধি জোগাবেন।

দেবী এথেন মেন্টরের ছদ্মবেশে টেলিমেকাসকে পথ দেখিয়ে পাইলসের রাজপ্রাসাদে এসে হাজির হলেন। সেখানে তখন চলছিল এক বিরাট ভোজসভা। এই ভোজসভার আয়োজন করেছিল পাইলসবাসীরা। নেষ্টর সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুত্র ও অনুচরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে। টেলিমেকাসকে দেখে সসম্মানে সরে দাঁড়াল পাইলসবাসীরা। নেষ্টরের বড় ছেলে পীজেসট্রেটাস এসে তাদের হাতে ধরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে তারা টেলিমেকাস ও মেন্টরবেশী এথেনকে ভোজনের আমন্ত্রণ জানালো। অতঃপর শুরু হল ভোজনপর্ব।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে নেষ্টর আগত অতিথিদের পরিচয় সম্বন্ধে আগ্রহী

হলেন। তখন দেবী এথেন দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে তিনি ওডিসির পুত্র বলে নিজের পরিচয় দিলেন এবং তার আসার উদ্দেশ্যও জানাল। অর্থাৎ ওডিসির প্রকৃত অবস্থা কি তা জানার ইচ্ছে ব্যক্ত করলো। আসলে দেবরাজ জিউস ওডিসির মৃত্যুর ঘটনাকে এমনভাবে রহস্যাবৃত করে রেখেছেন যে কেউই বলতে পারছে না কোথায় কিভাবে ওডিসি প্রাণ হারিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে এও প্রার্থনা জানালেন তার বাবার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে তিনি (নেষ্টর) যেন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করেন।

নেষ্টর, জিরেনের নাইট, টেলিমেকাসরে প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন গ্রীকদের সেই ভয়ঙ্কর বীরত্বের দিনগুলোর কথা। কিছু কিছু টেলিমেকাসের কাছে বর্ণনাও করলেন। জিউসের প্রতি অভিযোগও জানালেন পরোক্ষে। যতবারই গ্রীকরা চূড়ান্ত জয়ের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে ততবারই তিনি পূর্বস্মৃতি বর্ণনার সময় ওডিসিয়াসের প্রশংসাতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তিনি জানাতে ভুললেন না যে তাঁর (ওডিসিয়াস) মত স্থিতধী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিসম্পন্ন বীরের কোনও তুলনা নেই। কিন্তু একথাও ঠিক, নেষ্টরের মতানুযায়ী, যে সমস্ত গ্রীকরাই সততা, বুদ্ধি ইত্যাদিতে ওডিসিয়াসের মত নিশ্চিত ছিলেন না এবং যার ফল স্বরূপ যখন তাঁরা প্রিয়ামনগরী ধ্বংস করে জলপথে জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরছিলেন তখন জিউস তাঁদের উপরে এনে দিয়েছিলেন এক বিরাট বিপর্যয়। দেবতাদের রোষে পড়েছিলেন তাঁরা। ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল তাঁদের রণতরীগুলি। এই বিপর্যয়ের সুরু প্রকৃতপক্ষে হয়েছিল আত্রেউসের দুজন ছেলের মধ্যে ঝগড়ার মধ্য দিয়ে।

একদিন মদ্যপানের আবেগে উত্তেজিত হয়ে তাঁরা সমস্ত গ্রীকসৈন্যদের একজায়গাতে মিলিত হতে আদেশ দিয়েছিলেন। সমস্ত সৈন্যদল যখন এক জোট হল তখন তাঁরা তাঁদের ইচ্ছে জানালেন।

মেনেলাস তাঁর সেনাবাহিনীকে বললেন সমুদ্র পেরিয়ে স্বদেশ ফিরে যেতে। কিন্তু রাজা অ্যাগমেনন কিছুতেই তা চাইছিলেন না। এই প্রস্তাব তাঁর পছন্দ হোল না কোন মতেই। তাঁর ইচ্ছে যে গ্রীকসৈন্যরা সেখান থেকে দেবী এথেনাকে পুজো করে খুশী করবে। আসলে রাজা অ্যাগমেনন বুঝতে পারেননি যে সে

চেষ্টা অর্থহীন। তিনি তাঁর বোকামি বশতঃ বুঝতে পারেননি যে দেবতারা কোন কারণেই নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে সেখান থেকে সরে দাঁড়ান না। ফলে শুরু হল দুভাইয়ে কথা কাটাকাটি। এর প্রভাব এসে পড়ল সৈন্যদের ওপর। তারাও দুদলে ভাগ হয়ে গেল। তারপর গোলমাল করতে করতে সভা ছেড়ে চলে গেল। সারারাত কেউ ঘুমোতে পারল না সৈন্যদের চীৎকার চেঁচামেচির চোটে। রাত ফুরোলে দেখা গেল গ্রীকসৈন্যদের অর্ধেকচলে গেছে মেনেলাসের সাথে। সঙ্গে নিয়ে গেছে বহু জিনিষ ও সুন্দরী বন্দিনীদের। বাকী অংশ রাজা অ্যাগমেননের সাথে সেইখানেই থাকবার জন্য রয়ে গেছে। নেষ্টর ছিলেন সেই দলে যারা স্বদেশে ফিরে আসছিল।

নেষ্টর বলে চলেছিলেন সেই পুরনো দিনের ঘটনা। আসলে উনি স্মৃতিচারণ করে চলেছিলেন। টেলিমেকাস শুনে যাচ্ছিল মন্ত্রমুগ্ধের মত। নেষ্টরদের জাহাজ এগিয়ে চলেছিল সহজভাবেই। সমুদ্রের জলে ছিল না কোন অস্থিরতা। জাহাজ তেনদসে পৌঁছল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনরত সমুদ্রযাত্রীরা ঠিক করেছিল যে তেনদসে তারা দেবতাদের উদ্দেশ্য অর্ঘ্য নিবেদন করবে। এবং তা তারা করলও। কিন্তু দেবরাজ জিউস তাদের অত সহজে নিষ্কৃতি দিলেন না। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনরত যাত্রীদের নতুন করে বিপদের মধ্যে ফেললেন। হঠাৎ ওডিসিয়াসের মানসিক বিচ্যুতি দেখা গেল। তিনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। হঠাৎ রাজা ওডিসিয়াসের নেতৃত্বে জাহাজ চলল উল্টোমুখে। তিনি স্থির করেছিলেন যে নূতন করে তিনি রাজা অ্যাগমেননের বশ্যতা স্বীকার করবেন। অপরদিকে প্রাজ্ঞ নেষ্টর কিন্তু ধরেত পেরেছিলেন দেবতাদের অভিপ্রায়ের কথা। তাই তিনি দলবল নিয়ে স্বদেশে ফেরবার পথই অনুসরণ করে চললেন। নেষ্টরের সাথে ছিলেন যোদ্ধা ডাওমীডস্ এবং মেনেলাস তো বটেই। তাঁরা সদলে লেসবসে পৌঁছে কিছুকাল দ্বিধা করেছিলেন যে অতঃপর যাত্রা হবে কোনদিকে! কোন দিক দিয়ে গেলে বিপদ আসবে না এই সংকেত জানবার জন্য তাঁরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন এবং দেবতারাও যথারীতি সে প্রার্থনাতে সাড়া দিয়ে সঠিক পথে যাবার সংকেত দিলেন। দেবতাদের সাহায্যে অনুকূল বাতাসে ভর দিয়ে জাহাজ চলতে শুরু করল।

ডাওমীডস্ পৌঁছে গেলেন আর্গসে। নেষ্টর তখনও এগিয়ে চলেছেন পাইলসের দিকে। দেবতাদের কৃপা ছিল তাই অনুকুল বাতাস পেয়েছেন বরাবর। তাই এগিয়েও গেছেন তরতর করে। ফলে যারা পেছনে ছিল তাদের সংবাদ নেষ্টর পান নি। তবে ঘরে ফেরার পর খবর পেয়েছিলেন যে একিলিসের নেতৃত্বে মামিডনরা ফিরেছে নিরাপদে। নিরাপদে ফিরেছে পীয়ারের ছেলে ফিলোকটেট। স্বচ্ছন্দে ফিরে এসেছেন ক্রীটে আইডোমেনেউস তার সঙ্গী সাথী নিয়ে। রাজা অ্যাগমেনন নিহত হয়েছিলেন তাঁর নিজের দেশে ফিরবার পর। এজিথাস হত্যা করেছিল অ্যাগমেননকে। পরে অ্যাগমেননের ছেলে ওরেষ্টেস এজিথাসকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়।

টেলিমেকাস বয়সে তরুণ বটে কিন্তু আচার ব্যবহারে ছিলেন নম্র এবং বিচার বুদ্ধিতেও ছিলেন বিজ্ঞ। তিনি ওরেষ্টসকে সমর্থন জানালেন নেষ্টরের সামনে। সেই সঙ্গে নেষ্টরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন যে দেবতারা যদি ওরেষ্টেসের মত তাকে কৃপা করতেন তবে সেও তার মায়ের অসভ্য, উদ্ধত বিবাহেচ্ছুদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতেন। নেষ্টর কথাটা জানতেন। তিনিও লোকমুখে শুনেছিলেন যে একদল যুবক টেলিমেকাসরে মাকে বিয়ে করতে চাইছে এবং অনাহুত অতিথি হয়ে নানা ধরনের বিশৃংখলা তৈরী করে চলেছে টেলিমেকাসদের বাড়িতে। নেষ্টর টেলিমেকাসের কাছে জানতে চাইলেন যে এ তথ্য সঠিক কিনা! টেলিমেকাস সম্মতি জানাতেই নেষ্টর উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কে বলতে পারে যে একদিন সত্যি সত্যিই যদি ওডিসি ফিরে আসে তবে ঐ সমস্ত পাণিপ্রার্থীদের দলগুলোর কি পরিণতি হবে। কিভাবে তারা ধ্বংস হবে, তা আমি নিশ্চিত করে দেখতে পাচ্ছি।' এবারে নেষ্টর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে দেবী এথেন ওডিসিকে যেমন ভালবাসতেন তেমন ভালবাসা যদি টেলিমেকাসরে উপর থাকতো তবে টেলিমেকাস নিঃসন্দেহে ঐ সমস্ত অবাঞ্ছিত লোকগুলোকে ঘর থেকে নিশ্চিত তাড়িয়ে দিতে পারতো।

টেলিমেকাস প্রত্যুত্তরে, অত্যন্ত হতাশা দেখালে মেন্টরবেশি দেবী এথেন তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন যে কোন দেবতা ইচ্ছে করলেই একজন দীর্ঘদিন বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তিকে অতি সহজেই বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

অবশ্যই কথাটি তিনি টেলিমেকাসের বাবা ওডিসিয়াসকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন।

তবে এথেন যাই বলুক না কেন টেলিমেকাসের মনে তার পিতার ফিরে আসার কোন আশাই ছিল না। তার দৃঢ় বিশ্বাস ওডিসিয়াস মৃত। টেলিমেকাস শুনেছিলেন যে মানবচরিত্রে নেষ্টরের জ্ঞান অতুলনীয়। নেষ্টরকে দেখে টেলিমেকাসের মনে হয়েছিল যে অমরত্বের প্রতীক। তাই টেলিমেকাস নেষ্টরের দয়া প্রার্থনা করে তাঁর কাছ থেকে একটা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। তা হল এই যে অ্যাগমেননের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল এজিসথাসের হাতে! কারণ এজিসথাস ছিলেন বীর হিসেবে অ্যাগমেননের চাইতে অনেক নিম্নমানের! সেই সময় মেনেলাসই বা কোথায় ছিল!

নেষ্টর সানন্দে সব ঘটনা বিস্তারিত বললেন টেলিমেকাসকে। সেখান থেকে জানা গেল যে এজিসথাসের অপরাধ ছিল অত্যন্ত গর্হিত। যে সময় গ্রীকসৈন্য ট্রয় অবরোধ করে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছিল। ঠিক তখন আর্গসে বসে এজিসথাস অ্যাগমেননের স্ত্রীর রূপের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল। রাণীর (ক্লাইতেমেস্ত্রা) উপর নজর রাখার জন্য সম্রাট আগমেনন যাকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তাকে কৌশলে হত্যা করিয়ে রাণীকে এজিসথাস নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। মেনেলাস আর নেষ্টর যখন স্বদেশে ফিরছিলেন তখন মেনেলাস জিউসের কোপে পড়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নেষ্টরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই সময় এজিসথাস অ্যাগমেননকে হত্যা করে রাজ্যশাসন শুরু করে রাণীর সহযোগিতয়। সাত বৎসর কেটেছিল নিরূপদ্রবে। কিন্তু আট বৎসরের মাথায় ওরেষ্টেস এজিসথাসের হত্যা করে এবং হত্যার দিন মেনেলাস ফিরে আসে দেশে।

ঘটনা শেষ করে নেষ্টর উলিমেকাসকে সাবধান করে দিলেন যেন টেলিমেকাসও বাড়ি থেকে বেশিদিন দূরদেশে না থাকেন। ফলস্বরূপ টেলিমেকাসের শত্রুরা তার ধনসম্পদ নষ্ট করে দিতে পারে এমনকি অনুসন্ধানের কাজও ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতঃপর নেষ্টর অনুরোধ জানালেন টেলিমেকাসকে মেনেলাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য। প্রসঙ্গক্রমে এও জানাতে ভুললেন

না যে মেনেলাস অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। তাঁর কাছ থেকে সত্য কিছু জানতে হলে অবশ্যই টেলিমেকাসকেই যেতে হবে নচেৎ মেনেলাসের মুখ থেকে কিছুই বের করা যাবে না।

টেলিমেকাস রইলেন নেষ্টরের প্রাসাদে। এদিকে দেবী এথেনও তাঁর স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করেছেন টেলিমেকাস নেষ্টর প্রমুখদের সম্মুখে। টেলিমেকাস সহ অন্যান্য সবাই অনুধাবন করলো যে সমস্ত দেবতার কৃপা বর্তমানে টেলিমেকাসের প্রতি। টেলিমেকাস প্রাসাদে রইলেন অত্যন্ত যত্নের মধ্যে।

পরদিন সকালে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে টেলিমেকাসের পরিচর্যা করলো নেষ্টর কন্যা পলিমাস্তে। অতঃপর নেষ্টরের নির্দেশমত টেলিমেকাস রথে উঠে বসল। সারথি হল নেষ্টরের ছেলে পীজেট্রেটাস। রওনা দিল তারা ল্যাসিডীমন নগরীর দিকে মেনেলাসের প্রাসাদে। পথের মধ্যে একরাত্রি তারা কাটালো ওর্সিলোকাসের ছেলে ডাওকল্‌সের গৃহে। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার ধুসর অন্ধকারে তারা.এসে পৌঁছল মেনেলাসের নগরী ল্যাসডীমনে।

৩ চতুর্থ অধ্যায় ৩

মেনেলাসের কাছে

ল্যাসীডেমন চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। টেলিমেকাস যখন গিয়ে মেনেলাসের নগরীতে পৌঁছল তখন মেনেলাসের ছেলে আর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে এক বিরাট ভোজসভার অনুষ্ঠান চলছিল। সেই বিরাট ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন মেনেলাসের যত আত্মীয় পরিজনবর্গ। সবাই সেই আনন্দ অনুষ্ঠানে অনাবিল আনন্দের স্রোতে ভেসে চলেছিল। এমন কি রাজা মেনেলাসও সেই আনন্দ থেকে বাইরে ছিলেন না। তিনিও আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন।

এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ালো টেলিমেকাসরে রথ সারথি পীজেসট্রেটাসের হাতে। তারা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। কারণ তারা বুঝতে পারছিলেন না যে এখন এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে যাওয়াটা সমীচিন হবে কিনা! এমন সময় তাদের দেখতে পেয়ে লর্ড এতিওনিয়াস রাজাকে সংবাদ দিলেন। কারণ রাজার পক্ষ থেকে তিনিই অতিথিদের তত্ত্বাবধান করছিলেন। লর্ড এতিওনিয়াস রাজা মেনেলাসের কাছে ঐ অতিথিদ্বয়কে আনবেন কিনা সে বিষয়ে অনুমতি চাইলেন। তখন রাজা মেনেলাস সত্যি বলতে কি বিরক্তই হয়েছিলেন। কারণ তখন তার মনে পড়ে গেল যে ট্রয়যুদ্ধ শেষ করে ঘরে ফেরার সময় তাঁর দরজা থেকে অতিথিরা ফিরে যাবে! রাজা মেনেলাস সঙ্গে সঙ্গে অতিথিদের ভোজসভায় আনবার নির্দেশ দিলেন।

রাজাদেশের সঙ্গে সঙ্গেই টেলিমেকাস আর পীজেসট্রেটাসকে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। ওলিমেকাস সেই অমিত ঐশ্বর্যে মণ্ডিত রাজপ্রাসাদ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। অতঃপর শেষ হল তাদের স্নান পর্ব। অবশেষে তাঁদের সম্মুখে দেওয়া হল খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি।

মেনেলাস তাদের পানভোজনে তৃপ্ত হতে বললেন এবং ভোজনপর্ব শেষ হলে তিনি আগত অতিথিদের পরিচয় জানবেন এমন ইচ্ছেই প্রকাশ করলেন। এদিকে মেনেলাসের প্রাসাদের ঐশ্বর্য, বৈভব দেখে টেলিমেকাস বলতে কি

প্রচণ্ড বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। এবং সে কথা সে পীজেসট্রাসকে বলেই ফেলল যে এমন সৌন্দর্য মণ্ডিত প্রাসাদের সঙ্গে কেবলমাত্র জিউসের প্রাসাদেরই তুলনা করা যায়। সেকথা মেনেলাসের কানে যাওয়া মাত্র মেনেলাস তাদের নিষেধ করে বললেন যে দেবরাজ জিউসের সঙ্গে কখনও মানুষের তুলনা করা উচিত নয়। প্রসঙ্গক্রমে কথায় কথায় চলে এল ট্রয়যুদ্ধের কথা। সেখানে অনেকের কথা মেনেলাস মনে রেখেছেন শোকসন্তপ্ত মনে। তবে যার কথা মেনেলাসের মনে সর্বদাই উদয় হয় তিনি হলেন ওডিসিয়াস। মেনেলাস নিজে আজও জানেন না যে তিনি (ওডিসিয়াস) জীবিত না মৃত। যদিও ওডিসিয়াসের দেশবাসী তাঁকে মৃত মনে করে দুঃখ প্রকাশ করছে। কিন্তু মেনেলাসের কাছে এ এক গভীর রহস্য।

এদিকে মেনেলাসকে যখন টেলিমেকাস ওডিসিয়াসের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে দেখল তখন তার চোখের জল আর বাধা মানল না। টেলিমেকাসের চোখে জল দেখে মেনেলাস খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে টেলিমেকাসকে পিতৃ পরিচয় দেবেন না মেনেলাসকেই খুঁচিয়ে টেলিমেকাসের পিতার পরিচয় জ্ঞাপন করিয়ে নিতে হবে। এমন সময় মেনেলাসের স্ত্রী হেলেন কক্ষে এসে ঢুকলেন। মেনেলাসের অস্বস্তিকর, বিহ্বল ভাব দেখে কি ঘটনা তা জানতে চাইলেন। যথারীতি মেনেলাস তা বললেনও। তখন হেলেন তাঁকে জানালেন যে টেলিমেকাসের সঙ্গে তার পিতা ওডিসিয়াসের চেহারার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং টেলিমেকাস নিশ্চিতভাবে ওডিসিয়াসের ছেলে না হয়ে যায় না। মেনেলাস নিজেও সেই একই সন্দেহে হেলেনের কাছে প্রকাশ করলেন।

এবার মুখ খুলল নেষ্টরপুত্র পীজেসট্রেটাস। পীজেসট্রেটাস জানাল যে মেনেলাসের অনুমান যথাযথ। তিনি ঠিকই ভেবেছেন। অর্থাৎ টেলিমেকাস ওডিসিয়াসের সন্তান। এই প্রসঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন যে টেলিমেকাসকে ওডিসিয়াস-সংক্রান্ত সংবাদ জানার জন্য জিরেনিয়ার রাজা নেষ্টর পীজেসট্রেটাস টেলিমেকাসকে কোন সৎ পরামর্শ দান করেন অথবা ওডিসিয়াসকে খোঁজার কোন উপায় বলে সাহায্য করতে পারেন। কারণ যে ছেলের বাবা থাকে না

তাকে নানান রকম বিপদ আপদের মধ্যে পড়তে হয়। রাজা ওডিসিয়াস নিরুদ্দেশ এবং তাঁর সমস্ত কিছু রক্ষা করবার জন্য প্রাসাদে তাঁর (ওডিসিয়াস) কোন বন্ধু নেই।

এই কথার প্রতিবাদ জানালেন মেনেলাস। সত্যিই তো বলেছে বন্ধু নেই? মেনেলাসই তো তাঁর (ওডিসিয়াস) বন্ধু। মেনেলাস জানালেন যে তাঁর বন্ধু ওডিসিয়াস যদি তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসতো তবে তিনি তাঁর জন্য কিই না করতে পারতেন! হয়তো তিনি তাঁকে (ওডিসিয়াস) তাঁর রাজ্যের কোন নগর এবং আর্গস রাজ্য তাঁর (ওডিসিয়াসের) বসবাসের জন্য দান করতে পারতেন। কারণ সমস্ত গ্রীকদের মধ্যে তিনি ওডিসিয়াসকে সবচাইতে বেশি ভালবাসতেন। কিন্তু ঈশ্বরের কোন নিষ্ঠুর ইচ্ছেতে তিনি (ওডিসিয়াস) ঘরে ফিরতে পারলেন না। তাঁর (মেনেলাস) ভালবাসাতে টেলিমেকাস অভিভূত হয়ে পড়ল। পীজেসট্রেটাস তার ভাই অ্যান্টিলোকাস সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইল কারণ তাকে টেলিমেকাস চোখে দেখেনি। কিন্তু শুনেছে যে সে বীর যোদ্ধা এবং দেখতেও সুদর্শন বটে। তখন মেনেলাস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে সেদিনের মত শোক সম্বরণ করে তারা যেন রাত্রির খাবার খেয়ে বিশ্রাম নেয় পরদিন সকালে আবার দেখা হবে।

হেলেন তাদের পানীয়ের মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা উপশমের ঔষধ দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি অপরাজেয় বীর ওডিসিয়াসেব বীরত্বের এক অপূর্ব গল্প ব্যক্ত করলেন। তখন রাজা মেনেলাসও তাঁর স্ত্রীকে সমর্থন করে বললেন যে তিনি পৃথিবীর বহুদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তু ওডিসিয়াসের মত তেজস্বী, সাহসী মানুষ কখনো দেখেন নি।

ওডিসিয়াসের কথা বলতে বলতে স্মৃতির অতলে ডুবে গেলেন রাজা মেনেলাস, সেই কাঠের ঘোড়া — যে কাঠের ঘোড়া ট্রয়দের ধ্বংসের কারণ। সেই কাঠের ঘোড়ার মধ্যে নির্বাচিত বিশেষ কিছু গ্রীকবীরদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম যে কখন আমরা ট্রয়বাসীদের চূড়ান্ত ধ্বংসপর্ব শেষ করবো। এমন সময় হেলেন এল সেখানে। ট্রয় রাজকুমার দীফোবাসও ছিল সঙ্গে। হেলেন সেখানে এসেছিল সম্ভবত কোন দেবতার ইচ্ছানুক্রমে, যিনি চাইতেন

যে ট্রয়েরা যেন যুদ্ধে জেতে। হেলেন এসে তিনবার সেই কাঠের ঘোড়াটিকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর কাঠের ঘোড়ার পেটের ভেতর থাকা বীরদের প্রত্যেকের স্ত্রীর গলা নকল করে ডাকতে শুরু করল। আমার আর ডাওমীডসের পাশে ছিলেন ওডিসিয়াস। হেলেনের ডাক শুনে আমি ডাওমীডস প্রায় সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম।

আমাদের সেই হঠকারিতা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন ওডিসিয়াস। অন্যান্য বীরেরা কেউই সাড়া দেয়নি। কেবল অ্যান্টিফাস হেলেনর কথার কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল তখন ওডিসিয়াস সজোরে তার মুখ চেপে ধরেন যতক্ষণ না পর্যন্ত হেলেন সেখান থেকে চলে যায়। এই ভাবে পুরো দলটাকে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল ওডিসিয়াস। ওষুধের প্রতিক্রিয়ার দরুণ এই গল্প শুনেও টেলিমেকাস ততটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না, যতটা তার হবার কথা ছিল। পরিবর্তে তারা রাত্রের নিদ্রার উদ্দেশ্যে যাবার জন্য রাজা মেনেলাসের সম্মতি প্রার্থনা করল। মেনেলাস সানন্দে সম্মতি দিলেন।

সকালের প্রথম আলোর স্নিগ্ধতা কেটে যেতে না যেতেই মেনেলাস এলেন টেলিমেকাসের কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন যে তার আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। সে কোন রাষ্ট্রগত ব্যাপারে এসেছে কি না! মেনেলাসকে তখন টেলিমেকাস গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাল যে সে তার পিতার সংবাদ জানার জন্য বিভিন্ন জনের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ তার নিজের বাড়ি থেকেই সে নিজে বিতাড়িত। তার সমস্ত ধনসম্পত্তি শেষ হতে চলেছে। তারই বাড়িতে বসে একদল দুর্বৃত্ত নির্বিবাদে তার সম্পত্তি ধ্বংস করে চলেছে এবং তার মায়ের পাণিপ্রার্থী হয়ে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাই সে এসেছে মেনেলাসের কাছে যদি মেনেলাস তার পিতার পরিণতি সম্পর্কে কোন সত্যের আভাস দিতে পারেন। এমনও হতে পারে যে তিনি কিছু জানতে পারেন অথবা কোন ভ্রমণকারীর মুখে কিছু শুনতে পারেন। তাই টেলিমেকাসরে প্রার্থনা যে মেনেলাস যা কিছু সত্য সমস্ত বলে যেন তার মনের জ্বালা দূর করেন।

টেলিমেকাসের কথা শুনে রাগে ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মেনেলাস। ওডিসিয়াসের মত বীরের স্ত্রীকে যে পণ্য করে তুলতে চাইছে কতকগুলো হীন,

নির্লজ্জ কাপুরুষের দল সেই চিন্তাই তাকে অস্থির করে তুলল। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দিলেন যে সেই ভয়ঙ্কর দিন আসবেই সেই সমস্ত দুর্বৃত্তদের জীবনে যেদিন ওদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হবে। কারণ ওডিসিয়াসের সম্মুখীন ওদের হতেই হবে। তিনি দেবরাজ জিউস এবং অ্যাপোলোর নামে শপথ করে বললেন যে ওডিসিয়াস ওই সমস্ত ঘৃণ্য অপরাধীকে সাজা দিতে আসবেনই। সেদিন ঐ ঘৃণ্য কাপুরুষগুলোর হবে এক শোচনীয় মৃত্যু! অতঃপর টেলিমেকাসের যে এক আবেদন ছিল — অর্থাৎ তিনি (মেনেলাস) ওডিসিয়াস সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা? সেই প্রসঙ্গে এক বৃদ্ধ নাবিকের মুখ থেকে শোনা একটি ঘটনা টেলিমেকাসকে জানালেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল মিশরে। রাজা মেনেলাস তখন ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু দেবতারা ছিলেন বিরূপ। তাই তাঁদের সহায়তার অভাবে যাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছিল; ফলে গৃহে ফেরার ব্যাপারও দেরী হচ্ছিল। মিশরে নীল নদীর মোহনা থেকে কিছুটা দূরে ফ্যাবাদ নামে একটা দ্বীপ রয়েছে মেনেলাসের ল্যাসডীমন নগরী থেকে যা মাত্র একদিনের পথ। অবশ্যই কোন দ্রুতগামী জাহাজের পক্ষে। সেই দ্বীপের এক পার্বত্য গুহার ভেতর স্বচ্ছ জলের একটা কুয়ো রয়েছে।

সমুদ্রে যে সমস্ত জাহাজ যায় তাঁর নাবিকেরা সেই দ্বীপের পাশে জাহাজ থামিয়ে সেই কুয়ো থেকে খাবার জল নিয়ে যায়। সেই দ্বীপের পাশে দেবতাদের ইচ্ছেতে হঠাৎ মেনেলাসের জাহাজ থেমে যায়। সেখানে যেহেতু অনুকুল কোন বাতাস ছিল না তাই জাহাজ সেখানে কুড়িদিন দাঁড়িয়ে ছিল। এদিকে জাহাজের খাবার খুবই সীমিত। সেই সীমিত খাবার এবং তার সাথে জাহাজের লোকেদের প্রাণশক্তি শেষ হয়ে যেত যদি না এক দেবতা মেনেলাসরে প্রতি কৃপা না করতেন। সেই দেবই ছিলেন প্রবীণ জলদেবতা প্রেতেউসের কন্যা আইদোথী। মেনেলাসের জাহাজের লোকেরা তখন খিদেয় জর্জরিত হয়ে দ্বীপের উপকূলে ছিপে করে মাছ ধরে খিদে মেটাবার চেষ্টা করছিল।

ওদিকে মেনেলাস নির্জনে দুঃখে বেড়াচ্ছিলেন। সহসা দেবী আইদোথীর সঙ্গে মেনেলাসের দেখা হয়ে যায়। তখন তিনি দেবীর কাছে উদ্ধার পাবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানান। তখন দেবী মেনেলাসের প্রার্থনাতে বিগলিত হয়ে

জানালেন যে তিনি মেনেলাসকে উদ্ধারের পথ বাৎলে দেবেন। আইদোথীর পিতা প্রোতেউস হচ্ছেন ঝড় ও ভূমিকম্পের দেবতা। একমাত্র তিনিই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। অতঃপর তিনি উপায় বলে দিলেন। এই বৃদ্ধ দেবতা বেলা দ্বিপ্রহরে সমুদ্র থেকে উঠে এসে পার্বত্য গুহার ভেতরে এসে বিশ্রাম নেন। সেই সময় পশ্চিম আকাশ এক অদৃশ্য শক্তিতে অন্ধকার হয়ে যায়। ফলে তাঁর উঠে আসা কারো দৃষ্টিগোচর হয় না।

তারপর তিনি মেনেলাসকে জানালেন যে তাঁর নাবিকদের মধ্যে ভাল ভাল দেখে তিনি যেন তিনজন নাবিককে বেছে নেন। সকাল হলে তিনি (দেবী আইদোথী) এক জায়গাতে নিয়ে যাবেন। তারপর কি করতে হবে তিনিই বলে দেবেন। সকালে উঠে প্রোতেউস প্রথমে তাঁর চারপাশে শুয়ে থাকা সীল মাছকে গোনেন। তারপর তিনি সেই গুহার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। তখন মেনেলাসকে একটা কাজ করতে হবে। সেটা হল এই যে মেনেলাসকে সমস্ত শক্তি ও সাহস একত্র করে প্রোতেউসকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে। অবশ্যই তিনি নিজেকে মুক্ত করবার জন্য নানারকম চেষ্টা করবেন, নানা রকম রূপ ধরবেন, নানারকমভাবে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু মেনেলাস যেন কোন ক্রমেই তাঁকে না ছাড়েন। তারপর যখন তিনি স্বাভাবিক রূপ ধরে মেনেলাসকে প্রশ্ন করবেন তখন মেনেলাস যেন তাঁর কাছে জানতে চান যে কোন দেবতা তাকে সেই জায়গাতে আবদ্ধ করে রেখেছেন এবং কিভাবে মেনেলাস মুক্তি পেতে পারে। দেবী এই উপদেশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল। রাজা মেনেলাস তিনজন বাছাই করা নাবিক নিয়ে রওনা হলেন। আইদোথী এর আগের দিন যেখানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন সেখানেই আবির্ভূত হলেন। মেনেলাস তাঁর নাবিকসহ সেখানে হাজির হলে তিনি (আইদোথী দেবী) মেনেলাস আর তার নাবিকদের প্রত্যেককে একটি করে সীল মাছের চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন। সেই চামড়ায় এমন দুর্গন্ধ যে পেটের নাড়ী পর্যন্ত উঠে আসে। দেবী মেনেলাসদের অবস্থা বুঝতে পেরে নাকে একটা ওষুধ দিতেই সেই উৎকট গন্ধ দূর হলো। সারা সকাল সেই বেলাভূমিতে মেনেলাস আর তার সঙ্গীরা সেই চামড়া গায়ে শুয়ে রইলেন।

যথারীতি বেলা দ্বিপ্রহরে প্রোতেউস উঠে এলেন জল থেকে। তারপর তাঁর প্রাত্যহিক কাজ, অর্থাৎ সীল মাছ গোনার কাজ শেষ করে যেই শুতে যাবেন অমনি মেনেলাস এবং সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে তাঁর পিঠের উপর পড়লেন। তারপর দেবীর কথামত প্রোতেউস আর তার সঙ্গীরা কোনমতেই তাঁকে ছেড়ে দিলেন না। তারপর সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হবার পর প্রোতউস মেনেলাসের কাছে জানতে চাইলেন যে মেনেলাস কি চায়? তখন মেনেলাস তাঁকে ধরার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। অর্থাৎ কেন তারা এভাবে বন্দী হয়ে আছেন, কেই বা তাঁদের এভাবে বন্দী করে রেখেছেন, আর কিভাবেই বা তারা এখান থেকে মুক্তি পেতে পারেন! ক্রমশ তাঁরা যে হীনবল হচ্ছেন তাও জানালেন।

প্রোতেউস তখন আসল কারণটা খুলে বললেন। তা হল এই যে মেনেলাস যখন ঘরে ফেরার জন্য সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন তখন তিনি জিউস বা অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ করেন নি। অতঃপর মেনেলাসকে এই ভুল শুধরে নিতে হবে তাহলে দেবতারা খুশি হয়ে তাঁদের সমুদ্রযাত্রায় সহায়তা করবেন। এবার মেনেলাস সাহস করে জিজ্ঞাসা করেন যে ট্রয় থেকে ফেরার সময় মেনেলাস ও নেষ্টর ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত তাঁদের বন্ধু বান্ধবকে ফেলে চলে আসেন তাঁরা সবাই বাড়িতে ফিরেছে কি না অথবা তাঁরা সমুদ্রে কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে কিম্বা তাদের মৃত্যু হয়েছে!

প্রত্যুত্তরে প্রোতেউস জানান যে সে ঘটনা জানলে তাদের খুবই দুঃখ হবে। অতঃপর সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। সেখান থেকে জানা গেল যারা ট্রয়যুদ্ধের পর দেশের পথে ফিরছিল তাদরে মধ্যে অনেকে বেঁচে গেলেও অনেকে মারা গেছে। কেবল একজন গ্রীক সেনাপতি এখনো জীবিত থাকলেও তিনি সেই বিশাল সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপে বন্দী জীবন যাপন করছেন। তিনি এজিসথাসের হাতে রাজা অ্যাগমেননের হত্যার কাহিনীও প্রোতেউসের কাছ থেকেই শুনলেন।

মেনেলাস রাজা অ্যাগমেননের নিহত হবার কাহিনী শুনে যন্ত্রণায়, দুঃখে কেঁদে উঠেছিলেন। সেই গভীর দুঃখে প্রোতেউস তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি যদি সত্বর দেশে ফিরে যান তবে গিয়ে হয়ত দেখবেন যে ওরেষ্টেস

এজিসথাসকে হত্যা করে মেনেলাসকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করেছ। মেনেলাস নিজেকে সম্বরণ করে সেই বীরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন যিনি কোন এক দ্বীপে বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

প্রোতেউস বলেছিলেন যে সেই ব্যক্তিটি হলেন ওডিসিয়াস। তাঁরা ওডিসিয়াসকে সেই দ্বীপে একবার দেখেছিলেন যে দ্বীপে জলপরী ক্যালিপসো থাকে। প্রোতেউস জানান যে ক্যালিপসেই তাঁকে (ওডিসিয়াস) সেখানে বন্দী করে রাখেন। ওডিসিয়াসের সঙ্গে নাবিক বা জাহাজ কিছুই নেই যাতে করে তিনি সেই বিশাল সমুদ্র ভেঙ্গে স্বদেশ ফিরতে পারেন। অতঃপর প্রোতেউস মেনেলাসকে তাঁর ভাগ্যের কথা বলেন। তারপর সেখান থেকে চলে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করেন।

রাজা মেনেলাস প্রোতেউসের উপদেশানুসারে ফিরে এসেছিলেন দেশে দেবতার কৃপাতে। এইবার রাজা মেনেলাস টেলিমেকাসকে তাঁর প্রাসাদে সারাদিন রয়ে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু টেলিমেকাস বুদ্ধি দীপ্ততার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলো। কারণ স্বরূপ জানালো যে সে নিজে মনে কোন দ্বিধা না রেখে দিনের পর দিন মেনেলাসের প্রাসাদে অবস্থান করতে পারে। কিন্তু একজন সহচরকে সে পাইলসে রেখে এসেছে। সেই সহচর অসহিষ্ণু হয়ে পড়বে। তাই টেলিমেকাস মেনেলাসকে অনুরোধ জানালেন যে তিনি যেন তাকে প্রাসাদে থেকে যাবার জন্য চাপ সৃষ্টি না করেন। কারণ তাতে অনেক দেরী হবার সম্ভাবনা।

মেনেলাস খুশি হলেন টেলিমেকাসের বুদ্ধিদীপ্ত স্পষ্টবাদিতায়। তিনি টেলিমেকাসের অনুরোধকেই মেনে নিলেন এবং টেলিমেকাসকে প্রীতিউপহারস্বরূপ দিলেন দেবশিল্পী হিপাসটাস নির্মিত সোনার হাতলযুক্ত রূপোর পানপাত্র। মেনেলাসের মতানুসারে এই বস্তুটি হল প্রাসাদের মধ্যে সবচাইতে মূল্যবান বস্তু।

এবার আমরা টেলিমেকাসের দিক থেকে মুখ ফেরাই। আমরা বরং ফিরে আসি ইথাকায় যেখানে ওডিসিয়াসের প্রাসাদের সামনের ক্রীড়াক্ষেত্রে অস্ত্রখেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে পেনিলোপে পাণিপ্রার্থীরা। এই পাণিপ্রার্থী দলের নেতা

দুজন—অ্যান্টিনোয়াস এবং যুবরাজ ইউরিমেকাস। এই দুই নেতা এক কোণায় বসে বসে এই অস্ত্রক্রীড়া দেখছিল। এমন সময় নোমন, ফ্রোনিয়াসের ছেলে, অ্যান্টিনোসকে জিজ্ঞাসা করল যে টেলিমেকাস পাইলস থেকে কবে ফিরবে বা কখন ফিরবে সে সম্বন্ধে অ্যান্টিনোয়াস কিছু জানে কিনা। কারণ টেলিমেকাস নোমনের জাহাজ নিয়ে গেছে। এদিকে সেই জাহাজটার নোমনের এখন খুব দরকার। কারণ সে জাহাজে করে এলিস দ্বীপে গিয়ে বারোটা ঘোটকী নিয়ে আসতে চায়।

নোমনের মুখ থেকে টেলিমেকাসের পাইলস যাবার সংবাদ পেয়ে এক ধরনের গোপন ভয় দেখা দিল পাণিপ্রার্থীদের মনের মধ্যে। কারণ তারা ভাবতে পারেনি যে টেলিমেকাস সত্যি সত্যিই পাইলস যাবে। তারা ভেবেছিল যে টেলিমেকাস পাশের কোন নগরী বা কাছাকাছি অন্য কোথাও গেছে। কিন্তু নোমনের কথায় তাদের বিচারবুদ্ধি হঠাৎ ফিরে এলো। তাই অ্যান্টিনোয়াস নোমনকে ডেকে জানতে চাইল যে টেলিমেকাস কখন ইথাকা ছেড়ে গেছে এবং কারাই বা তার সঙ্গে গেছে। আবার এই কথাও জিজ্ঞাসা করল অ্যান্টিনোয়স যে নোমনের কাছ থেকে টেলিমেকাস জাহাজ কেড়ে নিয়ে গেছে না নোমান স্বেচ্ছায় জাহাজটা দিয়েছে।

নোমন খুব পরিষ্কার ভাষায় তাকে জানালো যে সে তার জাহাজ স্বেচ্ছায় টেলিমেকাসকে দিয়েছে। কারণ টেলিমেকাসের মত একজন সম্মানিত ব্যক্তি যদি কোন জিনিষ চায় তবে কেউ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এবার নোমন নাবিক সম্বন্ধে জানালো যে যাদের টেলিমেকাস নাবিক হিসেবে নিয়েছে তারা সকলেই শ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত। সবচাইতে বড় কথা হল জাহাজের চলক হিসেবে ছিল মেন্টর। অবশ্য নোমনের দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের কথাও সে জানালো। তা হল এই যে, জাহাজের চালক মেন্টর নিজেই কিনা অথবা মেন্টরের ছদ্মবেশে কোন দেবতাও হতে পারে। কারণ নোমন আগের দিন সকালেই মেন্টরকে শহরে দেখেছে।

এদিকে নোমনের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে অ্যান্টিনোয়াস আর ইউরিমেকাস অস্ত্রক্রীড়ায় রত পাণিপ্রার্থীদের কাছে গিয়ে সবাইকে ডাকল এবং জ্বালাময়ী

বক্তৃতা শুরু করল যার মূল বক্তব্য হল যে টেলিমেকাস তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সুদক্ষ নাবিক নিয়ে বিদেশযাত্রার ব্যবস্থা করেছে। এই টেলিমেকাস তাদের কেবল বাধা দানই করে আসছে। সুতরাং অনতিবিলম্বে তার এই বাড়াবাড়ি বন্ধ হওয়া দরকার। সুতরাং এই বাড়াবাড়ি বন্ধ করার জন্য অ্যান্টিনোয়াসের ও একটা জাহাজ দরকার যাতে করে সে নিজে টেলিমেকাসরে ফেরার পথে ইথাকা আর সামস দ্বীপের মাঝের প্রণালীতে তার জন্য অপেক্ষা করবে। টেলিমেকাস সেখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবাকে খোঁজার ইচ্ছেকে চিরদিনের মত বন্ধ করে দেবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই অ্যান্টিনোয়াসের এই বক্তব্যকে সবাই মুক্তকণ্ঠে সমর্থন জানালো। অতঃপর সভা শেষ করে সবাই প্রাসাদের ভেতরে চলে গেল।

এদিকে পেনিলোপও তার পাণিপ্রার্থীদের এই চক্রান্তের কথা জানতে পারলো। তাকে সংবাদ দিয়েছিলো মেডন নামে এক প্রহরী। পাণিপ্রার্থীরা যখন প্রাসাদের উঠোনে আলোচনা করছিল তখন সে আড়ি পেতে এই চক্রান্তের কথা জেনে ফেলে। পেনিলোপ কিন্তু তার পাণিপ্রার্থীদের এই প্রেম নিবেদন এবং অবাঞ্ছিত উপস্থিতি খুবই ঘৃণার চোখে দেখে। এই চক্রান্তের কথা জানবার পর সে প্রতিজ্ঞা করল যে আর কোনদিন প্রাসাদে ভোজসভার অনুষ্ঠান হতে দেবে না। কারণ রাণী পেনিলোপ শুনেছিলেন যে তার পাণিপ্রার্থীরা নাকি ওডিসিয়াসের পরিচারিকাদের সমস্ত কাজ ফেলে ভোজসভার আয়োজন করতে বলেছে।

অতঃপর পেনিলোপ ওডিসিয়াসের কথা মনে করে মেডনের কাছে তার মনের যন্ত্রণা ব্যক্ত করলেন। মেডন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো যে সে আশা করে এবং ঈশ্বরের কাছে কামনা করে যেন তাঁর দুঃখের শেষ হয়। কিন্তু তাঁর পাণিপ্রার্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছে তা ভীষণ। টেলিমেকাসকে হত্যার পরিকল্পনা তো প্রকৃতপক্ষে পেনিলোপের পক্ষে চরম ক্ষতিকর।

এবার মেডন জানলো যে একথা নিশ্চিত যে টেলিমেকাস ওডিসিয়াসের খোঁজ পাবার জন্যই পাইলস আর ল্যাসিডীয়াম গেছেন। এবার পেনিলোপ আর তাঁর চোখের জলকে বাধা দিতে পারলেন না। কারণ টেলিমেকাস গেছে অনন্ত বিশাল সমুদ্রে একটা অপটু জাহাজকে নিয়ে। যার ফলস্বরূপ টেলিমেকাসের মৃত্যুও ঘটতে পারে। ওডিসিয়াস নেই। টেলিমেকাসও যদি চিরতরে চলে যায়

তবে তার জীবনে আর কিই বা থাকবে! তখন মেডন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে জানালো যে হয়তো কোন দেবতার নির্দেশে টেলিমেকাস তাঁর পিতার খোঁজে গেছেন। তবে একথা নিশ্চিত যে টেলিমেকাসের এ যাত্রার উদ্দেশ্য হল ওডিসিয়াসের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া।

মেডনের চলে যাবার পর পেনিলোপ অবিরাম কেঁদে চললেন তাঁর ছেলে আর স্বামীকে স্মরণ করে। কারণ টেলিমেকাসের এই বিদেশ যাত্রার কথা সে তার মাকে পর্যন্ত জানায় নি।

তাঁর কান্না দেখে বৃদ্ধ ধাত্রী ইউরিক্লীয়া এবার মুখ খুললো থাকতে না পেরে। এই ধাত্রী কিন্তু টেলিমেকাসরে যাত্রার খবর জানতো। সে তাকে রুটি আর মদ পর্যন্ত জুগিয়েছে। কিন্তু সে বলতে পারে নি কারণ টেলিমেকাস তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে ইউরিক্লীয়া যেন কম করে বারোদিন তার বিদেশযাত্রার খবর পেনিলোপকে না বলে। কারণ টেলিমেকাসের বিদেশযাত্রার খবর পেলেই রাণী দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়বেন। সেই উৎকণ্ঠা তার মা ভোগ করুক সেটা টেলিমেকাস চায় নি।

ধাত্রী তাঁকে উপদেশ দিল তিনি যেন টেলিমেকাসের মঙ্গলের জন্য জিউস কন্যা এথেনের কাছে প্রার্থনা করেন। ইউরিক্লীয়ার কথাতে পেনিলোপরে দুঃখ অনেকটা লাঘব হল। তারপর তিনি পুজোর ঘরে গিয়ে টেলিমেকাসকে তাঁর পাণিপ্রার্থীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দেবী এথেনের কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর করুণ প্রার্থনা শেষে দেবী এথেন তা শুনতে পেলেন।

এদিকে প্রাসাদের ভেতরে আলোচনায় রত পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীরা। তাদের ধারণা যে রাণী এবার নিশ্চিত এদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করবেই। কারণ তার ছেলের মৃত্যুর ব্যবস্থা যে পাকা সে কথা তো রাণী জানে না। এইভাবে তারা বিভিন্ন ধরণের অহংকারী উক্তি নিজেদের মধ্যে করে চলেছিল। কেবল অ্যান্টিনোয়াসের বোধহয় বুদ্ধি বিচার কিছু ছিল।

সে প্রতিবাদ করে জানালো যে কেউ রাণীর কাছে গিয়ে এই চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিতে পারে। প্রাসাদের সেই প্রায় অন্ধকার ঘরে সবার অনুমতিক্রমে

টেলিমেকাসরে মৃত্যুর পরোয়ানা তৈরী হয়ে গেল। অ্যান্টিনোয়াসও আর সময় নষ্ট না করে কুড়িজন নাবিক সংগ্রহ করল। তারপর সদলবলে উপকূলে গিয়ে একটা কালো জাহাজ সমুদ্রযাত্রার উপযোগী করে সাজিয়ে নিয়ে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

অপরদিকে রানী পেনিলোপ কোন খাবার না খেয়ে উপবাসী হয়ে দেবী এথেনের আরাধনা করতে করতে পুজোর ঘরেই রয়ে গেলেন। দেবী এথেনের কাছে প্রার্থনা জানাতে জানাতে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন এক সময়। অবশেষে ঢলে পড়লেন গভীর ঘুমে। এই ঘুমের সুযোগ নিয়ে দেবী এথেন ক্রন্দনরত রানী পেনিলোপকে দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য ওডিসিয়াসের প্রাসাদে এক অলৌকিক মূর্তি পাঠালেন। যে মূর্তি পেনিলোপকে গিয়ে তাঁর ঘুমের মধ্যে আশ্বাস দিল যে দেবতারা আর পেনিলোপকে দুঃখ দেবেন না। এবং তার পুত্রও নিরাপদে ঘরে ফিরবে। সেই মূর্তি ছিল তার বোন ইপথিমের মূর্তি। সেই এথেন প্রেরিত মায়ামূর্তি তাকে আরো জানালো যে তার পুত্রের সঙ্গে এমন এক দেহরক্ষক রয়েছে যা কোন মানুষ সাধ্যসাধনা করে পায় না। স্বয়ং দেবী এথেন টেলিমেকাসকে রক্ষা করে চলেছে।

তখন পেনিলোপ বললো যদি সত্যি-সত্যিই সে দেবতা প্রেরিত কেউ হয়ে থাকে তবে সে যেন তার স্বামী ওডিসিয়াসের কথা তাকে জানায়। অর্থাৎ তিনি এখনো জীবিত আছেন কিনা! থাকলে কোথায় আছেন কিম্বা তিনি মারা গেছেন কিনা! মূর্তি কোন উত্তর না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘুম ভেঙে যায় পেনিলোপের। তিনি সেই সুখস্বপ্ন স্মরণ করে মনে মনে শান্তি পেলেন।

অন্যদিকে টেলিমেকাসকে হত্যা করার জন্য পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীরা জাহাজে করে রওনা হল। ইথাকা আর সামস-এর মাঝে অ্যাষ্টারিস নামে এক দ্বীপপুঞ্জ আছে। এই অ্যাষ্টারিস দ্বীপেই টেলিমেকাসরে অপেক্ষায় পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীরা লুকিয়ে রইল।

৫ পঞ্চম অধ্যায় ৫

জলপরী

ভোরের আলো যখন ছুঁয়ে যাচ্ছে সমস্ত পৃথিবী সেই সকাল হতে না হতেই দেবতারা মিলিত হলেন এক মন্ত্রণাসভাতে। পরে দেবরাজ জিউস এসে যোগ দিলেন সেই সভাতে। মূল আলোচ্য বিষয় হল গ্রীকবীর ওডিসিয়াসের জলপরী ক্যালিপসোর দ্বীপে বন্দী থাকা। ওডিসিয়াস যে ক্যালিপসোর দ্বীপে বন্দী রয়েছেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুঃখিত ছিলেন দেবী এথেন। তিনি সেই মন্ত্রণাসভাতে ওডিসিয়াসের ক্যালিপসোর দ্বীপে বন্দী থাকার করুণ ঘটনাকে আবার দেবতাদের নতুন করে মনে পড়িয়ে দিলেন।

এখানে দেবী এথেন খুব কৌশল করে ওডিসিয়াসের বন্দী থাকর ঘটনাকে ব্যক্ত করলেন দেবরাজ জিউসের সামনে। তিনি প্রথমে ভণিতা করে বললেন যে সততা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা এই সমস্ত গুণগুলো কেউ আর আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে না। কারণ এ সমস্ত গুণ ছাড়াই কেবলমাত্র অন্যায় ও অবৈধ কাজের ভিতর দিয়েই লোকে সুখে থাকতে পারবে। তা যদি না হয় তবে ওডিসিয়াসের মত একজন যশস্বী রাজার এমন করুণ পরিণতি কেন? কেন তিনি ক্যালিপসোর মত জলপরীর হাতে বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন? তাঁর এমন অবস্থা যে তিনি ইচ্ছে বা উপায় থাকলেও কোনভাবেই সেই বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাবেন না। কারণ তাঁর সঙ্গে জাহাজ বা নাবিক কিছুই নেই।

দেবী এথেন কিন্তু নিজের প্রশ্নের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লেন। কারণ দেবরাজ জিউস তাঁকে সরাসরিই জনালেন যে তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে এ ঘটনা ঘটেছিল। অতঃপর হার্মিসকে জিউস নির্দেশ দিলেন যে সে যেন দূত হিসেবে জলপরীকে গিয়ে দেবতাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আসে। সে সিদ্ধান্ত হল এই যে ওডিসিয়াস যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করেছে। এবার তার বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। কিন্তু সে যখন বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করবে তখন কোন দেবতা বা মানুষ তাকে সাহায্য করবে না। সে নিজের হাতে একটা নৌকো তৈরি করে

যাত্রা শুরু করবে। কুড়ি দিনের দিন সে গিয়ে পৌঁছবে স্কেরি দ্বীপে যেখানে আধিপত্য করে ফীয়াসিয়া জাতি। সেখানে সেই দ্বীপের অধিবাসীরা তাকে দেবতার মত ভক্তি করবে। তার তাকে জাহাজ দেবে এবং তার সঙ্গে দেবে বহু মূল্যবান জিনিষপত্র। সেই সমস্ত সঙ্গে করে নিয়ে সে এসে পৌঁছবে তার আপন ঘরে।

যে কথা সেই কাজ। হার্মিস দেবরাজের আদেশ হতে না হতেই বাতাসের বেগে অন্তহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলল। তার এক যাদুকাঠি ছিল যার সাহায্যে সে মায়ার আবেশে যে কোন মানুষের চোখে ঘুমের সৃষ্টি করতে পারতো, আবার ভাঙাতেও পারতো সে ঘুম। সে ঐ যাদুদণ্ডটিও সঙ্গে নিতে ভুললো না। ক্লান্তিহীন ওড়ার পর অবশেষে সে এসে পৌঁছল ওজিগিয়া দ্বীপে। যেখানে ক্যালিপসো জলপরীর বাস। হার্মিস যখন যায় জলপরী তখন আপন ঘরেই ছিল। বসে বসে সোনার চরকায় সূতো কাটছিল। জলপরী যেখানে থাকতো সেখানকার দৃশ্য এতই সৌন্দর্যে ভরা যে স্বর্গের দেবতারাও সে দৃশ্য দেখলে আনন্দে অভিভূত হয়ে যান। দেবদূত হার্মিসও তার ব্যতিক্রম নয়। তিনিও কিছুক্ষণ সেই দৃশ্য দুচোখ ভরে উপভোগ করলেন। তারপর যে গুহাতে জলপরীর বাস সেই গুহার ভিতরে গেলেন। ক্যালিপসো জলপরী হলেও আসলে তিনি দেবী। তাই হার্মিস দেখামাত্রই চিনতে পারলেন। হার্মিস গুহায় ঢুকেই খুঁজলেন ওডিসিয়াকে। কিন্তু গুহার মধ্যে দেখতে পেলেন না তাঁকে। অবশ্য দেখতে পাবার কথাও নয় তাঁর। কারণ ওডিসিয়াস তখন সমুদ্রতীরে একাকী বসে চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাকিয়ে ছিলেন দূর সমুদ্রের দিকে। বুকের ভিতর এক অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তিনি সারাদিন এইখানে বসে থাকতেন।

হার্মিসকে দেখে ক্যালিপসো তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। তারপর যথারীতি হার্মিসকে প্রশ্ন করলেন যে কেন তিনি তাঁর কাছে এসেছেন। কারণ হার্মিস এর আগে তাঁর কাছে জানালেন যে তিনি দেবরাজ জিউস কর্তৃক প্রেরিত হয়ে ক্যালিপসোর কাছে এসেছেন। তরাপর মূল কথাটি তাঁকে জানালেন যে একজন মানুষ তাঁর কাছে বন্দী আছে। জিউসের আদেশ ক্যালিপসো যেন

অবিলম্বে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়। কারণ তার ভাগ্যে এখনও গৃহে ফেরার কথা লেখা রয়েছে। সেই মানুষের অর্থাৎ ওডিসিয়াসের এখনও শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন এখনও আসে নি। ক্যালিপসো যেন আর কোনমতেই ওডিসিয়াসকে নিজের কব্জার ভিতরে আটকে না রাখে। তাহলে দেবরাজ জিউস হবেন রুষ্ট। এবং ফলস্বরূপ তিনি ক্যালিপসোকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবেন। কারণ দেবরাজের কথা অমান্য করবার মত ক্ষমতা কোন দেবতারই নেই। এই কথা বলে দেবদূত হার্মিস অন্তর্ধান করলেন।

ক্যালিপসো মনে মনে ভারী দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে দেবতারা বড় নিষ্ঠুর। কারণ কোন দেবী যদি কোন মর্ত্যের মানুষকে জীবনের পরম সাথী হিসেব ধরে রাখবার চেষ্টা করে তবে দেবতারা কিছুতেই তা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু দেবরাজ জিউসের আজ্ঞা এবং সে আজ্ঞা না মেনেও কোন রাস্তা নেই। ক্যালিপসো তখন তাঁর অতিথি ওডিসিয়াসের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখেন যে সমুদ্রতীরে একা একা বিষণ্ণ এবং অশ্রুসিক্ত হয়ে বসে রয়েছেন ওডিসিয়াস। বহুদিন ঘরছাড়া থাকার যন্ত্রণা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। ক্যালিপসো তাঁর দেহটাকে আটকে রাখতে পেরেছেন বটে কিন্তু তাঁর মনকে পারেন নি। ক্যালিপসো তাঁকে আর জলপরী দ্বীপে বন্দী করে রাখবেন না। অতঃপর সে কিভাবে মুক্তি পেতে পারে তা একে একে জানালেন। তবে তার জন্য ওডিসিয়াসকে করতে হবে কঠোর পরিশ্রম। গাছ কেটে তা থেকে নৌকো তৈরী করে তাকে সমুদ্রযাত্রার উপযোগী করে সাজিয়ে নিতে হবে। ক্যালিপসো নিজেও সেখানে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন।

কিন্তু ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। হঠাৎ ক্যালিপসোর কথাতে ভয় পেয়ে গেলেন ওডিসিয়াস। তিনি ভাবলেন যে একি সত্যিই স্বদেশ যাত্রা না ক্যালিপসোর কোন অভিসন্ধি। সে কথা তিনি বলেও ফেললেন। তিনি এই সন্দেহ করেছিলেন এই জন্য যে এমন উদ্দাম সমুদ্রে এমন ধরনের অপটু নৌকো নিয়ে কি করে ক্যালিপসো পাড়ি দেবার কথা বলে। দ্রুতগামী বড় বড় জাহাজও যেখানে অনুকূল বাতাস পেয়েও যে সমুদ্র পাড়ি দিতে সাহস করে না সেক্ষেত্রে এক সামান্য নৌকো নিয়ে ওডিসিয়াস কিভাবে তা অতিক্রম করবে?

তাই ওডিসিয়াস ক্যালিপসোকে বললেন ক্যালিপসোর আন্তরিক শুভেচ্ছা না পেলে তিনি কিছুতেই যাত্রা শুরু করবেন না। শুধু তাই নয় ক্যালিপসোকে আগে শপথ করতে হবে যে তিনি ওডিসিয়াসের কোনরকম ক্ষতি করবার জন্য ষড়যন্ত্র করবেন না।

ক্যালিপসো ওডিসিয়াসকে আশ্বাস দিয়ে জানালেন যে জলপরী নিষ্ঠুর হলেও তাঁর ন্যায় অন্যায় বোধ রয়েছে। তাঁর মনটা তো আর লোহা দিয়ে তৈরী নয়। তবু তিনি ওডিসিয়াসের বিশ্বাসের জন্য প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে বললেন যে তিনি ওডিসিয়াসের কোন ক্ষতি সাধন করবার জন্য কোন গোপন পরিকল্পনা করেন নি। তারপর ক্যালিপসো ও ওডিসিয়াস পরবর্তী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে গুহার মধ্যে গেলেন।

পরদিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল যাত্রার প্রস্তুতি পর্ব। অর্থাৎ কাঠ কাটা, নৌকো তৈরী করা ইত্যাদি। চারদিন ধরে চলল নৌকো তৈরী। পাঁচদিনের দিন শুরু হল যাত্রা। ক্যালিপসো সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে বিদায় দিলেন ওডিসিয়াসকে। ওডিসিয়াস নৌকোর উপর পাল তুলে দিলেন যাতে অনুকূল বাতাসকে ঠিকমত কাজে লাগানো যায়। তারপর দিনরাত অক্লান্তভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে হাল ধরে রইলেন কঠিনভাবে। সমুদ্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল অনেক ভয়ঙ্কর জলজ জীবজন্তুর। কিন্তু তিনি কোন কিছুতেই বিচলিত না হয়ে ক্যালিপসোর কথামত দৃঢ়ভাবে হাল ধরে রইলেন। এইভাবে তাঁর যাত্রা পথের ভালোভাবে কেটে গেল সতেরটা দিন। আঠারো দিনের দিন তিনি বন জঙ্গলে ঢাকা সবুজ পাহাড়ে ঘেরা ফ্যাকেসিয়া দ্বীপ দেখতে পেলেন। তাঁর মন তখন আনন্দে পূর্ণ।

এমন সময় ভূকম্পন দেবতা পসেডন ওডিসিয়াসকে দেখলেন যে অত্যন্ত নির্বিঘ্নে তিনি (ওডিসিয়াস) সমুদ্রযাত্রা করছেন। তাঁর নির্বিঘ্ন সমুদ্র যাত্রা দেখে তিনি (পসেডন) রেগে গেলেন।

কারণ পসেডন ইথিওপিয়া গিয়েছিলেন ওডিসিয়াস সম্বন্ধে দেবতাদের মতের পরিবর্তন করার জন্যই। এখানে এসে দেখছেন যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওডিসিয়াস পৌঁছে যাবে ফ্যাকেসিয়া দ্বীপে যেখানে পৌঁছতে পারলেই ঘটবে তাঁর সুদীর্ঘ দুঃখের অবসান। দুঃখের দিন যখন ওডিসিয়াসের শেষ হতে

চলেছে তখন তিনি (পসেডন) ভাবলেন যে ওডিসিয়াসকে তিনি আরো একবার ভয়ঙ্কর কষ্ট দেবেন। তাঁর আদেশে সমুদ্র হয়ে উঠলো উত্তাল। যেন প্রলয় আসন্ন। ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগলো বাতাস। উত্তর থেকে ছুটে এল তুষার ঝড়। দাঁড় গেল ভেঙ্গে, নৌকোর মাস্তুলের অবস্থাও তথৈবচ।

ওডিসিয়াস ছিটকে পড়লেন জলে। প্রাণপণে লড়াই করে চললেন মৃত্যুর সঙ্গে। প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল যে এ যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা। উন্মত্ত ঢেউয়ের দাপট তাঁকে সমুদ্রের বুকে বার বার আছড়ে ফেলছিল। ঐ বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি ভোলেননি তাঁর ভাঙ্গা নৌকোর কথা। সেই ভাঙ্গা নৌকোকে জড়িয়ে ধরেই তিনি আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর এই শোচনীয় অবস্থার সাক্ষী মর্ত্যলোকে একজনই ছিলেন। তিনি হলেন ক্যাডমাস কন্যা ইনা। তিনি একদিন মানুষই ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি দেবীরূপে বাস করেন সমুদ্রের গর্ভে। দেবতারা তাঁকে লুকোমী বলে ডাকেন। ওডিসিয়াসের করুণ অবস্থা দেখে তিনি খুবই দুঃখ বোধ করলেন। তাঁর ইচ্ছে হল যে ওডিসিয়াসকে সাহায্য করবেন। তাই তিনি সামুদ্রিক পাখির বেশে তাঁর (ওডিসিয়াস) ভাঙ্গা নৌকোর ওপর এসে বসলেন। তিনি ওডিসিয়াসকে একটা সায়ময় কাপড়ের টুকরো দিয়ে সেটাকে কোমরে বেঁধে বাকি সমস্ত জামাকাপড় খুলে নৌকোটাকে ছেড়ে দিতে বললেন তারপর নিজের চেষ্টায় সাঁতার কেটে ফ্যাকেসিয়া দ্বীপে যাবার উপদেশ দিলেন।

ওডিসিয়াস কিন্তু সেই ওড়না নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে লাগলেন। কারণ তাঁর মনে হল যে এটা দেবতাদের কোন চাল হতে পারে। তিনি মনস্থির করে নিলেন যে তিনি এ নৌকো কখনই ত্যাগ করবেন না। যতক্ষণ না ভেঙ্গে যাবে ততক্ষণ তিনি নৌকোকেই আঁকড়ে ধরে থাকবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। কিন্তু ওডিসিয়াসকে নৌকো খুব বেশিক্ষণ আঁকড়ে ধরে থাকতে হল না। অনতিবিলম্বেই এক বিশাল ঢেউয়ের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে পড়লো ওডিসিয়াসের নৌকো। তখন আর তিনি কি করেন। লুকোমীর দেওয়া নিজেকে নৌকোর পাটাতনের সাথে বাঁধলেন। তারপরে তাঁর অন্য পোষাকগুলো খুলে ফেললেন। এইবার নিজেকে ঢেউয়ের হাতে সঁপে দিলেন। এবার দেবী এথেন

তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তিনি একমাত্র উত্তর দিকের হাওয়া ছাড়া সমস্ত দিকের বায়ু প্রবাহকে শান্ত হয়ে যাবার আদেশ দিলেন। একমাত্র উত্তরদিক থেকে শক্তিশালী অনুকূল বাতাস টেনে এনে সহজ করে দিলেন সাঁতার প্রদানকারী ওডিসিয়াসের সমুদ্রযাত্রাকে। ওডিসি যাতে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার লাভ করে পৌঁছতে পারেন ফ্যাকেসিয়া দ্বীপে তার ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন।

দুদিন, দুরাত্রি ওডিসিয়াস সেই অনন্ত সমুদ্রে পালছেঁড়া নৌকোর মত এদিক ওদিক ভেসে বেড়াতে লাগলেন। বার বার তিনি মরতে মরতেও বেঁচে গেলেন। তারপর তৃতীয় দিনে ঝড় থেমে গেল। শান্ত হয়ে গেল সমুদ্রের বুক। ওডিসিয়াস দেখলেন ফ্যাকেসিয়া দ্বীপ আর খুব বেশি দূরে নেই। বহুদিন পর শক্ত মাটিতে পা রাখতে পারবেন এই ভেবে আরো দ্রুত সাঁতার কাটতে লাগলেন তিনি। কিন্তু কূলের কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতেই একটা বিরাট ঢেউ এসে আছড়ে কূলে পড়ে জায়গাটাকে অন্ধকারময় করে তুললো। ওডিসিয়াস দেখলো চেয়ে কূলে শুধু খাড়াই পাহাড় সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। ঢেউ নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেললেই মৃত্যু অনিবার্য। একটা ঢেউ তাঁকে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলেওছিল। দেবী এথেনের কৃপা না থাকলে তাঁকে তখনই মৃত্যু বরণ করতে হত। সেই ঢেউয়ের কবল থেকে কোনমতে নিজেকে বাঁচিয়ে ওডিসিয়াস আবার কূলের উদ্দেশ্যে সাঁতার কাটতে শুরু করলেন। সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা নদীর মোহনা। তিনি সেই নদীর মুখে ঢুকে পড়লেন। তারপর দেখলেন যে নদীর তীরে কোন পাহাড় নেই এবং সেখানে ঝড়ের প্রকোপও নেই। ওডিসিয়াস তখন নদীর দেবতাদের উদ্দেশ্যে মিনতিভরা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি কত কষ্ট পেয়েছেন সে কথাও জানালেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে। তিনি অশেষ দুঃখ ভোগ করে যে নদীর দেবতার পবিত্র বুকে আশ্রয় গ্রহণ করতে চান সে কথা ব্যাকুল কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন।

তাঁর এই কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে নদীটি উত্তাল ঢেউগুলোকে শান্ত করে ওডিসিয়াসকে সাঁতার কাটার সুযোগ দিল। এবার ওডিসিয়াসের কূলে গিয়ে উঠতে কোন অসুবিধে হল না। নদীর তীরে উঠে ওডিসিয়াস ক্লান্ত অবসন্ন দেহে

নদী তীরেই শুয়ে পড়লেন। অনর্গল সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে করে তাঁর শরীরে পদার্থ বলে কোন বস্তু ছিল না। তাঁর সমস্ত দেহ ফুলে গিয়েছিল সমুদ্রের লোনা জলে, ক্রমাগত জল বের হয়ে চলেছে নাকমুখ দিয়ে। এক বীভৎস ক্লান্তিতে তার দেহতে কোন সাড়া ছিল না।

অতঃপর কোমর থেকে ইনোর (দেবী লুকোমী) দেওয়া কাপড়ের টুকরো নদী স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে আর পিছু ফিরে তাকালেন না। সেই টুকরো ভাসিয়ে নিয়ে গেল সমুদ্র এবং অবিলম্বে তা পৌঁছে গেল ইনোর হাতে। নদীর দিকে পিছন ফিরে ওডিসিয়াস পৃথিবীর মাটির বুকে গভীর আবেগে চুম্বন করলেন।

এবার ওডিসিয়াস চিন্তা করতে শুরু করলেন সেই অবসন্ন দেহে তাঁর বর্তমান দুরবস্থার কথা। কেমন করে পরিত্রাণ পাবেন বা এর পরবর্তী অধ্যায়ই বা কি সর্বনাশ অপেক্ষা করে রয়েছে তাঁর জন্য! তারপর আপন মনে ভাবতে লাগলেন রাত্রি সমাসন্ন। এই নদী তীরে গভীর রাত্রে কতরকম বিপদের সম্ভাবনা। এ ছাড়া তুষার, শিশির তাঁর শরীরকে আরো অবসন্ন করে তুলবে। অপরদিকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য যদি বনে গিয়ে আশ্রয় নেন তবে কোন বন্য জন্তুর খাদ্য হয়ে উঠতে পারেন। অনেক ভেবে চিন্তে বনের মধ্যেই রাত্রিবাস করাব সিদ্ধান্ত নিলেন। তীরের কিছুটা দূরে দেখতে পেলেন একটা চওড়া পথ। সেই পথের কাছে রয়েছে অলিভ গাছের ঝোপ। সেই অলিভ লতাগুলো এমনভাবে কিছু গাছকে আশ্রয় করে গজিয়ে উঠেছে যে সেখানে কোন আলোর রশ্মি বা বৃষ্টির ফোঁটা ভেতরে ঢুকতেই পারে না। ওডিসিয়াস সেই ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখলেন প্রচুর ঝরাপাতা। সেখানে দু'তিন জন লোক খুব সহজেই শুয়ে থাকতে পারে। ওডিসিয়াস সেখানেই উপযোগী ব্যবস্থা করে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবী এথেন ঘুম এনে দিলেন ওডিসিয়াসের চোখে। কারণ ঘুমই তো মানুষের যাবতীয় ক্লান্তিকে দূর করে। ঘুমিয়ে পড়লেন ওডিসিয়াস।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অতঃপর ওডিসিয়াস

ওডিসিয়াস তো ক্লান্ত দেহে পাতায় তৈরী বিছানাতে বিশ্রাম নিতে অলিভকুঞ্জের মধ্যে ঢুকলেন। দেবী এথেন তখন করলেন কি ফ্যাকেসিয়া বাসীদের দেশে তাদের নগরে গিয়ে ঢুকলেন। এই ফ্যাকেসিয়াবাসীরা আগে বাস করতো সাইক্লোপ জাতীয় লোকেদের কাছে। এখন এই সাইক্লোপ জাতির লোকেরা ঝগড়া বিবাদেই বেশি ব্যস্ত থাকতো। তারা ফ্যাকাসিয়া বাসীদের থেকে বেশী শক্তিশালী ছিল সুতরাং ওরা দুর্বল প্রতিপক্ষ ফ্যাকেসিয়াবাসীদের উপর যথারীতি অত্যাচার করতো। অগত্যা ফ্যাকেসিয়া বাসীদের রাজা নৌসিমাস তাঁর প্রজাদের নিয়ে দূরে স্কেরি দ্বীপে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। সেখানে প্রচুর বড় বড় ঘরবাড়ী তৈরী করে এক নগর তৈরী করেন এবং সেই নগরের চতুর্দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর অ্যালসিনোয়াস রাজত্ব করতে শুরু করেন। অ্যালসিনোয়াস দেবতাদের খুব প্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি সুশাসকও বটে। দেবী এথেন অ্যালসিনোয়াসের প্রাসাদেই গেলেন কিভাবে ওডিসিয়াসকে উদ্ধার করা যায় তার পরিকল্পনা নিয়ে।

নৌসিকা রাজা অ্যালসিয়ানেসের কন্যা। অনুরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিল সে। আমরা যাকে বলি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—ঠিক তেমনটিই ছিল সে। রূপে গুণে একেবারে দেবীর মত। সময় তখন রাত্রি। সেই পরমাসুন্দরী কন্যা নৌসিকা তখন নিজের ঘরে ঘুমে বিভোর। তার দুই সহচরী তার বন্ধ ঘরের দরজার দুপাশে শুয়ে। সেই রাত্রিকালে দেবী এথেন নৌসিকার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ডাইমাসের রূপ নিয়ে নৌসিকার বিছানায় গিয়ে তাঁকে ডাকতে লাগলো। ডাইমাসের স্বর অনুকরণ করে নৌসিকাকে বলতে শুরু করলেন যে তার মত অলস মেয়ের জন্ম কেন তার মা দিয়েছিল? সে এত সুন্দর সুন্দর পোষাক ময়লা করে অবহেলায় দূরে ফেলে দিয়েছে? অথচ তার বিয়ের সময়েই প্রচুর পোষাকের প্রয়োজন হবে।

অতঃপর ডাইমাসরূপী দেবী এথেন তাকে বুদ্ধি দিলেন যে তার বিয়ের

আর দেরী নেই। নৌসিকা যেন সকালে উঠে তার বাবাকে একটি ঘোড়ার গাড়ির কথা বলে। তার সমস্ত ময়লা পোষাক সেই গাড়িতে নিয়ে সে নিজেই গাড়ি চালিয়ে নদীতে স্নানের ঘাট পর্যন্ত যাবে। অন্য কারো যাওয়া ঠিক হবে না। নদীর জলে পোষাকগুলো ধোয়া দরকার। অতঃপর কাজ শেষ করে দেবী এথেন চলে এলেন দেবতাদের বাসস্থান অলিম্পাসের শিখরে।

সকালের সূর্য যখন স্পর্শ করেছে পৃথিবীর মাটি তখন নৌসিকার ঘুম ভাঙ্গলো। তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় সে যে স্বপ্ন দেখেছিল (অর্থাৎ দেবী এথেন ডাইমাসের স্বর ও বেশ অনুকরণ করে যে কথাগুলো বলেছিলেন) সে কথা মনে পড়তেই সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ডাইমাসরূপী দেবী এথেন যা বলে গিয়েছিলেন নৌসিকা সেই মতানুসারে কাজ করবার উদ্যোগেই তার পিতাকে একটা গাড়ি ঠিক করে দিতে বললো এবং কারণস্বরূপ জানালো যে নদীতে গিয়ে কিছু ময়লা পোষাক সে ধোবে। এখানে নৌসিকা তার বাবাকে নিজের বিয়ের কথা লজ্জায় বলতে পারলো না কিন্তু কৌশল করে বললো যে তাঁর প্রাসাদে পাঁচ পুত্রের মধ্যে কেবল দুজনের বিয়ে হয়েছে বাকি তিনজন এখনও রয়েছে অবিবাহিত।

এদিকে সবারই প্রতিরাত্রে নাচের পোষাকের প্রয়োজন হয়। অন্য দুজনের তো ধোবার লোক রয়েছে, বাকি দিনজনের এখনও কিছুই হয় নি। সুতরাং তাদেরটা নৌসিকাকেই করতে হবে। রাজা অ্যালসিনোয়াস নির্বোধ নয়। নৌসিকা মুখের কথা বলতে না বলতেই ধরে ফেললেন যে নৌসিকা আসলে নিজের কথাই বলতে চেয়েছে। যাইহোক রাজা অ্যালসিনোয়াস সব ব্যবস্থা করে দিয়ে সভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

অপরদিকে নৌসিকাও দেবী এথেনের কথামত গাড়ি নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হল। তারপর স্নান করে কাপড় ধুয়ে খাবার খেয়ে আনন্দে মেতে উঠলো। দাসীরা খেলতে লাগলো। নৌসিকা গাইতে লাগলো।

তারপর সময় হয়ে এলো ঘরে ফেরার। পোষাকগুলো সূর্যের তাপে শুকিয়ে গিয়েছিল। শুকিয়ে যাওয়া পোষাকগুলো গুটিয়ে নিয়ে যখন ঘরে ফেরার উদ্যোগ করছে নৌসিকা ঠিক তখনই দাসীরা বল খেলতে গিয়ে বলটি নদীর জলে পড়ে

যায়। সঙ্গে সঙ্গে দাসীরা একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠে। এই চীৎকারে অলিভকুঞ্জের ভিতরে ঘুমন্ত ওডিসিয়াসের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভেঙ্গে ওডিসিয়াস চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে তিনি কোন অসভ্যদের দেশে এসে পড়েছেন কিনা! দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে না থেকে তিনি নিজে বাইরে দেখতে এলেন ঘটনাটা কি!

ওডিসিয়াস তো বেরিয়ে এলেন নগ্ন দেহ, নগ্ন পা নিয়ে কেবলমাত্র গাছের পাতা পরিধানরত অবস্থায়। যদিও দীর্ঘদিনের অনাহারে, পরিশ্রমে পীড়িত ওডিসিয়াস কিন্তু তবুও দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি মেয়েগুলোর দিকে এগিয়ে আসছিলেন। এদিকে ওডিসিয়াসের চেহারা ক্রমাগত কয়েকদিন সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে একেবারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। নৌসিকার দাসীরা অমন দীর্ঘদেহী ভয়ঙ্কর পুরুষকে আসতে দেখে যে যেদিকে পারলো ছুট লাগালো। আবার ওডিসিয়াসও নৌসিকাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি ভেবে পেলেন না কি করবেন। নৌসিকার পা দুটো জড়িয়ে ধরে তার কাছে ক্ষমা চাইবেন না দূর থেকেই দেহের লজ্জা ঢাকার জন্য পোষাক চাইবেন এবং নগরের মধ্যে নিয়ে যেতে বলবেন তাই ঠিক করতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে তিনি বুঝলেন যে ঐটুকু মেয়ের পা ধরলে সে রেগে যেতে পারে, তাই তিনি দূর থেকেই নৌসিকার কাছে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ওডিসিয়াস ভদ্র ও শান্তভাবে নৌসিকাকে তার প্রচণ্ড রূপের প্রশংসা করে জানতে চাইলেন তিনি কে। এবং তার হাতেই তিনি নিজেকে অর্পণ করলেন। সেইসঙ্গে নিজের কথাও জানালেন যে মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছেন। রওনা দিয়েছিলেন ওজিগিয়া দ্বীপ থেকে কুড়িদিন আগে। এই দীর্ঘদিন সমুদ্রের সাথে, ঝড়ের সাথে কঠিন লড়াই করে এই উপকূলে এসে উঠেছেন। তারপর তিনি নৌসিকাকে আবেদন জানালেন তাঁকে নগরের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য এবং একটা কম্বল বা চাদর চাইলেন। তার পরিবর্তে আশীর্বাদ জানালেন যে নৌসিকা তার পছন্দমত বর ও শ্বশুরবাড়ি পাবে।

নৌসিকা বুঝলো যে ওডিসিয়াস কোন দুর্বৃত্ত নন এবং নির্বোধও নন। সেকথা ওডিসিয়াসকে নৌসিকা বললোও। ওডিসিয়াসের দুঃখের কথা জেনে

তাঁকে সান্ত্বনা দিল যে ওডিসিয়াসের জীবনে যা ঘটেছে তা নিশ্চয়ই দেবরাজ জিউসের বিধান অনুসারেই ঘটেছে। জিউসের বিধানকে কেউ কখনও খণ্ডন করতে পারে না। ভোগ করতেই হয়। তারপর তাঁকে আশ্বাস দিল নৌসিকা এই বলে যে ওডিসিয়াস যখন তাদের দেশে এসেই পড়েছে তখন পোষাক এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তিনি অবশ্যই পাবেন।

অতঃপর নিজের পরিচয় দিল নৌসিকা এ দেশের রাজা অ্যালসিনোয়াসের কন্যা হিসেবে। তারপর দাসীদের পালাতে নিষেধ করলো নৌসিকা। ওডিসিয়াসকেও শত্রু ভাবতে নিষেধ করলো। ওডিসিয়াসের পরিচয় দিলো এক ভাগ্য বিড়ম্বিত ভ্রমণকারী হিসেবে। এবং সেইসঙ্গে দাসীদের স্মরণ করিয়ে দিল যে ওডিসিয়াসের সেবাযত্ন যেন তারা করে। কারণ সমস্ত অতিথি এবং ভিক্ষুকদের জিউস রক্ষা করেন। সুতরাং অতিথিদের অবহেলা করতে নেই। এরপর দাসীদের আদেশ দিল যে তারা যেন প্রথমে ওডিসিয়াসকে খাবার ও পানীয় দিয়ে তারপর নদীতে গিয়ে স্নান করায়।

নৌসিকার কথাতে দাসীরা তাদের চেতনা ফিরে পেল। তখন ওডিসিয়াসকে নিয়ে তারা স্নানের তেল, পোষাক সব দিয়ে তাঁকে স্নান করে নিতে বললো। ওডিসিয়াস তাদের সরে যেতে বললো স্নান করার সময়। তারা সরে গিয়ে নৌসিকাকে জানালো সব কথা। ওডিসিয়াস স্নান সেরে উঠে আসার পর তিনি ফিরে পেলেন তাঁর রূপ-লাবণ্য। তার ওপর দেবী এথেনের কৃপায় তাঁকে আরো বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় দেখতে লাগছিলো। স্নানের পর ওডিসিয়াসের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে উঠলো নৌসিকা। নৌসিকা তখন দাসীদের জানালো যে এই ব্যক্তির আবির্ভাব নিশ্চয়ই দেবতাদের ইচ্ছেতেই। এই ব্যক্তি যদি এই দেশেই বসবাস করতে চান তবে হয়তো নৌসিকা তাঁকে পতিত্বেও বরণ করতে পারে। যাইহোক-ও সমস্ত পরের ভাবনা ছেড়ে নৌসিকা দাসীদের বললেন ওডিসিয়াসকে খাদ্য ও পানীয় দিতে।

নৌসিকার আদেশ মাত্র প্রচুর খাদ্য-পানীয় ওডিসিয়াসের সামনে এসে হাজির হল। ওডিসিয়াস দীর্ঘদিন অভুক্ত ছিলেন। সেই খাদ্যদ্রব্য তিনি ক্ষুধার্তের মত খেতে লাগলেন। ওডিসিয়াস যখন খাচ্ছেন নৌসিকা ইতিমধ্যে মনস্থির করে

ফেললো। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গাড়িতে ঘোড়া জুড়ে দিল। ওডিসিয়াসকে বুদ্ধি দিল যে তিনি যেন নৌসিকার গাড়ির পিছু পিছু আসেন। তবে গ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি যেন এভাবে আসেন। কিন্তু শহরভাগ চলে এলে নৌসিকার গাড়ির পিছু পিছু আসাটা ঠিক হবে না সে কথাও জানাতে ভুললো না। অতঃপর প্রাসাদে গিয়ে তার পিতা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ

হবে। সেখানে তাঁর পরিচয় যেন তিনি নিজেই দান করেন।

প্রসঙ্গক্রমে নৌসিকা তার নগরের পরিচয় দান করলো। তাদের নগর দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার চারিদিকে রয়েছে চারটে বন্দর এবং রয়েছে ঢোকার রাস্তা। তারপর এও জানালো যে ফ্যাকেসিয়া জাতির লোকের পরিচয় কি! এরপর ওডিসিয়াস কি করলেন প্রাসাদের সভাঘরে ঢুকে সে কথাও জানালো। সিংহাসনে বসে থাকবে তার পিতা। কিন্তু তার পিতাকে পাস কাটিয়ে তার মায়ের পা জড়িয়ে ধরলেই শীঘ্র ঘরে ফেরার আশা তাঁর নিশ্চিত পূর্ণ হবে। তার মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করাই প্রধান।

নৌসিকা চলে যাবার পর ওডিসিয়াস দেবী এথেনের কাছে প্রার্থনা জানালেন যেন ফ্যাকোসিয়াবাসীরা তাঁর প্রতি সদয় হয়। দেবী এথেন সরাসরি ওডিসিয়াসের সামনে আবির্ভূত হলেন না। কারণ তাঁর কাকা পসেডন চাইছিলেন দেশে না ফেরা পর্যন্ত ওডিসিয়াস কষ্ট পেয়ে যাক। কিন্তু দেবী এথেন তা চাইছিলেন না। আবার সরাসরি কাকার বিরুদ্ধেও যেতে পারছিলেন না।

৻২ সপ্তম অধ্যায় ৬৩

প্রাসাদে এলেন ওডিসিয়াস

নৌসিকা তো চলে গেলেন। পিছু পিছু পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ওডিসিয়াস যেতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেবী এথেনের মন্দিরে এসে হাজির হল সবাই। সেখানে দেবী এথেনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে ওডিসিয়াস হাঁটতে শুরু করলেন নগরের পথ ধরে। নগরদ্বারে ঢোকার একটু আগে দেবী এথেন কলসী কাঁখে একটি বালিকার ছদ্মবেশে ওডিসিয়াসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকে দেখে ওডিসিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন যে অ্যালসিনোয়াসের প্রাসাদ কোথায়? বালিকাবেশি এথেন ওডিসিয়াসকে সানন্দে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন এবং অবশেষে উপস্থিত হলেন প্রাসাদের সম্মুখে। প্রাসাদের সামনে গিয়ে দেবী এথেনও তাঁকে উপদেশ দিলেন যাতে তিনি কারো সাথে কোন কথা না বলে সরাসরি রাণীর সাথে গিয়ে যোগাযোগ করেন। রাণীর নাম হল অ্যারিতে। তিনি শুধু রাণীই নন রাজ্যের, তিনি একজন বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মহিলাও বটে। দীর্ঘদিন থেকে তিনি রাজা অ্যালিসিনোয়াস ও তাঁর ছেলেদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। প্রজারা রাণীকে দেবীজ্ঞানে দেখেন। তিনি অনেক বিচার কাজের সমাধান করে দেন, অনেক ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দেন। যদি তিনি (ওডিসিয়াস) কোনমতে রাণীর সহানুভূতি পেতে পারেন তবে সহজেই তিনি দেশে ফিরতে পারবেন। ওডিসিয়াসকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে দেবী এথেন চলে গেলেন।

অতঃপর ওডিসিয়াস এসে ঢুকলেন অ্যালসিনোয়াসের সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাসাদে। কিছুক্ষণ সেই প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখে ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন প্রাসাদের ভিতর মহলে! কোথাও না থেমে তিনি সোজা চললেন দরবারকক্ষ পেরিয়ে রাজা ও রাণীর কাছে। তিনি সরাসরি গিয়ে রাণীর পা জড়িয়ে ধরলেন। সভাস্থ সকলে বিস্ময়ে তাঁকে দেখতে লাগল। ওডিসিয়াস কোন দিকে না চেয়ে রাণীকে তাঁর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের কথা বললেন। উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রজনের

কাছেও জানালেন সমস্ত কথা। তিনি প্রার্থনা জানালেন কেবলমাত্র একটা জাহাজের জন্য। যার সাহায্যে তিনি ফিরবেন তাঁর স্বদেশে, তাঁর নিজের ঘরে। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত কথা বলে ওডিসিয়াস মাটির উপরেই বসে পড়লেন। সভার সকলে নির্বাক, নিঃস্পন্দ। সর্বপ্রথমে যে কথা বললেন অনেকক্ষণ পর, তিনি হলেন ফ্যাকেসিয়াবাসীদের মধ্যে সবচাইতে বাগ্মী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি একেনেউস। তিনি অ্যালসিনোয়াসকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে একজন বিদেশী অতিথিকে তাঁর মত রাজাব পক্ষে ধুলোতে বসতে দেওয়া অত্যন্ত অমর্যাদাকর। তিনি রাজাকে অনুরোধ জানালেন সেই অতিথিকে যথাযোগ্য আসন দেবার জন্য, শুধু তাই নয় বিদেশী আগন্তুকের জন্য নৈশভোজের ব্যবস্থা করবার অনুরোধও জানালেন।

কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতেই রাজা অ্যালসিনোয়াস স্বয়ং ওডিসিয়াসের হাত ধরে তাঁকে উপযুক্ত আসনে বসালেন এবং তাঁর সম্মুখে আহার্য এবং পানীয় রাখলেন। অতঃপর ওডিসিয়াস নৈশভোজ শেষে আবার স্বদেশে ফিরবার ইচ্ছে জানালেন। সভাস্থ সকলেই সম্মতি জানিয়ে বললেন যে তাঁরা তাঁর ফিরবার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে করবে। অতিথিরা চলে গেলেন তাঁদের যার যার গৃহে। রয়ে গেলেন বাজা-রাণীর সাথে ওডিসিয়াস। ওদিকে রাণী কিন্তু ওডিসিয়াসের পোষাক দেখেই বুঝতে পেরেছেন পোষাক কার। কারণ ঐ পোষাক তিনি নিজের হাতে তৈবী করে তাঁর কন্যা নৌসিকাকে দেন। তাই তিনি ওডিসিয়াসের প্রকৃত কথা জানতে চান।

ওডিসিয়াস ক্যালিপসোর কাছে বন্দী থাকা থেকে শুরু করে রাণীর কন্যার দেখা হওয়া এবং তার পোষাক ওডিসিয়াকে দেওয়া সমস্তই আনুপূর্বিক জানান। রাজা অ্যালসিনোয়াস বললেন যে তাঁর কন্যার উচিত ছিল নিজে সঙ্গে করে ওডিসিয়াসকে রাজার কাছে নিয়ে আসা। ওডিসিয়াস প্রত্যুত্তরে জানালেন যে তাঁর কন্যা চেয়েছিল কিন্তু তিনি (ওডিসিয়াস) নিজেই আসনে নি পাছে রাজা ঐ অবস্থায় তাঁকে দেখে বিরক্ত হন।

এবার রাজা অ্যালসিনোয়াস তাঁকে প্রস্তাব দিলেন যে ওডিসিয়াস ইচ্ছে করলে নৌসিকাকে বিয়ে করে সেই দেশেই থেকে যেতে পারে যদি তাঁর মন চায়। নচেৎ নিজের দেশেই ফিরে যেতে পারেন। মনস্থির করবার জন্য দিলেন

একদিন সময়। পরদিন তাঁকে জানাতে বললেন যে তাঁর (ওডিসিয়াসের) ইচ্ছে কি! এই প্রসঙ্গে রাজা জনালেন যে তাঁদের নাবিক এবং জাহাজ উভয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। যাতে করে অতি সহজেই এবং অতি দ্রুত ওডিসিয়াস পৌঁছে যাবে তাঁর আপন দেশে। শুনে ওডিসিয়াসের মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো দেশে ফেরার স্বপ্নে। ওদিকে ভৃত্যদের ওডিসিয়াসের শয্যা প্রস্তুতের আদেশ দিয়ে রাজা অ্যালসিনোয়াস ও রাণী অ্যারিতে চলে গেলেন আপন কক্ষে। সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন ওডিসিয়াস।

৩ অষ্টম অধ্যায় ৫

খেলার মাঠে

পরদিন সকাল। রাজা অ্যালসিনোয়াস দেখলেন প্রায় একই সঙ্গে উঠেছেন ওডিসিয়াস। তখন তিনি ওডিসিয়াসকে সঙ্গে করে জাহাজঘাটে এলেন। সেখানে এসে দুজনে বসলেন। দেবী এথেন তখন তাঁর পরিকল্পনা অর্থাৎ ওডিসিয়াসের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা দ্রুত করবার জন্য রাজা অ্যালসিনোয়াসের প্রহরীর বেশে নেমে এলেন তাঁর রাজধানীতে। তিনি নগরের মধ্যে সমস্ত পরিষদদের সঙ্গে দেখা করে সবাইকে জহাজঘাটে যাবার কথা বললেন এবং সেই সঙ্গে এও বললেন যে ওডিসিয়াসকে একদম দেবতার মতই দেখতে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ সংবাদে সবাই খুব উত্তেজনা ও কৌতূহল অনুভব করলো। সবাই তখন জাহাজঘাটের দিকে রওনা দিল। এবং দেখতে দেখতে জায়গাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এদিকে দেবী এথেন তখন ওডিসিয়াসের চেহারার মধ্যে আরো লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য এনে দিলেন। ফলে তাঁর চেহারার মধ্যে দেখা দিল এক দেবোপম মহিমা। জনতা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে পারিষদদের চোখে মুখে ফুটে উঠলো সশ্রদ্ধভাব।

সবাই সমবেত হলে রাজা অ্যালসিনোয়াস তাদের সম্বোধন করে জানালেন যে একজন বিদেশী বিপাকে বিপর্যয়ে তাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছেন সুতরাং ফেসীয় নেতৃবৃন্দের উচিত যথাযোগ্যভাবে সেই বিদেশীকে জাহাজের ব্যবস্থা করে দেশের অভিমুখে পাঠানো। কারণ এর আগে কখনই এমন হয়নি যে কোন বিদেশী উপযুক্ত পাথেয়র অভাবে ফ্যাকেসিয়া দেশে আটকা পড়েছিল। সুতরাং তিনি প্রস্তাব দিলেন যে এই বিদেশীর জন্য প্রয়োজন একটি জাহাজ এবং বাহান্নজন সুদক্ষ নাবিক। এরপর সেই নাবিকদের কাজ হবে জাহাজকে সমুদ্র পথে চলবার উপযুক্ত করে তৈরী করে প্রাসাদে এসে রাজা অ্যালসিনোয়াসকে খবর দেওয়া। অতঃপর তিনি ওডিসিয়াসের যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য সমস্ত রাজন্যবর্গ, নাবিকদের তাঁর প্রাসাদে আহ্বান জানালেন ভোজসভাতে। ডেকে পাঠালেন

চারণকবি ডেমোডোকাসকে তাঁর মধুর কণ্ঠের গান শোনাবার জন্য।

প্রাসাদের দিকে ফিরলেন রাজা অ্যালসিনোয়াস। সঙ্গে সঙ্গে চলল রাজন্যবর্গের দল। যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। জাহাজ সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত করে তৈরী হতে লাগলো। রাজা আয়োজন করতে লাগলেন ভোজসভার। প্রাসাদেব সব অলিন্দ, দরবারকক্ষ প্রাঙ্গণ সমস্ত জায়গা লোকের ভীড়ে ভর্ত্তি হয়ে উঠলো। রাজার লোক ফিরে এল চারণকবিকে সঙ্গে নিয়ে। চারণকবি ডেমোডেকাস অন্ধ। যাই হোক, শুরু হল ভোজনপর্ব। তারপরে সেই পর্ব শেষে এল চারণকবির গান। তিনি গাইবেন বিখ্যাত বীরদের কাহিনী। তিনি যে গান গাইবেন ঠিক করলেন তার শিরোনামা হচ্ছে ওডিসিয়াস আর একিলিসের ঝগড়া। এই গানের বিষয়বস্তু হল এই দুই বীর কিভাবে কোন এক ভোজসভাতে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হন।

গান শুরু হল। চারণের গান শুনে মাঝে মাঝে ওডিসিয়াস চোখের জল লুকোবার জন্য তাঁর মুখ কাপড়ে ঢাকছিলেন। পাছে ফেসীয়বা তাঁর চোখের জল দেখে ফেলে। গান শুনে তিনি মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। রাজা অ্যালসিনেয়াস তাঁর পাশে বসে থাকা ওডিসিয়াসের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন যে গানের করুণ ভাষা ও সুর ওডিসিযাসের মনে ব্যথার উদ্রেক করেছে। তাই তিনি গান শেষ করার আদেশ দিলেন চারণকবিকে। পরিবর্তে অতিথিকে আনন্দ দেবার জন্য বাইরে খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে বললেন। অবশ্য তার কারণটাও তিনি বললেন। যাতে এই বিদেশী অতিথি তার দেশে গিয়ে বলতে পারে যে ফেসীয়রাও মল্লযুদ্ধ, দৌড় ইত্যাদিতে অদ্বিতীয় ও অপরাজেয়। রাজা বেরিয়ে চললেন প্রাসাদরে বাইরে এবং উপস্থিত সকলেই তাঁকে অনুসরণ করে চললো।

অতঃপর ধীরে ধীরে খেলাধূলার জায়গাটা লোকে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো। দেশের যুবকেরা ছুটে এল ক্রীড়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। রাজা অ্যালসিনোয়াসের তিন ছেলে — লাওডামাস, হেলিয়াস আর ক্লাইটোনিয়াসও অংশগ্রহণ করলেন প্রতিযোগিতায়। দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হল। দৌড় প্রতিযোগিতা শেষ হলে সম্রাট পুত্র লাওডামাস অন্যান্য প্রতিযোগিদের

প্রস্তাব দিল যে বিদেশীকে কোন একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বলা হোক। বলা বাহুল্য ওডিসিয়াসের চেহারার বলিষ্ঠতা দেখেই তাদের এমনটি মনে উদ্রেক হয়েছিল। লাওডামাসকে সবাই সমর্থন করলো একযোগে। লাওডামাসকেই তারা আহ্বান জানাতে বললো। সে দ্বিধাবোধ না করে সোজা গিয়ে ওডিসিয়াসকে যে কোন একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অনুরোধ জানালো।

ওডিসিয়াস জানালেন যে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় বিপর্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর প্রাণশক্তি অনেকটা নিঃশেষিত তাঁকে আহ্বান না করাই উচিত। কারণ তাঁর মাথায় শুধু ঘরে ফেরার চিন্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে। তখন ইউরিনিয়াস ওডিসিয়াসকে অপমানই করে বসলো। সে পরিষ্কার মুখের উপর বললো যে ওডিসিয়াসের চেহারা দেখে ব্যায়ামবিদ মনে হলেও আসলে তাঁকে দেখে কোন মালবাহী জাহাজের নাবিক বলেই ধারণা হয়। তাঁকে দেখে ক্রীড়াবিদ বলে তো মনে হয়ই না বরং এমনটা মনে হওয়াটাও বিচিত্র নয় যে তিনি এমন একজন চরিত্রের লোক যে কেবল রাতদিন নতুন নতুন সমুদ্রযাত্রার কথা ভাবেন এবং লাভ করা টাকা পয়সা গুছিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যকুল হয় ওঠেন। তাই চেহারা দেখে ধারণা করে কাউকে কোন কাজ করতে অনুরোধ করা ঠিক নয়।

ওডিসিয়াস অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি সঠিকই বুঝলেন যে ইউরিনিয়াস তাকে প্ররোচিত করতে চাইছে। কিন্তু তিনি সহজেই উত্তেজিত না হয়ে ইউরিনিয়াসকে তার মন্তব্যের জন্য মিষ্টি কথাতেই তার কথার প্রত্যুত্তর করলেন এবং তাকে কিভাবে মন্তব্য করা উচিত সে শিক্ষাও দিলেন। সেই সঙ্গে বললেন যে একই মনুষের মধ্যে একই সঙ্গে দেহসৌন্দর্য, বুদ্ধি ও বাগ্মিতার সংমিশ্রণ দেখা যায় না। যেমন ইউরিনিয়াসের চেহারা দেখে দেবতার চেয়েও এক বিশিষ্ট ও যোগ্য লোক মনে হয় কিন্তু তার মাথায় বুদ্ধির পরিমান খুবই কম। তবে ইউরিনিয়াসের অশোভন মন্তব্য যে তার মনে রাগের সূচনা করেছে সে কথা তিনি লুকোলেন না। তাই সমগ্র ফেসীয়দের সম্মুখে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি দেখিয়ে দেবেন যে খেলাধুলার ব্যাপারে তিনি অনভিজ্ঞ তো ননই বরং একসময় যে তিনি সুদক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন সে কথাও তারা বুঝতে পারবেন। তিনি যতই ক্লান্ত, অবসন্ন হোন না কেন এই খেলার প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহন করবেন।

তারপর ওডিসিয়াস এসে ভারী জিনিষ উত্তোলন প্রতিযোগিতার আসরে গিয়ে সবচেয়ে একটা ভারী বস্তু হাত দিয়ে তুলে নিয়ে অবলীলাক্রমে ওপরে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর অসংখ্য বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সে বস্তু বহু ওপরে উঠে গেল। জনতার মধ্যে এথেনও সাধারণ দর্শকের ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন ওডিসিয়াসকে উৎসাহ দানের জন্য যে এই ব্যাপারে ওইডসিয়াস অদ্বিতীয় বলা যায় অন্ততঃ ফেসীয়দের মধ্যে কেউ এত উঁচুতে ছুঁড়তে পারবে না। ওড়িসিয়াস উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তারপর প্রতিযোগী যুবকদের বললেন যে তিনি যতটা ছুঁড়ে দিয়েছেন অন্য কে পারবে কিনা তারা যেন চেষ্টা করে দেখে। এবং তারপর যদি মল্লযুদ্ধ, দৌড় ইত্যাদি প্রতিয়োগিতায় এগিয়ে আসার সাহস থাকে তো তবে যেন তারা এগিয়ে আসে ওডিসিয়াসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায়।

অতঃপর তিনি রাজা অ্যালসিনোয়াস এবং লাওডামাসকে বাদ দিয়ে সবাই কে সরাসরি সমস্ত প্রতিযোগিতারই চ্যালেঞ্জ জানালেন। তারপর তিনি কি কি জানেন সবই খুলে বললেন। তীর চালনা থেকে শুরু করে সমস্ত রকম অস্ত্রবিদ্যায় তিনি যে অত্যন্ত পারদর্শী সে কথা তিনি লুকানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না।

সমস্ত ফেসীয়বাসী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনে গেল কেউ কোন কথাই বললো না। ওডিসিয়াসের কথা শেষ হলে সারা ক্রীড়াঙ্গন স্তব্ধ। রাজা অ্যালসিনোয়াস তাঁকে বন্ধু হিসেবে সম্বোধন করে বললেন যে তিনি যথার্থই বলেছেন কারণ ইউরিনিয়াসের অপমানকর কথা ক্রোধ জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ওডিসিয়াসকে অনুরোধ জানালেন যে তিনি যখন তাঁর বাড়িতে ফেসীয়দের সম্বন্ধে কিছু বললেন তখন সব ব্যাপারেই তারা অনুন্নত ও অপটু এমনটি যেন না বলেন। যদিও দৌড় প্রতিযোগিতা ও নৌকোর ব্যবহারে তারা অত্যন্ত দক্ষ। বলা যায় তাদের তুল্য দক্ষ পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু যে ব্যাপারে ফেসীয়রা অত্যন্ত গর্বিত, তা হল গান, নাচ এবং সূচীশিল্প। ওডিসিয়াসকে এই কথার প্রমাণ দেবার জন্য নৃত্যশিল্পীবৃন্দকে নাচ দেখাবার জন্য অনুরোধ জানালেন যাতে ওডিসিয়াস বাড়ি ফিরে এ বিষয়ে তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের বলতে পারেন যে নৌচালনা এবং নৃত্যশিল্পে ফেসীয়রা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন বলা তেমন কাজ। একজন ডেমোডেকাসের বাড়ি থেকে বীণা আনতে চলে গেল। অপর কিছু লোকজন নাচ গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে চলে এল ডেমোডেকাসের বীণা। বীণা হাতে ডেমোডেকাস অদ্বিতীয়। তিনি বীণা হাতে পেয়েই সুর ধরলেন। তাঁর সুরের তালে, ছন্দে তাল মিলিয়ে নাচতে লাগলো কিছু নৃত্য শিল্পী। এই অপরূপ নাচ দেখে ওডিসিয়াস সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই একই সুরে ডেমোডেকাস গেয়ে উঠলেন। চারণকবি ডেমোডেকাসের গান হয়ে যাবার পর নাচ দেখাল লাওডামস। গান শুনে মুগ্ধ ওডিসিয়াস নাচ দেখেও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নাচ-গানের ছন্দোময় ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। মুগ্ধ ওডিসিয়াস অ্যালসিয়োনাসকে বলে উঠলেন যে তিনি ঠিকই বলেছিলেন। সারা পৃথিবীতে এমন নাচ গান তিনি শোনেন নি। ফেসীয়রা এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতেই পারে এবং সে দাবি যথার্থও বটে।

তখন রাজা অ্যালসিনোয়াস ওডিসিয়াসকে দেখিয়ে তাঁর রাজন্যবর্গকে বললেন য়ে ওডিসিয়াস সত্যিই একজন গুণী ব্যক্তি। কারণ না হলে এমন মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে পারতেন না। তখন তিনি প্রস্তাব দিলেন যে স্বদেশে ফেরার আগে ওডিসিয়াসকে কিছু উপহার দেওয়া উচিত। সারা দেশে রয়েছে তেরজন রাজা। প্রত্যেকেই তার পক্ষ থেকে ওডিসিয়াসকে উপহার দেবেন। শুধু তাই নয় ইউরিনিয়াস ব্যক্তিগতভাবে ওডিসিয়াসের কাছে ক্ষমা চাইবে। এবং তার প্রকাশ্য অভদ্রতার জন্য আলাদা করে ওডিসিয়াসকে কিছু উপহার দেবে। রাজা অ্যালসিয়োনাসের প্রস্তাবে সবাই সম্মত হলেন। সকলেই দূত মারফৎ উপহার পাঠিয়ে দিলেন। ইউরিনিয়াস রাজার বিধান মেনে নিয়ে ওডিসিয়াসকে দিল রূপোর হাতল দেয়া ব্রোঞ্জের তলোয়ার। এবং ক্ষমাও চেয়ে নিলেন ওডিসিয়াসের কাছে। ওডিসিয়াস ইউরিনিয়াসকে আশীর্বাদ করে তার দেয়া তলোয়ার নিয়ে আবার তাকেই ফেরৎ দিলেন।

সূর্যাস্তের আগেই একে একে সমস্ত উপহার রাজা অ্যালসিনোয়াসের প্রাসাদে সংগৃহীত হল। রাজা সেই উপহারগুলো গুছিয়ে রাখছিলেন রাণীর সহযোগিতায়। ওডিসিয়াসের যাত্রার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন রাজা। ওডিসিয়াস স্নান

করে প্রস্তুত হয়ে এলে রাজা স্বর্ণমুদ্রাভরা একখানি বাক্স তাঁর হাতে তুলে দিলেন। সে বাক্স কেবল মাত্র ওডিসিয়াস ছাড়া আর কেউ খুলতে পারলেন না।

অতঃপর ওডিসিয়াস চললেন ভেজসভাতে। এদিকে দেবদত্ত এক অলৌকিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে নৌসিকা ওডিসিয়াসের ভোজসভা যাবার পথে দাঁড়িয়ে ছিল। ওডিসিয়াস যাবার সময় তাকে দেখতে পেল। ওডিসিয়াসকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পানে শ্রদ্ধাবনত চোখ মেলে তাঁকে অভিবাদন জানালো। সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই নৌসিকাকে মনে রাখবেন। ওডিসিয়াসও তার উপকারের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে চিরজীবন স্মরণ করবেন সে কথা নৌসিককে দিলেন।

ভোজসভায় গেলেন ওডিসিয়াস। বসলেন গিয়ে রাজা অ্যালসিনোয়াসের পাশে। তিনি সর্বপ্রথম একখণ্ড শূয়োরের মাংস খাবার আগে চারণকবি ডেমোডেকাসের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাঁকে তার সুকণ্ঠের জন্য অভিবাদন জানালেন। ডেমোডেকাস সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই অভিবাদন গ্রহণ করলেন। অতঃপর ভোজসভায় উপস্থিত সদস্যরা খাবারের দিকে মন দিলেন। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে ওডিসিয়াস চারণকবি ডেমোডেকাসকে ধন্যবাদ জানালেন যেভাবে তিনি তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে ট্রয়যুদ্ধে গ্রীকদের দুর্ভাগ্য, দুঃখকষ্ট ভোগ এবং তাদের কৃতিত্বের গল্প বর্ণনা করেছেন সেই জন্য। অতঃপর ওডিসিয়াস তাঁকে অনুরোধ জানালেন যে তিনি যেন তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে সেই কাঠের ঘোড়ার গল্পটি বলেন যার ভেতরে করে গ্রীকেরা এসে ধ্বংস করেছিলো ট্রয় নগরী। ডেমোডেকাস সেই কথা রাখলেন এবং সযত্নে সেই কাহিনী তাঁর গানের মাধ্যমে সভা সম্মুখে তুলে ধরলেন।

চারণকবি ডেমোডেকাস যখন এই ভাবে গ্রীকদের গৌরবগাথা শোনাচ্ছিলেন তখন এক চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন ওডিসিয়াস। তাঁর মনে তখন পুরনো স্মৃতি ভীড় করে এসেছিল। তিনি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। উত্তরোত্তর তাঁর চোখে অশ্রুধারা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। যদিও সেই অশ্রুধারা একমাত্র রাজা অ্যালসিনোয়াস ছাড়া আর অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। তখন রাজা ডেমোডেকাসের গান থামাতে অনুরোধ জানালেন। কারণ হিসেবে জানালেন যে গান শুরু হবার পর থেকেই তাদের বিদেশী অতিথি

অনবরত চোখের জল ফেলে চলেছেন। হয়তো এই গান তাঁকে দুঃখী করে তুলছে। যেহেতু এই বিদেশী অতিথির সম্মানার্থে এই ভোজসভার আয়োজন হয়েছে সুতরাং তাঁর যেন কোন কষ্ট না হয় সে দিকে তাদের নজর রাখা উচিত।

অতঃপর তিনি ওডিসিয়াসের কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন। রাজা জানতে চাইলেন তাঁর পরিচয়। তাঁর মা বাবার পরিচয়। তাঁর সমাজের পরিচয়। তাঁর দেশ তাঁর রাজ্যের পরিচয়। তাতে সুবিধে হবে যে তাদের নাবিক আগে থেকে তাদের গতিপথ নির্ধারিত করে নেবে। তাই তাঁকে রাজা অ্যালসিনোয়াস অনুরোধ জানালেন যে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত যেন সঠিক ভাবে খুলে বলেন। এ প্রসঙ্গে এক সতর্কবাণী জানালেন রাজা অ্যালসিনোয়াস যে যেহেতু তাঁরা সমস্ত অতিথিদের সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল তাই পসেডন তাতে ক্ষুব্ধ। তাঁর পিতা নৌসিদোয়াস এক ভবিষ্যতবাণী করেন যে ফসীয়দের একটি জাহাজ বিদেশে থেকে ফেরার পথে জলদেবতা পসেডন অনেকগুলো জাহাজের মধ্যে ঐ জাহাজটিই ধ্বংস করবেন। এবং ফেসীয়দের নগরকে এক বিশাল পাহাড়ের সাহায্যে আচ্ছন্ন করে রাখবেন। এই কাজ দেবতার ইচ্ছে অনুযায়ীই হবে।

মুখ খুললেন ওডিসিয়াস

রাজা অ্যালসিনোয়াসের অনুরোধে ওডিসিয়াস শুরু করলেন তাঁর জীবনের গল্প। নিজের পরিচয় দিলেন প্রথমে। অর্থাৎ তিনি যে লার্তেস পুত্র ওডিসিয়াস সে কথা আর গোপন করলেন না। গোপন করলেন না যে তিনি ইথাকার অধিবাসী। ইথাকা তাঁর জন্মভূমি। তিনি সেই উদার নির্মল আকাশে ভরা নগরীকে ভালবাসেন প্রাণের চাইতেও বেশী। জলপরী ক্যালিপসো তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করবার জন্য তার গুহাতে বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু ক্যালিপসোর সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মন থেকে ভুলিয়ে দিতে পারেন নি তাঁর জন্মভূমি ইথাকার কথা। কিন্তু সেই জলপরী ক্যালিপসো তো অনেক পরেকার পর্ব। বরং তার আগে আমরা ওডিসিয়াসের জবানবন্দীতে শুনি ট্রয় থেকে ফেরার সময় তাঁর বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রার কথা।

ওডিসিয়াসের জবানবন্দী

ট্রয় থেকে ফেরবার সময় আমরা সিকোনাস দ্বীপের রাজধানী ইসমেরাস নগরীতে উপস্থিত হই। অতঃপর তাদের পরাজিত করে ধনসম্পদ লুটে নিই। তারপর আমি আমার সহকর্মীদের বলি যে এখনই আমাদের চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু তারা/রাজী হয় না। কারণ সে দেশে প্রচুর মদ এবং মাংসের ব্যবস্থা ছিল। ফলে তারা সর্বদাই পানাহারে মত্ত থাকতো। ইতমধ্যে সিকোনস্‌এর অধিবাসীরা তাদের প্রতিবেশী রাজ্যের লোকেদের কাছে সাহায্যের আবেদন করে বেড়াতে লাগলো। সেই সমস্ত প্রতিবেশী রাজ্যের মানুষেরা আমাদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল এবং সমরকুশলীও ছিল যথেষ্ট। একদিন এই সমস্ত প্রতিবেশী রাজ্যের সাহায্যে সিকোনস্‌-এর লোকেরা প্রচুর সৈন্যসহ আমাদের আক্রমণ করলো। আমার মনে হল আমাদের দুর্দিন শুরু হল বোধহয়। যতক্ষন আকাশে

সূর্য ছিল ততক্ষণ আমরা ওদের দমিয়ে রাখলাম। কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে সিকোনস্-এর সৈন্যরা জয়ী হতে শুরু করলো। আমরা ক্রমশ পিছু হঠতে শুরু করলাম এবং অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে পালিয়ে এলাম।

ইসমেরাস থেকে এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা চলে এলাম। আমাদের প্রচুর সহকর্মী এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তাদের জন্য আমরা খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। জাহাজ চলতে শুরু করলে আমরা আবার দুঃখের সম্মুখীন হলাম। আমরা পড়লাম এই ভয়ঙ্কর ঝড়ে। ঝড়ের তাণ্ডবে অকূলে ভেসে যেতে লাগলো আমাদের জাহাজ। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করলাম জাহাজকে কূলে ভেড়াতে। দুদিন দুরাত্রি এইভাবে ঝড়ের দাপট নিয়ে আমরা কূলের সন্ধানে ঘুরতে থাকলাম। কিন্তু তৃতীয় দিনে সব মেঘ কেটে গেল। আমরা তখন পাল খাটিয়ে নতুন উদ্যমে চলতে শুরু করলাম। হয়তো আমরা বাড়িতেও পৌঁছে যেতাম যদি না আবার এক ঝড়ের তাণ্ডব আমাদের পথভ্রষ্ট করে দিত। আমরা প্রায় মেলিয়ার কাছাকাছি চলে এসেছিলাম।

কিন্তু ঝড় আর ঢেউয়ের দাপটে আমরা চলে গেলাম সাইথেরার দিকে। আবার ভেসে চললাম সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রের ভিতর দিয়ে টানা সাতদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে। দশদিনের দিন আমরা গিয়ে পৌঁছলাম পদ্মভোজীদের দেশে। সেখানকার লোকেরা বেঁচে থাকে শুধু শাকসব্জী খেয়ে। আমরা প্রথমে তিনজন লোককে পাঠালাম সেই দেশ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার জন্য। যাদের পাঠালাম তাদের সেই পদ্মভোজীরা খেতে দিল পদ্ম। তারা পদ্মের মধু খাবার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে গেল। তাদের কোন মতে জাহাজে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম। তারা ঐদেশে ফেরার জন্য এত কান্নাকাটি করতে শুরু করেছিল যে তাদের জাহাজে নিয়ে এসে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়েছিল। আমরা তাড়াতাড়ি জাহাজ ছেড়ে দিলাম যাতে অন্য কোন সহকর্মীরা আর পদ্মের মধু খাবার সুযোগ না পায়।

আবার ভেসে চললাম সমুদ্রে। এবার আমরা যে দ্বীপে এসে উঠলাম সে দ্বীপে বাস করতো সাইক্লোপ জাতি। তারা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। এদের জীবিকা ছিল ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকা। এদের কোন আইন ছিল না। কোন

সুপ্রচলিত প্রথাও ছিল না। সাইক্লোপদের দ্বীপের উপকূল থেকে কিছুটা দূরে ছিল আর একটা দ্বীপ। এই দ্বীপটি ছিল গভীর বনে ঢাকা। এই দ্বীপে ঘুরে বেড়াতো অসংখ্য বন্য ছাগল। এই দ্বীপের বনরাজি ছিল এমনই ঘন আর জটিল যে কোন মানুষেব পক্ষে সেখানে ঢোকা একরকম দুঃসাধ্য ছিল। শিকারীরা পর্যন্ত কোনদিন সেখানে যেতে পারতো না। যেহেতু কোন মানুষের পায়ের ধুলো সেখানে পড়তো না তাই ছাগলেরাও মহানন্দে সেখানে চরে বেড়াতো। সাইক্লোপদের কোন জাহাজ ছিল না। এমন কি তারা জাহাজ তৈরীও করতে জানতো না। ফলে সমুদ্রপথে যাতায়াত করা তাদের কাছে অসম্ভবই ছিল। যার জন্য তারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতো না। কিন্তু সেখানকার জমি খুব উর্বর ছিল। কিন্তু সাইক্লোপেরা কৃষিকার্য আদপে জানতোই না। আমরা এই দ্বীপে এসে পড়ি কোন এক রাত্রিতে।

সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপের চেহারা কেমন তা দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দেখতে পেলাম প্রচুর বন্য ছাগল। আমবা সবাই ছিলাম ভীষণ ক্ষুধার্ত্ত। সেই ছাগলদের মেরে আমরা জাহাজে নিযে এসে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটালাম। অতঃপর পরদিন সকালে আমরা ঠিক করলাম সেই দ্বীপের মানুষদের দেখতে হবে তারা কেমন ধরনের লোক। আমি আমার জাহাজ থেকে লোকজন নিয়ে রওনা হলাম। আমরা প্রথমেই একটা গুহা দেখতে পেলাম। সে গুহাতে থাকতো এক অদ্ভুত দর্শন দৈত্য। একা একা সে সেখানে থাকতো। আমি উপহার দেবো বলে এক থলে মদ নিয়েছিলাম সঙ্গে। সেই গুহাতে ঢুকে দেখলাম যে দৈত্য গুহাতে নেই। ঘরে অনেক ছাগল আর ভেড়া বাঁধা ছিল। আর ছিল ছাগল ও ভেড়ার দুধ। আমার সহকর্মীরা ঐ সমস্ত খাবার নিয়ে পালিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু আমি চাইছিলাম ভাব করতে। তাই দৈত্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর দৈত্যটা এল। তার চেহারা দেখে আমার সঙ্গের লোকজন ভয় পেয়ে গেল। সে এসে তার হাতের কাজ শেষ করে আমাদের কাছে এসে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম এবং সব শেষে বললাম যে অতিথিদের সেবা করলে দেবরাজ জিউস সন্তুষ্ট হন।

কিন্তু দেখা গেল সেই দৈত্য ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। আমাদের কথায় সে কোন কান দিল না। বরং নিজেকে দেবতার চাইতে শক্তিমান বলে অভিহিত করলো। আমাদের কয়েকজন সঙ্গীকে কুকুরের মত হাত পা ছিঁড়ে মেরে খেয়ে নিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। আমরা যে তার ঘুমের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যাবো তার উপায় রইল না । কারণ ঢোকবার আর বের হবার একটাই দরজা। সেই দরজা এমন বিশাল পাথর দিয়ে বন্ধ যে আমাদের পক্ষে তা সরানো এক দুরূহ কাজ। আমরা অসহায় ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকলাম। সকাল হতেই সাইক্লোপ দৈত্য উঠে আবার আমাদের দুজনকে মেরে খেয়ে ছাগল ভেড়া নিয়ে বাইরে চলে গেল। বলাবাহুল্য যাবার আগে দরজা সেই বিশাল পাথর দিয়ে বন্ধ করে গেল। আমি ভাবলাম এভাবে কাপুরুষের মত মরার কোন অর্থ হয় না।

অতঃপর দৈত্যকে মারবার পরিকল্পনা করলাম। সেই গুহার মধ্যে অলিভ কাঠের একটা বিরাট সবুজ রংয়ের লাঠি ছিল। সেটার মুখ আমরা যতটা সম্ভব সূচের মত সরু আর তীক্ষ্ণ করে রাখলাম। তারপর সেটাকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে রাখলাম। আমার পরিকল্পনা হল যে, সাইক্লোপ যখন ঘুমোবে তখন এই লাঠি দিয়ে তার চোখ অন্ধ করে দেব। প্রসঙ্গত বলি তখন আমার চারজন সঙ্গী অবশিষ্ট।

সন্ধ্যা হল। সাইক্লোপ ফিরে এল। তারপর আমার আরো দুজন সঙ্গীকে ধরে খেল। তখন আমি জাহাজ থেকে নিয়ে আসা মদ তাকে খেতে দিই। সেই মদ খেয়ে সে খুব উৎফুল্ল হয়ে আরো খেতে চায়। আমি তাকে আরো দিই। তখন সেই মদের নেশার মধ্যে আমার নাম বললাম 'কেউনা'। সে নেশার ঘোরে অবলীলাক্রমে আমার নাম যে 'কেউনা' সে কথা বিশ্বাস করলো। এবং আমাকে সবশেষে খাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘুমিয় পড়লো। এইবার আমি সেই অলিভ কাঠের ছুঁচলো বর্শাটিকে আগুনে পোড়াতে দিলাম। আগুনে পুড়ে পুড়ে যখন সেটা লাল হয়ে গেছে তখন সেটাকে দৈত্যের চোখের ওপর চেপে ধরলাম। সে তখন যন্ত্রণায় ছটপট করতে লাগলো আর তার সঙ্গীদের প্রাণপণে ডেকে বলল যে 'কেউনা' এক নামে দুর্বৃত্তের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে চলেছে। তার বন্ধুরা তার কথাকে পাগলের প্রলাপ ভেবে চলে গেল। এ সময়ে জানলাম যে

তার নাম পলিফেমাস। পলিফেমাস তখন উঠে গিয়ে সেই বিশাল পাথর সরিয়ে দরজার মুখে আমাদের ধরবার জন্য বসে রইল। আমি তখন বেরিয়ে যাবার একটা উপায় বের করলাম। আমি এবং আমার সহকর্মী দুজন ভেড়াগুলো যখন বের হবে তখন তাদের পেটের তলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে যাবো।

যথারীতি ভোর হতেই ভেড়াগুলি বেরিয়ে যাবার জন্য চীৎকার চেঁচামেচি করতেই ধীরে ধীরে পলিফেমাস তাদের বেরিয়ে যেতে দিল। গুহার বাইরে এসে আমি প্রথমে নিজেকে মুক্ত করলাম ভেড়ার পেটের তলা থেকে । তারপর আমার সহকর্মী দুজনকে মুক্ত করলাম। অতঃপর আমরা ফিরে গেলাম জাহাজে। আমাদের দেখে জাহাজের অন্যান্য সহকর্মীরা খুবই খুশি হল কিন্তু যখন শুনলো যে আমাদের সঙ্গে আর যে সহকর্মীরা গিয়েছিল তাদের অনেককেই পলিফেমাস মেরে ফেলেছে তখন তারা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। আমি দেখলাম যে তখন শোকের সময় কই, পলিফেমাস যে কোন সময় চলে আসতে পারে। তাই আমরা যত শীঘ্র পারি জাহাজকে গভীর জলের দিকে নিয়ে যেতে চাইলাম।

বেশ কিছুটা যাবার পর আমি চীৎকার করে পাড়ে থাকা পলিফেমাসের উদ্দেশ্যে রাগ প্রকাশ করে আমার আসল পরিচয় জানালাম। তখন পলিফেমাস বললো যে এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী কোন এক জ্যোতিষী নাকি তাকে করেছিল। সেও রেগে বিশাল এক পাথর আমাদের জাহাজের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারলো। আর একটু হলেই জাহাজে এসে পড়তো। কিন্তু সেই পাথর পড়ে যে ঢেউ এর সৃষ্টি হল তার ধাক্কায় জাহাজ অনেক দূর চলে গেল। শাপে বর হল আমাদের। আমাকে সেই দৈত্য পরিফেমাস শাপ দিল যে আমি যেন ইথিকায় ফিরতে না পারি। আর যদি আমার ঘরে ফেরাই ভাগ্যে থাকে তবে যেন অশেষ দুর্গতির মধ্য দিয়ে পৌছই। তার শাপ যে ফলে গেছে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। যাই হোক সারাদিন ধরে সাইক্লোপের কাছ থেকে নিয়ে আসা ভেড়া আর ছাগলের মাংস আর মদ্যপান করে দিন কাটিয়ে রাতটা বিশ্রাম করলাম। পরদিন সকালে জাহাজ ভাসিয়ে দিলাম সমুদ্রে।

❦ দশম অধ্যায় ❧

ওডিসিয়াসের পরবর্তী গল্প

সমুদ্রে ভেসে চললাম। এবার ভাসতে ভাসতে যে দ্বীপে এসে পৌঁছলাম সে দ্বীপ হল অ্যাকোলাসের দ্বীপ। সেখানে আমাদের কোন বিপর্যয় হয়নি। বরং সেখানে পেলাম প্রচুর আতিথ্য। অতঃপর সেখান থেকে যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হলাম এবং স্বভাবতই দ্বীপ মালিকের সম্মতিও পেলাম। অ্যাকোলাস ছিলেন দেবতা হিপ্পোটাসের পুত্র। তাঁর কাছে একটা চামড়ার থলি ছিল যে থলিতে বিভিন্ন দিকের বায়ুকে বন্দী করে রেখেছিল। সেই থলি অ্যাকোলাস আমাদের সমুদ্রযাত্রার সময় উপহার হিসেবে আমাকে দিল। যাইহোক আবার আমরা সমুদ্র পথে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর আমরা নয়দিন নয়রাত্রি ধরে ক্রমাগত এগিয়ে চললাম অবাধে, নির্বিঘ্নে। অবশেষে দশ দিনের দিন দেখা গেল স্বদেশের মাটি।

ওদিকে নাবিকেরা অ্যাকোলাসের দেওয়া বাক্স দেখে ভেবেছিল তাতে প্রচুর ধন সম্পদ রয়েছে। তারা কৌতূহলী হয়ে অ্যাকোলাসের দেওয়া থলে খুলে দেখতে গিয়েই সর্বনাশটা ঘটলো। কারণ অ্যাকোলাস বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহের আত্মাকে সেই থলের ভিতরে বন্দী করে রেখেছিল। নাবিকেরা সেই থলে খোলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বায়ুপ্রবাহ একযোগে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো এক প্রবল ঝড়। সেই প্রবল ঝড় আমাদের জাহাজটাকে টেনে নিয়ে গেল অনেক দূরে। আমি ছিলাম ঘুমিয়ে। জেগে উঠে নাবিকদের হাহুতাশ দেখে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। আমার মনে যে কি পরিমাণ হতাশা দানা বেঁধে উঠলো তা বলে বোঝানো যাবে না। ওদিকে নাবিকেরা অনুতাপে হাহাকার করতে লাগলো। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের ধাক্কায় আমাদের জাহাজগুলো আবার গিয়ে থামলো অ্যাকোলাস দ্বীপে।

আমি অ্যাকোলাসের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখে অ্যাকোলাস বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি নিশ্চিত ভেবেছিলেন যে আমরা যে ফের

সেখানে ফিরে গেছি তা হয়তো কোন শয়তানের কারসাজিতে। কারণ দেশে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সমস্ত কিছুই তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন আমি তাঁকে সমস্ত কিছুই খুলে বললাম। বললাম আমার নাবিকদের

নির্বুদ্ধিতার কথা এবং সেই সঙ্গে আমার ভয়ঙ্কর ঘুমের কথা। তারপর আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম দয়া করে আবার সব ঠিক করে দিতে। এই শুনে তিনি তো আমার আবেদনে সাড়া দিলেনই না উপরন্তু আমাকে তাঁর রাজ্য থেকে বলতে গেলে তাড়িয়েই দিলেন।

অতঃপর আবার 'যাত্রা হল শুরু।' ছয়দিন দাঁড়বেয়ে চললাম। সাতদিনের দিন এসে পৌঁছলাম টেলিপাইলাস-লেমাসের দেশে। সে এক অদ্ভুত দ্বীপ। সেখানে দিনরাত্রি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আমরা তো সেখানে এসে জাহাজ বাঁধলাম। জাহাজটাকে একটা পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে বেঁধে রেখে সেই সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখতে লাগলাম যে সেখানে লোকজন কেউ রয়েছে কিনা। সেখানে আর এক বিপদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কারণ সেখানে স্থানীয় অধীবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হলাম। কোনমতে আমরা জাহাজ নিয়ে পালাতে পারলাম বটে কিন্তু অন্যান্য জাহাজগুলো আর তার লোকজনদের বাঁচাতে পারলাম না। এরপরে আমরা গিয়ে পড়লাম এক যাদুকরীর পাল্লায়। সেখানে ছিল নরখাদক এবার হল যাদুকরী। সেখানে আমার কিছু সঙ্গীরা যাদুকরীর মায়ার প্রভাবে শুয়োরে পরিণত হল। আমিও হয়ত হতাম কিন্তু দেবতা হার্মিসের কৃপাতে যাদুকরীর যাদুর কবল থেকে উদ্ধার পাই এবং আমার সঙ্গীদেরও মুক্ত করি। তারপর যাদুকরীর অভ্যর্থনায়, আপ্যায়নে একটা বছর খুব আনন্দে কাটলো। কিন্তু দেশে ফিরতে পারছিলাম না কিছুতেই। এমন কেউ সেখানে ছিল না যে আমাকে স্বদেশে ফেরার ব্যাপারে সাহায্য করে। কারণ যাদুকরী আমাকে দেশে ফেরার আগে মৃত্যুপুরী ঘুরে যেতে বলেছিল। কারণ দেশে ফেরার ব্যাপারে সেখানে থীবস্ দেশের জ্যোতিষীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমরা অগত্যা আর কি করি, সেই কথা অনুযায়ী কাজ করলাম। অর্থাৎ মৃত্যুপুরীর দিকে রওনা হলাম।

❦ একাদশ অধ্যায় ❦

মৃত্যুপুরী থেকে বেরিয়ে

যাদুকরী যেমন নির্দেশ দিয়েছিল সেই নির্দেশ মত আমরা মৃত্যুপুরীর দিকে এগোতে লাগলাম। ওসিয়ান নদীর তীরে জাহাজ বেঁধে আমরা জাহাজ থেকে নেমে এগিয়ে চললাম। অবশেষে ঈপ্সিত জায়গাতে এসে পৌঁছলাম। মৃতের আত্মাদের যথাযোগ্যভাবে তুষ্ট করলাম। তারপর একে একে দেখা হতে লাগলো মৃত আত্মাদের সঙ্গে সেই মৃত্যুপুরী পাহারা দিচ্ছেন জিউসপুত্র হেরাকলস্-এর আত্মা। মৃতেরা তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক অনেক আত্মাদের সঙ্গেই যোগাযোগ হল। পাওয়া গেল অমূল্য উপদেশ। অতঃপর মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে আবার আমরা জাহাজে উঠলাম। জাহাজ ভেসে চললো অনুকূল বাতাসের সহায়তায়। আবার ফিরে এলাম যাদুকরীর দেশে। সেখানে সহাসমারোহে কাটলো একদিন, একরাত। সেখানে যাদুকরীর কাছ থেকেই জানলাম সাইরেণ জাতীয় লোকেদের কথা। যাদের অসাধারণ মায়াবী কণ্ঠস্বরের জাল নাকি কোন বিদেশী ছিন্ন করতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপদেশ আমাকে যাদুকরী নিজেই দিল। সন্ধান দিল সিল্লা নামে এক হিংস্র প্রাণীর। আর বললো চ্যারিবডিস নামক আর এক অদ্ভুত প্রাণীর কথা। কিভাবে এদের এড়িয়ে যাওয়া যায় সে বুদ্ধিও যাদুকরীই বাৎলে দিলে।

পরদিন সকালে আমরা যাদুকরীর নির্দেশমত যাত্রা শুরু করলাম। কোনক্রমে সাইরেণ জাতীয় লোকদের মায়াবী গানকে এড়িয়েও গেলাম। কিন্তু সিল্লা আর চ্যারিবডিসকে পুরোপুরি এড়াতে পারলাম না। কারণ সিল্লা আমাদের ছজন সুদক্ষ নাবিককে জাহাজ থেকে তুলে নিয়ে গেল। যাইহোক আমরা তো এগিয়ে যেতে লাগলাম।

এরপর আমরা এসে পৌঁছলাম সূর্যদেবতা হাইপিরিয়নের মায়াময় মেষচারণ ক্ষেত্রে। এখানে নামতে নিষেধ করেছিলেন সেই জ্যোতিষী ও যাদুকরী। তাই এই দ্বীপে থামার ইচ্ছে আমার একদম ছিল না। কিন্তু জাহাজের লোকজনদের

চাপে পড়ে থামতে বাধ্য হলাম। কিন্তু শর্ত করিয়ে নিলাম যে ঐ দ্বীপে জিনিষপত্র ছোঁয়া হবে না। আমার নাবিকেরা তাতে সম্মত হোল। কিন্তু বিধি বাম। আমাদের সেখানে টানা একমাস থাকতে হোল। কারণ একমাস ধরে জাহাজ চালানোর অনুকূলে আবহাওয়া ছিল না। ঝড় চলছিল পুরোদমে। যতদিন জাহাজে খাদ্য ছিল ততদিন আমার নাবিকেরা সেই দ্বীপের কোন পশু পাখিকে ছোঁয়নি। কিন্তু তারপর খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে তারা সেই দ্বীপের পশু হত্যা করে খায়। আর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো আমাদের উপর সূর্যদেবতার অভিশাপ।

ঝড়ের প্রকোপ কমে যেতেই আমরা তাড়াতাড়ি রওনা দিলাম। কিন্তু ভবিতব্যকে কে আটকাতে পারে? প্রবল ঝড়ে আমাদের জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। নাবিকেরা সবই গেল। একা আমি কোনক্রমে একটা কাঠ ধরে এগিয়ে চললাম সেই বিশাল ঢেউ-এর মাথায়। এভাবে ন'দিন ন'রাত্রি পার করে অবশেষে আমি পৌঁছই ক্যালিপসোর বাসস্থান ওগিজিয়া দ্বীপে। সে ঘটনা তো আগেই আপনাদের বলেছি।

৻ে দ্বাদশ অধ্যায় ৬৩

ওডিসিয়াসের গল্প শেষে

ওডিসিয়াসের গল্পে অ্যালসিনোয়াসের প্রাসাদের প্রত্যেকেই দুঃখে আপ্লুত হয়ে গেল। রাজা অ্যালসিনোয়াস ওডিসিয়াসকে আরো বেশি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করলেন। পরদিন প্রতিশ্রুতি মত সাহায্য দান করে সূর্য অস্ত যাবার পর ওডিসিয়াস রাজা অ্যালসিনোয়াসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর দেওয়া জাহাজ এবং লোকলস্কর সহ যাত্রা শুরু করলেন। জাহাজ চলতে শুরু করলো।

ভোরে এসে জাহাজ দাঁড়ালো ইথিকার তীরে। ওডিসিয়াস তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ফেসীর নাবিকেরা তীরে নামিয়ে তাঁর মালপত্র তাঁর কাছে রেখে তারা চলে গেল জাহাজ নিয়ে। ওদিকে ফেসীয়দের ওপর ভূকম্পনদেবতা পসেডন খুব রেগে গেলেন। যে জাহাজে ওডিসিয়াসকে ইথিকায় নামিয়ে দিয়েছিল সেই জাহাজ উনি ডুবিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয় ফেসীয়দের রাজধানী ঘিরে এক বিশাল পর্বতমালা দিয়ে ঘিরে দেবার ব্যবস্থা করলেন। পসেডনের রাগ দেখে রাজা অ্যালসিনোয়াস তাঁর রাজন্যবর্গ নিয়ে পসেডনের মনতুষ্টির জন্য পূজার্চনার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

ওদিকে ওডিসিয়াসের ঘুম ভাঙ্গলো। অনেকদিন তো তিনি দেশে উপস্থিত ছিলেন না। তাই নিজের দেশকে তিনি চিনতে পারলেন না। ওদিকে দেবী এথেন ওডিসিয়াসকে মায়াতে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন যাতে কেউ না তাঁকে চিনতে পারে। কারণ তিনি চাননি যে ওডিসিয়াসের স্ত্রীর পাণিপ্রার্থীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবার আগেই তাঁর বন্ধু ও স্ত্রী তাঁকে চিনতে পারে। তাই ওডিসিয়াসের কাছে সব কিছু অপরিচিত ঠেকতে লাগলো। আবার ওডিসিয়াস হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন অন্য দেশে এসে পড়েছেন ভেবে।

অতঃপর দেবী এথেনের কৃপায় নিজের দেশকে চিনতে পারলেন। এবার দেবী তাঁকে উপদেশ দিলেন যে প্রাসাদে গিয়ে কি করতে হবে। তিনি নিষেধ করে দিলেন যে এখানকার কাউকেও যেন তিনি তাঁর ফিরে আসার কথা না জানান।

মূল্যবান সম্পদ, অর্থাৎ মণি-মাণিক্য যা রয়েছে তা লুকিয়ে রাখা দরকার ইত্যাদি মূল্যবান উপদেশ। ওডিসিয়াস দেবী এথেনের পরামর্শ অনুযায়ী একটা পাথরের গুহায় তাঁর ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখলেন। তারপর দেবী এথেনের কাছ থেকে শুনলেন কিভাবে তিন বছর ধরে তাঁর স্ত্রীকে কিছু পাণিপ্রার্থী দল বিরক্ত করে চলেছে। তাঁর প্রাসাদে অত্যাচার করে চলেছে। তখন ওডিসিয়াস খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। কারণ তাঁর ধারণা হোল যে তাঁর অবস্থাও রাজা অ্যাগমেননের মত হবে। অর্থাৎ তিনি প্রাসাদে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঐ সমস্ত কুচক্রীরা হত্যা করবে।

কিন্তু দেবী এথেন তাঁকে হতাশ হতে নিষেধ করলেন। শুধু তাই নয় দেবী তাঁকে ট্রয়নগরী ধ্বংসের সময় যেভাবে পাশে থেকে সর্বদা সাহায্য করেছিলেন তেমনই সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হলেনও। দেবী এথেন তখন ওডিসিয়াসের চেহারা করে দিলেন বিকৃত। বৃদ্ধ কোঁচকানো চামড়া, মাথার চুল সব উঠেগেছে এমনই একজন বয়স্ক লোক। তারপর তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে প্রথমেই ওডিসিয়াস দেখা পাবে একজন পশুপালকের। এই পশুপালক ওডিসিয়াসে স্ত্রী ও পুত্রকে খুবই ভালবাসে। এই ভাবে দেবী এথেন ওডিসিয়াসকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ইত্যাদি দিয়ে উনি চলে গেলেন টেলিমেকাসকে অর্থাৎ ওডিসিয়াসের ছেলেকে আনতে সুদূর মেনেলাসের প্রাসাদে।

ওডিসিয়াস এবার পার্বত্য পথ ধরে হাঁটা দিল দেবী এথেন বর্ণিত সেই পশুপালকের সন্ধানে। অবশেষে সেই পশুপালকের ঘরের সামনে গিয়ে পৌঁছলেন ওডিসিয়াস। সেই পশুপালকের নাম হল ইউমেয়াস। ইউমেয়াস যত্ন করে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। খাবার দাবার দিল। তারপর তাঁর পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করলো। খাওয়া দাওয়ার পর ইউমেয়াসের কাছে ওডিসিয়াস তার প্রভুর সম্বন্ধে জানতে চাইলো। ওডিসিয়াস এরপর ইউমেয়াসের কাছ থেকে জানলেন যে কোন ভিক্ষুক বা বিদেশী এলেই সে সোজা রাজপ্রাসোদে গিয়ে রাণীর কাছে মনগড়া, মিথ্যে গল্প বলে (অবশ্য ওডিস্যিযাসকে নিয়ে) তাঁর মন ভরানোর চেষ্টা করেন।

রাণীও ওডিসিয়াসের কথা শুনে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তবে

ইউমেয়াসের স্থির বিশ্বাস যে ওডিসিয়াস বেঁচে নেই। তখন ওডিসিয়াস ইউমেয়াসকে জানালেন যে ইউমেয়াসের প্রভু ওডিসিয়াস এই বছরেই ফিরে এসে দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেবেন। যথারীতি ইউমেয়াস সে কথা বিশ্বাস করলেন না। ইউমেয়াসের কাছে ওডিসিয়াস তাঁর অন্য এক পরিচয় দিলেন। তিনি তাঁর দেশের নাম বললেন ক্রীট। তারপর বানিয়ে নিজের সমস্ত কিছু বলে গেলেন ইউমেয়াসকে। এর মধ্যে তাঁর জীবনের বিশেষত সমুদ্র যাত্রার ভয়ঙ্কর বিবরণ কিছু ছিল। এর ফাঁকে তিনি কোথায় ওডিসিয়াসের সন্ধান পেয়েছিলেন সে কথা জানালেন।

কিন্তু ইউমেয়াস সবই বিশ্বাস করলো কেবল ওডিসিয়াসের প্রসঙ্গ ছাড়া। তখন ওইডসিয়াস একটা চুক্তি করলেন ইউমেয়াসের সাথে। সেটা হল যে, যদি ইউমেয়াসের মনিব (অর্থাৎ ওডিসিয়াস) ফিরে আসে তবে ইউমেয়াস তাঁকে (অর্থাৎ বর্তমান বৃদ্ধ ক্রীট দেশের লোক) উপহার দেবে আর যদি না ফিরে আসে তবে পাহাড়ের চূড়ো থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। ইউমেয়াস যথারীতি পাগলের প্রলাপ ভেবে কথাগুলোর কোন মূল্য দিল না। বরং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাত্রির খাবার খাওয়ানোর জন্য নিয়ে গেল। যাতে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় শোবার ব্যবস্থা করে এই পাগলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

টেলিমেকাস ফিরে এল

দেবী এথেন ইতিমধ্যে একটি কাজ করেছেন। টেলিমেকাস যেখানে রয়েছেন সেখানে গিয়ে তিনি তাকে জানিয়ে দিলেন যে তার দেশে ফেরবার সময় হয়েছে। মেনেলাসের প্রাসাদে ছিল টেলিমেকাস। দেবী এথেন যখন মেনেলাসের প্রাসাদে গেলেন তখন টেলিমেকাস আর নেষ্টরের ছেলে পীজেষ্ট্রেটাস গভীর ঘুমে ছিল। পীজেষ্ট্রেটাসের ঘুমোতে কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না। বেশ আরামেই সে ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু টেলিমেকাসের ছিল গভীর উদ্বেগ আর অশান্তি তার বাবা ওডিসিয়াসের জন্য। তাই উদ্বেগে টেলিমেকাসের ঘুম ভাল হচ্ছিল না।

দেবী এথেন টেলিমেকাসের বিছানার কাছে গিয়ে বললেন যে বিদেশে তার আর থাকা উচিত হবে না। কারণ তার দেশে যে দুষ্ট লোকেরা রয়েছে তারা তার ধন-সম্পত্তি ধ্বংস করে দিতে পারে। শুধু তাই নয় বেশি দেরি হয়ে গেলে সে তার মাকে নাও দেখতে পারে। কারণ তার মায়ের বাবা আর-ভাই তার মাকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে তার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে ইউরিমেকাসকে বিয়ে করবার জন্য। বেশি চাপের মুখে তার মা রাজি হয়ে বিয়ে করতে পারে। সেক্ষেত্রে তার দ্বিতীয় স্বামীর জন্য ধনরত্ন নিয়ে যাবে প্রাসাদ ছেড়ে যাবার সময়।

এতো গেল একটা দিক। দ্বিতীয় ঘটনা যেটা ঘটার অপেক্ষায় রয়েছে। সেটা হোল টেলিমেকাসের মৃত্যু। তার মার পাণিপ্রার্থীরা ঠিক করেছে যে টেলিমেকাসকে হত্যা করবে। তাকে হত্যা করার এক গোপন চক্রান্ত তারা করেছে এবং সেই চক্রান্ত অনুযায়ী তারা ইথাকা আর সামস্ দ্বীপের মাঝের একটি জায়গাতে লুকিয়ে রয়েছে। তারা যে টেলিমেকাসকে মারতে পারবে না সে কথাও দেবী এথেন টেলিমেকাসকে জানিয়ে দিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িতেই অনেকে মারা যাবে। দেবী এথেন তাকে সে পথ দিয়ে ইথাকা না গিয়ে অন্য পথ দিয়ে যেতে বললেন। শুধু তাই নয় আরো উপদেশ দিয়ে

বললেন টেলিমেকাস যেন ইথাকাতে পৌঁছেই প্রথমে শহরে না ঢোকে। সে যেন তাদের বিশ্বস্ত পশুপালক ইউমেয়াসের ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে কোন লোককে পাঠিয়ে যেন তার মায়ের কাছে খবর দেয়। তার নিরাপদে ফিরে আসার খবর।

দেবী এথেন সমস্ত প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং তথ্যাদি স্বপ্নের মধ্যে টেলিমেকাসকে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। টেলিমেকাসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। টেলিমেকাস সঙ্গে সঙ্গে উঠে পীজেষ্ট্রেটাসকে ডেকে তুললেন. ডেকে তুলে তক্ষুনি রথ প্রস্তুত করে যাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। পীজেষ্ট্রেটাস সেই রাত্রিকালে তাকে যেতে নিষেধ করল। সব চাইতে বড় কথা হোল যে রাজা মেনেলাস অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তাঁকে না জানিয়ে চলে যাওয়ার অর্থহোল তাঁর আতিথ্যকে অপমান করা। টেলিমেকাস একথা শুনে তখনকার মত শান্ত হলেন। কিন্তু তার মন তখন ইথাকাতে ঘোরাফেরা করছিল।

পরদিন ভোর হতেই মেনেলাস যখন টেলিমেকাসের কাছে এলেন তখন টেলিমেকাস তাঁকে যথাযোগ্য অভিবাদন করে বলল যে তারা সেদিনই স্বদেশে ফিরতে চায়। মেনেলাস অত্যন্ত বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন রাজা। তিনি জানেন যে জোর করে কারো ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করাতে নেই। কোন অতিথিকে যেমন জোর করে তাড়িয়েও দিতে নেই তেমনি জোর করে ধরে রাখা যথোচিত কর্তব্য নয়। সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। মেনেলাস টেলিমেকাসকে স্বদেশ যাত্রার জন্য সম্মতি দিলেন কিন্তু টেলিমেকাসের কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নিলেন যাতে তাকে কিছু উপহার দেওয়া যায়। দীর্ঘ পথযাত্রায় যাতে টেলিমেকাস ক্লান্ত না হয়ে পড়ে সেই জন্য যাত্রার আগেই তাঁর ঘরের মেয়েরা টেলিমেকাসের জন্য খবার প্রস্তুত করবে যাতে টেলিমেকাস আহারে পরিতৃপ্ত হয়ে যাত্রা শুরু করতে পারে। আবার পাছে দেরি হয় তাই টেলিমেকাস ব্যস্ত হয়ে উঠলো। মেনেলাসকে সে জানালো যে দেরি করা তার পক্ষে অসম্ভব এবং অনুচিতও বটে কারণ সে বাড়ি থেকে তার বাবাকে খুঁজতে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। তাই আসার সময় সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোন লোক রেখে আসতে পারেনি। খুঁজতে গিয়ে তার বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। রাজা মেনেলাসের

আতিথ্যেও কেটেছে অনেকদিন। ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্যই এবার যাওয়া উচিত।

মেনেলাস টেলিমেকাসের সমস্যা বুঝতে পারলেন। তারপর তিনি হেলেনকে বললেন যে টেলিমেকাসের জন্য কিছু খবার-দাবার তৈরী করে দিতে। কারণ দীর্ঘ যাত্রা পথে টেলিমেকাসের যাতে কোন অসুবিধা না হয়। একজন দয়ালু রাজা হিসেবে মেনেলাসের এই কথাই মনে হয়েছিল। ওদিকে খাবার প্রস্তুত হতে থাকল হেলেনের নির্দেশে, আর অন্যদিকে মেনেলাস হেলেনকে সঙ্গে করে অন্তঃপুরে গিয়ে টেলিমেকাসের জন্য উপহার দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মেনেলাস এবং হেলেন ফিরে এলেন সঙ্গে করে নিয়ে বহুমূল্য উপহার। মেনেলাস দিলেন এক রূপোর তৈরী পানপাত্র আর হেলেন দিলেন এক দুর্দান্ত কারুকার্য করা মূল্যবান পোষাক। মেনেলাস যে পানপাত্রটি টেলিমেকাসকে দিলেন সেটা তিনি রাজা সিডনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। স্বয়ং হিফাস্টাস্ তৈরী করেছিলেন। টেলিমেকাসের কাছে এ এক অনন্য উপহার। হেলেন পোষাকটা দিয়ে টেলিমেকাসকে বলে দিলেন যে পোষাকটি তার হাতে দেওয়া হলেও আসলে হেলেনের দেওয়া পোষাকটি পরবে কিন্তু টেলিমেকাসের স্ত্রী। যতদিন না টেলিমেকাসের বিয়ে হবে ততদিন পোষাকটি থাকবে টেলিমেকাসের মায়ের কাছে। এই ভাবে উপহার দেবার পালা শেষ হলে রাজা মেনেলাস এবং হেলেন দুজনেই জিউসের কাছে প্রার্থনা জানালেন যাতে টেলিমেকাসের যাত্রা শুভ হয়।

অতঃপর টেলিমেকাস তার উপহারগুলো পীজেস্ট্রেটাসকে দিল যাতে সে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রথে গুছিয়ে রাখে। এরপর যাত্রার প্রস্তুতি হতে লাগল। বিভিন্ন খাবার-দাবার সহযোগে টেলিমেকাসেরা পরিতৃপ্ত হল। এবার যাত্রা করল টেলিমেকাস এবং পিজেস্ট্রেটাস তাদের নিজের দেশের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার আগে রাজা মেনেলাস এক পাত্র মদ টেলিমেকাসকে দিলেন যাতে টেলিমেকাস দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঐ মদ দিয়ে অঞ্জলি দান করে তার দীর্ঘযাত্রা নিরাপদ ভাবে শেষ করার জন্য। টেলিমেকাস রাজা মেনেলাসের কথা অনুযায়ী কাজ করল। রাজা মেনেলাস যাবার আগে শ্রদ্ধা জানালেন রাজা নেষ্টারকে, প্রসঙ্গতঃ এটা জানাতেও ভুললেন না যে ট্রয় যুদ্ধের সময় রাজা নেষ্টর ছিলেন তাঁর কাছে পিতার মত। এ প্রসঙ্গে টেলিমেকাসও রাজা মেনেলাসের আতিথেয়তায় মুগ্ধ

হওয়ার কথা জানালো এবং এও জানালো যে বাড়িতে গিয়ে যদি তার পিতা ওডিসিয়াসের সঙ্গে তার দেখা হয় তবে সে নিশ্চিত করে রাজা মেনেলাসের এই মধুর আতিথেয়তার কথা এবং মূল্যবান উপহার লাভের কথা জানাতে ভুলবে না।

টেলিমেকাসের রথ যখন চালাতে শুরু করবে এমন সময় দেখা গেল যে টেলিমেকাসের মাথার ওপর ডান দিকে দিয়ে একটা ঈগল পাখি মুখে করে একটা রাজহাঁসকে নিয়ে যাচ্ছে। পেছনে কতগুলো লোক তাড়া করলে ঈগল পাখিটা ভয় পেয়ে তার মুখ থেকে রাজহাঁসটাকে রথের মামনে ফেলে দিল। যাত্রার সময় এই ধরনের লক্ষণ খুবই শুভ এমন ধারণাই গ্রীকদের মনে আছে। তাই পিজেষ্ট্রটাস রাজা মেনেলাসকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই শুভ লক্ষণটি দেবতারা তাদের জন্য পাঠিয়েছেন, না রাজা মেনেলাসের জন্য পাঠিয়েছেন!

রাজা মেনেলাস একথার কোন জবাব দিতে পারলেন না। তখন রাজা মেনেলাসের স্ত্রী হেলেন এই লক্ষণটি ব্যাখ্যা করে তাদের বুঝিয়ে বললেন। সে ব্যাখ্যাটা হল যে কোন পর্বতে বাসরত ঐ ঈগল পাখি যেমন বাইরে থেকে এসে রাজা মেনেলাসের দেশের এক রাজহাঁসকে আক্রমণ করেছে, ঠিক তেমনি ওডিসিয়াসও বহুদেশ ঘুরে এসে তার ঘরের শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এমনও হতে পারে যে তিনি হয়তো ইতিমধ্যেই বাড়িতে চলে এসেছেন। এ কথায় টেলিমেকাসের মনে এক তীব্র আনন্দের সৃষ্টি হল। তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠে বললেন যে জিউসের কৃপায় যেন রাণী হেলেনের কথা সত্যে পরিণত হয়। তিনি আনন্দে অধীর হয়ে রথের ঘোড়গুলোকে উদ্দাম বেগে চাবুক মারতে শুরু করলেন। ঘোড়া ছুটতে লাগল তীব্র বেগে। সারাদিন ধরে রথ ছুটে চলল ঝড়ের গতিতে। অবশেষে সূর্য গেল অস্তাচলে। টেলিমেকাস আর পিজেষ্ট্রেটাস্ রাতের মত আতিথ্য গ্রহণ করল ওর্সিলোকাসের ছেলে ডাওকলস্-এর বাড়িতে। যথারীতি ডাওকলস্ এই দুজনকে যোগ্য সমাদরেই রাখল।

পরদিন আবার শুরু হল যাত্রা। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তারা পাইলসে এল। পাইলসে গিয়ে যাতে নেষ্টরের ছেলে পিজেষ্ট্রেটাস্ আবার টেলিমেকাসকে

তাদের প্রাসাদে না নিয়ে যায় সেজন্য টেলিমেকাস পিজেস্ট্রেটাসকে অনুরোধ করে বলল যে তাদের পিতার পারস্পরিক বন্ধুত্ব তাদেরকে অনেক ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। এবং তারাও একসঙ্গে বেড়িয়ে আসার ফলে তাদের বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্টতা আরও বেড়েছে। সেই বন্ধুত্বের খাতিরে পিজেস্ট্রেটাস যেন তাকে প্রাসাদে না নিয়ে গিয়ে জাহাজের কাছেই নামিয়ে দে। নাইলে তার পিতা রাজা নেষ্টর তাঁব অতিথি বাৎসল্যের বশে আবার টেলিমেকাসকে তাঁর প্রাসাদে আটকে বাখবেন।

কিন্তু টেলিমেকাসের মনে এখন যে অস্থিরতা তাকে অনবরত বিব্রত করে চলেছে তাতে সে কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না। একমাত্র ঘরে ফেরাই তার পক্ষে একমাত্র পথ। নেষ্টর-এর ছেলে পিজেস্ট্রেটাস অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর টেলিমেকাসকে তার জাহাজেব কাছেই নামিয়ে দিল। নিজের হাতে তার সব মালপত্র জাহাজে তুলে দিল। শুধু তাই নয় পিজেস্ট্রেটাস তাকে সাবধানও করে দিল যে প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছানোর মধ্যেই টেলিমেকাস যেন জাহাজ ভাসিয়ে যতটা পাবে দূরে চলে যায়। নইলে স্বয়ং রাজা নেষ্টর এসে তাদেরকে আবার প্রাসাদে নিয়ে যাবেন।

পিজেস্ট্রেটাস চলে গেলে। টেলিমেকাস অতঃপর যাত্রার আগে দেবী এথেনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলো। সে যখন প্রার্থনা কবেছিলো তখন একজন বিদেশী অতিথি এসে তাকে সম্মান জানিয়ে তার সামনে দাড়াল। এই লোকটি সম্বন্ধে পাঠককে কিছু জানান প্রয়োজন। এই লোকটি হল একজন জ্যোতিষী এবং মেলাম্পাসের বংশধর। সে তার ভাইকে, নিজের ভাই নয় জ্ঞাতি ভাইকে খুন করে তার নিজের দেশ আর্গস থেকে পালিয়ে এসেছে। এখন এই মেলাম্পাস বহুদিন আগে পাইলসে বাস করত। যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিল কোন অসুবিধেই তার ছিল না। মুশকিল হল হঠাৎ নেলেউসের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। নেলেউস রেগে আগুন হয়ে তার সমস্ত জায়গা জমি বাজেয়াপ্ত করে তাকে ফাইলেসাসের প্রাসাদে বন্দী করে রাখলেন।

অবশ্য বেশীদিন তাকে বন্দী করে রাখতে পারেন নি। পরে মেলেম্পাস আর্গসে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। তার দুটো ছেলে হয়। একজনের নাম অ্যানটিফেটস অন্যজনের নাম মেরিটাস। মেরিটাসের আবার দুজন ছেলে জন্ম

নেয়—পলিফেডিস আর ক্রিটাস। ক্রিটাস দারুণ সুন্দর দেখতে ছিল। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সকালের দেবী তাকে দেবালোকে নিয়ে যান। অপরদিকে অ্যাপোলোর বরে পলিফেডিস জ্যোতিষ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শিতা লাভ করে। তার একটা পুত্র সন্তান হয়। তার নাম ফিওক্লাইমেনাস্। যে লোকটি টেলিমেকাসের কাছে এসে অভিন্দন জানালো সেই হল পলিফেডিসের ছেলে ফিওক্লাইমেনাস।

ফিওক্লাইমেনাস জানতে চাইলো টেলিমেকাস কে এবং সে কোথা থেকেই বা আসছে। টেলিমেকাস সমস্ত কথাই জানালো যে তার দেশের নাম ইথাকা, তার পিতার নাম ওডিসিয়াস। ওডিসিয়াস সম্বন্ধে তার ধারণার কথাও জানালো যে ওডিসিয়াস নিশ্চয়ই কোন অজানা জায়গাতে বিপদের মুখে পড়ে আছেন। তাই টেলিমেকাস বেরিয়েছে তার জাহাজ নিয়ে তার পিতার খোঁজ করতে। এবার ফিওক্লাইমেনাস তার সমস্যার কথা টেলিমেকাসকে জানালো। কোন কথাই লুকোল না। সে যে একজনকে খুন করে আর্গস থেকে পালিয়ে এসেছে, যাকে খুন করে এসেছে তার আত্মীয় স্বজনেরা যে তার খোঁজ করছে এবং তাকে পেলেই খুন করবে, সে কথাও জানাতে ভুলল না। সবশেষে টেলিমেকাসের কাছে প্রার্থনা জানালো যে সে যেন তাকে জাহাজে আশ্রয় দিয়ে সেই লোকগুলোর হাত থেকে রক্ষা করে। টেলিমেকাস আপত্তি করল না, তাকে জাহাজে তুলে নিল। জাহাজ ছেড়েদিল নাবিকেরা।

জাহাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেবী এথেনের কৃপায় অনুকূল বাতাস বইতে শুরু করল। জাহাজ ছুটে চলল নদীর মোহনা পার হয়ে দূর সমুদ্রের দিকে। সারাদিনে জাহাজ গেল অনেকটা এগিয়ে। সূর্য ঝুঁকে পড়ল পশ্চিম পাড়ে। ধীরে ধীরে অন্ধকার ছেয়ে ফেলল আকাশকে, ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে। টেলিমেকাস এসে পড়েছে সেই সামস দ্বীপের কাছে, যেখানে তার শত্রুরা লুকিয়ে রয়েছে তাকে হত্যা করার জন্য। ঠিক যেমনটি দেবী এথেন তাকে জানিয়ে ছিলেন।

এবার আমরা ফিরে আসি ইউনেয়াসের কুটিরে যেখানে ওডিসিয়াস ছদ্মবেশে লুকিয়ে রয়েছেন। সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল ওডিসিয়াস ইউমেয়াসকে বললেন সে তিনি আর ইউমেয়াসের বোঝা হয়ে থাকবেন না।

পরদিন সকালেই রওনা দেবেন শহরের উদ্দেশ্যে। বরং সেখানে রাজা

ওডিসিয়াসের প্রাসাদে গিয়ে রাণী পেনিলোপের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি ওইডসিয়াসের খবর যা জানেন তা তা রাণী পেনিলোপকে বলবেন। শুধু তাই নয় রাণী পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীদের কাছে কাজের জন্য আবেদন জানাবেন। তারা যদি কোন কাজ দেয় তিনি তা স্বচ্ছন্দে করবেন।

ছদ্মবেশী ওডিসিয়াসের কথায় ইউমেয়াস যথেষ্ট রেগে গেল। ইউমেয়াস জিজ্ঞাসা করল যে হঠাৎ সে এইসমস্ত কতাবার্তা শুরু করল কেন। যাদের কাজকর্ম, আচার-আচরণ দেবতাদের পর্যন্ত ক্ষেপিয়ে তুলেছে তাদের কাছে যাওয়া মানে নিজের মৃত্যুকেই ডেকে নিয়ে আসা। পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীরা ছদ্মবেশী ওডিসিয়াসকে ঘরের চাকরের মর্যাদাটুকুও দেবে না। তাদের চাকরদের ধরণধারণও আলাদা। এ সমস্ত উল্টোপাল্টা না ভেবে বরং সে ওডিসিয়াসের পুত্র টেলিমেকাসের আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করুক। টেলিমেকাস এসে তাকে ঠিকই তার গন্তব্যস্থলে পাঠিয়ে দেবে। তখন ওডিসিয়াস ইউমেয়াসের কথায় রাজী হল এবং তার পুত্র টেলিমেকাসের আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে এমন কথাই ইউমেয়াসকে দিল।

তারপর ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ওডিসিয়াস তার বৃদ্ধ পিতামাতার কথা কৌশলে ইউমেয়াসের কাছে জানতে চাইল। ইউমেয়াসের চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কারণ ওডিসিয়াসের পিতামাতা তো তার কাছে সমধিক প্রিয়। ইউমেয়াসের মুখ থেকে ওডিসিয়াস জানতে পারলেন যে তার পিতা লার্তেস জীবিত আছেন বটে কিন্তু অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই তাঁর নিজের মৃত্যু কামনা করেন। কারণ তাঁর ছেলে ওডিসিয়াসকে হারিয়ে তিনি যে অসীম যন্ত্রণা, অপরিসীম বেদনা অনুভব করছেন তাতে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার মত কেউই নেই। তার সেই দুঃখকে আরও গভীর করে তুলল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু অর্থাৎ ওডিসিয়াসের মায়ের মৃত্যু । ওডিসিয়াসের মা পশুপালক ইউমেয়াসকেও খুব ভালবাসতেন। একেবারে ছেলের মতই স্নেহ করতেন। ইউমেয়াসের কথা থেকে জানা যায় যে ছোটবেলায় ওডিসিয়াসের মায়ের এক পালিত কন্যা ছিল। নাম তার ক্রিমেন। এই ক্রিমেনের সঙ্গেই ইউমেয়াসকে লালন-পালন করেন। পরে বয়স হয়ে গেলে ক্রিমেনকে বিয়ে দিয়ে দেন এবং ইউমেয়াসকে পাঠিয়ে

দেন খামারবাড়িতে চাষবাসের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য। তারপর থেকেই ইউমেয়াস সুখেই আছে। দুঃখ শুধু একটাই যে বর্তমানে ওডিসিয়াসের রাণী পেনিলোপের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ একদম নেই।

কথায় কথায় ইউমেয়াস চলে এল তার ছেলেবেলার গল্পে। যখন সে থাকত ওলিজির ওপারে পিরি নামের এক দ্বীপে। নিজের দেশ সবারই ভাল লাগে। তাই স্বদেশের বর্ণনায় ইউমেয়াস উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলেন। ইউমেয়াসের বর্ণনায় সে এক এমন দেশ যেখানে দুর্ভিক্ষ বাসা বাঁধেনি, রোগ যেখানে প্রবেশ করে নি, মাঠে ঘাটে গাছে বনে ফলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল শস্য। তেমন একটা দেশে আর্মেলাসের সন্তান ছিল ইউমেয়াসেব পিতা। তার পিতা ছিলেন সেই দেশেরই রাজা। একদিন এক ফিনিস্ দেশীয় নাবিক তাদের দেশে এসেছিল। এখানে ইউমেয়াস প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিল যে এক ফিনিসীয় স্ত্রীলোক তার বাবার কাছে কাজ করত। তা সে একদিন ঘাটে কাপড় কাচতে গেছে জনৈক ফিনিস্ দেশীয় লোক সেই মেয়টির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটি তখন তাকে সবই বলে যে তার বাবার নাম অ্যামাইবাস্। তাকে একজন জলদস্যু নিয়ে এসে রাজবাড়ীতে এসে মোটাটাকায় বিক্রি করে দেয়। তখন সেই লোকটি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে যে সে আবার নিজের দেশে ফিরে যেতে রাজী আছে কিনা।

এইবারে এদের দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয় যে তারা ইউমেয়াসের দেশ ছেড়ে পালাবে। এবং পালানোর সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কারণ সে তখন খুবই ছোট এবং তার ধাত্রী হিসেবেই সেই ফিনিসীয় স্ত্রীলোকটি কাজ করত। তারপর ফিনিসীয় নাবিকটি তাদের দেশে প্রায় একবছর মত ছিল কারণ তার ব্যবসার কাজকর্ম সারতে ওরকম সময়ই লেগেছিল। তারপর কোন এক সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে সেই স্ত্রীলোকটি জাহাজে উঠে বসল। জাহাজ ছুটে চলল দূর সমুদ্রের দিকে। সে হয়ে পড়লো ঘর ছাড়া, দেশ ছাড়া, সমাজ ছাড়া ছদিন ছরাত্রি কোন অসুবিধাই হল না, কিন্তু সাতদিনের দিন তার সেই ধাত্রী মারা গেল দেবী আর্তেমিসের হাতে। সে আরও অসহায় হয়ে পড়লো। পরে ইথিকায় এসে রাজা লার্তেসের কাছে তাকে বিক্রি করে দেয় তারপর থেকেই ইউমেয়াস এখানেই আছে।'

রাজা ওডিসিয়াস ইউমেয়াসের দুর্ভাগ্যের করুণ কাহিনী শুনে সত্যিই বিচলিত হয়ে পড়লেন। যাই হোক রাতও অনেক হয়ে গিয়েছিল। তাদের গল্প শেষ হলে তারা বিশ্রামের জন্য বিছানায় গেল। এদিকে টেলিমেকাস সেই রাত্রির সমুদ্রযাত্রা নির্বিঘ্নে শেষ করে ইথাকার উপকূলে এসে জাহাজ ভেড়াল। টেলিমেকাস তার নাবিকদের বলল জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে শহরে ফিরে যেতে। টেলিমেকাস নিজে তখন খামার বাড়িতে যাবে সে কথাই নাবিকদের জানিয়ে দিলেন। তখন থিওক্লাইমেনাস তাকে জিজ্ঞাসা করল যে সে টেলিমেকাসের প্রাসাদে গিয়ে উঠবে না কি অন্য কোন সামন্তের ঘরে আশ্রয় নেবে। টেলিমেকাস তাকে জানাল যে অন্য সময় হলে থিওক্লাইমেনাসকে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়াটা কোন সমস্যাই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে তাকে প্রাসাদে আশ্রয় দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। টেলিমেকাস একজন সামন্তের নাম করলেন। তিনি হচ্ছেন ইউরিমেকাস। তার হৃদয় অত্যন্ত উদার। সারা দেশের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সবচাইতে ভাল লোক। তবে তার মায়ের পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে তিনিও একজন।

টেলিমেকাসের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল তার ডানদিক দিয়ে কোন এক শিকারী পাখি এক পায়রাকে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে। তা দেখে থিওক্লাইমেনাস সোল্লাসে টেলিমেকাসকে বলল যে এ অত্যন্ত শুভ লক্ষণ।

টেলিমেকাসের জয় সুনিশ্চিত। টেলিমেকাস থিওক্লাইমোনাসকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কামনা করলেন যেন থিওক্লাইমেনাসের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়। তাকে আশ্বাসও দিলেন তার যদি সত্যিই জয় হয় তাহলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের ফলে থিওক্লাইমেনাস যথেষ্টই লাভবান হবে। এরপর টেলিমেকাস তার বিশ্বস্ত অনুচর পিয়েরিয়াসের ওপর থিওক্লাইমেনাসের আতিথেয়তার ভার তুলে দিল। এবং নিজে দেবী এথেনের নির্দেশক্রমে ইউমেয়াসের ঘরের দিকে অগ্রসর হল।

৩ চতুর্দশ অধ্যায় ৩

অবশেষে পিতাপুত্রের মিলন হল

টেলিমেকাস যখন পশুপালক ইউমেয়াসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল তখন ওডিসিয়াস এবং ইউমেয়াস সকালের খাবার খেতে শুরু করছিল। এদিকে তার আগেই ইউমেয়াসের লোকজনেরা শুয়োরের পাল নিয়ে মাঠে চরাতে চলে গেছে। সুতরাং বাড়ির সামনেও কেউ নেই। ইউমেয়াসের কিছু কুকুর ছিল, তারা অচেনা লোক দেখলেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করত। তারা কিন্তু টেলিমেকাসকে আসতে দেখে কোন চিৎকার চেঁচামেচি তো করলই না বরং তাদের হাবভাবে এমন আনুগত্য ফুটে উঠল যেটা দেখে যে কোন মানুষেরই বলতে দ্বিধা হত না, নিশ্চয়ই বহুপরিচিত লোক ইউমেয়াসের বাড়ির দরজায় এসেছে। স্বাভাবিক কারণে ওডিসিয়াস ইউমেয়াসকে বলল নিশ্চয়ই কোন বন্ধুস্থানীয় কেউ দরজায় এসেছে। নইলে কুকুর গুলো নিঃসন্দেহে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করত।

ওডিসিয়াসের কথা শেষ হতে না হতেই টেলিমেকাস ঘরের মধ্যে ঢুকল। টেলিমেকাসকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ইউমেয়াসের সমস্ত কাজকর্ম যেন কোথায় উড়ে চলে গেল। সে দৌড়ে গিয়ে টেলিমেকাসকে আবেগে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরে উত্তরোত্তর আদরের ছটা বইয়ে দিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল বহুদিন পর তার হারানো ছেলেকে খুঁজে পেয়েছে আসলে ইউমেয়াসের চোখের মণি ছিল টেলিমেকাস। এদিকে টেলিমেকাসের সঙ্গে ইউমেয়াস থাকত খামার বাড়িতে আর টেলিমেকাস সর্বদা শহরেই থাকত। তাই টেলিমেকাসের সঙ্গে ইউমেয়াসের দেখাও হল অনেকদিন পর। তাই সে তার আবেগকে দমন করতে পারেনি। সে আবেগের বশে তার সন্দেহের কথা জানাল যে টেলিমেকাস যখন পাইলসে গেল তখন ইউমেয়াস ভাবতেও পারে নি যে টেলিমেকাস আর কোনওদিন ফিরে আসবে।

টেলিমেকাস নিজেও ইউমেয়াসের আবেগপূর্ণ ব্যবহারে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। তাই সেও বলল যে শুধুমাত্র ইউমেয়াসকে দেখবার জন্যই সে

এখানে এসেছে। এরপরে টেলিমেকাস জানতে চাইল যে তার মা প্রাসাদেই আছে নয়তো কাউকে বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে গেছে। ইউমেয়াস জানাল যে টেলিমেকাসের মা পেনিলোপ এখনও অসীম ধৈর্য সহকারে বুকে বল নিয়ে টেলিমেকাসের অপেক্ষায় প্রাসাদেই রয়ে গেছে। তবে দিনরাত তিনি কেঁদে চলেছেন টেলিমেকাসের জন্য। কারণ তিনি তো জানতেন যে তাঁর পাণিপ্রার্থীরা টলিমেকাসকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।

টেলিমেকাস সব শুনল। তারপর ইউমেয়াসের হাতে তার বর্শাটা দিয়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে। টেলিমেকাসকে দেখেই ভিক্ষুক ছদ্মবেশে বসে থাকা ওডিসিয়াস তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কারণ মনিব বলে কথা। টেলিমেকাস যখন ইউমেয়াসের মনিব তখন তাঁরও মনিব বটে। কারণ ওডিসিয়াস তো স্বরূপে ঘরে আসেন নি। তিনি এসেছেন একজন সাধারণ ভিক্ষুকের বেশে। সুতরাং মনিবকে তো প্রয়োজনীয় সম্মান জানাতেই হয়। ওডিসিয়াসকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে টেলিমেকাস তাকে ব্যস্ত হতে বারণ করে বসতে বলল। কারণ হিসেবে বলল এটা তাদেরই খামারবাড়ী, সুতরাং তার বসার এখানে অনেকই জায়গা আছে। তখন ওডিসিয়াস পরম বাধ্যের মত আবার নিজের আসনে বসে পড়লেন।

এদিকে ক্লান্ত টেলিমেকাসের জন্য ইউমেয়াস খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে শুরু করলো। টেলিমেকাস খুব ক্ষুধার্তও ছিল। ইউমেয়াসের দেওয়া খাবার পেট ভরে খেয়ে শান্ত হয়ে বসল। তারপর ভিক্ষুকবেশী ওডিসিয়াসকে দেখে ইউমেয়াসের কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চাইল। তখন ইউমেয়াস জানাল যে ভিক্ষুকবেশী ওডিসিয়াস এসেছেন ক্রীট থেকে। ইনি ভবঘুরের মত পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। তারপর ইউমেয়াসের ঘরে এসে উঠেছেন। ইউমেয়াস টেলিমেকাসের জন্যই অপেক্ষা করছিল। টেলিমেকাস এলে সে যা ব্যবস্থা করার করবে। টেলিমেকাসের ভিক্ষুকবেশী ওডিসিয়াসকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কোন অসুবিধাই ছিল না, কিন্তু সাম্প্রতিক এক বিপর্যয়ে সে কোন অতিথিকেই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছে না। এর কারণও সে ইউমেয়াসের কাছে ব্যাখ্যা করল। প্রথমতঃ সে বয়সে তরুণ। তারপর কেউ যদি তার বিরোধিতা করে তার

সম্মুখীন হওয়ার মত শক্তি টেলিমেকাসের নেই। এর ওপর আর এক সমস্যা, তা হল যে টেলিমেকাসের মা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত অবস্থায় রয়েছেন। তিনি কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

আসলে ওডিসিয়াসের দীর্ঘ অনুপস্থিতিই রাণী 'পেনিলোপের এই অস্থির চিত্ততার কারণ। তিনি সিদ্ধান্তই নিতে পারছেন না যে আবার বিয়ে করবেন না ওডিসিয়াসের জন্য অপেক্ষা করে স্বামীর প্রাসাদেই রয়ে যাবেন। তবে ইউমেয়াস যখন এই অতিথিকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছে না। তবে ইউমেয়াস যখন এই অতিথিকে আশ্রয় দিয়েছে তখন টেলিমেকাস তাঁকে অতি অবশ্যই পোষাক, জুতো, তলোয়ার, অর্থাৎ পথ চলতে গেলে একজন পথিকের যা যা প্রয়োজন সবই দেবে। শুধু তাই নয় তিনি যদি কোথাও যেতে চান, সেই যাবার ব্যবস্থাও টেলিমেকাস করে দেবে। আবার ইউমেয়াস যদি তাঁকে ইউমেয়াসের কুটীরে রাখতে চায় তাহলে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা টেলিমেকাসই করে দেবে যাতে ইউমেয়াসের ওপর এই অথিথিকে বহন করার কোন চাপ না পড়ে। তবে টেলিমেকাস নিষেধ করল যাতে এই অতিথি যদি সেই পাণিপ্রার্থীদের কাছে গিয়ে কোনরকম ভাবেও অপমানিত হন তাহলে টেলিমেকাস মনে মনে খুবই কষ্ট পাবেন। আবার টেলিমেকাস যে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবে সেটাও সম্ভব নয়। কারণ সে একা কখনও তাদের সকলের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠতে পারবে না।

এবার ওডিসিয়াস ধীরে ধীরে মুখ খুললেন যাতে তাঁর পরিচয়টাও না বেরিয়ে আসে আবার তাঁর মুখে টেলিমেকাসের ব্যক্তিগত কথাবার্তা শুনে টেলিমেকাস না ক্ষুব্ধ হয়। তাই প্রথমেই ওডিসিয়াস টেলিমেকাসের কাছে টেলিমেকাসের সম্মতি চেয়ে নিলেন তার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য। এবার ওডিসিয়াস টেলিমেকাসকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ইথাকার সব লোক তার শত্রুতে পরিণত হয়েছে কিনা। নইলে ঐ সমস্ত ঘৃণ্য লোকগুলোর অবিচার কি করে টেলিমেকাস সহ্য করছে। এই সময় টেলিমেকাসের পাশে দাঁড়াবার মত কি কোন লোকই নেই।

টেলিমেকাসের সমস্ত কথা শুনে ওডিসিয়াসের মনে এত ঘৃণা ও ক্ষোভের

সঞ্চার হয়েছে যে তিনি নিজে যদি ওডিসিয়াস বা টেলিমেকাস হতেন তাহলে সেই মুহূর্তেই প্রাসাদে গিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করতেন। প্রয়োজন হলে নিজের বাড়িতেই তাদের হাতে প্রাণ দিতেন কিন্তু দিনের পর দিন এইভাবে অত্যাচার করে যেতে দিতেন না। তখন টেলিমেকাস ছদ্মবেশী ওডিসিয়াসকে জানাল যে ইথাকার সব লোকই যে তার শত্রু এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না এবং সেটা ঠিকও নয়।

তবে কিছু লোক তার মাকে বিয়ে করতে চায় এবং তার মাও নিশ্চিত করে কিছু না বলার জন্য এ সমস্ত পানিপ্রার্থীর দল দিনের পর দিন প্রাসাদে বসে খাবার দাবারের শ্রাদ্ধ করে চলেছে। তারা দলে এত বেড়ে গেছে কোনদিন হয়তো টেলিমেকাসকেও হত্যা করবে। তাই এ ব্যাপার একমাত্র দেবতাই পারে মীমাংসা করতে তাই টেলিমেকাস দেবতার সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভরশীল।

অতঃপর ইউমেয়াসকে টেলিমেকাস জানাল সে যেন গিয়ে তার মাকে তার ফিরে আসার খবর দেয়। সেইসঙ্গে সতর্কও করে দিল একথা যেন অন্য কেউ না জানতে পারে। ইউমেয়াস তাকে জিজ্ঞাসা করল যে বৃদ্ধ লার্তেস অর্থাৎ ওডিসিয়াসের বাবাকেও খবরটা দেবে কিনা। কারণ টেলিমেকাস পাইলস যাবার পর থেকেই লার্তেস কিছুই খেতে চাইছেন না। টেলিমেকাস তাকে লার্তেসের কাছে যেতে বারণ করল। ইউমেয়াস বলল যে সে যেন তার মাকে খবর দিয়েই চলে আসে বরং তার মা কোন দাসীকে দিয়ে লার্তেসের কাছে যেন খবরটা পাঠিয়ে দেয়। টেলিমেকাসের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়ে ইউমেয়াস বেরিয়ে পড়ল শহরের পথে।

ইউমেয়াস চলে যেতেই দেবী এথেন এলেন ওডিসিয়াসের কাছে। একমাত্র ওডিসিয়াসের চোখেই তিনি দৃশ্যমান ছিলেন অন্য কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। তিনি ওডিসিয়াসকে ডেকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন। তারপর ওডিসিয়াসকে বললেন যে তিনি যেন টেলিমেকাসকে সমস্ত কথা খুলে বলেন। অর্থাৎ ওডিসিয়াস নিজের পরিচয় যেন টেলিমেকাসকে দেন। এটাই পরিচয় দানের আদর্শ সময়। এর ফলে ওডিসিয়াস এবং টেলিমেকাস যৌথভাবে ঐ সমস্ত ঘৃণ্য পাণিপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে পারবেন। ওডিসিয়াসকে প্রয়োজনায় উপদেশ দিয়ে

দেবী এথেন তাঁর স্বর্ণদণ্ডটি ওডিসিয়াসের গায়ে ছোঁয়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকবেশী ওডিসিয়াসের চেহারা আমূল পাল্টে পূর্বের ওইডসিয়াসের চেহারা ফিরে এল সেই যৌবনোচিত শক্তি এবং আকৃতিসহ। এবার এথেন চলে গেলেন। এথেন চলে যাওয়ার পর ওডিসিয়াস আবার ঘরের ভেতর এসে ঢুকলেন। টেলিমেকাস ওডিসিয়াসকে দেখে ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে গেল এবং আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ ওডিসিয়াস একরূপে বেরিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর আর একরূপে ঘরে ফিরলেন এটা টেলিমেকাসের কাছে এক বিরাট ধাঁধা। টেলিমেকাস নিশ্চিত করে ভেবেছিল যে ওডিসিয়াস কোন স্বর্গীয় দেবতা। টেলিমেকাস তার বিশ্বাসে এতদূর নিশ্চিত ছিল যে ওইডসিয়াসকে অর্ঘ্যদানে তুষ্ট করতেও তার কোন দ্বিধা ছিল না। ওডিসিয়াস তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে তিনি দেবতা নন তিনি টেলিমেকাসের পিতা। যার জন্য টেলিমেকাস এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অত্যাচার সহ্য করেছে, তিনিই সেই ওডিসিয়াস। বলতে বলতে ওডিসিয়াসের চোখ জলে ভরে উঠল। কারণ দীর্ঘদিন পর হচ্ছে পিতাপুত্রের মিলন। ভিতরের উদ্গত আবেগকে ওডিসিয়াস চেপে রাখতে পারলেন না। অশ্রুজল চোখে টেলিমেকাসকে আলিঙ্গন করলেন।

কিন্তু টেলিমেকাস কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এই ওডিসিয়াস তার পিতা। কারণ ওডিসিয়াসের ছিল জরাজীর্ণ বেশবাস। এক মুহূর্তে তার চেহারা হয়ে গেল কোন দেবতার মত। এই ঘটনা কিছুতেই টেলিমেকাস সাধারণ ঘটনা হিসেবে মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না। তার খালি মনে হচ্ছিল নিশ্চয়ই কোন দেবতা তার গভীর দুঃখকে আরও তীব্র করবার জন্য তার সঙ্গে কোন ছলনার খেলা খেলছেন। এবং এটাই স্বাভাবিক, এত আকস্মিক পরিবর্তন কোন মানুষের বুদ্ধিকেই সুস্থ রাখে না।

ওডিসিয়াস টেলিমেকাসের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করলেন। তিনি বয়ঃজেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমানও বটে তাই টেলিমেকাস যে হঠাৎ ভোজবাজির মত পরিবর্তনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে সে কথা সহজেই বুঝতে পারলেন। তাই তিনি টেলিমেকাসকে হতবুদ্ধি হতে বারণ করলেন। তিনি বুঝিয়ে বললেন তাকে যে টেলিমেকাসের এমন করে আশ্চর্যান্বিত হবার

কোন কারণ নেই। উনিশ বছর পর ওডিসিয়াস দেশে ফিরেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তার পরিবর্তন হবেই। কিন্তু আচমকা যে ওডিসিয়াসের ভিখারী বেশ থেকে যোদ্ধার বেশ পরিবর্তন সেটা সম্পূর্ণরূপে দেবী এথেনের কৃপায় ঘটেছে। কারণ

দেবদেবীরা নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদের পরিবর্তন এবং সেইসঙ্গে অন্যের পরিবর্তনও করতে পারেন। সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেই দেবী এথেন ওডিসিয়াসের পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। এতে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। এইভাবে ওডিসিয়াস সংক্ষেপে ঘটনাট টেলিমেকাসকে বুঝিয়ে বললেন।

টেলিমেকাস অতঃপর সবই বুঝলো। কিন্তু দীর্ঘদিন পর বাবাকে ফিরে পেয়ে তার কথা বলার শক্তি চলে গিয়েছিল। কোন কথা না বলে সে নীরবে ওডিসিয়াকে গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে চললো। ছেলের চোখে জল দেখে ওডিসিয়াসের চোখ কি আর শুকনো থাকে? তিনিও কেঁদে চললেন অঝোরধারে। কিছুক্ষন কান্নার পর দুজনেই যখন কিছুটা হালকা হোল তখন টেলিমেকাসই প্রথমে কথা বললো। সে ওডিসিয়াসকে জিজ্ঞাসা করলো তিনি কিভাবে এলেন এবং কাদের জাহাজেই বা এলেন?

ওডিসিয়াস চোখের জল মুছে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে টেলিমেকাসকে ধীরে ধীরে সমস্ত কথা খুলে বলতে শুরু করলেন। সবই বললেন তাকে, বললেন ফেসীয় নাবিকদের কথা এবং নৌবিদ্যায় পারদর্শীতার কথা। সেই ফেসীয় নাবিকেরাই যে তাঁকে ইথাকার উপকূলে নামিয়ে দিয়ে যায় সে কথাও ওডিসিয়াস কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন। কথায় কথায় টেলিমেকাসকে তিনি জানালেন যে তাঁর সঙ্গে অনেক মূল্যবান উপহার রয়েছে। কিন্তু দেবতার সাহায্যে, তাঁদের দয়াতে সেই মূল্যবান উপহারগুলো লুকিয়ে রাখা আছে। এবার টেলিমেকাসকে অত্যন্ত গোপনভাবে বললেন যে তিনি দেবী এথেনের কৃপায় ফিরে আসতে পেরেছেন। শুধু তাই নয় তাঁরই নির্দেশে তিনি ইথাকাতে এসেছেন কিভাবে শত্রুদের নিঃশেষ করে ফেলা যায় তারই যুক্তি করতে।

অতঃপর তিনি টেলিমেকাসের কাছে সঠিকভাবে জানতে চাইলেন যে ওডিসিয়াস যাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন অর্থাৎ তাঁরা শত্রুরা কারা। কে কে তাঁর শত্রু হিসেবে পরিচিত এবং তারা সংখ্যায়ই বা কত তার সঠিক হিসেব তিনি টেলিমেকাসের কাছেই জানতে চাইলেন। কারণ শত্রুদের সংখ্যা বা তাদের শক্তি যদি ঠিক ঠিক ভাবে না জানা যায় তবে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নামা নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। সব কিছু ঠিকমত জানতে পারলে তখন স্থির করা যাবে যে তিনি এবং

টেলিমেকাস দুজনের শক্তিই যথেষ্ট না অন্য কারো সাহায্য চাইতে হবে।

টেলিমেকাস খুব মন দিয়ে ওডিসিয়াসের কথা শুনলো। তারপর সে ধীরে ধীরে ওডিসিয়াসকে বললো যে সে তাঁর অপরিসীম বীরত্বের কথা শুনেছে। তার পিতা হিসেবে ওডিসিয়াস তার অহংকার। শুধু তারই নয় সারা দেশের গর্ব ওডিসিয়াস। তবু তাঁর সেই ভয়ঙ্কর বীরত্বের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় এবার তাদের, অর্থাৎ টেলিমেকাস ও ওডিসিয়াসের শত্রুসংখ্যা এত বেশি যে ওডিসিয়াস একা ঐ অত সংখ্যক শত্রুর সঙ্গে পেরে উঠবেন না। এরপর টেলিমেকাস হিসেব দিল যে কারা কারা এসেছে কোথা থেকে। টেলিমেকাসের হিসেব থেকে জানা গেল যে দুলিসিয়াস রাজ্যের অধিপাতি পাঠিয়েছে বাহান্ন জন তরুণকে, সেমিরাজ্যের অধিপতি পাঠিয়েছে চব্বিশ জনকে, জ্যাকাইনথাস থেকে এসেছে বাইশ জন এবং ইথাকার রয়েছে বারো জন তরুণ। এরা সবাই রয়েছে ওডিসিয়াসের প্রাসাদে। সংখ্যায় এরা অনেক। যদি একা ওডিসিয়াস তাদের এতদিনের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে যান তাহলে হয়ত তাদের সম্মিলিত আক্রমনে প্রাণ হারাতেও হতে পারে। তাই টেলিমেকাস বুদ্ধি দিল যে ওডিসিয়াস যদি কোন বন্ধু রাজার কাছ থেকে কোন সাহায্য পান তাহলে সেই চেষ্টাই তাঁর করা উচিত।

ওডিসিয়াস টেলিমেকাসের বক্তব্যের সাথে একমত হলেন। তবে প্রসঙ্গ ক্রমে একটা কথা টেলিমেকাসকে জানাতে ভুললেন না। সেটা হোল যে, অনেক মিত্র রাজাই হয়ত ওডিসিয়াসকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু সবচাইতে বড় সাহায্যকারী হচ্ছেন ঈশ্বর নিজে। তিনি সর্বশক্তিমান। দেবী এথেনের সঙ্গে যদি স্বয়ং জিউসও ওডিসিয়াসকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন সম্ভবত তাহলে অন্য কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে না। সে কথা টেলিমেকাসও মেনে নিল। কারণ দেবী এথেন যে ওডিসিয়াসের বিপদে আপদে সর্বদা পাশাপাশি থাকেন তা সে ওডিসিয়াসের কাছে শুনেছে। সব চাইতে বড় কথা সে স্বচক্ষে দেখেছে দেবী এথেনের কৃপায় হঠাৎ ভিক্ষুক থেকে যোদ্ধায় ওডিসিয়াসের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা।

সুতরাং ওডিসিয়াসের কথা অগ্রাহ্য করার মত ক্ষমতাও তার ছিল না। তাই

সে স্বীকার করে নিল যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাঁরা সবার আড়ালে থাকলেও সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁরাই পরিচালনা করেন এবং সেই সঙ্গে শাসনও করেন। টেলিমেকাসের অটুট বিশ্বাস দেখে ওডিসিয়াস মনে মনে খুশিই হলেন। তখন ওডিসিয়াস টেলিমেকাসকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে যখন তারা মাত্র দুজনে গিয়ে সেই শতাধিক শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করবে তখন স্বয়ং দেবতারাই আড়ালে তাদের দুজনকে পরিচালনা করবেন। সুতরাং দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

এবার ওডিসিয়াস তাঁর পরিকল্পনার কথা টেলিমেকাসকে জানালেন যে আগামী দিনে সকালেই টেলিমেকাস যেন প্রাসাদে চলে যায়। তারপর পিছু পিছু ইউমেয়াস তাঁকে পথ দেখিয়ে শহরে নিয়ে যাবে। তিনি নিজে যাবেন ভিখারির ছদ্মবেশে। যাতে কেউ না চিনতে পারে। তারপর তিনি যাবেন প্রাসাদে। তাঁর বেশভূষা, চাল চলন দেখে রাণী পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীরা যদি তাঁকে অপমানও করে টেলিমেকাস যেন টুঁশব্দটি না করে। মুখ বুঁজে যেন অপমান সহ্য করে। তার আগে টেলিমেকাসের একটাই কাজ থাকবে তা হোল, তাদের প্রাসাদের অস্ত্রাগার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অন্য এক ঘরে সরিয়ে রাখা। খুব স্বাভাবিকভাবেই ওরা অর্থাৎ সেই পাণিপ্রার্থীদের দল টেলিমেকাসকে প্রশ্ন করতে পারে যে তার এমন আচরণের কারণ কি। সেক্ষেত্রে টেলিমেকাসের কোন সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার দরকার। ওডিসিয়াস শিখিয়ে দিলেন যে সে যেন বলে সে ঘরে যে কোন সময় আগুন লেগে যেতে পারে তাই অস্ত্রগুলো সরিয়ে রাখছে। অস্ত্র সরিয়ে রাখার পরের যে কাজ সেটা হোল যে সেই শত্রুদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হবে তখন টেলিমেকাস যে তাঁকে অর্থাৎ ওডিসিয়াসকে কতকগুলো তলোয়ার, বর্শা আর দুটো ঢাল দিয়ে আসে। কারণ ওডিসিয়াস নিঃসন্দেহ ছিলেন যে দেবী এথেনও দেবাধিপতি জিউস পাণিপ্রার্থীদের মনকে নিশ্চিন্ত ভাবে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবেন সেই সময়। সে কথা তিনি টেলিমেকাসকে জানিয়েও দিলেন।

এবার ওডিসিয়াস টেলিমেকাসকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে সে যদি সত্যিই ওডিসিয়াসের পুত্র হয় এবং তার দেহে যদি ওডিসিয়াসের রক্তই প্রবাহিত হয় তবে সে যেন কাউকে না বলে যে ওডিসিয়াস ফিরে এসেছে। এমন

কি ইউমেয়াস, লার্তেস বা তার মা রাণী পেনিলোপকেও নয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বললেন যে একটা খোঁজ নেওয়া দরকার যে চাকরবাকরদের মধ্যে কারা শত্রুপক্ষে আর কারাই বা তাদের পক্ষে।

টেলিমেকাস শান্তভাবে ওডিসিয়াসের সমস্ত পরিকল্পনার কথা শুনলো। তারপর তার পিতাকে আশ্বাস দিল নিশ্চিত যে সে নিজেও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে নয়। সে পরিচয় ক্রমশ ওডিসিয়াস নিশ্চিন্ত করে পাবেন সে নিশ্চিন্ততাও তাঁকে টেলিমেকাস দিল, তারপর ওডিসিয়াসকে বললো যে দাসদাসীরা যে তাদের দলে সেটা খুব বড় ব্যাপার নয়। যদিও সেটাও জানা দরকার। তবে সে তথ্য পরে জানলেও খুব একটা ক্ষতি নেই। সব চাইতে প্রথমে যে ব্যবস্থা করা উচিত সেটা হোল পাণিপ্রর্থীদের অপরাধের শাস্তি এই বর্বরের দল যে তাদেরই প্রাসাদে বসে দিনের পর দিন তাদেরই অর্থকরী ধ্বংস করে চলেছে এর বিহিতই আগে হওয়া দরকার। ওডিসিয়াসও তার কথার সঙ্গে একমত হলেন।

এবার সুরু হোল কাজের পালা। টেলিমেকাস আর ওডিসিয়াস যখন আলোচনা করছিলেন তাদের আগামী কর্মসূচী নিয়ে ততক্ষণে টেলিমেকাসের নাবিকেরা তাদের জাহাজ ঘাটে ভিড়িয়ে ফেলেছে। সমস্ত মালপত্র টেলিমেকাসের বিশ্বস্ত অনুচর পিয়েরীয়াসের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে টেলিমেকাসের কথামত একজন দূতকে দিয়ে তার প্রাসাদে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে যে টেলিমেকাস ফিরে এসেছে এবং জাহাজ থেকে নেমে খামারবাড়ি দেখতে গেছে। রাণী যেন দুশ্চিন্তা না করেন। ওদিকে ইউমেয়াসও গেছে রাজপ্রাসাদে। দুজনেই অর্থাৎ দূত আর ইউমেয়াস একই সঙ্গে গিয়ে প্রাসাদে পৌঁছল। দূতের কাজ শুধু সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং সে এসে প্রাসাদের দাসদাসীদের খবর দিয়েই ফিরে চলে গেল নিজের জায়গাতে। কিন্তু ইউমেয়াস টেলিমেকাসের কথামত রাণী পেনিলোপের সঙ্গে দেখা করে একমাত্র তাঁকেই তাঁর ছেলের ফেরার খবর দিল।

টেলিমেকাস ফিরে এসেছে এই খবর দাসদাসীদের মারফৎ পাণিপ্রার্থীদের কানেও এসে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে দাবানলের মত সবার মুখে খবরটা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এরা অর্থাৎ এই পাণিপ্রার্থীদের দল সঙ্গে সঙ্গে এক আলোচনা সভায় মিলিত হোল। সেখানে সিদ্ধান্ত হোল যে টেলিমেকাস যখন ফিরে এসেছে

তখন তাকে মারবার জন্য যারা সাম্‌স দ্বীপে অপেক্ষা করছিল, তাদরে তো আর সেখানে থাকবার দরকার নেই।

সুতরাং অবিলম্বে তাদের খবর দেওয়া হোক ফিরে আসার জন্য। এই সিদ্ধান্তটি সবার মুখপাত্র হয়ে ইউরিমেকাসের মুখ দিয়েই নির্গত হোল। এ সিদ্ধান্তটি উইরিমেকাস ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে দলটি টেলিমেকাসকে হত্যা করতে গিয়েছিল সেই জাহাজটি ফিরে আসছে। তখন পাণিপ্রার্থীদের জনৈক বললো যে খবর পাঠানোর আর দরকার নেই তারা টেলিমেকাসের ফিরে আসা জানতে পেরেই সম্ভবত ফিরে আসছে।

অতঃপর প্রাসাদে থাকা পাণিপ্রার্থীদের দল বন্দরে গিয়ে জাহাজ থেকে অন্যদের সঙ্গে এক জোট হয়ে আবার ফিরে এল প্রসাদে। যারা টেলিমেকাসকে খুন করার জন্য সাম্‌স দ্বীপে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন বললো যে নিশ্চয়ই কোন দেবতার দয়াতে টেলিমেকাস বেঁচে গেছে। নইলে তারা এমনভাবে তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে বসেছিল যে টেলিমেকাসের জাহাজ কিছুতেই তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার মত অবস্থাতে ছিল না। টেলিমেকাস যাতে কোনমতেই দৃষ্টির বাইরে না চলে যায় সেইজন্য তারা বসে ছিল উঁচু পাহাড়ের চূড়োতে। কখনও তারা ঘুমিয়ে পড়েনি বা ভুলেও সমুদ্রের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়নি। টেলিমেকাস কি করে এত সাবধানতা সত্ত্বেও হাত পিছলে বেরিয়ে এল সেটা এদের কাছে বিস্ময়বিশেষ। তাই তারা নিশ্চিন্ত যে কোন দেবতার দয়াতেই এটা সম্ভব হয়েছে। তবে দেবতা তো তাকে বার বার দয়া করবেন না। একবার বেঁচে ফিরেছে তাতে অসুবিধে কোথায়, দ্বিতীয়বার টেলিমেকাসকে বাঁচাবে কে? সাম্‌স দ্বীপে তাকে হত্যা করা যায়নি বটে, তবে ইথাকাতে তো তাকে হত্যা করা যায়। এখানে তাকে কিভাবে খুন করা যায় সমস্ত পাণিপ্রার্থীর দলকে একজোট হয়ে সেই পরিকল্পনাই ছকতে হবে।

অন্য এক পাণিপ্রার্থী এই মতকে সমর্থন জানালো। সে আরো বললো যে টেলিমেকাস যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন রাণী পেনিলোপকে বিয়ের ব্যাপারে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। কারণ টেলিমেকাস খুবই বুদ্ধিমান। সে নিঃসন্দেহে পাণিপ্রার্থীদের এই চক্রান্তের অর্থাৎ

টেলিমেকাসকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা বাইরে প্রচার করবেই। এমনিতেই বাইরের লোকজন এই পাণিপ্রার্থীদের উপর খুব খুশি নয়। তার ওপর যদি এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে জনসাধারণ দুর্বিনীত হয়ে উঠতেই পারে তাদের

প্রতি। সুতরাং তাদের অর্থাৎ জনসাধারণের কোনকিছু জানার আগেই টেলিমেকাসকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করতে হবে। তারপর তার সম্পত্তি পাণিপ্রার্থীর দল ভাগ করে নেবে নিজেদের মধ্যে। এরপর রাণী পেনিলোপ যাকে বিয়ে করবে সে এই প্রাসাদ পাবে। এইভাবে পাণিপ্রার্থীরা নিজেদের মধ্যেই ভাগ বাঁটোয়ারা করে সবকিছু স্থির করে ফেললো, যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েই গেল।

পাণিপ্রার্থীদের দু'চারজনের মত শুনে সবাই চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণের জন্য। বেশ কিছুক্ষণ পর কথা বললো অ্যাম্ফিনোয়াস। সে এসেছে দুলিসিয়াম থেকে। তার পরিচয়, সে দুলিসিয়ামের রাজা বিয়াসের ছেলে। সে বুদ্ধিমান। টেলিমেকাসের ক্ষেত্রে এমন ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না শুধু তাই নয় অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। এই মূল কথাটি সে বুঝতে পেরেছিল। তাই সম্ভবত সে তার মত জানালো যে তার টেলিমেকাসকে হত্যার ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। একমাত্র তখনই সে সম্মতি জানাতে পারে যদি দেবতাদের এ ব্যাপারে সমর্থন থাকে। অর্থাৎ জিউসের পাঠানো কোন দৈববাণী যদি তার কানে আসে যে দৈববাণী তাদের পরিকল্পনাকে সমর্থন করছে তখনই একমাত্র সে এই পরিকল্পনাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে নচেৎ নয়। উপস্থিত কেউই তাঁর কথার কোন প্রতিবাদ করলেন না। সেদিনের মত আলোচনা সভা শেষ হল।

পাণিপ্রার্থীদের সবাই যে যার ঘরে ফিরে গিয়ে ভাবতে বসলো যে কি করা যায় অতঃপর। সবাই যখন চিন্তামগ্ন যে আগামী পরিকল্পনা কি হতে পারে সেই বিষয়ে, তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রাণী পেনিলোপ এসে দাঁড়ালেন সমস্ত পাণিপ্রার্থীদের সামনে। আসলে তিনি প্রহরী মেডনের মুখ থেকে টেলিমেকাসকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা শুনেছিলেন। টেলিমেকাস সত্যিই ছিল তাঁর অত্যন্ত ভালবাসার জায়গা। সেখানে হাত দিয়ে তাঁর পাণিপ্রার্থীরা তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। এর ফল হয়েছে এই যে তিনি এই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন। তিনি এসে রাণীসুলভ গাম্ভীর্যে নিজেকে আচ্ছাদিত করে, ওড়নার আড়ালে নিজেকে ঢেকে, সখী পরিবৃত হয়ে তিনি একটা লম্বা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর অ্যান্টিনোয়াসকে সম্বোধন করে অন্য সবাইকে উদ্দেশ্য

করেই বললেন যে ইথাকার লোকেরা বয়সের তুলনায় অ্যান্টিনোয়াসকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করতো। অথচ সেই ধারণাকে অ্যান্টিনোয়াস মিথ্যে প্রমাণিত করেছে।

রাণী এত রেগে ছিলেন যে তিনি অ্যান্টিনোয়সকে একজন নীচ, ছলনাকারী বলতেও দ্বিধা করলেন না। অ্যান্টিনোয়াসরে সাহসের প্রশংসা করলেন তিনি, সে টেলিমেকাসকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে সেইজন্য। তারপর বললেন সে ভুলে গেছে যে দেবরাজ জিউস তাদের দুই পরিবারের মধুর সম্পর্কের সমর্থনে রয়েছেন। সে এক অসীম সাহসে ভর করে টেলিমেকাসকে হত্যার পরিকল্পনাতে অংশ গ্রহণ করেছে। তাকে রাণী স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তার পিতা যখন থ্রেসপ্রোশিয়া আক্রমণ করেন তখন জলদস্যুদের সাথে যোগ দেবার জন্য নিজের দেশের লোকের দ্বারাই আক্রান্ত হন, তখন এই ওডিসিয়াসই তার পিতাকে রক্ষা করে নিরাপদ জায়গাতে নিয়ে যান। সেকথা নিশ্চয়ই অ্যান্টিনোয়াস ভুলে গেছে। আজ সেই ওডিসিয়াসের স্ত্রীকেই বিয়ের প্রস্তাব জানাতে দ্বিধা লাগে না এমন কি তার সন্তানকে হত্যা করার চিন্তাও মনে স্থান পায়!

এরপর প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে রাণী আদেশ করলেন অবিলম্বে প্রাসাদ থেকে দূর হয়ে যাবার জন্য। তখন ইউরিমেকাস রাণীকে আশ্বাস দিয়ে বললো যে সে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন টেলিমেকাসকে কেউ হত্যা করতে পারবে না। শুধু তাই নয় টেলিমেকাসকে সে পুত্র হিসেবেও মেনে নিল। একথাও বলতে দ্বিধা করলো না যে তার পুত্র টেলিমেকাসরে গায়ে হাত দেবে ইউরিমেকাসের অস্ত্র তার রক্তে রঞ্জিত হবে। আসলে এ ছিল রাণীকে নিছক সান্ত্বনা দান। ভিতরে ভিতরে টেলিমেকাসকে হত্যার ষড়যন্ত্রকে চেপে রেখে মুখের কথায় রাণীকে আশ্বাস দিল ইউরিমেকাস। পেনিলোপ আর সেখানে অপেক্ষা না করে তাঁর ঘরে ফিরে গিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগলেন নিজের দুর্গতির কথা ভেবে।

ওদিকে সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা ইউমেয়াস তার নিজের ঘরে ফিরে আসার আগেই দেবী এথেন তাঁর দণ্ডের সাহায্যে আবার ওডিসিয়াসকে ভিখারীতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। কারণ ইউমেয়াস যেন তাঁকে চিনতে না পারে। ইউমেয়াসের

কাছ থেকে টেলিমেকাস জানতে পারলো যে যারা তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সামস্ পাহাড়ে ছিল তাদের জাহাজ বন্দরে ফিরে এসেছে। শহরের সংবাদ নেয়া শেষ হলে রাত্রের খাবার খেয়ে সবাই মিলে ইউমেয়াসের খামারবাড়িতেই শুয়ে পড়লো।

ঐ পঞ্চদশ অধ্যায় ঐ
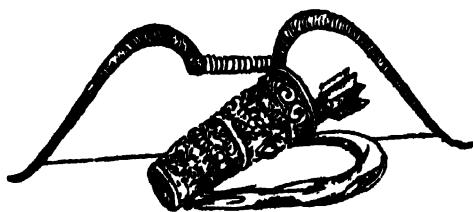
ওডিসিয়াস চললেন নগরে

সকাল হোল। টেলিমেকাস ঘুম ভেঙ্গে উঠে এল। তাকে তো তৈরী হয়ে নিতে হবে। কারণ এবার শুরু হবে নগরের মধ্যে যাত্রা। উত্তেজনাময় দিন কাটবে আজ। তাই টেলিমেকাসের মনেও গভীর উত্তেজনা। তাই নগরের মধ্যে যাবার জন্য পোষাক পরতে শুরু করলো। পোষাক পরা শেষ করে ইউমেয়াসকে ডাকলো। ইউমেয়াস এলে তাকে বললো যে টেলিমেকাসের মা তার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সশরীরে দেখছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মনে শান্তি নেই। অনবরত কেঁদেই যাবেন। খবর পেলেও চোখে না দেখা পর্যন্ত মনে শান্তি পাবেন না। সেইজন্য সে এখন প্রাসাদে যাচ্ছে। ইউমেয়াসকে টেলিমেকাস আদেশ দিল যে সে যেন অতিথিকে নগরে যাবার পথ দেখিয়ে দেয়।

ওডিসিয়াসের নিষেধক্রমে সে ইউমেয়াসকে জানায়নি যে ওডিসিয়াসই হোল তাদের অতিথি যিনি বৃদ্ধ ভিখারীর ছদ্মবেশে ঐ কুটিরে রয়েছেন। ইউমেয়াসকে বোঝালো কেন ঐ বৃদ্ধ ভিখারী অর্থাৎ ওডিসিয়াস নগরে যাবেন, কারণ তাঁর তো কাজের দরকার তাই শহরের কিছু ভদ্র, সভ্য, উদার ব্যাক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন কাজ চাইবেন অথবা সাহায্য চাইবেন। তাকে আরো জানালো যে টেলিমেকাস তো এখন তাকে সাহায্য করতে পারবে না।

সুতরাং ওনাকে নগরের মধ্যেই কোন লোকের সাহায্য নিতে হবে। এতে যদি ঐ বৃদ্ধ ভিখারী কিছু মনে করেন তাহলে টেলিমেকাসের কিছুই করবার নেই। তখন ওডিসিয়াস টেলিমেকাসকে বললেন যে তিনি কিছুই মনে করবেন না। কারণ তিনি তো টেলিমেকাসের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। ভিক্ষুকদের পক্ষে শহরই হোল আদর্শ জায়গা। টেলিমেকাসের অস্বস্তি বোধ করার কোন কারণই নেই। সে যেন নিশ্চিন্তে যায়। ওডিসিয়াস তুষারপাত বন্ধ হলে তারপর যাবেন। কারণ তাঁর শীতের পোষাক নেই আর ইউমেয়াসের কুটির থেকে

শহরের পথও অনেকখানি। যেতে যেতেই উনি কাহিল হয়ে পড়বেন। তার চেয়ে পরে যাওয়াই ভাল। পিতা-পুত্রের এই অভিনয়টুকু ইউমেয়াসকে বোঝানোর জন্য প্রয়োজন ছিল। তাদের নিজেদের তো পরিকল্পনা ঠিক করাই রয়েছে। এবং চোখে চোখেও তাদের মধ্যে সেই কথাই হয়ে গেল।

টেলিমেকাস তো তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিয়ে প্রাসাদের দিকে রওনা হয়ে গেল। তার মন আজ উত্তেজনায় পূর্ণ। কারণ তার মা পেনিলোপের পাণীপ্রার্থীদের এতদিনের অন্যায় অবিচারের বদলা নেওয়ার সময় এসেছে। তাই প্রতিশোধস্পৃহায় তার মন টগবগ করে ফুটছে। সেই বাসনা দ্রুত চরিতার্থ করার জন্য টেলিমেকাস প্রাসাদের দিকে গেল। প্রাসাদে গিয়ে টেলিমেকাস দেখলো যে বাইরের ঘরের চেয়ার গুলো সুন্দর করে সাজানো। ঢাকনি দিয়ে চেয়ারগুলো ঢাকা। কারণ পাণিপ্রার্থীদের দল আসবে সুতরাং ঘরদোর তো গুছিয়ে রাখতেই হবে। এই সাজানো গোছানোর কাজ করছিল ইউরিক্লীয়া। ইউরিক্লীয়া কাজগুলো যখন করছিল তখন টেলিমেকাস প্রাসাদে এসে ঢুকলো।

টেলিমেকাসকে দেখামাত্র ইউরিক্লীয়া ছুটে চলে গেল প্রাসাদের ভিতরে। সেখানে রাণী পেনিলোপ অধীর আগ্রহে টেলিমেকাসের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছেন বটে যে টেলিমেকাস ফিরে এসেছে কিন্তু চোখে না দেখে তো তিনি কিছুতেই সুস্থির হতে পারছিলেন না। সেটা ইউরিক্লীয়া জানতো। তাই সে তড়িঘড়ি করে ভিতরে গিয়ে রাণী পেনিলোপকে টেলিমেকাসের ফিরে আসার খবর দিল।

টেলিমেকাসের ফিরে আসার খবর পাওয়া মাত্র দাস-দাসীরা সবাই হৈ হৈ করে ছুটে এল। ছুটে এলেন রাণী পেনিলোপ। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। এই কয়দিনের অদর্শন যেন দীর্ঘদিনের অদর্শন হয়ে দেখা দিল। বারবার করে রাণী পেনিলোপ বলতে লাগলেন যে তিনি কখনই ভাবতে পারেন নি যে কোনদিন আর টেলিমেকাসের সঙ্গে দেখা হবে। কারণ সে যখন তার পিতা ওডিসিয়াসের খোঁজ করতে দেশের বাইরে গেল তখন এটাই ধরে নিয়েছিলেন উনি যে ওডিসিয়াসের মত টেলিমেকাসেরও আর কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না। টেলিমেকাস মাকে ওডিসিয়াসের বিষয়ে আর কিছু

ভেঙ্গে বললো না। শুধু তাঁকে টেলিমেকাস জানালো যে সে একটা খুব বড় বিপদ থেকে যখন উদ্ধার পেয়ে এসেছে তখন তাকে তার মা যেন আবেগের বসে বিচলিত না করেন। কারণ তাহলে সে হয়তো আবগ তাড়িত হয়ে অন্য কিছু করে বসতে পারে যা তার পক্ষে এই মুহুর্তে করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না । তাই সে তার মাকে স্থান করে শুদ্ধ পোষাক পরে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে নিতে বললো। তারপর তাঁকে জানালো যে সে পীয়েরিয়াসের কাছে তার এক অতিথিকে রেখে এসেছে সে সেই অতিথিকে আনতে সেখানে যাচ্ছে।

এদিকে তো পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীরাও দেখেছে, যে টেলিমেকাস এসে গেছে। তারা তো টেলিমেকাসকে হত্যা করতে পারেনি সেই আক্রোশে ফুলছে রীতিমত। ব্যর্থতা তাদের করে তুলেছে আরো হিংস্র ও বিদ্বেষপরায়ণ। সেই বিদ্বেষ আর হিংসার জ্বালা মনের মধ্যে চেপে রেখে টেলিমেকাসকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এই পাণিপ্রার্থীর দল তার সঙ্গে দারুণ ভাল ব্যবহার করতে লাগলো, যেন কিছুই হয়নি। মনে যাই থাকুক, মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে টেলিমেকাসের কুশল জিজ্ঞাসা করলো। এদিকে টেলিমেকাস যে এতটা পথ পরিক্রমণ করে এসেছে তার ছাপ তার চেহারার মধ্যে বিন্দুমাত্র পড়েনি। কারণ দেবী এথেন তার চেহারার মধ্যে এমন এক ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছিল যে কেউই তার দিকে না চেয়ে পারছিল না। এমনই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল তার চেহারা। পাণিপ্রার্থীদের কথার উত্তর দিয়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই তখনকার মত মনের রাগ মনের মধ্যে চেপে রেখে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এল টেলিমেকাস।

প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসে টেলিমেকাস যখন বাজারের দিকে যাচ্ছিল তখন অনেকের সঙ্গেই রাস্তায় দেখা হোল। এরা প্রত্যেকেই টেলিমেকাসের বন্ধুভাবাপন্ন, যেমন মেন্টর, অ্যান্টিফাস এরা টেলিমেকাসকে নানান ধরনের প্রশ্ন করতে করতে তার সঙ্গেই চলছিল। এমন সময় পীয়েরিয়াস, মানে টেলিমেকাসের বিশ্বস্ত অনুচর এল। সঙ্গে ছিল টেলিমেকাসের অতিথি থিওক্লাইমেনাস। পীয়েরিয়াস প্রাসাদের দিকেই চলেছিল থিওক্লাইমেনাসকে সঙ্গে নিয়ে। পথের মধ্যে টেলিমেকাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। টেলিমেকাসকে পীয়েরিয়াস জানালো যে মেনেলাস যে সমস্ত মূল্যবান বস্তু টেলিমেকাসকে দিয়েছিলেন টেলিমেকাস

যেন সেগুলো নিয়ে যায়।

কিন্তু টেলিমেকাস তক্ষুনি সেই মূল্যবান উপহারগুলো নিতে রাজি হোল না। কারণ সে ধরতে পারছিল না যে ঘটনার গতি কোন দিকে এগোচ্ছে। তাই সে পীয়েরিয়াসকে বললো যে যদি এমন ঘটে যে তার মায়ের পাণিপ্রার্থীরা তাকে হত্যা করে সেক্ষেত্রে পীয়েরিয়াসই ঐ মূল্যবান উপহারগুলো যেন নিয়ে নেয়। আর তা যদি না হয় অর্থাৎ টেলিমেকাস যদি তার মায়ের পাণিপ্রার্থীদের ধ্বংস করে দিতে পারে তাহলে সে পীয়েরিয়াসের কাছ থেকে ওই সমস্ত উপহারগুলো চেয়ে নেবে। এরপর টেলিমেকাস তার অতিথি থিওক্লাইমেনাসকে স্নান করিয়ে পোষাক পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিল। তারপর খাইয়ে-দাইয়ে পরিতৃপ্ত করলো।

অতঃপর রাণী পেনিলোপ টেলিমেকাসকে জিজ্ঞাসা করলেন ওডিসিয়াসের খবর। টেলিমেকাস এবার যাত্রার শুরু থেকে যা যা ঘটেছিল সবই খুলে বললো। অর্থাৎ টেলিমেকাস প্রথমে গিয়ে পাইলসে রাজা নেষ্টরের সঙ্গে দেখা করে। রাজা নেষ্টর তাকে পুত্রের মত স্নেহে, মমতায় গ্রহণ করেন। তারপর টেলিমেকাসের মুখ থেকে সব কথা শুনে তাকে মেনেলাসের কাছে রথে করে পাঠিয়ে দেন। মেনেলাসের কাছে গিয়ে রাণী হেলেনকে দেখার কথাও টেলিমেকাস এই প্রসঙ্গে জানালো। সেই হেলেন যাকে কেন্দ্র করে ট্রয় এবং গ্রীকেরা এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর মেনেলাসের বক্তব্য টেলিমেকাস রাণী পেনিলোপকে জানালো যে মেনেলাস বলেছেন যে তিনি সমুদ্রের এক পুরনো দেবতার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে তার পিতা ওডিসিয়াস নাকি কোন এক দ্বীপে জলদেবী ক্যালিপসোর হাতে বন্দী হয়ে রয়েছেন। সেই দ্বীপের কাছাকাছি কোন জাহাজ বা কোন নাবিক না পাওয়ার জন্য উনি ফিরে আসতে পারছেন না।

রাণী পেনিলোপ খবরটা শুনে খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তাঁর যে কি করণীয় তাই তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এদিকে পাণিপ্রার্থীদের দল বসে রয়েছে শকুনির মত। তখন থিওক্লাইমেনাস তার জ্যোতিষবিদ্যাকে কাজে লাগালো। সে রাণীকে আশ্বস্ত করলো এবং সান্ত্বনাও জানালো। রাণীর

তখন ঐ সমস্ত তুচ্ছ সান্ত্বনার বাণী পছন্দ হচ্ছে না। কি করে পছন্দ হবে? যার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, শুধু সান্ত্বনার কথায় কি তার চিড়ে ভেজে! কিন্তু থিওক্লাইমেনাস তাঁকে জোর দিয়ে তখন বললো যে ওডিসিয়াস নিশ্চিতভাবে সেই মুহূর্তে নগরের মধ্যেই কোন না কোন জায়গাতে রয়েছেন। এই কথা সে জিউস এবং অন্যান্য দেবতাদের নামে দিব্যি করে বললো।

শুধু তাই নয় তিনি যে পাণিপ্রার্থীদের ওপর প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা করছেন সে কথাও জানাতে ভুললো না। এর কারণ ব্যাখ্যা করে জানালো যে সে টেলিমেকাসকে তখনই বলেছে যখন জাহাজে একটা সুলক্ষণ দেখতে পেয়েছিল। পেনিলোপের মনে তখন আনন্দের ছোঁয়া লাগল। যদি সত্যিই তাই হয় অর্থাৎ থিওক্লাইমেনাসের কথা সত্য বলে প্রতিপন্ন হয় তবে তো তাঁর আনন্দ হবারই কথা। প্রথম পাণি প্রার্থীদের হাত থেকে রেহাই। দ্বিতীয়, দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর ওডিসিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সম্ভাবনা। তাই তিনি থিওক্লাইমেনাসকে বলেও ফেললেন যে তার কথা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ সত্যিই যদি ওডিসিয়াস এখন নগর মধ্যে থেকে থাকেন এবং পাণিপ্রার্থীদের হাত থেকে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করার পরিকল্পনায় রত হন তবে তাকে এত দামী উপহার দেবেন যা কিনা তার স্বপ্নের অতীত!

একবার রাণী পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীদের দিকে নজর দিয়ে দেখা যাক এরা কি করেছে। কিছুই নয়, অন্যান্য দিনের মত প্রাসাদের মাঠে বিভিন্ন অস্ত্রক্রীড়ায় ডুবে ছিল, যা তারা প্রতিদিনই করতো। এমন সময় ডাক আসতেই তারা সব প্রাসাদের মধ্যে চলে এল। পরবর্তী কাজ খাওয়া দাওয়া। সুতরাং সেখানে তারা খাওয়া দাওয়ার যোগাড়যন্তরের চেষ্টায় লাগলো।

ওডিসিয়াসকে আমরা অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছি। সুতরাং সেখানেও একবার নজর দিয়ে দেখা যাক ওডিসিয়াস কি করেছে। এদিকে যখন এইসব কান্ড ঘটছে ওদিকে ওডিসিয়াস ইউমেয়াসের বাড়িতে নগরের মধ্যে যাবার তোড়জোড় করছিলেন। ইউমেয়াসের অবশ্য ওডিসিয়াসকে নগরের মধ্যে যেতে দেবার ইচ্ছে ছিল না। সে ভেবেছিল যে ভিখারীরূপী ওডিসিয়াসকে চাষবাস দেখাশোনার কাজে লাগাবে। কিন্তু যেহেতু তার মনিব রাগ করবে তাই সেটা তার একান্ত

ইচ্ছে থাকলেও পারছিল না। অগত্যা সে ওডিসিয়াসকে নিয়ে চললো শহরের পথ দেখিয়ে দিতে। ওডিসিয়াস ইউমেয়াসকে অনুরোধ জানালো পথটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই দেখিয়ে দেবার জন্য। কারণ পথটা নাকি খারাপ এমন কথা ওডিসিয়াস শুনেছিল। পথের মধ্যে চলার সুবিধের জন্য একটা লাঠিও চেয়ে নিল।

ইউমেয়াস আর কি করে ওডিসিয়াসের অনুরোধ তার ওপর মনিবের আদেশও ছিল, তাই তার খামার বাড়ির ভার কুকুর আর অন্যান্য লোকজনদের ওপর দিয়ে ওডিসিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ইউমেয়াস। তারপর শহরের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। ওডিসিয়াস চললেন পিছু পিছু ছিন্ন,জীর্ণ পোষাক ভিক্ষুকের বেশে!

যেতে যেতে পাহাড়ী পথটা পেরিয়ে ঝোপ জঙ্গলে ভরা ঝর্ণা দেখতে পেল। সেখানে ওরা দেখতে পেল একটা লোককে — নাম মেলানথিয়াস। মেলানথিয়াস একা ছিল না। সঙ্গে ছিল দুজন রাখাল। এই লোকটা রাণী পেনিলোপকে বিবাহেচ্ছু লোকজনদের জন্য কিছু পশু নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের খাওয়ার জন্য। সেগুলো যাতে এদিক ওদিক না চলে যায়, তাই সঙ্গে দুজন রাখাল তাক সাহায্য করছিল।

ওডিসিয়াসের বৃদ্ধ দশা আর ভিখারীর বেশ দেখে মেলানথিয়াস তাকে বিদ্রূপ করতে লাগলো। ঠাট্টা, ইয়ার্কি ইত্যাদি করতেও কম করলো না। ইউমেয়াস বললো যে ঐ নোংরা ভিখারীটি রাজপ্রাসাদে যাওয়ার যোগ্যই নয়। ও যদি রাজপ্রাসাদে যায় তবে ভোজসভার পুরো আনন্দটাই বানচাল হয়ে যাবে। মেলানথিয়াস যেন ভবিষ্যৎ বক্তা। ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে ওডিসিয়াসকে দেখেই ও বুঝে গেল যে ওডিসিয়াস বেজায় কুঁড়ে, তাঁর কাজ করবার ইচ্ছে নেই, তিনি খালি বসে বসে খেতে চান ইত্যাদি। বোকার মরণ আর কাকে বলে।

শুধু এই সমস্ত কথা বলেই ক্ষান্ত হোল না। সেই মেলানথিয়াস নামের পশু সরবরাহকারী ব্যাক্তিটি বলে যে সে যেন ভিক্ষুক বেশি ওডিসিয়াস তাঁকে দিয়ে দেয়। সে ওডিসিয়াসকে দিয়ে খামারে কাজ করাবে বা মাঠে পশু চরানোর কাজে লাগিয়ে দেবে। নতুবা প্রাসাদে ওই কুৎসিৎ লোকটাকে নিয়ে গেলে নাকি

সবার জুতোর আঘাতেই ও কুপোকাৎ হবে। ইউমেয়াস তো তাকে ওডিসিয়াসকে দিল না। সম্ভবত সেই আক্রোশ বশতঃই ঐ মেলানথিয়াস লোকটি ওডিসিয়াসকে যাবার সময় লাথি মেরে চলে গেল।

ওডিসিয়াসের হাত বাঁধা, তার কিছু করার নেই। নইলে সে হয়তো ঐ লোকটির মাথায় তার হাতের লাঠিটা মেরে মাথা গুঁড়ো করে দিত। কিন্তু ঐ পাণিপ্রার্থীদের শায়েস্তা করার আগে সে নিজেকে প্রকাশ করবে না আর অন্য ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়বে না সেইজন্য সে বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে নিল। ইউমেয়াস তখন জিউসের কন্যার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বললো যে যদি ওডিসিয়াস কোন ভাল কাজ করে থাকেন তবে যেন এই মেলানথিয়াস তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পায় এবং তাদের হাতেই যেন পায়। মেলানথিয়াস ইউমেয়াসের এই প্রার্থনা শুনতে পেয়েছিল। সে যেতে যেতেই বললো যে ওডিসিয়াস আর কোনদিন ফিরে আসবে না। বরং টেলিমেকাস মরবে অ্যাপালোর তীরে অথবা পাণিপ্রার্থীদের হাতে।

তখন মেলানথিয়াস এই বৃদ্ধ ভিখারীকে জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে কোথাও বিক্রী করে দেবে। মেলানথিয়াস এমনভাবে বললো যেন এই ঘটনাই ঘটবে। এবং সে একজন সর্বজ্ঞ হিসেবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যাচ্ছে। তার কথা শেষ করে সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চললো প্রাসাদের দিকে। তাকে তো আবার ঐসব ছাগল ইত্যাদি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি হোক প্রাসাদে হাজির হতে হবে। কারণ সেখানে পাণি প্রার্থীদের দলটি হয়তো তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ঐসব ছাগলগুলোই তো ভোজের জন্য বলিদান হবে।

ছাগল সরবরাহকারী মেলানথিয়াস তো চলে গেল। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল ইউমেয়াস, সঙ্গে ওডিসিয়াস। অবশেষে এসে দাঁড়ালো ইউমেয়াস প্রাসাদের সম্মুখে। প্রাসাদের দরজাতে এসে ওডিসিয়াস কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। কতদিন পরে তিনি তাঁর নিজের প্রাসাদ দেখছেন। অথচ তিনি তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারছেন না। এ যে কত বড় দুঃখ, যন্ত্রণার! সেই গভীর যন্ত্রণাকে ওডিসিয়াস। চেপে রাখলেন মনের ভিতরে। মুখে ইউমেয়াসকে বললেন,'জানো ইউমেয়াস এই প্রাসাদটা দেখে

আমার মনে হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই ওডিসিয়াসের প্রাসাদ। কি সুন্দর বাড়ি! কি চমৎকার কারুকাজ করা! কি দুর্দান্তভাবে দুর্গপ্রাকার সুরক্ষিত।'

ইউমেয়াস জবাব দিল,' তোমার ধারণা ঠিক।'

'ভিতরে নিশ্চয়ই খাওয়া দাওয়া চলছে!'

'ঠিক তাই। এখন তুমি কি করবে বল। তুমি নিজেই এখন ওদের সঙ্গে দেখা করবে না আমি ওদের গিয়ে বলবো যে বাইরে তুমি ওদের জন্য অপেক্ষা করছো ওরা যেন একবার এসে তোমার আবেদন শোনে।'

ওডিসিয়াস বুঝতে পারলেন যে ইউমেয়াস ভয় করছে ওডিসিয়াস হয়তো ওই সমস্ত হীন রুচীর লোকেদের দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। তাই ইউমেয়াসের সমস্যা বুঝে তাকে বললো,'তোমার সমস্যা আমি বুঝতে পেরেছি ইউমেয়াস। কিন্তু বহুদিন ধরে জলে, স্থলে ঘুরে আমার মন ও দেহ দুই ই খুব শক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি এমন সম্ভাবনা থাকে যে ওরা আমায় অপমান করবে বা আমার ওপর অত্যাচার করবে তা আমি সহ্য করতে পারবো।'

ইউমেয়াস বিস্মিত চোখে ওডিসিয়াসের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে তখন ওডিসিয়াস আবার ইউমেয়াসকে বুঝিয়ে বললো, 'এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই ইউমেয়াস। মোদ্দা কথাটা কি জানো, পেটই হল মানুষের সমস্ত দুঃখের কারণ। খিদেটা যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবীতে এত হিংসা,মারামারি যুদ্ধবিগ্রহ কিছুই থাকতো না। তাই পেটের সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষকে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। সইতে হয় অনেক অত্যাচার, অন্যায় ও অপমান। শুধু এই নয় পেটের তাগিদেই মানুষ ভেসে পড়ে সীমাহীন সমুদ্রে দূর অজানার উদ্দেশ্যে।'

প্রাসাদে ঢোকার দরজার কাছে এক বিশাল গোবরের ঢিবি হয়ে ছিল। গোবরগুলো জমানো হয় অনেকদিন ধরে তারপর জমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সারের জন্য। ঐ গোবরের স্তূপ তখনও জমিতে সারের জন্য পাঠানো হয় নি। সেই গোবরের ঢিবির উপরে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। বয়েসের ভারে কুকুটা ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু ওটা এক সময় শিকারী কুকুর ছিল। ঐ কুকুরটা কিন্তু ওডিসিয়াসকে চিনতে পেরেছে। কুকুরটার নাম আর্গস।

ওডিসিয়াস চিনতে পেরে গোবরের জঞ্জাল থেকে উঠে এসে ওডিসিয়াসের

পায়ের কাছে বসে লেজ দোলাতে লাগলো। পুরনো মালিককে আবার ফিরে পেয়ে তার আনন্দের অভিব্যাক্তি সারা দেহে ফুটে উঠেছিল। ওডিসিয়াস এই আর্গসকে নিজের হাতে শিকারের কাজ শিখিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ট্রয়বাসীদের সাথে যুদ্ধের জন্য ওডিসিয়াস প্রাসাদ ছেড়ে বের হলেন তারপর থেকে এই কুকুরের দিকে আর কেউ নজর দেয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ওডিসিয়াসের দেখে খুবই খারাপ লেগেছে। কষ্টে বুক ফেটে গেল অত সুন্দর শিকারী কুকুরটার ঐ রকম অবস্থা দেখে। তিনি মনের সেই ভাব মুখ ফুটে ইউমেয়াসের কাছে প্রকাশও করে ফেললেন।

ইউমেয়াসও তার দুঃখে দুঃখিত হয়েই উত্তর দিল যে যার মালিক বিদেশে গিয়ে মারা যায়, তার কুকুরের অবস্থা এমনই হয়। মালিক নেই তাই দাসদাসীরাও সাপের পাঁচ পা দেখে। অর্থাৎ ঠিকমত কাজ করে না। মনিব তো ভরসা করে দাসদাসীদের ওপরই এই সমস্ত ভার দিয়ে যান। তারা যদি না দেখে তো বাড়ির হাল বা যাদের দায়িত্ব ঐ সমস্ত চাকর-বাকরদের ওপর থাকে তাদের হাল এমনই করুণ হয়ে থাকে। যাই হোক বর্তমানে এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাই ইউমেয়াস ওডিসিয়াসকে এই কথা বলে প্রাসাদের ভিতরে চলে গেল পাণিপ্রার্থীদের ওডিসিয়াসের খবর দিতে।

ওদিকে আর্গস নামের কুকুরের হয়ে এসেছিল শেষ অবস্থা। এই দীর্ঘ উনিশ বছর যেন বেচারী প্রভুকে দেখার জন্যই কোনও মতে বেঁচে ছিল। তাই প্রভুকে একবার চোখের দেখা দেখেই জলভরা চোখে প্রভুর পায়ের কাছেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। ওডিসিয়াসেরও দুচোখ জলে ভরে উঠলো। যাই হোক ইউমেয়াস আবার এসে ওডিসিয়াসকে সঙ্গে করে প্রাসাদের চওড়া হলঘরে এসে ঢুকলো।

ঐ হলঘরের একপাশে বসে ছিল টেলিমেকাস। ইউমেয়াস এসে ঢুকলো আর তার পিছু পিছু লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এলেন ওডিসিয়াস। কুৎসিত দেখতে, সারা গায়ে রয়েছে ছেঁড়া ঝুলঝুলে পোষাক। ওডিসিয়াস এসে বসলেন এক কোণে একটা তক্তার ওপর। টেলিমেকাস একটা রুটি আর কিছুটা মাংস ইউমেয়াসের হাতে দিয়ে তাকে বলে দিল যে বৃদ্ধ ভিখারী যেন সবার কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে নেন। ভিখারীর তো আর লজ্জা করলে চলে না। ইউমেয়াস

এসে ওডিসিয়াসকে রুটি আর মাংস দিল এবং সেই সঙ্গে টেলিমেকাস যা যা বলেছে সেটাও ওডিসিয়াসকে বললো। ওডিসিয়াস নীরবে কথাটা শুনে তারপর খাওয়ার দিকে মন দিল।

যখন ওডিসিয়াস খেতে আরম্ভ করলেন তখন এক চারণ কবি গান গাইছিল। একে পাণিপ্রার্থীদের দলই আনন্দ করার জন্য নিয়ে এসেছিল। যতক্ষণ গান হোল ততক্ষণ ওডিসিয়াস মন দিয়ে খেলেন। গান শেষ হলে তিনি প্রত্যেকের কাছেই হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে শুরু করলেন। দেবী এথেন তাঁকে এমন আদেশই দিয়েছিলেন। কারণ তাতে কে কেমন ধরণের লোক ওডিসিয়াস বুঝতে পারবেন। এবং সেইরকমভাবে তিনিও তাঁর ব্যবহার পরবর্তীকালে করবেন। এদিকে কিন্তু পাণিপ্রার্থীদের দলের প্রত্যেকেই এই ভিক্ষুকবেশি ওডিসিয়াসের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষুকের পরিচয় সম্বন্ধে ভাবতে লাগলো। তারা নিজেদের মধ্যে এই কথা নিয়ে আলোচনাও করছিল।

তখন সেই পশুসরবরাহকারী মেলানথিয়াস এই পাণিপ্রার্থীদের জানালো যে সে যখন আসছিল তখন রাস্তার মধ্যে দেখতে পেয়েছিল যে ইউমেয়াস এই ভিখারীটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। সে কিন্তু একবারও উল্লেখ করলো না যে পথের মধ্যে সে ইউমেয়াসকে আর ভিক্ষুকবেশি ওডিসিয়াসকে কি বলেছিল!

মেলানথিয়াসের কথা শুনে অ্যান্টিনেয়াস ইউমেয়াসকে বললো ঃ

অনেকেই তো তোমার প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছে। তার সংখ্যাও তো প্রচুর। তা সত্ত্বেও রাজ্যের ভিখারীগুলোকে কি না ধরে আনলেই নয়?

ইউমেয়াস অ্যান্টিনেয়াসের কথায় খুবই অসন্তুষ্ট হল। সে সঙ্গে সঙ্গেই অ্যান্টিনেয়াসকে জবাব দিল ঃ

দেখ অ্যান্টিনেয়াস, তোমার যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। সেক্ষেত্রে তোমার কাছে উদারতা আশা করাই উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অতি অল্প উদারতাও তোমার মধ্যে নেই। একজন অতিথি—সে ভিখারীই হোক আর যাই হোক—বাড়িতে এলে কেউ কখনও তাকে তাড়িয়ে দেয় না।

অ্যান্টিনেয়াসকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ইউমেয়াস প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললো ঃ

আসল ব্যাপারটা কি জানো? তোমরা, যারা রাণীমাকে বিয়ে করতে চাও, তারা আমাদের প্রভু ওডিসিয়াসের কোন অনুচরকেই পছন্দ করো না।

অ্যান্টিনেয়াস হয়তো কিছু বলতো কিন্তু ইউমেয়াস সে সুযোগ না দিয়ে সতেজে বলে উঠলো।

তবে তুমিও শুনে রাখো, যতদিন প্রভুপত্নী এবং প্রভুপুত্র টেলিমেকাস বেঁচে আছেন ততদিন আমি কাউকে পরোয়া করি না।

টেলিমেকাস এর মধ্যে বাধা দিলো ঃ

যাকগে থেমে যাও। অ্যান্টিনেয়াসের কথা বলার ধরণই ওইরকম। সর্বদা মানুষকে আঘাত করেই ও কথা বলে।

এবার টেলিমেকাস অ্যান্টিনেয়াসকে বললো যে সে যেন ভিখারীকে কিছু অন্তত দেয়।

বাকবিতণ্ডার জন্যই হোক আর রাগের কারণেই হোক অ্যান্টিনেয়াস কিছু দিল না।

অ্যান্টিনেয়াস ছাড়া অন্য সবাই অল্প কিছু করে ভিক্ষে দিল।

ওডিসিয়াসের ভিক্ষের ঝুলি ভরে উঠলো রুটি আর মাংসে।

অ্যান্টিনেয়াস যদিও ওডিসিয়াসকে ভিক্ষে দেয়নি তবু সবার কাছে ভিক্ষে নিয়ে ফেরার সময় অ্যান্টিনেয়াসের কাছে এলেন।

অ্যান্টিনেয়াসকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন ঃ

আপনি ভিক্ষে দেবেন না?

অ্যান্টিনেয়াস চুপ।

ওডিসিয়াস আবার মুখ খুললেন ঃ

আপনাকে দেখে তো রাজা বলে মনে হচ্ছে! সেক্ষেত্রে আপনারই তো সবার চাইতে বেশি দেয়া উচিত।

অ্যান্টিনেয়াস জবাব দিল না।

ওডিসিয়াস বলে চললেন ঃ

জানেন, একসময় আমিও খুব বড়লোকের ঘরেরই ছেলে ছিলাম। চাকর-বাকরে বাড়ি ছিল ভর্তি। আমার মত অনেক ভবঘুরে. গরীব ভিক্ষুক সেদিন

আমার কাছে আসতো। আমি তাদের খুশি করে দিতাম।

একটু চুপ করে কি যেন ভেবে নিলেন ওডিসিয়াস। তারপর আবার মুখর হলেন ঃ

কিন্তু দুর্ভাগ্য। জিউসের অভিশাপে আমি মিশরে গিয়ে সর্বস্বান্ত হলাম। আমার সঙ্গী সাথীদের মিশরের রাজা হত্যা করে আমাকে পাঠিয়ে দেন সাইপ্রাসে। আমি এখানে এসেছি সেখান থেকেই।

অ্যান্টিনেয়াস এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো ঃ

তুমি আমাদের খাওয়া-দাওয়ার আনন্দটাই মাটি করে দিলে! তোমাকে আর কোন কথা বলতে হবে না! তুমি আমার টিবিলের সামনে থেকে সরে যাও। আর জেনে রেখো যারা তোমাকে ভিক্ষে দিয়েছে তারা কেউই নিজের থেকে কিছুই দেয় নি। সবই পরের ধনে পোদ্দারি।

ওডিসিয়াস কিছুটা অ্যান্টিনেয়াসের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন ঃ

আমারই ভুল হয়েছিল। আমি আপনার চেহারা দেখে আপনাকে উদার ভেবেছিলাম। আপনিও তো যে খাদ্য গ্রহণ করছেন তা পরের। দেবার ইচ্ছে থাকলে তো আপনি সেখান থেকেই দিতে পারতেন।

অ্যান্টিনেয়াস তখন তার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললো। টেবিলের তলা থেকে পা রাখার টুলটা বের করে সপাটে ওডিসিয়াসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। টুলটা গিয়ে লাগলো ওডিসিয়াসের ঘাড়ে।

ওডিসিয়াস দাঁড়িয়ে রইলেন অচঞ্চলভাবে।

সমস্ত ভোজসভায় তখন অখণ্ড নীরবতা।

ওডিসিয়াসই নীরবতা ভাঙ্গলেন ঃ

দেখুন আপনারা যারা রাণীর পাণিপ্রার্থী তারা দয়া করে শুনুন। অন্য কোন ভাগ বাঁটোয়ারার সময় কোন মানুষ মানুষকে হয়তো স্বার্থের তাগিদে এভাবে আঘাত করতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র ভিক্ষে চাওয়ার অপরাধে অ্যান্টিনেয়াস আমাকে এভাবে আঘাত করলো আপনারা সবাই তা দেখেছেন। যদি কোন দেবতা থাকে তাহলে আমি বলছি যে বিয়ের আগের দিন ঐ অ্যান্টিনেয়াস

নিশ্চিত মারা যাবে।

সভার অন্যান্য যারা ছিল তারাও অ্যান্টিনেয়াসের ব্যবহারে খুব রেগে গেল। অনেকেই বলাবলি করতে লাগলো যে অনেক সময় বিভিন্ন বেশে দেবতারা দেখা দেন মানুষকে। আর তাই যদি হয় তবে অ্যান্টিনেয়াস এই ভিখারীকে আঘাত করে ভীষণ অন্যায় করেছে।

অ্যান্টিনেয়াস কিন্তু কারো কথাকেই কোন মূল্য দিল না।

ওদিকে ওডিসিয়াসকে যে আঘাত করলো অ্যান্টিনেয়াস তা টেলিমেকাসকে বিঁধলো শেলের মত। কিন্তু অতি কষ্টে সে নিজেকে দমন করলো।

রাণী পেনিলোপও যখন শুনলেন যে অ্যান্টিনেয়াস তাঁর প্রাসাদে বসে একজন অতিথিকে অপমান করেছে! হলই বা সে ভিক্ষুক! কিন্তু অতিথি তো বটে। রাণী ভীষণ রেগে গেলেন এই ঘটনা শুনে। তিনি মনে মনে অভিশাপ দিলেন যে অ্যান্টিনেয়াস যেন দেবতা অ্যাপেলোর বাণে নিহত হয়।

রাণী তাঁর প্রধান পরিচারিকাকে বললেন :

যারা আমাকে বিয়ে করতে চায় তাদের সবাইকেই আমি ঘেন্না করি। কিন্তু সবচাইতে ঘৃ-ণ্য শয়তান হোল ঐ অ্যান্টিনেয়াস।

রাণী ইউমেয়াসকে খবর পাঠালেন ওডিসিয়াসকে রাণীর কাছে আনার জন্য। যথারীতি খবর গেল ইউমেয়াসের কাছে। তখন ওডিসিয়াস রাতের খাবার নিয়ে খেতে বসেছেন।

ইউমেয়াস রাণীর ডাক পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এল।

রাণী আসলে ঐ ভিখারীরূপী ওডিসিয়াসকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর গল্প শুনতে। সেইসঙ্গে এটাও জানতে চাইছিলেন যে সে ওডিসিয়াস সম্পর্কে কিছ্ জানে কি না।

ইউমেয়াস এসে রাণীকে ভিক্ষুকবেশি ওডিসিয়াস সম্পর্কে প্রশংসা করে প্রচুর কথা বললো। সবশেষে এও বলতে ভুললো না যে এ ভিখারীটির সঙ্গে ওডিসিয়াসের পরিচয় আছে। এবং ওডিসিয়াস বর্তমান রয়েছেন থ্রেসপ্রেসিয়ায়। খুব তাড়াতাড়ি উনি এখানে আসবেন।

রাণী আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন না। মনের অস্থিরতা চেপে সাগ্রহে বলে

উঠলেন ইউমেয়াসকে ঃ

যাও ঐ ভিখারীকে এক্ষুনি নিয়ে এস। আমি ওর মুখ থেকে সমস্ত কিছু নিজের কানে শুনতে চাই। ওদের বড় বাড় বেড়েছে। আমার অন্ন ধ্বংস করে আমার অতিথিকে অপমান করার সাহস পায়! একমাত্র ওডিসিয়াসই পারে ওদের এই অসভ্যতাকে শায়েস্তা করতে।

ইউমেয়াস মনের আনন্দে ওডিসিয়াসকে খবর দিতে ছুটলো যে রাণী তাকে ডেকেছেন।

ওডিসিয়াস ইউমেয়াসের কাছ থেকে সব শুনে তাকে শান্তভাবে বললেনঃ

আমি নিশ্চয়ই যাবো এবং আমি ওডিসিয়াস সম্বন্ধে যা জানি সব বলবো। কিন্তু এখন নয়। কারণ এখন যারা প্রাসাদে আছে তারা অত্যন্ত অসভ্য ও হিংস্র স্বভাবের। এদের যা স্বভাব তা দেখে আমার ভয় হচ্ছে। কেউ এদের অন্যায়ের প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারে না। তাই রাণীকে বল যে তিনি যেন সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। সূর্যাস্তের পর তাঁকে তাঁর ঘরে বসে সব বলবো।

ইউমেয়াস গিয়ে রাণীকে সব খুলে বললে রাণী বুঝলেন যে লোকটি বুদ্ধিমান। তিনি যে কতকগুলো অসৎ লোক দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন তা লোকটি বুঝেছে।

অতঃপর ইউমেয়াস ঐ নৈশভোজের আসর ছেড়ে নিজের বাড়ি চললো টেলিমেকাসের পরামর্শে।

ভিক্ষুক আইরাস বনাম ওডিসিয়াস

আইরাস নামে আর একজন ভিক্ষুক ছিল। সে ইথাকার রাজপথে ভিক্ষে করতো। রাজপ্রাসাদেও আসতো ভিক্ষে করতে। ভিক্ষে করা ছাড়াও সে অন্যের ফাইফরমাস খেটে বেড়াত।

সে রাজপ্রাসাদে ভিক্ষে করতে এসে দেখলো যে তার আগেই আর একজন বিদেশী ভিখারী সেখানে ভিক্ষে করতে এসেছে। স্বাভাবিক কারণেই সে তো ভীষণ রেগে গেল। কারণ ওডিসিয়াস ভিক্ষে করলে তো তার ভাগের ভিক্ষে কমে যাবে।

সে তখন ওডিসিয়াসকে রেগে বললো ঃ

তুমি কি ভেবে বসে আছ? যাও এখান থেকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে কেটে পড় তো! তুমি বুঝতে পারছো না এই প্রাসাদের লোকেরা চাইছে না তুমি এখানে থাকো? তুমি যদি না যাও তবে আমি কিন্তু তোমাকে মেরে তাড়াবো।

ওডিসিয়াস ভিখারীর কথায় বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে বললেনঃ

দেখ আমি তো তোমার কাজের কোনো ক্ষতি করিনি বা তোমাকে আঘাতও কিরিনি। তুমিও তো আমার মতই ভিক্ষে করে দিন কাটাও। হয়তো আমি বৃদ্ধ কিন্তু তোমাকে আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করতে আমার একটুকু কষ্ট হবে না। তার ফল কি হবে জানো? আর জীবনে এই প্রাসাদে আসতে পারবে না।

আইরাস তখন রাগের মাথায় বললো ঃ

তোমার সাহস তো কম নয় যে তুমি আমার সাথে লড়তে চাও! বেশ তো কর লড়াই সবাই দেখুক যে তোমার আমি কি হাল করি।

ভিক্ষুক আইরাস আর ওডিসিয়াস যখন বাকবিতণ্ডা করছিল তখন তা অ্যান্টিনেয়াসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে তখন অন্যান্য সব পাণিপ্রার্থীদের বললো ঃ

চল আমরা গিয়ে দুই ভিক্ষুকের কুস্তি দেখি।

অ্যান্টিনেয়াসের কথায় সবাই মিলে দুজনকে ঘিরে দাঁড়ালো।

অ্যান্টিনেয়াস প্রস্তাব দিল যে তাদের রাত্রির খাবারের জন্য কিছু মাংস রাখা আছে। ঐ দুজনের মধ্যে যে জিতবে সে সেই মাংস পাবে। শুধু তাই নয়, সে তাদের সঙ্গে নিয়মিত ভোজসভায় যোগ দেবে। এবং সে ছাড়া অন্য কেউ তাদের কাছে ভিক্ষে করতে পারবে না।

সবাই অ্যান্টিনেয়াসকে সমর্থন জানালো।

তখন ওডিসিয়াস সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো ঃ উপস্থিত যারা আছেন তারা সবাই বোঝেন যে আমার মত.একজন বৃদ্ধ এমন একজন যুবকের সাথে যুদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু পেটের তাগিদে আমাকে এই কাজ করতেই হবে। বেশ, তাই হোক। তবে একটা কথা আপনাদের দিতে হবে।

সবাই ওডিসিয়াসের কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। ওডিসিয়াস বললেন ঃ আমাকে কথা দিতে হবে যে কোন মতেই আপনাদের মধ্যে কেউ আইরাসকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসবেন না।

সবাই ওডিসিয়াসকে আশ্বাস জানালো।

রাজকুমার টেলিমেকাস নিজেও তাঁকে আশ্বাস জানালো এবং মল্লযুদ্ধে বিচারক হিসেবে নাম ধার্য্য করলো তার নিজের, অ্যান্টিনেয়াস আর ইউরিমেকাসের।

কুস্তি শুরু হল! কুস্তি শুরু হবার আগে ওডিসিয়াস যখন তার গায়ের কম্বলটা খুলে ফেলে দিল তখন তাঁর সুগঠিত চেহারা দেখে উপস্থিত পাণিপ্রার্থীর দল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারলো আইরাসকে বাঁচানোর ক্ষমতা কারো নেই।

আইরাস নিজেও ওডিসিয়াসের চেহারা দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

আইরাসকে ভীত দেখে অ্যান্টিনেয়াস তাকে বললো ঃ

তুমি যদি একজন বৃদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভীত হয়ে পড় তাহলে কিন্তু তোমার রক্ষা নেই। আবার এই বিদেশী যদি তোমাকে হারিয়ে দেয় তাহলে তোমাকে জাহাজে করে নরখাদকের দেশে পাঠিয়ে দেব। মনে থাকে যেন।

যদিও আইরাস ভয়ে কাঁপছিল তবু তাকে প্রায় জোর করেই মল্লযুদ্ধে

নামানো হল।

ওডিসিয়াস ভাবছিলেন যে তাকে বধ করবেন না অল্প আঘাত দিয়ে ছেড়ে দেবেন। তারপর ঠিক করলেন যে তাকে আঘাত দিয়েই ছেড়ে দেবেন। কারণ তার বেশি শক্তির পরিচয় দিলে অকারণে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। যা তিনি এক্ষুনি করতে চান না।

সত্যি বলতে কি যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল। আইরাস লড়তেই পারলো না। ওডিসিয়াস তাকে দাঁত ভেঙ্গে দেশের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অল্প-স্বল্প আঘাত করে তার পা ধরে টানতে টানতে দরজার কাছে এলে তার লাঠি তারই হাতে দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

আবার ওডিসিয়াস তার শতচ্ছিন্ন কম্বলটা গায়ে দিয়ে তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

পাণিপ্রার্থীর দল ওডিসিয়াসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার জন্য প্রার্থনা জানালো। সেই সঙ্গে এও জানাতে ভুললো না যে ঐ ভিখারীটাকে তারা নরখাদকের দেশে পাঠাবে।

অ্যান্টিনেয়াস তার কথা রাখলো। ওডিসিয়াসকে এনে দিল রুটি-মাংস। বলাবাহুল্য ওডিসিয়াস খুশিই হলেন।

এবার অ্যাম্ফিনেয়াস এগিয়ে ওডিসিয়াসকে বলে ঃ তুমি অনেক কষ্ট করেছ। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে তুমি সুখী হবে।

ওডিসিয়াস অ্যাম্ফিনেয়াসের সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে প্রীত হলেন ঃ দেখ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি ভদ্র। তোমার কথাও শুনেছি। তিনিও সদাশয় মানুষ হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। আমার কিছু কথা তোমায় বলবো।

অ্যাম্ফিনেয়াস চুপ করে রইলো।

ওডিসিয়াস বলতে থাকলেন ঃ মানুষ বড় অসহায়। যতদিন তার শক্তি সম্পদ থাকে ততদিন সে অন্য কারো কথা চিন্তা করে না। এমন কি ঈশ্বরের কথাও না। আমিও সেই রকমই ছিলাম। কিন্তু যেহেতু আজ আমার শক্তি-সম্পদ কিছুই অবশিষ্ট নেই সুতরাং আজ আমি ঈশ্বরের কথা ভাবছি। সব চাইতে শিক্ষার বিষয় কি জানো? অ্যাম্ফিনেয়াস উৎসুক হয়ে রইলো চুপ করে।

ওডিসিয়াস বাধা না পেয়ে বলতে লাগলো ঃ সবচাইতে শেখার জিনিষ হল এই যে ঈশ্বরের করুণা ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। আর বিধির নিয়ম শৃঙ্খলাকে কখনও লঙ্ঘন করতে নেই।

একটু চুপ করলেন ওডিসিয়াস।

আবার শুরু করলেন ঃ জানো প্রাসাদে যারা আছেন অর্থাৎ যে সমস্ত পাণিপ্রার্থীর দল প্রাসাদে রাজত্ব করছেন তারা এমন একজনের স্ত্রীকে অপমান করেছে যে সেই লোকের কাছে তাদের চরম শাস্তি পাওনা হয়ে গেছে। সে লোক আর খুব বেশিদিন দূরে থাকবেন না। খুব শীঘ্রই আসবেন। এবং ঐ ব্যক্তি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদে রক্তের বন্যা বইবে।

এই কথা বলে ওডিসিয়াস তাঁর মদের পাত্র দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে অ্যাম্ফিনেয়াসের দিকে মদের পাত্রটা বাড়িয়ে দিলেন।

অ্যাম্ফিনেয়াস পাত্রটা নিলেন না। কারণ সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল দেবী এথেনের ভবিষ্যতবাণী—'টেলিমেকাসের বর্শার আঘাতে প্রাণ হারাবে অ্যাম্ফিনেয়াস।'

অ্যাম্ফিনেয়াস নিজের ভবিষ্যত ভাবনায় ভীত হয়ে ধীরে ধীরে নিজের জায়গাতে গিয়ে বসলো।

ওদিকে রাণী বসে ছিলেন তাঁর নিজের ঘরে। দেবী এথেন রাণীর মাথার মধ্যে একটা বুদ্ধি গজিয়ে দিলেন। পেনিলোপ স্থির করলেন যে তিনি গিয়ে তাঁর পাণিপ্রার্থীদের একচোট তীব্র ভাষায় গালাগাল করবেন। তাতে তাঁর ছেলের চোখে তিনি পতিব্রতা নারী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। ফলে ছেলের চোখে তাঁর গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে।

তিনি দাসীকে ডেকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে জানালেন যে তিনি একা যাবেন না, সঙ্গে দুজন দাসীকে নিয়ে যাবেন।

দাসী তাঁকে তাঁর দেহের প্রসাধনের ব্যাপারে সচেতন করে দিলে তিনি বললেন ঃ

দরকার নেই। যেদিন থেকে আমার স্বামী হারিয়ে গেছেন সেদিন থেকেই আমার দেহ সৌন্দর্যের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ নষ্ট হয়ে গেছে।

দাসী চলে গেল।

হঠাৎ রাণীর ভারী ঘুম পেয়ে গেল। আসলে এ হল দেবী এথেনের মায়া।

রাণী ঘুমিয়ে পড়লে দেবী এথেন মায়া বলে রাণীর প্রসাধনপর্ব করিয়ে দিলেন। অকস্মাৎ বেড়ে গেল তাঁর গায়ের চামড়ার কমণীয়তা।

যাইহোক, দাসীরা এলে রাণী তাদের নিয়ে পাণিপ্রার্থীদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মুখের ওপর আড়াল টেনে একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তাঁর অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত চেহারা দেখে পাণিপ্রার্থীদের তাঁর প্রতি লোভ আরো বেড়ে গেল।

কিন্তু পেনিলোপ কোনদিকে না চেয়ে বললেন ঃ টেলিমেকাস, যখন তুমি ছোট ছিলে তখন তোমার যে বিচারবুদ্ধি ছিল আজ তার কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। আমার অবাক লাগছে এই ভেবে যে একটু আগে কেমন অশোভন ঘটনা এ বাড়িতে ঘটে গেল!

পাণিপ্রার্থীরা নীরব হয়েই রইলো।

রাণী একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন ঃ একজন অতিথির সঙ্গে তোমার সামনে অন্যায় অশ্লীল ব্যবহার করা হয়েছে আর তুমি চুপ করে থেকে বসে বসে তা দেখেছো!

টেলিমেকাস তাঁর কথার কোন জবাব দিল না!

রাণী টেলিমেকাসের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন ঃ এরপর অন্য কোন অতিথি যদি এ বাড়ি থেকে এরকম কোন ব্যবহার পান তখন তুমি কি করবে?

এবার টেলিমেকাস ধীর স্থিরভাবে তার জবাব দিল ঃ মা, তুমি যে রাগ করছো অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু যারা এখানে আছে তাদের বাধার জন্যই আমার ন্যায় অন্যায় বোধ থাকা সত্ত্বেও আমি কিছুই করতে পারিনি। কারণ এখানে যারা আছে তারা আমাকে কেউই সমর্থন করে না।

উপস্থিত পাণিপ্রার্থীদের দল এই প্রসঙ্গ সহ্য করতে পারছিল না। তাই ইউরিমেকাস তাদের হয়ে এই প্রসঙ্গের অবসান ঘটাতে চাইলো ঃ রাণী পেনিলোপ, তুমি ভুল বুঝো না। আজ তোমাকে যেন সৌন্দর্যের এক লেলিহান শিখার মত

দেখাচ্ছে। আজ যদি গ্রামবাসী তোমাকে দেখতো তবে আমি নিশ্চিত যে তারা সবাই তোমার পাণিপ্রার্থীতে পরিণত হত।

রাণী ইউরিমেকাসের প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ ইউরিমেকাস তুমি জান না যেদিন আমার স্বামী যুদ্ধ যাত্রা করলেন সেইদিন থেকেই আমার রূপ লাবণ্য সমস্ত কিছু আমার দেহ ছেড়ে চলে গেছে। আজ যদি ওডিসিয়াস থাকতো তবে হয়তো আমার দেহ রূপলাবণ্যে পূর্ণ হয়ে উঠতো।

এবার রাণী পুরনো ভাবনায় যেন আত্মবিস্মৃত হলেন ঃ যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিনের কথা আমার আজও মনে পড়ে। আমার হাত দুটি ধরে তিনি বললেন—আমার অবর্তমানে এ বাড়ির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমায় দিয়ে গেলাম। আমি যখন থাকবো না আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখো। মানুষ করে তুলো আমার ছেলেকে। হয়তো ট্রয়যুদ্ধ শেষে আমি বাড়িতে নাও ফিরতে পারি.. ...

আবার সম্বিত ফিরে পেলেন রাণী।

নিজেকে সংযত করে বলতে লাগলেন ঃ হায় তার কথাই হয়তো সত্যি হতে চলেছে। সত্যিই তিনি হয়তো আর কোনদিন ফিরবেন না। হয়তো আমাকে অন্য কাউকে বিয়ে করতেই হবে......

আবার মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হলেন রাণী।

পরমুহূর্তেই জ্বলে উঠলেন তিনি ঃ কিন্তু তোমরা এত অসভ্য-অশ্লীল যে তোমরা আমারই পাণিপ্রার্থী হয়ে আমারই বাড়িতে বসে বসে আমারই অন্ন ধ্বংস করে চলেছো। অথচ নিয়ম হচ্ছে যে যারা প্রেম নিবেদন করবে তারা মেয়ের বাড়িতে খাদ্য, রসদ উপহার সমস্ত কিছুই সঙ্গে করে আনে। আর তোমরা ঠিক তার বিপরীত কাজ করে চলেছো।

পেনিলোপের কথা শুনে ওডিসিয়াস খুব খুশি হলেন।

ওদিকে অ্যান্টিনেয়াস রাণীর কথা শুনে বলে উঠলো ঃ রাণী তুমি যদি উপহার চাও তার জন্য আমরা চিন্তা করি না। আমরা প্রত্যেকেই তোমাকে বহু দামী উপহার দিতে পারি সে ক্ষমতাও আমাদের রয়েছে। কিন্তু তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কাউকে তোমার জীবন সঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত করছো, ততক্ষণ আমরা কেউই প্রাসাদ ছেড়ে যাবো না।

সবাই অ্যান্টিনেয়াসের কথা মেনে নিয়ে যে যার লোককে পাঠালো পছন্দসই উপহার আনতে।

একে একে মহামূল্যবান সমস্ত উপহার জড়ো হতে লাগলো প্রাসাদে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মূল্যবান উপহারে ঢেকে গেল প্রাসাদ।

রাণী উপহারগুলো দেখে কোন কথা না বলে উপরে চলে গেলেন। তাঁর পরিচারিকারা উপহারগুলো নিয়ে গেল।

এদিকে পাণিপ্রার্থীরা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠলো।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। সন্ধ্যা হতেই নাচগান বন্ধ হল। সেই বিশাল হল ঘরটাকে আলোয় উদ্ভাসিত করে রাখবার জন্য তারা আগুন জ্বাললো। প্রচুর কাঠ ফেলে দিয়ে আগুনকে চাঙ্গা করে রাখতে লাগলো।

ওডিসিয়াস সমস্ত কিছুই দেখছিলেন। তারপর দাসীদের বললেন ঃ তোমরা বরং রাণীর কাছে যাও। তাঁর কোন দরকার লাগতে পারে। তাঁকে সঙ্গ দেওয়াও তোমাদের একটা কাজ। আমি বরং আগুনে কাঠ ফেলে দিচ্ছি।

ওডিসিয়াসের কথা শুনে দাসী মেলানথো হঠাৎ রেগে গেল ঃ বেশি কথা বোল না তো! তুমি রাত্রিবেলা এখানে বসে বসে কি করছো? বাজে লোক কোথাকার! বেশি বক্‌বক্ করবে তো আইরাসের চাইতে কোন শক্তিশালী লোক ডেকে তোমার মাথাটা একেবারে দুফাঁক করে দেব।

অবশ্য মেলানথোর রেগে যাওয়ারও কারণ ছিল। মেলানথোকে রাণী পেনিলোপ ছোটবেলা থেকে মানুষ করে তুললেও মেলানথো কিন্তু রাণীর প্রতি মোটেই বিশ্বস্ত ছিল না। ইউরিমেকাসের সঙ্গে ছিল তার গোপন ভালবাসা।

ওডিসিয়াস কিন্তু মেলানথোর কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ঃ

দেখ, বাড়াবাড়ি কর না। আমি এক্ষুনি গিয়ে যদি টেলিমেকাসকে তোমার কথা বলে দিই, আমি নিশ্চিত যে টেলিমেকাস তোমার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

ওডিসিয়াসের কথা শুনে মেলানথো তো বটেই, অন্যান্য দাসীরাও ভয় পেয়ে পালালো।

ওডিসিয়াস জ্বলন্ত আগুনে কাঠ ফেলে দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে

আড়চোখে দেখছিলেন পাণিপ্রার্থীদের।

ওডিসিয়াসের ভেতরের যন্ত্রণাকে আরো গভীর করতে চাইলেন দেবী এথেন। তাই এত তাড়াতাড়ি পাণিপ্রার্থীদের মতের পরিবর্তন উনি করালেন না।

হঠাৎ ইউরিমেকাস অন্যান্য সঙ্গী সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলল ঃ বুঝলে বন্ধুগন, আমার মনে হয় কোন দেবতা এই ভিখারীটিকে এই রাজপ্রাসাদে পাঠিয়েছে।

সবাই ওডিসিয়াসের দিকে তাকালো।

ইউরিমেকাস বললো।

দেখ তো ওর গা দিয়ে একটা জ্যোতি বের হচ্ছে না? আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

সবাই ইউরিমেকাসের এই রসিকতাকে বেশ উপভোগই করলো। এবার ইউরিমেকাস ওডিসিয়াসকে বললো ঃ আচ্ছা, তোমাকে যদি আমি আমার খামারবাড়িতে নিয়ে গিয়ে গাছ গাছালির কাজে লাগাই তাহলে তুমি কাজ করবে? খাওয়া পরার ভাবনা তাহলে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

একটু চুপ করে থেকে ইউরিমেকাস বললো ঃ অবশ্য এও ঠিক যে কাজ করে খাওয়ার চেয়ে ভিক্ষে করে খেতেই তোমার বেশি ভাল লাগবে।

ওডিসিয়াস একটু থেমে ইউরিমেকাসকে উত্তর দিলেন ঃ ইউরিমেকাস, সারাটা গরমকাল জুড়ে যদি তুমি আর আমি মিলে ঘাস কাটি তাহলে দেখবে যে তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি কাজ করেছি। কিম্বা ধর যদি যুদ্ধ লাগে তবে প্রথম সারিতে আমার যুদ্ধ করা দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ঠিক উল্টো ব্যাপার। অর্থাৎ সব কিছুই তোমার মুখে। আসল ক্ষমতার বেলায় টুঁ টুঁ। আজ যদি হঠাৎ ওডিসিয়াস ফিরে আসে তবে তো পালানোর পথ পাবে না। স্বাভাবিক কারণেই ইউরিমেকাস প্রচণ্ড রেগে গেল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলো ঃ বদমাস! আইরিসকে হারিয়ে তোমার ভারী গর্ব হয়েছে, তাই না?

কথাটা বলেই ইউরিমেকাস হাতের কাছে একটা কাঠের টুল ছিল সেটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল ওডিসিয়াসের দিকে। কিন্তু সেটা গিয়ে লাগলো মদ পরিবেশনকারী

চাকরের হাতে। তার হাত থেকে মদ পড়ে গেল।

ঘরটা এমনিতেই আধা আলো আধা অন্ধকারময় পরিবেশ ছিল। মদটা পড়ে যেতেই ঘরের মধ্যে একটা হৈ চৈ বেঁধে গেল। পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো যে একটা ভিখারীকে নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে।

টেলিমেকাস সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো ঃ দেখুন আমার মনে হয় যে মদের নেশায় আপনারা স্থান কাল বিস্মৃত হয়েছেন। আজ অনেক রাত হয়েছে। আপনারা বরং যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনাদের পানভোজন মনে হয় যথেষ্টই হয়েছে। সুতরাং আপনারা যান।

টেলিমেকাসের কথা যথেষ্ট ঔদ্ধত্যপূর্ণই হয়েছিল। তাই পাণিপ্রার্থীদের অনেকেই মনে মনে ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু প্রতিবাদ করল না কেউ।

সবাই যে যার ঘরে চলে গেল।

⌒ সপ্তদশ অধ্যায় ⌒
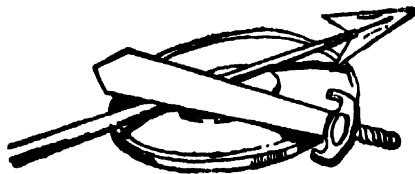
ওডিসিয়াসের পরিচয় ফাঁস হল।

রাজা ওডিসিয়াস ভিখারীর বেশে রয়েছেন! বসে রয়েছেন নিজের প্রাসাদে এক আধা অন্ধকার বিশাল ঘরে নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশে একাকী। কি অসহায়!

এক সময়ের প্রতাপশালী রাজা!

আসলে তাই হয়। ঈশ্বরের অপার করুণা যেমন একজন পাপী-তাপীকেও পার করে দেয়। তেমনি ভিখারী করে দেয় একছত্রাধিপতিকে। আবার ভিক্ষুককে করে তোলে সম্রাট।

রাজা ওডিসিয়াস সেই আধো অন্ধকারময় বিশাল ঘরে বসে বসে ভাবছিলেন তাঁর নিজের ভাগ্যের কথা।

শুধু তাই নয়, আরো ভাবছিলেন যে দেবী এথেন যদি সাহায্য করেন তাহলে কিভাবে বা কি উপায়ে হটানো যায় ঐসমস্ত অসৎ অভদ্র পাণিপ্রার্থীদের।

তিনি প্রথমে অনুভব করলেন যে তার পুত্রকে কিছু নির্দেশ দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা।

টেলিমেকাস এল। ওডিসিয়াস টেলিমেকাসকে বললেন ঃ

টেলিমেকাস সমস্ত অস্ত্রগুলি অস্ত্রাগার থেকে সরিয়ে রেখো। যদি পাণিপ্রার্থীরা এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবে যে অস্ত্রাগারে আগুন লেগেছিল। অনেক অস্ত্র নষ্টও হয়ে গেছে। তাই ওগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছে।

টেলিমেকাস নীরবে সম্মতি জানালো।

অতঃপর টেলিমেকাস অস্ত্রাগারের দিকে গেল ওডিসিয়াসের কথামত কাজ করার জন্য। অস্ত্রাগারে যাবার আগে সে তার সবচাইতে বিশ্বস্ত দাসী ইউরিক্লিয়ার সঙ্গে কথা বললো ঃ শোন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত অস্ত্র অস্ত্রাগার থেকে আনা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন দাসীকে কিছুতেই এদিকে আসতে দেবে না।

ইউরিক্লীয়া টেলিমেকাসের কথামত কাজ করলো। আরো নিশ্চিত হবার জন্য অন্য দাসীদের ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দিল।

ওদিকে টেলিমেকাস আর ওডিসিয়াস দুজনে মিলে অস্ত্রগার থেকে অস্ত্র অন্য জায়গাতে নিয়ে আসতে লাগলো।

কাজ হচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে। স্বাভাবিক কারণেই এই দুজনের কষ্ট হচ্ছিল পথ দেখতে।

দেবী এথেন তখন তাদের আলো দেখাতে লাগলেন।

হঠাৎ আলো!!

ভীষণ অবাক হয়ে গেল টেলিমেকাস!!

কোথা থেকে এল এই আলোর রোশনাই!

টেলিমেকাস বিস্মিত চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। তারপর ওডিসিয়াসকে বললো ঃ নিশ্চিত কোন দেবতা এ বাড়িতে এসেছেন! ঘরের চতুর্দিকে কেমন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

ওডিসিয়াস জবাবে বললেন ঃ দেবতাদের মহিমা বোঝা ভার। তুমি শুতে যাও। দাসীরা ঘরদোর পরিষ্কার করুক। তাছাড়া তোমার মাও বোধহয় আমাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করতে চায়।

টেলিমেকাস চলে গেল।

রাণী পেনিলোপ নেমে এলেন ওপরের ঘর থেকে। দাসীরা খাবার টেবিল পরিষ্কার করছিল। এমন সময় মেলানথোর নজরে পড়লো ওডিসিয়াসকে। সে তাঁকে দেখেই আবার রেগে উঠলো ঃ গেলা তো হয়েছে, আর যেখান থেকে এসেছ সেখানে যাও না। না গেলে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হবে।

ওডিসিয়াস অসন্তুষ্ট হয়ে বললো ঃ আমার দীন মলিন বেশ দেখেই কি তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো? তুমি জানো না একদিন আমারও সুদিন ছিল। আমারও শয়ে শয়ে চাকর চাকরাণী ছিল। আমার দরজায় যেই ভিক্ষে চাইতে আসতো তাকেই ভিক্ষে দিতাম। জিউসের অভিশাপে আমার সব যায়। সুতরাং এ কথাটা মনে রেখো মানুষের চিরদিন সমান যায় না। তোমারও চকিরি কাল চলে যেতে পারে।

রাণী সব শুনলেন তারপর মেলানথোকে বললেন ঃ আমি সবকিছু জেনেছি।

তুমি অন্যায় করেছ এবং এরজন্য তোমাকে ফলভোগ করতে হবে।

অতঃপর রাণী ওডিসিয়াসের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে রাণী ওডিসিয়াসকে বললেন ঃ বলুন এবার আপনার কথা। কোথা থেকে আসছেন কি বৃত্তান্ত, আপনার বাড়িতেই বা কে কে আছে—সবকিছু। ওডিসিয়াস রাণীর কথার উত্তরে বললেন ঃ দেখুন আপনি অতিশয় বুদ্ধিমতী। আপনার কাছে কিছু গোপন করা সম্ভব নয়। শুধু আপনাকে একটা অনুরোধ করবো যে আপনি সবকিছুই জানুন কিন্তু আমার বংশ ও বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

রাণী অবাক হয়ে শুধোলেন ঃ কেন?

কারণ আমার অতীতের কথা কেবল আমার দুঃখই বাড়িয়ে দেবে। জীবনে এত দুঃখ পেয়েছি যে তা আপনাকে বললে সে শুধু আপনার বিরক্তিরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

রাণী এবারে আন্তরিক দুঃখ পেয়ে বললেন ঃ দেখুন, যেদিন উনি যুদ্ধে গেলেন সেদিন থেকেই আমার সব শেষ। আবার উনি ফিরে এলে হয়তো আমার সবকিছু ফিরে পাবো।

এমন বলছেন কেন?

কারণ, তাঁর অবর্তমানে অনেকে এসেছে আমাকে বিয়ে করবার জন্য। শুধু তাই নয় তারা আমার সম্পত্তিও নষ্ট করছে বসে বসে। আমারই অর্থে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-ফুর্তি, পানাহার সবকিছুই দেদার চলছে।

ওডিসিয়াস নীরব হয়ে রাণীকে বলার সুযোগ দিলেন। রাণী থামলেন ঃ এদের জন্য আমি আমার অতিথিদের দিকেও নজর দিতে পারি না। রাজা ওডিসিয়াসের জন্য আমার মনের মধ্যে যন্ত্রণার শেষ নেই।

ওডিসিয়াস মনে মনে খুশি হলেন।

রাণী একটু থেমে সংযত করলেন তাঁর উদ্‌গত আবেগকে। তারপর আবার তাঁর কথায় খেই ধরলেন ঃ এরা আমাকে বিয়ের জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে। কিন্তু আমি নানা ছলনার সাহায্যে কোনমতে তাদের শান্ত রাখি।

ওডিসিয়াস উৎসুক চোখে তাকিয়ে শুধোল ঃ ছলনা? মানে?

প্রথমে আমি একটা কায়দা করেছিলাম। বৃদ্ধ লার্তেস যখন মারা গেল তখন আমি একটা আচ্ছাদন তৈরী করতে বসলাম ঐ শবদেহ ঢাকবার জন্য। তাদের বললাম যে এই আচ্ছাদন দিয়ে মৃতদেহ না ঢ়াকা হলে আমার ওপর ঈশ্বরের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তারা ব্যাপারটা মেনে নিল।

তারপর?

তারপর আমি দিনের বেলা সূঁচ-সুতো দিয়ে কাপড়ে কাজ করতাম আর রাত্রে খুলে রেখে দিতাম সুতোর কাজগুলো। ফলে বেশ কিছুদিন তাদের ঠেকিয়ে বাখতে পেরেছিলান।

তারপর সেটা কি ধরা পড়লো?

হ্যাঁ। আমার এক দাসী সব তাদের কাছে প্রকাশ করে দিল। তারা আমার কৌশল হাতে-নাতে ধরে ফেললো।

এরপর?

এখন আর আমি কোনও কৌশল খাড়া করতে পারছি না। এদিকে আমার বাবা-মাও চাপাচাপি করতে শুরু করেছেন কাউকে বিয়ে করার জন্য। টেলিমেকাসও বড় হয়ে উঠেছে। সেও রাজ্যের ভার নেবার উপযুক্ত হয়েছে। থাকগে অনেকক্ষণ আমার কথা বললাম। এবার আপনি আপনার কথা বলুন।

এবার ওডিসিয়াস শুরু করলেন ঃ দেখুন আপনি যখন না শুনে ছাড়বেন না তখন অগত্যা আপনাকে বলতেই হচ্ছে। তবে সে বড় দুঃখের গল্প। আপনার ধৈর্য্যের ওপর অত্যাচার না করে আমি সংক্ষেপে বলছি।

এবাব ওডিসিয়াস এক মনগড়া গল্প বললেন। তবে সে গল্প এত মর্মস্পর্শী যে তা শুনে রাণী পেনিলোপের চোখে সত্যিই জল এল।

রাণীর অর্থাৎ ওডিসিয়াস তাঁর স্ত্রীর চোখে জল দেখে নিজের চোখের জলকে সামলাতে পারছিলেন না। তবু তিনি কোনমতে তা রোধ করলেন।

ওডিসিয়াস তাঁর মনগড়া গল্পে বলেন যে, তিনি ক্রীট দ্বীপে রাজা ওডিসিয়াসকে কিছুদিনের জন্য আতিথ্য দান করেছিলেন। রাণী ওডিসিয়াসকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি যে তাঁকে সত্যিই আতিথ্য দান করেছিলেন তার

কোন প্রমাণ দিতে পারেন? মানে আমি বলতে চাইছি যে তখন তাঁকে দেখতে কেমন ছিল বা কি ধরনের পোষাক তাঁর পরিধানে ছিল এই সমস্ত আর কি।

ওডিসিয়াস জবাব দিলেন ঃ দেখুন প্রায় উনিশ বছর আগে তাঁকে দেখেছি। এখন তাঁর চেহারা বর্ণনা করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু চেষ্টা করছি।

অতঃপর ওডিসিয়াস উনিশ বছর আগে তাঁর নিজেরই বর্ণনা যথাসম্ভব পরিষ্কার করেই দিলেন।

পেনিলোপ গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। বিশেষ করে পোশাকের ব্যাপারে তিনি একেবারেই অবিশ্বাস করলেন না কারণ তিনি নিজেই ওডিসিয়াসকে এই পোশাকটি দিয়েছিলেন।

আবার রাণী তাঁর পুরনো কথা মনে করে কাঁদতে লাগলেন।

তখন ওডিসিয়াস তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। শুধু তাই নয় তাঁকে ওডিসিয়াস আশ্বাস দিলেন যে এই বছরের এই তিথিতেই ওডিসিয়াস ফিরে আসবেন আর সঙ্গে করে আনবেন বিপুল ধনরাশি।

রাণী ওডিসিয়াসকে অজস্র ধন্যবাদ জানালেন তাঁকে এই শুভ সংবাদ দেবার জন্য। তবে রাণীর মনের শঙ্কা একেবারে দূর হল না। তিনি আসলে চিন্তা করছিলেন যে ওডিসিয়াস কিভাবে দেশে ফিরবেন!

অতঃপর ভবিষ্যতের ভাবনা পরের জন্য রেখে রাণী দাসীদের আদেশ করলেন যে ওডিসিয়াসকে যেন যথোপযুক্ত অতিথির মর্যাদা দেওয়া হয়। এমনকি পরদিন সকালে টেলিমেকাসের পাশে বসে খাবার অনুমতি পর্যন্ত দিলেন। সেই সঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন যে পাণিপ্রার্থীদের কেউ যদি এ বিষয়ে আপত্তি করে তবে সে রাণীর অনুগ্রহ লাভ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবে।

তখন ওডিসিয়াস নিজেই সাজশয্যা ইত্যাদি বিষয়ে আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন ঃ আমি চাই না আপনার কোন দাসী আমার হাত পা ধুইয়ে দেয়। ওসবে আমার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ যদি কোন বয়স্কা অভিজ্ঞতা সম্পন্না দাসী আমাকে সেবা করার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

রাণী ভিক্ষুকবেশি ওডিসিয়াসের বিজ্ঞতার প্রশংসা করে ডেকে পাঠালো

ইউরিক্লীয়াকে।

এই ইউরিক্লীয়া এলে ওডিসিয়াসকে জন্ম মুহূর্ত থেকে লালন পালন করেছে।

ইউরিক্লীয়া এলে রাণী ভিক্ষুকবেশী ওডিসিয়াসের সেবার ভার তার ওপর দিলেন। ইউরিক্লীয়াকে রাণী বললেন ঃ ইউরিক্লীয়া ইনি তোমার মনিবেরই সমবয়সী। তুমি এঁরই সেবা করো।

ইউরিক্লীয়া হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ওডিসিয়াসের উদ্দেশ্যে। ভিক্ষুক বেশী ওডিসিয়াসকে দেখতে দেখতে বার বার বিলাপ করে চলেছিল যে ঐ ভিক্ষুকের দেহের গঠন একেবারে ওডিসিয়াসের দেহের গঠনের মত।

প্রমাদ গুনলেন ওডিসিয়াস!

তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে জবাব দিলেন ঃ যারা আমাদের দুজনকে দেখেছে তারা বলে বটে যে আমাদের চেহারার মধ্যে খুব মিল রয়েছে। এমনকি মুখের মধ্যেও মিল রয়েছে।

যাইহোক ইউরিক্লীয়া পা ধোবার জল নিয়ে এসে ওডিসিয়াসের পা ধুয়ে দিতে লাগলো।

ওডিসিয়াস অন্ধকারের দিকে মুখ ঘোরালেন! কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর হাঁটুর একটি জন্মদাগ রয়েছে, যা দেখে ইউরিক্লীয়া খুব সহজে তাঁকে চিনতে পারবে।

ওডিসিয়াস ঠিকই ভেবেছিলেন। ইউরিক্লীয়া ঠিকই চিনতে পারলো তাঁর পা ধুতে গিয়ে। চিনতে পেরেই কান্নায় তার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আবেগে বুজে এল তার কণ্ঠ। আনন্দের অশ্রু ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়লো তার গাল বেয়ে।

ইউরিক্লীয়া ওডিসিয়াসের চিবুকটা ধরে তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে গভীর আবেগের সঙ্গে বললো ঃ বাবা আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমিই ওডিসিয়াস।

ওডিসিয়াসকে চিনতে পেরেই রাণী পেনিলোপের দিকে ইশারায় কিছু বলবার জন্য তাকালো। কিন্তু দেবী এথেনের অভিলাষে রাণীর মুখ তখন অন্য দিকে ফেরানো ছিল। তাই ইউরিক্লীয়ার ইশারা রাণী দেখতে পেলেন না।

ওডিসিয়াস তখন ইউরিক্লীয়াকে আস্তে আস্তে বললেন। তুমি ধাত্রী। তুমি আমাকে নিজের বুকের দুধ দিয়ে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছ। তুমি কি আমার ক্ষতি চাও? তুমি কি চাও আমি শেষ হয়ে যাই?

কেন এ কথা বলছ কেন?

তুমি যে আমাকে চিনতে পেরেছ এ কথা ঘুণাক্ষরেও কখনও প্রকাশ করবে না। তাহলে আমার বেঁচে থাকা মুশকিল হবে। তুমি যদি আমার পরিচয় প্রকাশ কর তাহলে পাণিপ্রার্থীদের হারিয়ে দেবার পর অন্যান্য দাসীদের সাথে তোমাকেও যমের বাড়ি পাঠাবো।

ইউরিক্লীয়া সবই বুঝলেন কেন ওডিসিয়াস তাঁর পরিচয় আপাতত গোপন করে রাখতে চাইছে। তারপর বললো ঃ বাবা, আমাকে এভাবে বলতে হবে না। আমি একতাল পাথরের মত চুপ করে থাকবো। তুমি তো আমার গোপনতা রক্ষা এবং বিশ্বস্ততা ব্যাপারে সবই জানো।

ইউরিক্লীয়া ওডিসিয়াসের পা ধুইয়ে মুছিয়ে আগুনের তাপে গা সেঁকে দিল।

এমন সময় রাণী তাঁর এক স্বপ্নের অর্থ ওডিসিয়াসকে জিজ্ঞাসা করলেন। ওডিসিয়াস ব্যাখ্যা করে জানালেন যে তার অর্থ যে ওডিসিয়াস ফিরে এসে তাঁর পাণিপ্রার্থীদের হত্যা করবেন।

অতঃপর যে যার ঘরে শুতে চলে গেলেন। ইউরিক্লীয়া নিজের মনের গোপন গহ্বরে চেপে রাখলো হারিয়ে পাওয়ার আনন্দ।

৫২ অষ্টাদশ অধ্যায় ৫৩

সংকট এল ঘনিয়ে

ওডিসিয়াস যখন শুতে যাচ্ছেন তখন দেখলেন যে কতকগুলো দাসী সদলে পাণিপ্রার্থীদের ঘরের দিকে চলেছে। দেখে রাগে তিনি এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যে তাঁর মনে হল যে পারেন তো তক্ষুণি তাঁদের হত্যা করেন। কিন্তু অনেক কষ্টে তিনি তাঁর ক্রোধকে সংযত করলেন।

সংযত হলেন বটে তিনি কিন্তু নিস্ফল আক্রোশে নিজের মনের মধ্যেই ফুঁসতে লাগলেন। তবু তিনি শান্ত থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল সাইক্লোপ নামে এক অপদেবতা তাঁর চোখের সামনেই তাঁর লোকজনদের যখন ধরে ধরে খাচ্ছিল তখনও তিনি ঠিক এইরকমভাবেই চুপ করেছিলেন। ফলস্বরূপ বেঁচে গিয়েছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

আগুপিছু ভেবে ওডিসিয়াস তাঁর ক্রোধ দমন করলেন বটে কিন্তু বিছানায় শুয়ে গভীর দুশ্চিন্তা, যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। তিনি কিছুতেই চিন্তায় আনতে পারছিলেন না যে এতগুলো দুর্বৃত্তদের সঙ্গে তিনি একা কি করে পেরে উঠবেন!

দেবী এথেনের আবির্ভাব হল এমন সময়! তিনি ওডিসিয়াসের মাথার কাছে এসে বললেন ঃ এই গভীর রাতে নিদ্রাহীন অবস্থায় কেন এসব চিন্তা করছো? তুমি তো তোমার নিজের বাড়িতে আছো। তোমার সঙ্গে রয়েছে টেলিমেকাসের মত ছেলে!

ওডিসিয়াস দেবী এথেনের প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ দেবী মন থেকে চিন্তা ভাবনা কিছুতেই দূর করতে পারছি না। আমি একা আর ওরা সর্বদা দল বেঁধে থাকে। আর যদি ধরেও নিই যে আমি ওদের সকলকে হত্যা করলাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি পালিয়ে যাবো কোথায়? এইসব কথাই আমি ভাবছি।

দেবী ওডিসিয়াসকে বলবেন ঃ দেখ কত লোক আছে যারা এর থেকে অনেক কম সাহায্য লাভ করে খুশি হয়। সেক্ষেত্রে তুমি আমার অকুণ্ঠ সাহায্য

পেয়েও খুশি নও? তুমি বুঝতে পারছে না কেন, আমি যদি তোমার সহায় থাকি সেক্ষেত্রে পঞ্চাশজন লোক তোমায় একসঙ্গে আক্রমণ করলেও তাদের ভেতর থেকে তুমিই জয়ী হবে। সুতরাং নিশ্চিন্তে তুমি ঘুমিয়ে পড়।

পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন ওডিসিয়াস।

ওদিকে গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল রাণী পেনিলোপের।

কেন? তিনি দেখেছেন দুঃস্বপ্ন। হ্যাঁ, তিনি ঘুমের মধ্যে প্রায়ই দেখেন নানারকম স্বপ্ন! কোন অর্থই যার হয় না। অথবা বিরাট অর্থ হয়তো বহন করে। রাণী তা বোঝেন না। বোঝার চেষ্টা যে করেন না তা নয়। কিন্তু তাঁকে বোঝাবে কে? সে রাত্রেও তিনি এক দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে দেবী আর্তেমিসের কাছে প্রার্থনা জানালেন তঁরা নশ্বর দেহকে কোন অলৌকিকভাবে প্রাণশূন্য করে দেবার জন্য।

রাণীর প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই সকালের রঙীন আলোর ঝলকানি আকাশে দেখা দিল।

ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল ওডিসিয়াসেরও।

তিনি বসে বসে রাণীর প্রার্থনার অনেক কথাই শুনতে পাচ্ছিলেন।

ওডিসিয়াস দেবারাজ জিউসের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ হে পরম পিতা, অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে আমাকে আজ আমার নিজের বাড়িতে এনে ফেলেছ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ বাড়ির কোন লোকই আমায় এখনও কোন আশার কথা শোনাচ্ছে না কেন?

হঠাৎ বিনা মেঘেই হল প্রচণ্ড বজ্রগর্জন!

এ যেন দেবরাজ জিউসেরই উত্তর।

ওডিসিয়াস বুঝলেন দেবরাজের ইঙ্গিত।

হঠাৎ একজন দাসীর বকবকানি ওডিসিয়াসকে আকর্ষণ করলো।

কয়েকজন দাসী মিলে যারা গমের দানা পিষে আটা তৈরী করে পাণিপ্রার্থীদের খাওয়াবার জন্য, তাদেরই মধ্যে একজন দাসী হঠাৎ বলে উঠেছিল ঃ বিনামেঘেই বাজের আওয়াজ। এ নিশ্চয়ই কোন আশার কথা। আজ তাহলে নিশ্চয়ই আমার কষ্টের শেষ হবে। ঐসব বিয়েপাগলা লোকগুলোর জন্য ময়দা পিষে পিষে

আবার গায়ে গতরে একেবারে ব্যাথা হয়ে গেল!

এমন সময় অন্যান্য দাসীরা ঘুম থেকে উঠে এসে কাজে যোগ দিল।

টেলিমেকাস এসে ইউরিক্লীয়ার কাছে ওডিসিয়াসের সেবা যত্নের বিষয়ে খোঁজখবর নিল। ইউরিক্লীয়া বললো যে তাঁর সেবা যত্নের কোন ত্রুটি হয়নি। তখন টেলিমেকাস বেরিয়ে পড়লো বাজারের দিকে কাঁধে তরোয়াল আর হাতে বর্শা নিয়ে। সঙ্গে ছিল কয়েকটা কুকুর।

প্রাসাদে শুরু হয়ে গেছে সকালের কাজকর্ম। এমন সময় ইউমেয়াস এল। সঙ্গে মোটা তিনটে বাচ্চা শূয়োর।

ইউমেয়াস তাঁকে প্রশ্ন করল ঃ কি, বাবুরা পরে তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিল নাকি খালি খারাপ ব্যবহারই করে চলেছে?

ওডিসিয়াস সখেদে বললেন ঃ জানি না কবে ঈশ্বর ওদের দুর্ব্যবহার আর বদমাইসি শেষ করবেন!

ছাগলপালক মেলানথিয়াস এসে ওডিসিয়াসকে দেখেই খিঁচমিচ করে উঠলোঃ কি? তোমার ভিক্ষের কি শেষ হয়নি? তোমার ভিক্ষে করার কি আর কোন জায়গা নেই?

ওডিসিয়াস দুঃখ পেলেন মনে। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না।

তবে সবাই যে তাঁকে হেয় করছিল তা নয়। যেমন ফিলাতিয়াস নামে এক রাখাল এসে ওডিসিয়াসের দুঃখে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়ে গেল।

বলাই বাহুল্য ওডিসিয়াস খুশি হল রাখালের ব্যবহারে। তাকে আশ্বাস দিলেন তিনি যে খুব শীঘ্রই ওডিসিয়াস ফিরে এসে এই দুর্নীতি মুক্ত করবেন।

রাখাল বললো ঃ হে বন্ধু তোমার কথা যেন সত্য হয়। সত্যিই যেন ওডিসিয়াস ফিরে এসে এই কলঙ্ক, বেয়াদপি আর দুর্নীতিমুক্ত করে প্রাসাদে সেই আগেকার শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

ওডিসিয়াস রাখাল বালককে শপথ করেই বললেন যে ওডিসিয়াস ফিরে আসবেই। ওদিকে পাণিপ্রার্থীর দল আবার নীচের বিশাল হলঘরে এসে একে একে জমায়েত হল। তারা আবার টেলিমেকাসকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত হল।

সবাই মিলে যখন টেলিমেকাসকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, এমন সময় আকাশে একটা কুলক্ষণ দেখা দিল। হত্যার ষড়যন্ত্র চলাকালীন এই ধরনের খারাপ লক্ষণ দেখে দেখে এম্ফিনোমাস সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললো ঃ আমাদের এই ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই কারণ এ পরিকল্পনা সফল হবে না। এই আলোচনা করার সময় খারাপ লক্ষণ দেখা গেছে।

এবার ভোজসভায় টেলিমেকাস ওডিসিয়াসকে নিজের হাতে মদ মাংস পরিবেশন করে তাঁকে বললো ঃ এখন থেকে আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন। আমি আপনাকে অন্যের আগাত বা অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবো। এটা তো সরাইখানা নয়, এটা হল রাজা ওডিসিয়াসের প্রাসাদ। সুতরাং তাঁর অবর্তমানে এটা আমার প্রাসাদ।

এবার টেলিমেকাস পাণিপ্রার্থীদের উদ্দেশ্য করে বললো, শুনুন আমি আপনাদের বলছি যে আপনারা যে কোনরকম অশালীন, হিংসাত্মক ঘটনা, ঝগড়া বিবাদ এগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবেন।

টেলিমেকাস যে এতটা উদ্ধত হতে পারে এটা পাণিপ্রার্থীরা চিন্তাই করতে পারেনি। কেউ কথাই বলতে পারলো না কিছুক্ষণ।

ওদিকে দেবী এথেন ওডিসিয়াসের মন থেকে পাণিপ্রার্থীদের ওপর ক্রোধের ভাব কোনমতেই অপসারিত হতে দিচ্ছিলেন না। এই পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে টেসিপ্পাস নামে একজন ওডিসিয়াসকে অপমান করবার জন্য উপহারস্বরূপ একটা গরুর ক্ষুর ছুঁড়ে দিল।

ওডিসিয়াস সরে যাওয়াতে ক্ষুরটা গায়ে না লেগে দেওয়ালে গিয়ে লাগলো।

টেলিমেকাস টেরিপ্পাসকে উদ্দেশ্য করে বললো ঃ ঐ ক্ষুরটি যদি ওর গায়ে লাগতো তাহলে এই বর্শা তোমার বুকটা চিরে ফেলতো। তোমাকে বিয়ে করার পরিবর্তে তখন তোমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে হত।

এবার সমবেত লর্ডদের দিকে চেয়ে টেলিমেকাস দীপ্ত তেজের সঙ্গে বললোঃ শোন, আমি কিন্তু আর কচি খোকাটি নেই। তোমাদের অনেক দুর্ব্যবহার আমি সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়। বিশেষ করে এই অতিথির কোন অপমান আমি সহ্য করতে রাজি নই।

টেলিমেকাসের এই ঔদ্ধত্য সবাইকে বিস্মিত করে তুললো। বেশ কিছুক্ষণ গেল অখণ্ড নীরবতা।

অবশেষে বরফ ভাঙ্গলো এজলাস ঃ ঠিকই বলেছে টেলিমেকাস। তার অতিথি বা ভৃত্যদের আর কেউ আমাদের মধ্যে অপমান করবে না। তবে আমাদেরও একটা কথা আছে। এতদিন ধরে ওডিসিয়াস আসবে এই আশায় টেলিমেকাস আর তার মা আমাদের সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। কিন্তু এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তার ফেরার কোন আশা নেই। সেক্ষেত্রে টেলিমেকাসের মা বিয়ের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিলেই আমরা বিদেয় হই। আর টেলিমেকাসও নিশ্চিন্তে তার ধনরত্ন ভোগ করতে পারে।

টেলিমেকাস জবাব দিল ঃ মায়ের বিয়েতে আমার তো কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি নিজে যদি বিয়ে না করেন সেক্ষেত্রে আমি তো ছেলে হয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারি না!

টেলিমেকাসের কথায় পাণিপ্রার্থীরা হেসে উঠলো। কিন্তু বিদেশী অতিথি থিওক্লাইমেনাস ছিল জ্যোতিষী।

থিওক্লাইমেনাস এই পূর্বাভাসে কথা বলাতে অন্যান্য পাণিপ্রার্থীর তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করলো। তখন থিওক্লাইমেনাস সেখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে উঠে পড়লেন নিজের দেশে ফিরবার জন্য। যাবার আগে অন্য লর্ডদের বলে গেল ঃ তোমরা আমাকে নিয়ে রসিকতা করল ... কিন্তু জেনে রেখো, আমি দেখতে পাচ্ছি, স্পষ্টভাবে, এমন এক বিরাট বিপর্যয় নেমে আসছে যার থেকে তোমাদের কারো রেহাই নেই।

থিওক্লাইমেনাস চলে গেল।

টেলিমেকাসের নিষেধ সত্ত্বেও জনৈক লর্ড বিদ্রূপ করলো ওডিসিয়াসকে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো টেলিমেকাস। কিন্তু সে ওডিসিয়াসের দিকে চেয়ে তার রাগ সংযত করলো। কারণ সে ওডিসিয়াসের দিক থেকে আক্রমণের প্রতীক্ষা করছিল।

ওডিসিয়াস কিন্তু কোন সাড়াশব্দ করলেন না। কারণ তখনও সময় হয়নি।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ধনুর্বিদ্যা প্রতিযোগিতা

দেবী এথেন কাজে নেমেছেন অনেক আগেই। এবার রাণী পেনিলোপের মনে এক ইচ্ছে ঢোকালেন।

পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে হবে ধনুর্বিদ্যার প্রতিযোগিতা। এই ধরনের ইচ্ছে তাঁর মনে হল। এই ধনুর্বিদ্যার প্রতিযোগিতা হবে তাঁর বাড়িতে রাখা একটা বিশাল ধনুকের মাধ্যমে।

রাণী পেনিলোপ এগিয়ে চললেন। প্রাসাদের একপ্রান্তে একটা বন্ধ ঘর আছে, সেখানে রয়েছে সেই বিশাল ধনুক।

এই ধনুকের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে—

একবার ওডিসিয়াসের সঙ্গে ইফিটাসের দেখা হয় ওর্সিলোকাসের প্রাসাদে। তখন ওডিসিয়াস যুবক। ওডিসিয়াসের সঙ্গে ইফিটাসের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ইফিটাস তাঁর বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওডিসিয়াসকে একটা বিশাল ধনুক দান করেন। ওডিসিয়াস যখন ট্রয়যুদ্ধে যান তখন ধনুকটি নিয়ে যাননি। প্রাসাদের এককোণে একটা রুদ্ধ ঘরে সযত্নে রেখে যান।

রাণী ধনুকটি বের করে নিয়ে এলেন। সেই বিরাট ধনুকের সঙ্গে বিষাক্ত তীরে ভরা একটা তূণ আর বারটা লোহার আংটা।

আর একটা বাক্সও দাসীরা বয়ে নিয়ে এল। এই বাক্সর মধ্যে ছিল কতকগুলো অস্ত্র যা সাধারণতঃ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যবহার হয়।

ধনুকটা তুলতে গিয়ে রাণীর চোখে জল ভরে এল।

যাইহোক ধনুক নিয়ে রাণী এলেন পাণিপ্রার্থীদের সামনে। তারপর তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আপনারা আমার স্বামীর অবর্তমানে এ বাড়ির যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন। আজ তার সমাপ্তি ঘটানোর জন্য এই প্রতিযোগিতার আয়োজন আমি করছি।

লর্ডের দল উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই ধনুকের ছিলা পরিয়ে এই বারোটা আংটার প্রত্যেকটির মধ্যে দিয়ে তীর নিক্ষেপ করতে পারবে তাকেই আমি বরমাল্য দান করবো।

অ্যান্টিনেয়াস ঐ ধনুক দেখে যদিও পরিষ্কারই বললো যে এখানে ঐ বিশাল ধনুকে ছিলা লাগিয়ে তীর নিক্ষেপ করার মত ক্ষমতা কারো নেই। তবু তার নিজের মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে হয়তো সেই চেষ্টা করলে পরাতে পারে।

প্রথমে টেলিমেকাস চেষ্টা করলো, পরপর তিনবার। কিন্তু পারলো না। অতঃপর সে নামিয়ে রেখে বললো ঃ না। আমি দেখছি সত্যিই ছেলেমানুষ। দেখুন আপনারা নিশ্চয়ই পারবেন।

এবার একেএকে এগিয়ে এল সমস্ত পাণিপ্রার্থীরা। কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একই ফল হল।

অ্যান্টিনেয়াস তখন মেলানথেয়াসকে বললো ঃ মেলানথেয়াস তুমি আগুন জ্বালিয়ে একটা পশমের কাপড় গরম কর তো। আমার মনে হয় পশমের গরম কাপড় দিয়ে ধনুকটা ধরলে ছিলা পরানো অনেক সহজ হবে।

মেলানথিয়াস অ্যান্টিনেয়াসের কথামত কাজ করলো। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ফল যে সে সেই।

যাইহোক সবাই মিলে বারংবার চেষ্টা করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ফিলেতিয়াস আর ইউমেয়াস প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। তাদের পিছু এল ওডিসিয়াস।

ওডিসিয়াস দুজনকে ডেকে বললো ঃ আচ্ছা ওডিসিয়াসের সঙ্গে যদি এখন যুদ্ধ হয় তবে তোমরা কার পক্ষ নেবে?

দুজনেই শপথ করে বললো যে ভগবানের ইচ্ছেয় যদি ওডিসিয়াস ফেরেন তবে তারা নিঃসন্দেহে তারই পক্ষ নেবে।

তখন ওডিসিয়াস নিজের পরিচয় ফাঁস করলেন। শুধু তাই নয় তিনিই যে আসলে ওডিসিয়াস সে প্রমাণও দিলেন।

ইউমেয়াস আর ফিলাতেয়াস আনন্দে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওডিসিয়াসের গলা জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

কিছুক্ষণ আনন্দের বানে ভাসবার পর ওডিসিয়াস নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর দুজনকে বললেন ঃ শোন এখানে বেশিক্ষণ থাকলে কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। তোমরা একে একে প্রাসাদে যাও। পাণিপ্রার্থীরা আমাকে ধনুকটা সম্ভবত ধরতে দেবে না। কিন্তু ইউমেয়াস তুমি নিজে আমাকে ধনুকটা এনে দেবে আর ভেতরে দাসীদের গিয়ে বলে দেবে যে তারা কোন গোলমাল শুনলেও যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে না আসে।

এবার ওডিসিয়াস ফিলানতিরাসকে নির্দেশ দিলেন ঃ তুমি প্রাসাদের দরজাগুলো ভাল করে বন্ধ করে দেবে।

ওডিসিয়াস নির্দেশ দিয়ে প্রাসাদের মধ্যে চলে গেলেন।

ইউমেয়াস আর ফিলানতিয়াসও একে একে নিজেদের কাজে চলে গেল।

ওদিকে প্রাসাদের মধ্যে ধনুকে ছিলা পরাতে সবাই বার বার করে চেষ্টা করছিল কিন্তু সফল কেউই হচ্ছিল না। তখন অ্যান্টিনেয়াস বুদ্ধি খাটিয়ে বললো ঃ আমার মনে হচ্ছে আজ তীরন্দাজ দেবতার ছুটির দিন। আজ কোন কারণেই তীর ধনুকে হাত দিতে নেই। আমার মনে হয় আমাদের আগামীকাল চেষ্টা করা উচিত।

সবাই অ্যান্টিনেয়াসের কথাকেই মেনে নিল। কারণ বারবার চেষ্টা করতে করতে ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল সবাই।

অতঃপর প্রাসাদের ভৃত্যরা যখন লর্ডদের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো তখন ওডিসিয়াস লর্ডদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আমি আপনাদের কাছে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। আপনারা তো প্রতিযোগিতা আজ বন্ধ করতে চান কিন্তু তার আগে একবার ঐ ধনুকটির মধ্যে দিয়ে আমার শক্তি পরীক্ষার একটা সুযোগ দেবেন।

ওডিসিয়াসের এই অনুরোধ সবচাইতে ক্ষিপ্ত করে তুললো অ্যান্টিনেয়াসকে। সে ওডিসিয়াসকে যাচ্ছেতাই অপমান করতে লাগলো। তখন রাণী পেনিলোপ বললেন ঃ অ্যান্টিনেয়াস তুমি টেলিমেকাসের অতিথির সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে অত্যন্ত অশালীনতার পরিচয় দিয়েছো। তুমি কি মনে কর ঐ লোক যদি এ কাজে সফল হয় তাহলেই সে আমাকেই বিয়ে করে নেবে? উনি নিজে কি

এ কথা বিশ্বাস করেন?

তখন ইউরিমেকাস বললো, ঘটনাটা তা নয়। ও রাণীকে বিয়ে করবে না সে কথা সত্য। কিন্তু দুর্নাম হবে। লোকে বলবে আমরা দুর্বল অথচ একজন ভিখারী আমাদের টেক্কা দিয়ে যাবে।

রাণী বললেন ঃ অন্য রাজপুত্রের অন্ন ধ্বংস করতে যাদের লজ্জা করে না তাদের ঐটুকু দুর্নামে কিছুই আসবে যাবে না। উনি যদি পারেন তাহলে ওনাকে সবরকমভাবে আমি সাহায্য করবো।

টেলিমেকাস বললো ঃ সবচাইতে বড় কথা, ধনুক আমার, আমি ঠিক করবো যে ধনুক কাকে দেব বা না দেব। আপনারা এর মধ্যে নাক চালাচ্ছেন কেন? আপনারা যে যার ঘরে যান।

টেলিমেকাসের নির্দেশে ইউমেয়াস ধনুক নিয়ে এগিয়ে গেল ওডিসিয়াসের দিকে। ওডিসিয়াসের হাতে ধনুক দিয়ে সে চলে গেল ওডিসিয়াসের নির্দেশমত কাজ করতে। সে ইউক্লীয়াকে গোপনে বললো সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দিতে।

ইউরিক্লীয়া ভীত হয়ে পড়েছিল কিন্তু তবু আদেশ পালন করলো। ওদিকে ওডিসিয়াস পরীক্ষা করছিল ধনুকটি আগের মত আছে কিনা। পাণিপ্রার্থীদের মুখমণ্ডল হয়ে উঠলো রক্তশূন্য। অতঃপর ওডিসিয়াস নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন বারোটা আংটার মধ্য দিয়ে শর। এবং সে পরীক্ষা ও যথেষ্ট ভালভাবে উতরে গেলেন।

এবার ওডিসিয়াস টেলিমেকাসকে বললেন, তাহলে তোমার অতিথি তোমার সম্মান বজায় রেখেছে কি বল। এবার তাহলে নৈশভোজ শুরু হোক। ওডিসিয়াস ইশারা করতেই টেলিমেকাস কাঁধে তলোয়ার, হাতে বর্শা নিয়ে দাঁড়ালো ওডিসিয়াসের পাশে।

৩২ বিংশ অধ্যায় ৪০

যুদ্ধ শেষে মিলনের বাজনা

জরাজীর্ণ কম্বল গা থেকে খুলে ফেলে সুগঠিত দেহ নিয়ে একটি কাঠের তক্তার উপর দাঁড়ালেন ওডিসিয়াস। ধনুকটি একহাতে বাগিয়ে ধরলেন তিনি। তারপর পাণিপ্রার্থীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে বন্ধুগণ। এবার যে খেলা শুরু হবে তা আমার নিজের খেলা।

ধনুকে তীর সংযোজন করলেন ওডিসিয়াস। প্রথমে কার ঘাড়ে কোপটি পড়লো? বলাবাহুল্য অ্যান্টিনেয়াস ছাড়া আর কে হবে?

অ্যান্টিনেয়াসের বাড়াবাড়িই সবচাইতে বেশি হয়েছিল। ছাড়িয়ে গিয়েছিল ওডিসিয়াসের সহ্যের সীমা। কথাতেই আছে ঃ অতি বাড় বেড়ো না। অতি বাড় বেড়েছিল অ্যান্টিনেয়াসের। তার পতন যে সর্বাগ্রে হবে এতো সাধারণ ব্যাপার! তীর ছুঁড়লেন ওডিসিয়াস অ্যান্টিনেয়াসকে লক্ষ্য করে। অ্যান্টিনেয়াস তখন কি করছিল? কি আবার করবে? নৈশভোজ প্রতিদিন যেমন হয় সেই আনন্দের উৎসবে মাতোয়ারা হবার জন্য মদের গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিলেন। হায়! মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক! মানুষ কল্পনা করে, ঈশ্বর ভেস্তে দেন। তা অ্যান্টিনেয়াসের পরিকল্পনাও ভেস্তে গেল। এ জীবনে তার আর মদের গ্লাসে চুমুক দেওয়া হল না। গলা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল ওডিসিয়াসের তীরের ফলা। তীরটি ছিল বিষাক্ত। মদের পাত্র অ্যান্টিনেয়াসের হাতেই রয়ে গেল।

টেবিলে রাখা খাবারদাবারগুলো রক্তে লাল হয়ে উঠলো। পাণিপ্রার্থীদের রাগের বহর কে দেখে! সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে কি লাভ? যুদ্ধ করতে গেলে তো অস্ত্রশস্ত্র চাই? তা তারা পাবে কোথায়? টেলিমেকাস আর ওডিসিয়াস আগেই তো অস্ত্রশস্ত্র ফাঁকা করে রেখেছিল। কোন অস্ত্রই তারা হাতের কাছে পেল না। পাণিপ্রার্থীরা ভাবলো যে হঠাৎ বোধহয় তীরটা ছিটকে গিয়ে লেগেছে। এমনও হতে পারে বিদেশী হয়তো অ্যান্টিনেয়াসকে মারতে চায়নি।

তবু তারা সবাই মিলে একযোগে ওডিসিয়াসকে বললো, তোমার খেলা এবার শেষ হয়েছে বিদেশী। তুমি জান না, তুমি কি করছ? ইথাকার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে তুমি হত্যা করেছ। সুতরাং মরতে তোমাকে হবেই।

এবার ওডিসিয়াস আর আত্মগোপন করে রইলেন না। নিজের পরিচয় দিলেন ওডিসিয়াস। শোনরে তোরা—শোনরে নীচ কুকুরের দল—তোরা কি ভেবেছিলি যে ট্রয় থেকে আর কোনদিন আমি ফিরতে পারবো না? তাই তোরা আমার ধন-সম্পত্তি নষ্ট করেছিস? আমার স্ত্রীকে অপমান করেছিস? তোদের এত বড় দুঃসাহস!! আর নয়। এবার শেষ। তোদের শেষ সময় আগত। এবার ঈশ্বরের নাম কর মূঢ়ের দল।

সমস্ত পাণিপ্রার্থীরা স্তম্ভিত! আকাশ থেকে বজ্র নেমে এলেও বোধহয় তারা এতটা বিস্মিত হোত না। কে এই বিদেশী? এই কি তাহলে ওডিসিয়াস? কি সর্বনাশ!! ভয়ে মলিন হয়ে এল সবার মুখ। সবাই বুঝলো মৃত্যু আসন্ন। এতদিনের আনন্দ উৎসবে যে এভাবে আঁধার নেমে আসবে, নেমে আসবে মৃত্যুর শীতলতা, তা কেউ চিন্তা করতে পারে নি।

সবাই যে যার নিরাপদ স্থান খুঁজতে লাগলো। কেন না, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তো বাঁচতে হবে! নাঃ! ওডিসিয়াসের হাত থেকে এভাবে পালিয়ে বাঁচা যাবে না। তবে?

বাঁচার কোন রাস্তা নেই। বোধহয় আছে। অন্তত ইউরিমেকাস ভেবেছিল আছে। তাই সে ওডিসিয়াসকে উদ্দেশ্য করে বললো। যদি তুমি সত্যিই ওডিসিয়াস হও তাহলে যা বললে সবই ঠিক কথা। কিন্তু যে লোকটি ছিল এ বিষয়ে পথিকৃৎ অর্থাৎ অ্যান্টিনেয়াস সে লোকটিই তো মৃত। সেই তো ছিল পালের গোদা। সুতরাং তুমি আমাদের মুক্তি দাও। আমরা বরং সকলে মিলে তোমার যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করে দেব।

ওডিসিয়াস তেজের সঙ্গে বললেন, না। কোনমতেই নয়। ইউরিমেকাস, তুমি যদি তোমার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও তবু আমি তোমাদের সববাইকে অপরাধের শাস্তি না দিয়ে ছাড়বো না। এবার কি করবে ভাবো। হয় আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করো। নতুবা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারো কিনা

দেখ। মনে হয় দুটোই তোমাদের কাছে সমান বিপদজনক। প্রাণভয়ে কাঁপতে লাগলো। পায়ের তলায় সরে যেতে লাগলো মাটি।

অতঃপর? কি করবে সবাই? এই বিপদে হাল ধরলো ইউরিমেকাস। সে সবাইকে বললো, বন্ধুগণ, কোন উপায় নেই। ওডিসিয়াস হাতে তার নিজস্ব তীরধনুক পেয়েছে। দাঁড়িয়েও রয়েছে আমাদের চাইতে অনেক উঁচু জায়াগতে। ওখান থেকে মারার সুবিধে অনেক বেশি। চল আমরা বরং তলোয়ার নিয়ে ওর দিকে ধেয়ে যাই। ওকে ওখান থেকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। নইলে হবে না। এরকম কথা বলে ইউরিমেকাস খোলা তরবারি নিয়ে ধেয়ে গেল ওডিসিয়াসের দিকে।

ফল কি হল? কি আবার হবে! অ্যান্টিনেয়াসের ভাগ্যে যা ঘটেছিল ঠিক একই ঘটনা ঘটলো ইউরিমেকাসের ক্ষেত্রেও। পূর্বানুবৃত্তি আর কি!

ওডিসিয়াসের তীর বিদ্ধ করলো ইউরিমেকাসের বুক। লুটিয়ে পড়লো ইউরিমেকাস। তার চোখে নেমে এল মৃত্যুর কালো ছায়া। হারাধনের দশটি ছেলের মধ্যে—'দুইটি গেল পরপারে রইল বাকি—? বাকি অনেকেই রইলো। এবার তাদের মধ্যে ছুটে এল অ্যাম্ফিনেমাস। না। ওডিসিয়াস এবার আর হাত লাগালেন না। কারণ? কারণ অনেক ছুঁচোই তো তিনি মেরেছেন। আর একটা বেশি মারতে চাইলেন না। তাই এগিয়ে এল টেলিমেকাস যুদ্ধং দেহী রূপে বসিয়ে দিল তার হাতের বর্শাটা অ্যাম্ফিনেমাসের বুকে। অতএব—'তিনটি গেল পরপারে'......টেলিমেকাস অ্যাম্ফিনেমাসের বুক থেকে বর্শাটা খুলে নিল সঙ্গে সঙ্গে। চলে এল ওডিসিয়াসের কাছে। তারপর তাঁকে বললো, শোন বাবা, এবার বোধহয় অস্ত্রাগার থেকে আমাদের কিছু অস্ত্র আনা উচিত। নইলে তো অস্ত্রের ঘাটতি হবে।

ওডিসিয়াসও এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। কেন করবেন না? তিনি কি নির্বোধ? যুদ্ধ করতে গেলে অস্ত্র লাগে। তাছাড়া তূণের তীরও তো শেষ হল! তাই ওডিসিয়াস সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দিলেন। টেলিমেকাস কি আর বসে থাকে? দ্রুত গিয়ে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এল। তূণে যতক্ষণ তীর ছিল ততক্ষণ ওডিসিয়াস পাণিপ্রার্থী হত্যা তীর দিয়েই সারলেন। তীর ফুরিয়ে যেতেই

হাতে নিলেন বর্শা আর দেহে বাঁধলেন বর্ম। ইত্যবসরে কি পাণিপ্রার্থীদের দল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল?

পাগল? যাবে কি করে? ঘরে তো একটাই দরজা! সেখানেও আবার সশস্ত্র ইউমেয়াসকে ওডিসিয়াস দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

উদ্দেশ্য? খুব সোজা। কেউ যেন ওপথ দিয়ে না যেতে পারে। অতঃপর? আবার নিধন যজ্ঞ শুরু। এবার দেখা যাক পাণিপ্রার্থীদের দল কি করছে! জনৈক পাণিপ্রার্থী, নাম এজলাস, সে বললো, আচ্ছা আমাদের কেউ ঐ দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে আমাদের লোকজনকে ডেকে আনতে পারে না?

না। সম্ভব নয়। ঐ দরজাটি বড্ড ছোট। অপর এক পাণিপ্রার্থীর উত্তর। তাহলে কি উপায়? এজলাসের দুশ্চিন্তিত প্রশ্ন। জনৈকের উপায় উদ্ভাবন—আমি বরং প্রাসাদের ভিতর গিয়ে কিছু অস্ত্র নিয়ে আসি। এজলাস জানালো হ্যাঁ। যা করবার তাড়াতাড়ি কর। জনৈক ছুটে গেল। এই ব্যক্তিটি আমাদের পূর্বপরিচিত। নাম—মেলানথিয়াস। মেলানথিয়াস ছুটে গিয়ে কিছু অস্ত্র নিয়ে এল। ওডিসিয়াস চমকে উঠলেন। ওরা কি করে অস্ত্র পেল? তবে কি—? ভুল ভাঙ্গালো টেলিমেকাসঃ আমারই ভুল হয়ে গেছে বাবা। আমি আসবার সময় দরজা খুলে রেখে এসেছিলাম। ওরা সেটা লক্ষ্য করেছে।

টেলিমেকাস এবার ইউমেয়াসকে আদেশ করলো ইউমেয়াস দেখ তো ওদের কোন দাসীরা সাহায্য করেছে না কি এটা মেলানথিয়াসের কাজ! এই তিনজনের কথোপকথনের সুযোগ নিল মেলানথিয়াস। ফের ছুটে গেল অস্ত্র আনতে। কিন্তু বারে বারে তো ঘুঘু ধান খেতে পারে না। এবার ইউমেয়াসের চোখ পড়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে ওডিসিয়াসকে বললো ঐ দেখুন, আমরা যাকে সন্দেহ করেছিলাম সেই মেলানথিয়াসই অস্ত্র যোগানদার।

ওডিসিয়াস দেখলেন। ইউমেয়াসের জিজ্ঞাসা ঃ প্রভু ওকে ধরতে পারলে কি হত্যা করবো? —না কোমরে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রেখো। ওডিসিয়াসের উত্তর। ওডিসিয়াস আর টেলিমেকাস পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রইলেন সেই প্রশস্ত ঘরের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

ইউমেয়াস আর ফিলাতেয়াস দুজনে প্রাসাদের মধ্যে গেল ওডিসিয়াসেরই

নির্দেশে। ওডিসিয়াসের কথামত ইউমেয়াস আর ফিলাতেয়াস অস্ত্র-রাখা ঘরের দিকে গেল।

এবার দেখা যাক সেখানে কি ঘটনা ঘটছে। অস্ত্রাগারে গিয়ে দেখে যে মেলানথিয়াস সেখানে আগে থেকেই গিয়ে হাজির। এবং বেছে বেছে অস্ত্রগ্রহণে সচেষ্ট। মেলানথিয়াস কিন্তু টের পায় নি যে পেছনে ইউমেয়াস আর ফিলাতিয়াস এসে হাজির হয়েছে। সে তো মনের আনন্দে অস্ত্র নিচ্ছে। তাও আবার যে সে অস্ত্র নয়। রাজা লার্তেসের অস্ত্র। রাজা লার্তেস একসময় যে ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করতেন সেই ঢালটি যখন মেলানথিয়াস বাগিয়ে নিতে যাচ্ছে—এমন সময় যমদূতের মত গিয়ে হাজির ইউমেয়াস আর ফিলাতিয়াস। কি সর্বনাশ! মেলানথিয়াসের যাবতীয় আশার বুকে কে একঝুড়ি বালি ঢেলে দিল। অস্ত্র নিয়ে লর্ডদের সাহায্য করার বদলে মেলানথিয়াস তখন কড়ি কাঠে ঝুলতে লাগলো ঘড়ির ঘন্টার মত। কি দুর্ভাগ্য!

ওদিকে যুদ্ধের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন দেবী এথেন স্বয়ং। অবশ্য স্বমূর্ত্তিতেও নয়। মেন্টরের ছদ্মবেশে। ওডিসিয়াস তাঁকে বললেন মেন্টর পুরনো বন্ধুকে যুদ্ধে সাহায্য কর। অপরদিকে মেন্টরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে এজলাস। সে চীৎকার করে বলে উঠলো মেন্টর তুমি যদি ওকে সাহায্য কর তাহলে তোমাকে এবং তোমার বউ ছেলেমেয়ে সবাইকে আমি খুন করবো। বাজেয়াপ্ত করবো তোমার সমস্ত সম্পত্তি। ভেবে দেখ। মেন্টর তো আর প্রকৃত মেন্টর নয়।

স্বয়ং দেবী এথেন! মেন্টরের বেশ ধরে এসেছেন। এজলাসের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তিনি এজলাসকে কিচ্ছু বললেন না। ওডিসিয়াসকে তিরস্কারের সুরে বলতে লাগলেন তোমার সে তেজ কোথায় ওডিসিয়াস?

তোমার সেই শক্তি কি আজ শেষ হয়ে গেছে? ট্রয়যুদ্ধে তোমার সেই অসামান্য কৃতিত্বের পর আজ এই চুনোপুঁটিদের সাথে যুদ্ধে তুমি ভয় পাচ্ছ? সমুদ্র পার হয়ে গোষ্পদে ডুবে মরবে? এস বন্ধু আমার পাশে এসে দাঁড়াও। দেখ মেন্টর আজ তোমার অতীতের দয়ার প্রতিদান দেয় কিনা!

তাহলে কি এথেনই এবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন ওডিসিয়াসের হয়ে?

না, না। তিনি ওডিসিয়াসের চূড়ান্ত জয়ের গৌরব কখনও ম্লান করেন? এথেন শুধু ওডিসিয়াসকে সাহস আর শক্তি জোগালেন। শুধু ওডিসিয়াসকে নয় টেলিমেকাসকেও! উৎসাহিত করেই এথেন অন্তর্হিত হলেন।

পাণিপ্রার্থীরা স্বাভাবতই আনন্দিত হয়ে উঠলো। কারণ তারা তো ভাবলো যে মেন্টর তাদের শাসানিতেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। তারা তো জানে না যে দেবী এথেনই হলেন মেন্টর যিনি এখন চড়াই পাখীরূপে ঘরের কড়ি বরগায় উড়ে বেড়াচ্ছেন।

যাইহোক, যে ক'জন পাণিপ্রার্থী অবশিষ্ট ছিল তারা এজলাস, ডিমোটলেমাস, ইউরিনোমাস, অ্যাম্ফিমীডন, পীসাণ্ডার আর পলিবাস—এই ছ'জনের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। নতুনভাবে শুরু হল যুদ্ধ। প্রথমেই ওডিসিয়াসের পক্ষের আঘাতে ধরাশায়ী হল শত্রু পক্ষের চারজন। তাদের মধ্যে দুজন নবনিযুক্ত যুদ্ধনেতা! চারজনের মৃত্যুতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো শত্রুপক্ষ। কিন্তু তাই বলে তো যুদ্ধ থামানো যায় না। থামাতে চাইলেও যুদ্ধ থামবে না।

পাণিপ্রার্থীর দল হানলো পাল্টা আঘাত। কিছুই ক্ষতি হল না ওডিসিয়াসের দলের। না, একেবারে ক্ষতি হল না তা নয়। টেলিমেকাসের কব্জির কাছে ছিঁড়ে গেল জনৈকের বর্শায়। ইউমেয়াসের কাঁধের কাছেও কেটে গেল। এর বাইরে কিছু নয়। অবশ্য এটা এমন কিছু নয়। যুদ্ধে এটুকু হয়ই।

কিন্তু শত্রুপক্ষের আবার চারজন ধরাশায়ী হল। আহত নয়, মৃত। আবার আক্রমণ। অবশ্যই শত্রুপক্ষের। এবার মারা পড়লো টেসিপ্পাস। মৃত্যুর আগে টেসিপ্পাসকে মনে করিয়ে দিল যে সে রাজা ওডিসিয়াসকে গরুর ক্ষুর উপহার দিয়েছিল। দু'জন নেতা আগেই মারা গিয়েছিল। আবার মারা পড়লো দুজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওডিসিয়াসের হাতে পতন ঘটলো অন্যতম নেতা এজলাসের। ছয় নেতার পাঁচজনই মৃত।

অতঃপর? আর সাহস থাকে? হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো পাণিপ্রার্থীদের দল। পাগলের মত ঘরময় ছোটাছুটি শুরু করে দিল বাঁচার তাগিদে। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো ওডিসিয়াস তার দলবল সহ।

লিওডেস পাণিপ্রার্থীদের অন্যতম। সে বাঁচার তাড়নায় ওডিসিয়াসের পা জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু না। ওডিসিয়াসের মনে ঐ সমস্ত নীচ পাণিপ্রার্থীদের জন্য ক্ষমা নেই। ফেমিসাস চারণকবি। সে ভাবছিল সবার অলক্ষ্যে পালাবে না ওডিসিয়াসের কাছে ক্ষমা চাইবে। ভয়ে, আতংকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। ওডিসিয়াস সামনে আসতেই সে বলে উঠলো ঃ ওডিসিয়াস, আমি আপনার কৃপা ভিক্ষা করছি। আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন আমি এখানে ইচ্ছে করে আসিনি। আমাকে জোর করে আনা হয়েছে। টেলিমেকাস ছুটে এসে বাধা দিল ফেমিসাসকে হত্যা করতে। টেলিমেকাস বললো, যদি ইতিমধ্যে ইউমেয়াস বা ফিলাতেয়াসকে হত্যা না করে থাকে তবে প্রহরী মীডনকে হত্যা করার দরকার নেই। ও আমাকে ছেলেবেলায় দেখাশোনা করতো যত্ন সহকারে।

মীডন এককোণে লুকিয়ে ছিল। টেলিমেকাসের কথা শুনে তার ধড়ে প্রাণ এল। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো টেলিমেকাসের পা। টেলিমেকাসও তাকে আশ্বাস দিল। এরপর ফেমিসাস আর মীডনকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললো টেলিমেকাস যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়।

ওডিসিয়াস প্রাসাদের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন কোথাও কোন পাণিপ্রার্থীর দল লুকিয়ে রয়েছে কিনা।

না, কেউ কোথাও নেই। সমস্ত পাণিপ্রার্থীরাই শেষ। নিহত হয়েছে সবাই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে প্রাসাদের সেই বিশাল ঘর। মরা মাছ যেমন সমুদ্রের তীরে গাদা করা থাকে ঠিক তেমনিভাবে স্তূপাকৃতি করা আছে পাণিপ্রার্থীদের মৃতদেহ।

যেমন কর্ম তেমন ফল! ওডিসিয়াস টেলিমেকাসকে বললেন ধাত্রী ইউরিক্লীয়াকে ডেকে আনতে। ইউরিক্লীয়া ভয়ে ভয়ে এল। স্তূপাকৃতি মৃতদেহ দেখেই উল্লাসে ফেটে পড়লো।

ওডিসিয়াস সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, ওরা ওদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে। মানুষের মৃত্যুতে কখনও উল্লসিত হতে নেই। ওটা অন্যায়। এবার ওডিসিয়াস ইউরিক্লীয়াকে দাসীদের মধ্যে বাছাই করতে বললেন যে কারা ওডিসিয়াসের পক্ষে আর কারাই বা বিপক্ষে।

ইউরিক্লীয়া জবাব দিল, মোট পঞ্চাশজন দাসী। তারা আমার হাতেই মানুষ।

তাদের মধ্যে মাত্র বারোজন ওদের সেবা করতো। আমি কি রাণীমাকে খবর দেব? তিনি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ওডিসিয়াস উত্তর করলেন, না। রাণীকে এখন জাগিও না। তুমি বরং অন্যায়কারিণী দাসীদের এখানে পাঠিয়ে দাও। ইউরিক্লীয়া দাসীদের খবর দিতে চলে গেল। ওডিসিয়াস টেলিমেকাস এবং ইউমেয়াসকে আদেশ দিলেন যে তারা যেন মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে দাসীদের সাহায্যে ঘরদোর মুছে আবার শ্রী ফিরিয়ে আনে। আর অন্যায়কারিণী দাসীদের তাহলে কি হবে? তারা কি ক্ষমা পাবে?

না। দুষ্টের শেষ রাখতে নেই। ওডিসিয়াস সেই নীতিতেই বিশ্বাসী। তাই তিনি টেলিমেকাসকে আদেশ দিলেন ঐসমস্ত দাসীদের মাথা কেটে ফেলতে। অপরাধিনী দাসীরা বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল। কপালে যার যা লেখা ছিল তাই হল। অর্থাৎ মৃত্যু। মেলানথিয়াসের কি হল? তাকেও কি মেরে ফেলা হল?

না। তবে তার যা হল তা মৃত্যুকেও হার মানায়। মেলানথিয়াসের হাত, পা নাক, কান কেটে কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো হল।

শাস্তি দেবার পালা চুকলো। এবার সাফাই করার পালা। প্রায় চল্লিশজন দাসীকে নিয়ে টেলিমেকাস, ইউমেয়াস আর ফিলাতিয়াস রক্তাক্ত ঘর আর মৃতদেহ পরিষ্কারে লেগে গেল। তার আগে একটা ঘটনা ঘটলো। ইউরিক্লীয়া যখন ওডিসিয়াসের খবর ভেতরে গিয়ে বললো তখন পুরনো দাসীরা যারা ছিল তারা ছুটে এল আনন্দে। ওডিসিয়াসকে আদরে আদরে তারা অতিষ্ঠ করে তুললো। তাদের আনন্দের আবেগ ওডিসিয়াসকেও বিচলিত করে তুললো। তাঁর চোখেও জল এল।

রাণী এই আনন্দের হাটে করছেন কি? তিনি কি নিশ্চুপ? তাই কখনো হয়? তিনি তো খবরই পাননি। ইউরিক্লীয়া ছুটে রাণীর কাছে গেল। আনন্দে তার স্নায়ু প্রায় বিকল। পা দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। ইউরিক্লীয়া রাণীর পালংকের কাছে দাঁড়িয়ে কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলো : ওঠ মা, আর ঘুমিও না। যাকে দেখবার জন্যে এতদিন ধরে সাধনা করে আসছিলে

সে এসে গেছে। রাণী ঘুমের মধ্যে একটু নড়েচড়ে উঠলেন। ইউরিক্লীয়া বলতেই থাকলো ঃ যে সমস্ত দুর্বৃত্তগুলো এতদিন ধরে তার বিষয়সম্পত্তি নষ্ট করছিলো, তার সন্তানের সর্বনাশ করছিলো তাদের সবাইকে তিনি একেবারে কুকুরের মত হত্যা করেছেন। ওঠ সময় এসে গেছে।

রাণী ঘুম থেকে উঠলেন। ইউরিক্লীয়ার কথাও শুনলেন। তবু কি বিশ্বাস হয়? কথাটাই যে বিশ্বাস করার মত নয়। এসব ঘটনা স্বপ্নে দেখা যায়। তাই বলে বাস্তবে এমনটা আবার হয় নাকি?

রাণী তাই ইউরিক্লীয়াকে বললেন ঃ তোমার মাথাটা একেবারে গেছে। দেবতারা এবারে সত্যি সত্যিই তোমার বুদ্ধিটাকে কেড়ে নিয়েছেন। আগে তোমার মাথা ভাল ছিল সে কথা মানছি। কিন্তু এখন সত্যিই তো ভাল নেই। দেখ ওডিসিয়াস এখান থেকে চলে যাবার পর এত সুখে আমি কখনও কোনদিন ঘুমোই নি। তুমি আমার এত সুন্দর ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলে একটা বাজে খবর দিয়ে! কেন এমন্ করলে? তুমি বলে তাই পার পেয়ে গেলে। কিন্তু অন্য দাসী হলে—

ইউরিক্লীয়া তবু ছাড়ে না। না গো মা। এ ঠাট্টা নয়। যে বিদেশী লোকটি অতিথি হয়ে থাকতো সেই হলেন ওডিসিয়াস। টেলিমেকাস জানতো কিন্তু গোপন রেখেছিল।

পেনিলোপের ভেতরটা আচমকা আনন্দে হিম হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠলো! একি সত্যি! নাকি মায়া-মরিচীকা! এও কি কখনও সম্ভব! রাণী পেনিলোপ আনন্দের আতিশয্যে ইউরিক্লীয়ার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, যদি সত্যিই হয় তাহলে আমাকে বল কেমন করে তা ঘটলো।

ইউরিক্লীয়া বললো ঃ কিছুই জানি না। আমরা দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে শুধু আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম। যখন টেলিমেকাস আমাকে ডেকে নিয়ে গেল তখন দেখি মৃত স্তূপের মাঝে বিজয়ী তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন রক্তমাখা অবস্থায় অস্ত্র হাতে একাকী।

রাণী আনন্দে আবেগে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন।

ইউরিক্লীয়া আপন মনে বলে যেতে লাগলো, আজ কি আনন্দ! ওডিসিয়াস

বাড়ি ফিরে তার ছেলে বউকে দেখতে পেয়েছে। শুধু তাই নয় শাস্তি দিতে পেরেছে সেই কুৎসিত পাণিপ্রার্থীদের যারা এখানে জোর করে বসেছিল।

রাণীর তবুও বিশ্বাস হতে চায় না। কি করে হবে? দীর্ঘদিন দুঃখ ভোগের পর সুখ যখন এসে দেখা দেয় তখন সুখকেও দুঃখ বলেই ভুল হয়। রাণীরও তাই হচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল ইউরিক্লীয়া যা বললো তা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই কোন দেবতা এসেছিলেন। অন্যায়কারীদের শাস্তি দিতেই এসেছিলেন তিনি। ওডিসিয়াসের ছদ্মবেশে। আসলে ওডিসিয়াস মারা গেছেন। সুদূর বিদেশে। এত সুখ কি তাঁর কপালে রয়েছে!!

কিন্তু ইউরিক্লীয়ার সরল মনে অত অবিশ্বাস আসে না। সে বললো, তুমি জান না মা, আমি তাঁর পা ধোয়াতে গিয়ে হাঁটুর কাছে সেই ক্ষতটা দেখি। যা একমাত্র তাঁরই ছিল। সে আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে বলতে বারণ করেছিল। তাই বলিনি।

রাণী যুক্তি দেখান, ওসব দেবতাদের লীলা তুমি কি করে বুঝবে? যা হোক আমি জানি তিনি ফিরে আসেন নি। তবু আমার ছেলের কাছে যাই। আর আমার পাণিপ্রার্থীদের মৃতদেহ এবং সেই সঙ্গে হত্যাকারীকে অন্তত একবার নিজের চোখে দেখি।

ধীরে ধীরে নেমে এলেন রাণী পেনিলোপ। এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। তারপর? না, রাণী কোন আবেগ দেখালেন না। অথবা কোন কথা ওডিসিয়াসকে জিজ্ঞসা করলেন না। ঘরের মধ্যে গিয়ে স্থির হয়ে বসলেন। বিশাল ঘর জুড়ে অখণ্ড নীরবতা। ওদিকে দূরে বসে রয়েছেন ওডিসিয়াস।

মাটির দিকে চেয়ে। দুজনেই নির্বাক। ওডিসিয়াস ভাবছেন তাঁর স্ত্রী প্রথমে কথা বলবেন। ওদিকে রাণী তাকিয়ে আছেন ওডিসিয়াসের জরাজীর্ণ কম্বলের দিকে অবাক বিস্ময়ে। শুধু নীরবতা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর টেলিমেকাস কথা বলে উঠলো সেই দুর্বিষহ নীরবতা ভেঙ্গে, তুমি কি নিষ্ঠুব মা! কেন বাবার কাছ থেকে তুমি এত দূরে বসে রয়েছ? দীর্ঘ উনিশ বছর পর তোমার নিজের জিনিষ কাছে পেয়েও তোমার মনে কোন উদ্দাম, কোন আনন্দ নেই?

রাণী উত্তর করলেন, সত্যিই আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। বিস্ময়ে আমি কোন

কথা বলতে পারছি না। তবে সত্যিই যদি ওডিসিয়াস ফিরে থাকেন তবে আমি খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে চিনতে পারবো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ওডিসিয়াস পেনিলোপের কথা শুনে হাসলেন। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর টেলিমেকাসকে বললেন, ঠিক আছে তোমার মার যত খুশি ইচ্ছে আমাকে পরীক্ষা করে নিন তাতে কোন ক্ষতি নেই। পরে নিশ্চয়ই তাঁর ভুল বুঝবেন। এরপর ওডিসিয়াসের নির্দেশমত সমস্ত কাজ ঘটলো। টেলিমেকাস নিজে ভাল পোষাক পরলো। বাড়ির মেয়েরা সুন্দর সাজে সেজে নিলো। চারণ কবি বীণায় বাজাতে শুরু করলো আনন্দোৎসব। বীণার সুরের তালে তালে ভোজসভাগৃহে দাসদাসীরা সুরের তালে তালে নাচতে লাগলো মহানন্দে। নাচগানের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো প্রাসাদ।

পথিকরা বলাবলি করতে লাগলো, এতদিনে রাণী নিশ্চিত কাউকে বিয়ে করলো। কারণ পরিবেশ এমন তৈরী করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন ওডিসিয়াস যেন দেখে মনে হয় বিয়েবাড়ি। তাই পথিকরা সেইরকমই মনে করেছিল। পথিকরা যথারীতি সমালোচনাও করছিল রাণীর, আশ্চর্য এই মহিলা! এত ধৈর্যহীনা! স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলো না! কি চঞ্চলমতি মহিলা!

ওদিকে ওডিসিয়াসও প্রস্তুত হয়ে নিলেন। পোষাক পরিচ্ছদে নিজেকে সাজিয়ে তুললেন। আবার সাহায্য করলেন দেবী এথেন। বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দেহ সৌন্দর্য! আগের থেকে অনেক বেশি। তিনি সবকিছু শেষ করে তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে ফের বসলেন। রাণী তাঁর দিকে চেয়ে দেখলেন।

এবার ওডিসিয়াস মুখ খুললেন, আশ্চর্য! কি নির্মম তুমি! আজ উনিশ বছর পর দেখা হওয়া সত্ত্বেও তুমি কি অসম্ভব উদাসীন! ভাবা যায় না! তুমি এত কঠোর! এবার ওডিসিয়াস ধাত্রীকে নির্দেশ দিলেন, ধাত্রী তুমি আমার আলাদ বিছানা তৈরী কর। আমি একা শোব।

রাণী পেনিলোপ জবাব দিলেন, আমি মোটেই উদাসীন নই। যাকগে আপাতত এ বিষয়ে আর কোন কথা বলতে চাই না। ধাত্রী উনি যে ঘরে নিজের হাতে তাঁর বিছানা করে রেখে গেছেন সে ঘরের বাইরে ওর বিছানা করে দাও। আসলে

রাণী ওডিসিয়াসকে পরীক্ষা করতে চাইছিলেন। রাণী সফলও হলেন। ওডিসিয়াস তাঁর শয্যা দেখে খেপে গেলেন। কারণ সত্যিই তো তিনি নিজের হাতে শয্যা প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। সুতরাং চিনতে তো তিনি পারবেনই। তিনি সবই এক এক করে বলতে লাগলেন। কিভাবে তিনি শয্যা প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন।

এবার পেনিলোপ চিনতে পারলেন। বুঝতে পারলেন ঐ ব্যক্তিই আসল ওডিসিয়াস। তিনি নিশ্চিত হলেন যে ওডিসিয়াস যা যা বলেছেন সব একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত কঠোরতা ভেঙ্গে গেল! চোখে নামলো জলের ধারা। এ তো তাঁর আনন্দের অশ্রু। দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার ফসল আজ তিনি ঘরে তুলতে চলেছেন। আনন্দের আবেগ তাঁর হৃদয়কে তছনছ করে দিচ্ছে।

গভীর আবেগে ওডিসিয়াসের পায়ের তলায় বসে তাঁর পাদুটো জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বারবার বলতে লাগলেন, আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। আমার উপর রাগ করো না। আমি তোমাকে চিনি নি। আসলে শয়তান লোকের তো অভাব নেই। কিন্তু শয্যার রহস্য ভেদ করে তুমি আমার অবিশ্বাসী মনকে বিশ্বাসী করে তুলেছো। আজ আমি সুখী। আমার আনন্দের আজ সীমা নেই। ভীষণভাবে নাড়া দিল ওডিসিয়াসকে রাণী পেনিলোপের এই আত্মসমর্পণ।

চোখে জল এল তাঁর। তিনি সব বুঝলেন। বুঝলেন কেন রাণী প্রথমে নির্দ্বিধায় তাঁকে মেনে নিতে পারেন নি। দীর্ঘদিন ধরে শুষ্ক গাছে যেন প্রাণ ফিরে এল। সবুজ পাতায় ছেয়ে গেল দুটো শুকনো গাছ। সবুজ আনন্দ দুজনকেই মথিত করে ফেললো। বহুদিনের সঞ্চিত ব্যথা, যন্ত্রণা যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছিল দুজনের মধ্যে দিয়ে। এখানেও দেবী এথেন এসে সাহায্য করলেন। আনন্দঘন পুনর্মিলন রাত্রি আরো দীর্ঘ করতে চাইলেন তিনি। ওডিসিয়াস ও রাণী পেনিলোপ যেন আরো দীর্ঘক্ষণ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে তাই উষাকে তিনি আটকে রাখলেন পূর্ব দিগন্তে। পশ্চিম দিগন্তে আটকে রাখলেন নিশাদেবীকে।

যদিও ওডিসিয়াসের ও পেনিলোপের এই মিলন রাত্রি এক নিবিড় অনন্দের মহাযজ্ঞ। তবু হ্যাঁ এর মধ্যে একটা তবু রয়েছে। তা হল ওডিসিয়াসের আরো

এক দুঃসাহসিক অভিযান বাকি রয়েছে। সে অভিযান দুঃখময়ও বটে।

যত দুঃখই হোক না কেন সে অভিযান ওডিসিয়াসকে করতেই হবে। ওডিসিয়াস যখন মৃত্যুপুরীতে ছিলেন তখন মৃত জ্যোতিষী তিয়েরিসিয়াসের আত্মা ওডিসিয়াসকে এই কথা বলেছিলেন।

ওডিসিয়াস ভাবছিলেন তাঁর আবার কি ভাবনা? তাঁর যা ভাবনা ছিল তা তো শেষ। এখন তো বেজে চলেছে মিলনের বাজনা। তবু ভাবনা আছে তাঁর। তা হোল তাঁর আগামী অভিযানের কথা—তাঁর আগামী বিচ্ছেদের কথা রাণীকে তখন বলা হয় নি। বলি বলি করেও বলতে পারছিলেন না। কিন্তু না বললেও নয়। আসলে মিলনের মাঝে ওডিসিয়াস আসন্ন বিচ্ছেদের কথা তুলতে চাইছিলেন না কোন মতেই। কিন্তু তবু বলতেই হল। স্তব্ধ রইলেন কিছুক্ষণ রাণী। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা তাঁকে আবার বিষণ্ন করে তুললো। তবু সামলে নিলেন তিনি। শুনতে চাইলেন কেন এই অভিযান। ওডিসিয়াসও সব খুলে বললেন ঃ একটা ভাল জাহাজ নিয়ে আমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন নগর ঘুরে বেড়াতে হবে। তারপর একটা আশ্চর্য দ্বীপে আমি গিয়ে পৌঁছবো। সেখানকার মানুষের জাহাজ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। তারা জানে না লবনের ব্যবহাব। সেই দ্বীপে একজন পথিকের দেখা আমি পাবো। তাকে নিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া আরো কাজ—রাত তখন গভীর।

বাইরে চলছিল নাচগানের আসর। রাত বেড়ে যাওয়াতে টেলিমেকাস নাচগান বন্ধ করে দিল। নিভিয়ে দিল সভাগৃহের আলো। ঘুমোতে গেল সবাই। ঘুমোতে পারলেন না শুধু রাণী আর ওডিসিয়াস। দীর্ঘ উনিশ বছরের গল্প যেন এক রাত্রেই করে ফেলতে চান তাঁরা। ওডিসিয়াস বলে চলেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। একের পর এক। একের পর এক। সময় কেটে যাচ্ছিল কোনদিক দিয়ে খেয়ালই নেই। তবু সব কিছুরই শেষ আছে। অবশেষে তাঁরা দুজনেই ঘুমোলেন। তবে যতক্ষণ না তাঁরা তৃপ্ত হলেন ঘুমিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত রাত্রি প্রভাত হতে দিলেন না দেবী এথেন। অবশেষে ঘুম ভাঙ্গলো ওডিসিয়াসের। রাণীকে তিনি বললেন আবার আমি যাচ্ছি। আবার চললাম অজানার উদ্দেশ্যে। বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়ে গেলাম তোমার ওপর। আপাতত আমি গিয়ে আমার বাবা লার্তেসের

সঙ্গে দেখা করবো আমাদের গ্রাম্য বাগানবাড়িতে।

সকাল হলে সবাই জানবে যে আমি তোমার পাণিপ্রার্থীদের হত্যা করেছি। তোমার কিছু বলার নেই। তুমি ওপরে চলে যাবে সহচরীদের নিয়ে। কারো সঙ্গে দেখাও করবে না কাউকে কিছু বলবেও না। ওডিসিয়াস রাণীকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিলেন।

জাগিয়ে তুললেন ফিলাতিয়াস আর ইউমেয়াসকে। তাদেরও অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিতে বললেন। তারাও ওডিসিয়াসের নির্দেশমত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিল। তারপর তিনজনে বেরিয়ে পড়লো। ওদিকে মৃতের আত্মারা ছিল দেহবন্দী। দেবদূত হার্মিস এসে আত্মার দেহমুক্তি ঘটালেন। তারপর সমস্ত আত্মাকে নিয়ে চললেন মৃত্যুপুরীতে। সেখানে গিয়ে দেখা হল পরিচিত-অপরিচিত অনেক আত্মার সঙ্গে।

পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন একিলিস, প্যাট্রাক্লাস, অ্যান্টিলোকাস এসিয়াস, অ্যাগমেনন প্রভৃতির আত্মা। তাঁদের কাছে অ্যাম্ফিমীডন তাদের সকরুণ মৃত্যুর কারণ ব্যক্ত করলো। অ্যাগমেননের আত্মা স্বীকার করলো, সত্যিই ওডিসিয়াস অপরাজেয়। পেনিলোপও সত্যিকারেরই সতী। তার গৌরব গাথা চিরদিনই পৃথিবীতে ঘোষিত হবে।

এই সময় অ্যাগমেনন নিজের স্ত্রীর বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো, অথচ দেখ আমার স্ত্রী ক্লাইতমেস্ত্রো ঠিক উল্টো। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার বিবাহিত স্বামীকে হত্যা করে। সত্যি বলতে কি তার পাপকর্ম সমস্ত নারী জাতিকেই কলংকিত করেছে।

মৃত্যুপুরীতে যখন আত্মারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় রত, ঠিক সেই সময় ওডিসিয়াস এসে উপস্থিত হলেন লার্তেসের গ্রাম্য খামারবাড়িতে।

অস্ত্রশস্ত্র খুলে রেখে ওডিসিয়াস দেখা করলেন তাঁর বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে। পিতার কাছে এসে ভাবছিলেন যে তিনি তাঁর পরিচয় দেবেন কি দেবেন না। দোনামোনা করতে করতে এগোলেন।

ঐ সময় লার্তেস তাঁর বাগানের পরিচর্যাতে ব্যস্ত ছিলেন। ওডিসিয়াস ঐ বাগানের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। নানা কথা হয়ে চললো দুজনের

মধ্যে। কিন্তু ওডিসিয়াস পরিচয় গোপন রাখলেন। অন্য পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ওডিসিয়াসের সঙ্গে তাঁর পরিচিতির কথা উল্লেখ করেন কথা প্রসঙ্গেই। তখন বৃদ্ধ লার্তেস পুত্র ওডিসিয়াসের জন্য ভয়ঙ্কর বিলাপ সুরু করলেন। স্থির থাকতে পারলেন না ওডিসিয়াস।

কোন সন্তানই বা বাবার অমন অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারে? ওডিসিয়াস আত্মপরিচয় দিলেন। প্রমাণ হিসেবে দেখালেন হাঁটুর কাছের দাগটি। লার্তেস নিঃসন্দেহ হলেন। আবার আনন্দ আবেগ ইত্যাদির ঢল নামলো। দীর্ঘ উনিশ বছর পরে দর্শনে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। দুজনে মিলে এলেন বাগানবাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য।

ওডিসিয়াস তখন খামারবাড়িতে। ব্যস্ত মধ্যাহ্ন ভোজনে। ওদিকে নগরময় ছড়িয়ে পড়ে পাণিপ্রার্থীদের মৃত্যুসংবাদ। আত্মীয় স্বজনেরা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে। মৃতদেহগুলো সৎকার করতে হবে তো! দূরের গুলো পাঠিয়ে দেওয়া হল জাহাজে করে। ইথাকাবাসীরা মিলিত হল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য। অ্যান্টিনেয়াসের পিতা ধরলেন হাল। তিনি ওডিসিয়াসকে ঘোষণা করলেন জাতির শত্রু হিসেবে।

কি আশ্চর্য! কে শত্রু? যারা দীর্ঘ বছরগুলো ধরে একজনের ওপর অত্যাচার করলো তারা? নাকি যে অসৎদের বধ করলো সে? সে কথা কে শোনে? সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে ওডিসিয়াস পালিয়ে যাবার আগেই তাকে ধরতে হবে। সুতারাং সবাই অস্ত্রনিয়ে বের হও।

সবাই প্রস্তুত হবার আগেই সভায় এল প্রহরী মীডন ও চারণকবি ফেমিয়াস। সভাস্থ সকলেই ওদের ঐ সময়ে উপস্থিত দেখে বিস্মিত হল। মীডন বললো, যখন ওডিসিয়াস যুদ্ধ করছিলেন তখন মেন্টরের বেশ ধারণ করে কোন দেবতা তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন—আমি নিজে চোখে দেখেছি।

সভাস্থ অনেকেরই মুখ পাংশু হয়ে উঠলো এই কথা শুনে। সভায় ছিলেন এক ভবিষ্যৎ বক্তা। তার নাম হ্যালিসার্থেস। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো : এ ঘটনার জন্য আজ তোমরাই দায়ী। সবাই-এর প্রশ্ন : কেন? কেন?

হ্যালিসার্থেসের উত্তর : তোমরা একদিন আমার আর নেষ্টরের কথা শোন